আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার

দ্য ল অব সাকসেস

সাফল্যের বিধিমালা

নেপোলিয়ন হিল

BanglaBook.org

অনুবাদ : মো. আনোয়ার হোসেন

নেপোলিয়ন হিল অত্যন্ত সফল একজন আমেরিকান লেখক। তাঁর জন্ম দক্ষিণ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পাউণ্ডে একটি অতি দরিদ্র পরিবারে। শৈশবেই তিনি তাঁর মাকে হারান। স্থানীয় সংবাদপত্রে মাউন্টেন রিপোর্টার হিসেবে তরুণ বয়সে কাজ শুরু করেন। টাকার অভাবে কলেজের পড়াশোনা তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়।

নেপোলিয়ন হিলের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট ছিল ১৯০৮ সাল, ওই বছর তিনি বিখ্যাত এবং সফল মানুষদের সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করেন। তিনি শিল্পপতি এন্ড্রু কার্নেগির সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। ওই সময় কার্নেগি ছিলেন বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী মানুষ। হিল আবিষ্কার করেন, কার্নেগি সাফল্যের প্রতিক্রিয়ার ফর্মূলাটি খুবই সহজ-সরল এবং এটি যে কেউ বুঝতে পারবে ও অর্জন করতে পারবে। হিলের সঙ্গে কথা বলে খুশি হয়ে কার্নেগি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হিল ৫০০ সফল নারী-পুরুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে, যাদের মধ্যে অনেকেই কোটিপতি, তাদের সাফল্যের রহস্য জেনে তা প্রকাশ করতে পারবেন কিনা?

গবেষণার অংশ হিসেবে হিল এ সময়ে বহু বিখ্যাত মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে ছিলেন টমাস আলভা এডিসন, আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল, জর্জ ইস্টম্যান, হেনরি ফোর্ড, এলমার গেইস, জন ডি রকফেলার সিনিয়র, চার্লস এম সোয়াব, এফ.ডব্লু, উলওয়ার্থ, উইলিয়াম রিগলি জুনিয়র, জন ওয়ানামেকার, উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান, থিওডর রুজভেল্ট, উইলিয়াম এইচ ট্যাফট, জেনিংস র‍্যানডলফ প্রমুখ।

কার্নেগির ইন্ট্রোডাকশনে হিলের বিশ্লেষণাত্মক এই লেখাগুলো ১৯২৮ সালে মাল্টি ভল্যুম স্টাডি কোর্স The Law of Success-এ প্রকাশিত হয়। হিল পরবর্তীতে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ Think and Grow Rich বের করেন, যা সর্বকালের সেরা বেস্টসেলারের অন্যতম বলে বিবেচিত। হিলের এ কাজে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের শক্তির জায়গাটি এবং এগুলো ব্যক্তিগত সাফল্যে কী ভূমিকা রাখছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি ১৯৩১-৩৬ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ফ্রাংলিন ডি রুজভেলেটের উপদেষ্টা ছিলেন।

বর্তমানের সাফল্যের দর্শনের শিক্ষকরা এখনো হিলের শেখানো গবেষণামূলক ফর্মূলাগুলো তাঁদের ছাত্রদের ব্যক্তি উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করেন। নেপোলিয়ন হিল ৮৭ বছর বয়সে দক্ষিণ ক্যারোলাইন শহরে You can work your own miracles বইয়ের কাজ করার সময় মৃত্যুবরণ করেন। বইটি ১৯৭১ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

www.BanglaBook.org

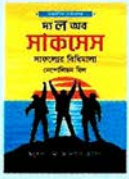

দ্য ল অব সাকসেস
সাফল্যের বিধিমালা
নেপোলিয়ন হিল
অনুবাদ : মো. আনোয়ার হোসেন
প্রচ্ছদ : রহমান রোমেল

মু ক্ত দে শ
মুক্তচিন্তার সৃজনশীল প্রকাশন

ISBN 987-984-869078-9

দ্য ল অব
সাকসেস

সাফল্যের বিধিমালা

নেপোলিয়ন হিল

অনুবাদ : মো. আনোয়ার হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মুক্ত দেশ
মুক্তচিন্তার সৃজনশীল প্রকাশন

দ্য ল অব সাকসেস
নেপোলিয়ন হিল
অনুবাদ মো. আনোয়ার হোসেন
(আত্মোন্নয়ন ও সাফল্য)

প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১৯

অনুবাদ স্বত্ব
প্রকাশক কতৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ
রহমান রোমেল

প্রকাশক
জাবেদ ইমন
মুক্তদেশ প্রকাশন
৭৪ ভূইয়া ম্যানসন (৩য় তলা), কাকরাইল, রমনা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম : ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১২৬৭১৩৪৬/০১৬৭৫৪১৭৫৬৪
ই-মেইল muktodesh71@gmail.com
ওয়েব সাইট www.muktodeshprokashon.com
গল্পের বারান্দা golper baranda.facebook.com

অক্ষরবিন্যাস ইমন কম্পিউটার, ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ : মুক্তদেশ প্রিন্টিং অ্যাণ্ড প্যাকেজিং লি., ২২৭-১ ফকিরাপুল, মতিঝিল বা- এ, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ৩০০ (তিনশত টাকা মাত্র)

ঘরে বসে মুক্তদেশ প্রকাশনের সকল বই কিনতে ভিজিট করুন–
http: rokomari.com/muktodesh
http: boibazer.com/muktodesh

আমেরিকা পরিবেশক মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউ ইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

ISBN : 978-984-8690-76-4

The Law of Success by Napoleon Hill. Translated by Md. Anower Hossain. Published by Jabed Imon, Muktodesh Prokashon, Islami Tower (2nd Floor), 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh. Date of 1st Publication: August 2019, Price Tk. 300.00, U.S.A. $15 only

সাফল্যের নিয়মাবলী সমূহের সাধারণ পরিচিতি

গ্রন্থটি নিবেদিত যাদের প্রতি, তারা হলেন এন্ড্রু কার্নেগী, তিনি পাঠ্যক্রমটি লিখতে পরামর্শ দিয়েছেন, হেনরি ফোর্ড, যার বিস্ময়কর অর্জন-এর ফলে এ পাঠক্রমের ১৬টি বিভাগেরেই ভিত্তি রচনা হয়েছিল এবং টমাস আলভা এডিসন, সংস্থার ব্যবসায়ীক সহযোগী এডউইন সি বার্নেস, ১৫ বছরের বেশি ব্যক্তিগত সম্পর্ক-এ লেখককে অনেক বিচিত্র দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং পাঠক্রমটি গঠন করাকালীন অনেক সামরিক পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল।

কে বলেছে এটা করা যেত না? এবং তার এমন কি বৃহৎ বিজয় ছিল, যার ফলে তিনি অন্যদেরকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করার গুণে গুণান্বিত ছিলেন ।

–নেপোলিয়ন হিল

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

গ্রন্থকারের একটি ব্যক্তিগত বিবৃতি

প্রায় ৩০ বছর পূর্বে গানসলাস নামে একজন যুবা যাজক শিকাগো শহরের একটি পত্রিকায় প্রচার করেছিলেন যে, পরের রোববার সকালে তিনি একটি ধর্মোপদেশ প্রকাশ করবেন, যার শিরোনাম হবে,

'যদি আমি ১ মিলিয়ন ডলার অর্থ পেতাম, তাহলে কি করতাম'?

অত্যন্ত অর্থশালী প্যাকিং হাউজের মালিক ফিলিপস ডি আরমারের দৃষ্টিতে ঘোষণাটি নজরে এলো, তিনি ধর্মোপদেশটি শুনতে চাইলেন। ডা. গানসলাশ তার ধর্মোপদেশে একটি প্রযুক্তিনির্ভর স্কুলের বর্ণনা দিয়েছিলেন, যেখানে যুবা পুরুষ ও তরুণীদের শেখানো হবে, কিভাবে 'চিন্তা করো' কথাটা পুঁথিগতভাবে চর্চা না করে বাস্তবভাবে প্রয়োগ করে জীবনে সাফল্য বয়ে আনা যায়? যুবক ধর্ম প্রচারকটি বললেন, 'যদি আমার কাছে এক মিলিয়ন ডলার অর্থ থাকতো, আমি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতাম। ধর্মোপদেশটি প্রচার শেষ হবার পর মি. আরমার গির্জার দুইসারি আসনের মাঝ পথ দিয়ে এগিয়ে এলেন এবং যাজকের মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে তার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'হে যুবক আমার, বিশ্বাস তুমি যতটুকু বলেছো, সবই তুমি করতে সক্ষম হবে। যদি তুমি আগামীকাল সকালে আমার অফিসে আসো, আমি তোমাকে তোমার প্রয়োজনীয় মিলিয়ন ডলার দেবো'।

যারা মূলধনকে ব্যবহার করার বাস্তব পরিকল্পনা করতে পারে, তাদের জন্য প্রচুর পরিমাণ মূলধন জোগার করা সম্ভব হয়। দেশের একটি বিখ্যাত ব্যবহারিক স্কুল ছিল সেই 'আরমার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি' এবং সেটাই ছিল এর প্রথম যাত্রা। স্কুলটির গঠন ছিল, সে তরুণ যুবকটির কল্পনাপ্রসূত, যে কোনোদিন তার সম্প্রদায়ের বাহিরে যায়নি, যেখানে ধর্ম প্রচার করেছিল ।

তার নিজের কল্পনা এবং ফিলিপ ডি আরমারের ব্যক্তি ভাগের মূলধন ছাড়া স্কুলটির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না ।

প্রতিটি রেলপথ, বিখ্যাত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বড় আকারের বাণিজ্যিক সংস্থ, বিখ্যাত আবিষ্কার, সবই কোনো একজন লোকের কল্পনাপ্রসূত বিষয়।

BanglaBook.org

'এফডব্লিউ উলওয়ার্থ ফাইভ এন্ড টেন স্টোর' পরিকল্পনাটি তার নিজস্ব পরিকল্পনা থেকেই গড়ে তুলেছিলেন। যা নাকি পরবর্তীকালে বাস্তবিক হয়ে তাকে মাল্টি মিলিয়নিয়ার মানুষে পরিণত করেছিল। টমাস আলভা এডিশন, কথা বলার যন্ত্র, চলচ্চিত্র যন্ত্র, উত্তপ্ত হলে আলো দেয় এমন বৈদ্যুতিক ভাল্ব এবং অসংখ্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আবিষ্কার করেছিলেন, তার নিজের কল্পনা শক্তি দিয়ে সেসব জিনিস বাস্তবায়নের পূর্বেই।

শিকাগো অগ্নিকাণ্ডের সময় অসংখ্য ব্যবসায়ী তাদের জলন্ত আগুনের ছাই–এর মধ্যে দগ্ধ হওয়া গুদামগুলি পুড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখছিল এবং তাদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য দুঃখ করছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই অন্য শহরে গিয়ে নতুনভাবে ব্যবসায় শুরু করতে চেয়েছিল। ওই দলের মধ্যে ছিলেন মার্শাল ফিল্ড, যিনি তার কল্পনার চোখে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনিও তার পূর্ববর্তী মালিকানাধীন গুদামের ধ্বংসাবস্থা দেখেছিলেন, যা নাকি ধুঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিলো। তার কল্পনার সেই গুদাম পরবর্তীকালে সত্যি হয়েছিল

তুমি যেখানেই থাকো, যেই হও, তুমি যে পেশাই গ্রহণ করতে চাও, তোমাকে প্রয়োজনীয়ভাবে প্রস্তুত করার অনেক পথ খোলা আছে এবং সেভাবে তোমার কল্পনা শক্তিকে উন্নত করে নিজেকে আরো ফলপ্রসূ করতে পারো। এ পৃথিবীতে সাফল্য লাভ একান্ত নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল। কিন্তু তুমি যদি মনে করো এবং বিশ্বাস করো যে, অন্যের সহযোগিতা ছাড়াই তুমি সফল হয়ে যাবে, তা হবে প্রতারণার শামিল। সাফল্য হচ্ছে নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল, তবে মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে সত্যিকারভাবে কি চায়, এবং এটার জন্য কল্পনা শক্তির প্রয়োজন।

এই তথ্যটি মানলে মনে করতে হবে যে, সাফল্য আনার জন্য সুনিপুণ এবং কৌশলগতভাবে অপরের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। শুধু তাই নয়, অন্যের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার আশা করার আগে, অবশ্যই তোমাকে অপরকে সহযোগিতা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করতে হবে।

এ কারণেই এ পাঠক্রমের অষ্টম অংশটি, তুমি যতটুকু পাওয়ার যোগ্য, তার চেয়ে বেশি কাজ করার অভ্যাস' শীর্ষক অধ্যায়টির প্রতি তোমার বিশেষ দৃষ্টি থাকতে

BanglaBook.org

হবে। এ পাঠক্রমটি যে নীতিমালার উপর অধিষ্ঠিত, সেটা যারা এই নীতিমালাটি অনুসরণ বা চর্চা করে, তাদের সাফল্যকে নিশ্চিত করে।

বইটির পেছনের পৃষ্ঠায় পরিচিতি বিভাগ তোমরা দেখতে পাবে, দশ জন সুবিখ্যাত ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণমূলক বিবরণ, যা তোমাদের পাঠ করা এবং তুলনা করার জন্য প্রয়োজনীয়। বিবরণটি সতর্কতার সাথে লক্ষ করো এবং বিপদসংকুল বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করো, যাতে যারা এসব সংকেতগুলো অনুসরণ করে না, তাদের বিফল হবার কারণগুলো খুঁজে পাবে।

যে ১০ জন বিখ্যাত লোক বিশ্লেষণ করেছেন, তাদের মাঝে ৮ জন সফল হোক হিসেবে পরিচিত, বাকি দুজনের কোনো সাফল্য নেই। সতর্কতার সাথে পড়ে দেখো, কেন এ দুজন লোক সাফল্য লাভ করতে পারেনি?

এরপর তোমার নিজেকেই বিশ্লেষণ করো। সেজন্য যে দুটো কলাম শূন্য রাখা হয়েছে, সেখানে ১৫টি সাফল্যের প্রতিটি নিয়মকে তোমার নিজস্ব মান নির্ণয় করার কাজটি করো। এবং সেটা করবে পাঠক্রমটি শুরু করার সময়।

পাঠক্রমটি শেষ করার পর পুনরায় তোমার মাননির্ণয় পর্ব্বটি শেষ করো, এবার লক্ষ্য করো, তোমার মাঝে কতোটুকু উন্নতি হয়েছে?

সাফল্যের নিয়মাবলী পাঠক্রমটির উদ্দেশ্য হলো, যাতে তোমরা বুঝতে সক্ষম হও যে, তোমাদের নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রে কিভাবে আরো নৈপুণ্য লাভ করবে? এর শেষ পর্যায়ে তোমাদেরকে বিশ্লেষণ করা হবে। তোমাদের সমস্ত গুণাবলী শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, এখন তোমরা সেগুলো সংগঠিত করো এবং সেগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করো। এখন তুমি যে কাজে নিয়োজিত রয়েছো, সে কাজটি পছন্দ নাও হতে পারে।

সে কাজটি থেকে বের হয়ে আসার দুটো পথ রয়েছে, একটি পথ হচ্ছে, তুমি যে কাজটি এখন করছো, সে কাজে উৎসাহ ও আগ্রহ কমিয়ে ফেলা এবং যে কাজটি তুমি করতে আশা করছো, সে কাজটি বেশি করে করা। খুব শীঘ্রই তুমি একটি পথ খুঁজে পাবে, কারণ তখন তোমার সেবা কাজের চাহিদা বেড়ে যাবে।

এর চেয়ে ভালো এবং অন্য পথটি হলো, তুমি যে কাজটিতে নিয়োজিত রয়েছো, সে কাজটিতে আরো দক্ষতা এবং তোমার চাহিদা দেখাবে, তাতে তুমি যারা তোমাকে পদোন্নতি দেয়ার ক্ষমতা রাখে, তাদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে এবং তোমাকে তোমার পছন্দের কাজে আর দায়িত্বশীল কাজে নিয়োজিত করবে।

BanglaBook.org

এটা তোমার স্বাধীনতা ও বিশেষ সুবিধা যে, তুমি কোন পথে অগ্রসর হবে, সেটা নিজেই নির্ধারণ করতে পারো। পুনরায় তোমাকে এ পাঠক্রমের নবম অধ্যায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে মনে করিয়ে দিচ্ছি, যার সাহায্যে তুমি নিজেকে উন্নত করার পথ খুঁজে পাবে।

হাজার হাজার লোক লোক বৃহৎ কেলামেট তাম্র খনির উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল, কিন্তু তারা কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু একজন মাত্র ব্যক্তি তার কল্পনা শক্তিকে ব্যবহার করে মাটির নিচে কয়েক ফুট খনন করে অনুসন্ধান করে এবং পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান তাম্রখনিটি আবিষ্কার করে। তুমি এবং অন্য প্রতিটি ব্যক্তিই একবার অথবা বহুবার এরকম কেলামেট তাম্র খনির উপর দিয়ে হেঁটে যাও।

আবিষ্কার হচ্ছে অনুসন্ধান এবং কল্পনার একটি বিষয়। ১৫টি সাফল্যের নিয়মাবলী বিষয়গুলো তোমাকে কেলামেট এর ঘটনার পথে নিয়ে যেতে পারবে এবং তুমি অবাক হয়ে দেখবে এবং আবিষ্কার করবে, তুমি যে কাজ করছো, সে কাজের বিশাল খনির উপর দাঁড়িয়ে আছো। 'এ করস অব ডায়মন্ড' নামক গ্রন্থে রাসেল কলওয়েল তার বক্তৃতায় বলেছেন, সুযোগ খুঁজতে আমাদের দূরে যেতে হয় না, বরং আমরা যে স্থানে অবস্থান করছি, সেখানেই আমরা সুযোগ খুঁজে নিতে পারি।
এটা এমন একটা সত্যি যা স্মরণের উপযোগী।

–নেপোলিয়ন হিল

সাফল্যের বিধিমালা ও নিয়মাবলী গ্রন্থের রচয়িতা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এ পাঠক্রমটি লিখার জন্য লেখকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার

একশত জনের বেশি পুরুষ ও মহিলার জীবনপঞ্জি সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করার পর এই পাঠক্রমটি রচনা সম্ভব হয়েছে এবং তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। এ পাঠক্রমের রচয়িতা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে এ পাঠক্রমের উপর ভিত্তি করে যে ১৫টি অধ্যায় রচিত করেছেন, তার জন্য সংগ্রহ, শ্রেণীবিন্যাস, পরীক্ষণ এবং সংগঠন কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তার পরিশ্রমকালে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের কাছে ব্যক্তি পর্যায়ে অথবা তাদের জীবনপঞ্জি পাঠ করে অত্যন্ত মূল্যবান সহায়তা পেয়েছেন। তারা হলেন–

* হেনরি ফোর্ড
* টমাস আলভা এডিসন
* হারভে এস ফায়ার স্টোন
* জন ডি রকফেলার
* ওল্ড চার্লস এম স্কব
* উড্রো উইলসন
* ডারউইন পি কিংসলে
* আয়ারস
* জর্জ এলবার্ট এইচ গ্যারি
* উইলিয়াম হাওয়ার্ড টেকট
* ডা, এলমার গেইটস
* জন ডব্লিউ ডেভিস
* স্যামুয়েল ইনসুল
* হাগ চালমার্স
* এলবার্ট হাবার্ড
* লুথার বারব্যাংক
* ও এইচ হ্যারিম্যান
* জর্জ ইস্টম্যান

* ই. এম. স্টাটলার
* এন্ড্রু কার্নেগি
* এডওয়ার্ড বক
* সাইরাস এইচ কে কার্টিজ
* জর্জ ডব্লিউ পারকিন্স
* হেনরি এল ডহারটি
* জর্জ এস পার্কার
* ডক্টর সি ও হেনরি
* জেনারেল রাকারস
* ডব্লিউ এম রিগলি জুনিয়র
* ডি লাস্কার
* ই এ ফিলেন
* জেমস জে হিল
* ক্যাপ্টেন জর্জ এম আলেকজান্ডার
* জাজ ড্যানিয়েল টি রাইট
* ডক্টর ই ডব্লিউ স্ট্রিকার
* এডউইন সি বারন্স
* রবার্ট এল টেইলার
* জন ব্যুরো
* ই এইচ হ্যারিম্যান
* চার্লস পি স্টেইনলেস
* ফ্রেনক ভ্যানডারলিপ
* জন ওয়ানামেকার
* মার্শাল ফ্রেন্ড
* ড. আলেক জান্ডার গ্রাহাম বেল
* থিওডোর রুজভেল্ট
* ডব্লিউ এম এইচ ফ্রেঞ্চ

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হেনরি ফোর্ড এবং এন্ড্রু কার্নেগির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এই পাঠক্রমটির রচনায় তাদের বিশেষ অবদান রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, এন্ড্রু কার্নেগী প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ পাঠক্রমটি রচনা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং হেনরি ফোর্ডের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করার ফলে এ পাঠক্রমটির রচনার বেশিরভাগ তথ্য ও উপকরণ পাওয়া গিয়েছিল। এসকল বরেণ্য ব্যক্তির অনেকেই এখন জীবিত নেই, যারা এখনো বেঁচে আছেন, এই লেখক তাদের সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে, যা না পেলে এ পাঠক্রমটি কখনো রচিত হওয়ার সুযোগ ছিল না।

বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের বেশি সংখ্যক লোকের সাথে এ লেখক এর ব্যক্তিগত সম্পর্কের দরুন তাদের ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। তাদের অনেকের সঙ্গই লেখক উপভোগ করেছেন এবং মৃত্যুর আগেও তাদের সঙ্গ পাবার সুযোগ হয়েছিল। তাদের সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সুবাদে লেখকের সৌভাগ্য হয়েছিল তাদের ব্যক্তি জীবন, দর্শন সম্পর্কে জানতে, যা অন্য কোনো অবস্থায় জানা যেত না।

'সাফল্যের নিয়মাবলী' বইটি রচনার সহযোগিতার জন্য পৃথিবীর অত্যন্ত শক্তিশালী ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের কথা ও আলোচনা না উল্লেখ করতে পেরে লেখক গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। সে সুযোগটি বইটি রচনার জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার, যদি আর অন্য কিছু বিনিময়ে লাভ করা না যায়।

এই ব্যক্তিগণই হচ্ছেন আমেরিকার ব্যবসায়, অর্থায়ন বিষয়, শিল্প ও রাষ্ট্র পরিচালনা সবকিছুরই মেরুদন্ড এবং স্থপতিস্বরুপ। সাফল্যের নিয়মাবলী পাঠক্রমটি উল্লেখিত প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তি দর্শন, এগিয়ে চলার পথ, সব কিছুরই একটা প্রতীকী নির্দেশনা, যার ফলে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের পরিমণ্ডলের একজন বৃহৎ ও সফল ব্যক্তিত্বের প্রতীক ছিলেন। লেখক এর ইচ্ছা ছিল, বইটি যথাসম্ভব সরল ও সহজবোধ্য শব্দ দ্বারা রচিত হবে, যাতে হাইস্কুলে পাঠরত তরুণ-তরুণীর পাঠক্রম সহজে আয়ত্ত করতে পারে।

পাঠক্রমের প্রথম পাঠে রচিত দার্শনিক বিবরণ 'আস্টারমাইন্ড' ব্যতীত অন্য কোনো অংশে প্রাথমিকভাবে নূতন এমন কোনো বিষয় সংযোজন করা হয়নি, তিনি কি করেছেন? তিনি শুধু পুরনো সত্য ও জানা মতো বিধিগুলোকে বাস্তবক্ষত্রে এবং

BanglaBook.org

প্রয়োজনীয়ভাবে সংগঠন করেছেন, যাতে এসব বিষয়গুলো এমন কি একজন দিনমজুরও বুঝে উঠতে ও প্রয়োগ করতে পারে, কারণ তাদের কাছে দর্শন তত্ত্বের একটা সহজ বোধ্যতার প্রয়োজন আছে। 'সাফল্যের বিধিমালা' পাঠক্রমটি সম্পর্কে এর গুণাগুন বর্ণনা করতে গিয়ে এলবার্ট এইচ গ্যারি বলেছেন,' দর্শনের দুটো চমৎকার বিষয় আমাকে ভিশন অনুপ্রাণিত করেছে। একটা হচ্ছে বিষয়টির সরলতা, যেভাবে এর উপস্থাপনা করা হয়েছে, অন্যটি হচ্ছে এর গভীরতা, যার জন্য সবাই এর প্রতি আস্থাশীল এবং সবার কাছে বইটির গ্রহণযোগ্যতা অপরিসীম।

এ পাঠক্রমের শিক্ষার্থীদের সাবধান করা হচ্ছে, তারা যেন সমগ্র ১৬টি অধ্যায় পূর্ণভাবে পাঠ না করে পাঠক্রম সম্পর্কে মন্তব্য না করেন। এ বিষয়টি বিশেষভাবে পরিচিতি অধ্যায়ের উপর প্রযোজ্য, কারণ এখানে কম বেশি প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা ১৬টি অধ্যায় পূর্ণভাবে পাঠ করার পর এই কথাটির কারণ বুঝতে পারবে যে, সকল শিক্ষার্থীরা পাঠক্রমটি পাঠ করার সময় খোলা মন নিয়ে পড়বে এবং সমস্ত পাঠক্রমটি শেষ পর্যন্ত মুক্ত মনে পাঠ করবে, তারা সত্যিই ভীষণভাবে উপকৃত হবে এবং জীবনের একটি প্রসস্ততর ও নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পরিচিতিমূলক পাঠক্রমটির অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী

১। **শক্তি :** এর অর্থ কি এবং এটা কিভাবে উৎপন্ন এবং এবং ব্যবহার করা যায়?

২। **সহযোগিতা** সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার দর্শন তত্ত্ব এবং কিভাবে এটা গঠনমূলকভাবে ব্যবহার করা যায়?

৩। **কর্মসূচি পরিচালক** উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টার সমন্বয়ে কিভাবে এটা দুজন বা ততোধিক লোকের মধ্যে সৃষ্ট হয়?

৪। **হেনরি ফোর্ড :** টমাস আলভা এডিশন এবং হারভে এস ফায়ার স্টোন তাদের শক্তি এবং সম্পদের গোপন রহস্য।

৫। **'বিগ সিক্স'** কিভাবে তারা মাস্টারমাইন্ডের বিধিমালা নির্মান করলো এবং বাৎসরিক ৳ ২৫,০০০,০০০.০০ লভ্যাংশ অর্জন করলো।

৬। **কল্পনা শক্তি :** কিভাবে এটাকে উদ্দীপিত করে বাস্তব পরিকল্পনা এবং নতুন ধারণা সৃষ্টি করা যায়?

৭। **টেলিপ্যাথি :** কিভাবে ইথারের মাধ্যমে একজনের মনের চিন্তা অন্যজনের মনে পরিবাহিত হয়, প্রতিটি মস্তিষ্কই চিন্তাধারার সম্প্রচার এবং গ্রহণ করার আধার।

৮। **কিভাবে বিক্রয় কর্মীগণ এবং জনসম্মুখে বক্তিতাকারিগণ** তাদের ক্রেতা বা শ্রোতার মনের চিন্তাধারা বুঝতে পারে এবং সে চিন্তার সাথে এক সুরে বাঁধা থাকে।

৯। **ভাইব্রেশন (কম্পন)** ড. আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল কর্তৃক বর্ণিত, তিনি দূরপাল্লার টেলিফোন ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছিলেন।

১০। **বাতাস এবং ইথার :** এগুলো কিভাবে কম্পন বহন করে?

১১। কিভাবে এবং কেন অন্য উৎস থেকে মনে ধারনার উদয় হয়?

১২। **'সাফল্যের বিধিমালার'** দার্শনিক তত্ত্বের ইতিহাস, যার ব্যাপ্তি ২৫ বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবংপরীক্ষণ।

১৩। **জাজ এলবার্ট এইচ গ্রে সাফল্যের বিধিমালাসমূহ** পাঠ, গ্রহণ এবং নিয়ম মেনে চলেছেন।

১৪। **এন্ড্রু কার্নেগী :** সাফল্যের বিধিমালাটির পাঠক্রম শুরু করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

১৫। **সাফল্যের বিধিমালার উপর প্রশিক্ষণ,** একদল বিক্রয় কর্মীদের ৳ ১০০০,০০০.০০ উপার্জন করতে সহায়ক হয়েছিল।

BanglaBook.org

১৬। তথাকথিত স্পিরিচুয়ালিজম : ব্যাখ্যা।

১৭। সংগঠিত প্রচেষ্টা : সকল প্রকার শক্তির উৎস।

১৮। তোমার নিজেকে কিভাবে বিশ্লেষণ করবে?

১৯। কিভাবে একজন বৃদ্ধ, কর্মহীন এবং অকর্মণ্য লোকের ছোট একটি ভাগ্য খুলে গেল?

২০। তোমার বর্তমান পেশার মধ্যে একটি স্বর্ণখনি রয়েছে, যদি তুমি নির্দেশ অনুসরণ করে সেটা খুঁড়ে দেখতে পারো।

২১। তুমি যদি কোনো বাস্তব ধারণা ও পরিকল্পনা সৃষ্টি করতে পারো, তাহলে সেগুলো উন্নয়নের জন্য প্রচুর পরিমাণ মূলধন প্রস্তুত রয়েছে।

২২। কেন মানুষ অকৃতকার্য বা ব্যর্থ হয়, তার কতগুলো কারণ?

২৩। হেনরি ফোর্ড কেন পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিমান ব্যক্তি এবং তার এসব শক্তি অর্জন করার কৌশলগুলো কিভাবে অন্যরা গ্রহণ বা চর্চা করবে?

২৪। কেন কিছু লোক কোনো কিছু না জেনেই অন্যদের বিরোধিতা করে?

২৫। মনের উদ্দীপনা এবং স্বাস্থ্য গঠনের জন্য যৌন সংসর্গের প্রভাব।

২৬। ধর্মীয় 'পুনঃ' প্রচলন উৎসবে কি ঘটে থাকে?

২৭। 'প্রাকৃতিক বাইবেল' থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করেছি?

২৮। 'মনের রসায়ন' এটা তোমাকে কিভাবে গঠন বা ধ্বংস করবে?

২৯। বিক্রয় কর্মীর পেশায় মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত বলতে কি বুঝায়?

৩০। অনেক সময় নির্জীব হয়ে যায়, তখন কিভাবে উদ্দীপনা আনা যায়?

৩১। সমস্ত সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মূল্য এবং-এর ঐকমতের অর্থ।

৩২। হেনরি ফোর্ড এর সম্পত্তি কিসের মাঝে নিহিত, এর উত্তর।

৩৩। এখনকার যুগটাই হচ্ছে একত্রীকরণ এবং উচ্চমানের সংগঠিত সহযোগিতার যুগ।

৩৪। উড্রো উইলসন-এর মনে 'লীগ অফ নেশনস' পরিকল্পনার সময় মাস্টারমাইন্ড বিধিমালাটি স্থান পেয়েছিল।

৩৫। সাফল্য হচ্ছে, অন্যদের সাথে একটি কৌশলগত আলোচনা বা দর-দস্তুর।

৩৬। প্রতিটি মানব সন্তানেরই কমপক্ষে দুটি স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে, এক, ধ্বংসাত্মক আর অপরটি গঠনমূলক।

BanglaBook.org

৩৭। শিক্ষাকে সাধারণত ভুলভাবে বুঝানো হয় যে, শিক্ষা শুধু নির্দেশনা ও কতোগুলো বিধিমালা স্মরণে রাখা। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার অর্থ হচ্ছে, অন্তরের দ্বার খুলে উন্নত করা এবং সেভাবে এটাকে ব্যবহার করা।

৩৮। জ্ঞান সঞ্চয় করার দুটো পদ্ধতি আছে। একটা হচ্ছে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, অথবা অপরের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতাগুলোকে আত্মীভূত করা।

৩৯। ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ।

জর্জ ওয়াশিংটন

* অব্রাহাম লিংকন
* থিওডোর রুজভেল্ট
* ডব্লিউ এম হাওয়ার্ড টাফট
* উড্রো উইলসন
* নেপোলিয়ান বোনাপার্ট
* ক্যালভিন কলিজ
* জেস জেমস

৪০। গ্রন্থকারের পাঠক্রম শেষের পরিদর্শন ।

গ্রন্থকারের নিজস্ব মতামত

'সাফল্যের নিয়মাবলী' পাঠক্রমটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমাদেরকে অবহিত করা, কিভাবে তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট কার্যক্ষেত্রে আরও সক্ষমতা অর্জন করার পথ খুঁজে পাবে? এ সময়ে তোমাদের বিশ্লেষণ করা হবে, তোমাদের সমস্ত যোগ্যতা ও গুণাবলীর শ্রেণীবিন্যাস করা হবে। সুতরাং তোমরা সেগুলোকে সংগঠিত করে সেগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করো।

-নেপোলিয়ন হিল।

সূচিপত্র

সাফল্যের নিয়মাবলী সমূহের সাধারণ পরিচিতি ০৩
গ্রন্থকারের একটি ব্যক্তিগত বিবৃতি ০৪
এ পাঠক্রমটি লিখার জন্য লেখকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার ০৮
পরিচিতিমূলক পাঠক্রমটির অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী ১২
গ্রন্থকারের নিজস্ব মতামত ১৪

অধ্যায়/পাঠ-১
তুমি যতোটুকু পারিশ্রমিক অর্জন করো, সে অনুপাতে আরো বেশি পরিমাণ কাজ করার অভ্যাস ১৮
*'সাফল্যের তথ্যকোষ' থেকে তুমি যা শিখবে সেগুলোর একটা ক্ষুদ্র অংশের তালিকা
* দুটো অবাক হবার মতো কারণ : তুমি যতটুকু পারিশ্রমিক অর্জন করো,
তুমি সে অনুপাতে আরো বেশি পরিমাণ কাজ করবে কেন?
* ভালো মানসম্পন্ন এবং দীর্ঘক্ষণ কাজ করার গোপন রহস্য?
* অর্জন বৃদ্ধি করার বিধি কিভাবে তোমার সাফল্য কে ধ্বংস করে?
* ভালোবাসার উপকরণ কেন তোমার সাফল্যের জন্য সংকটপূর্ণ?
* স্বার্থহীনভাবে কাজ করার বিনিময় দুটো প্রত্যক্ষ পুরস্কার প্রাপ্তি।
* বিশিষ্ট মাত্রায় খ্যাতি লাভের গোপন রহস্য।
* অপরিহার্য হবার চমকপ্রদ সত্যতা
* চমকপ্রদ ক্ষতিপূরণ আইন এবং কিভাবে এটা তুমি তোমার সুবিধামতো
ব্যবহার করতে পার
* অর্জন বা লাভ করার পিরামিডের রহস্য।

অধ্যায়/পাঠ-২ ৬৫
মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব- ৬৫
*তোমার জীবনে পাওয়া সঠিক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তোমার

ব্যক্তিত্ব প্রকাশের গোপন রহস্য।
* তোমার ব্যক্তিত্বের দুটো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
* অর্জন করা সর্বদা কঠিন মানুষ কেন সব সময় তা প্রত্যাশা করে।
* কেন তোমাকে সব সময় নিশ্চিত হতে হবে যে, তোমার কথাবার্তা অপরজনদের মনের কাঠামোর সাথে মিলে যাবে।
* 'তুমি' শব্দটির বিস্ময়কর মূল্য এবং 'আমি' শব্দের মারাত্মক অবস্থা।
* একটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের উন্নয়নের জন্য সাতটি বিশেষ উপাদান।
* তোমার চরিত্র গঠনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পদক্ষেপসমূহ?
* আত্ম নির্দেশনার দুটো উপায়।
* তোমার সত্যিকারের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের একমাত্র করণীয় বিষয়।
* ওই জিনিসটি ছাড়া তুমি কেন কখনো একজন বিখ্যাত নেতা হতে আশা করতে পারো না।

অধ্যায়/পাঠ-৩
নির্ভুল চিন্তাধারা—৯৯
* 'সাক্ষ্য আইন' তুমি কিভাবে এটাকে সম্মুখে চালিয়ে যাবার কাজে ব্যবহার করবে?
* তোমার স্বার্থের বিপরীতে যাওয়াটা কেন তোমার সুবিধার অন্তরায় হবে?
* কেন একটা সামরিক জরিমানা কালক্রমে বড় একটি পুরষ্কার হয়ে দেখা দেবে।
* কোন তথ্য বা বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমার সাফল্যের সাথে জড়িত সেটা জানা এতো সংকটপূর্ণ কেন?
* সৃজনশীল চিন্তাশক্তির গোপন রহস্য।
* তোমার অবচেতন মনের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
* কিভাবে তুমি 'অসীম' বুদ্ধিমত্তার জগতে প্রবেশ করে জীবনকে পরিবর্তন করতে পারো?
* চারটি প্রধান বিষয়, যার দ্বারা বুঝা যাবে তুমি কতোটুকু কৃতকার্য।
* তোমার চিন্তাধারা প্রকাশ করার জন্য ৬টি বিশেষ পদক্ষেপের গোপন রহস্য।
* সত্যিকারের জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করার গোপন রহস্য, এবং কিভাবে তুমি সে জগতে পৌঁছতে পারবে?

কিভাবে তোমার চিন্তাধারা তোমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব কে আকর্ষিত করে।
* ব্যর্থতা

অধ্যায়/পাঠ-৪
পূর্ণ মনোযোগ ১৫৫
* দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিধিমালা যা তোমাকে পূর্ণ মনোযোগী হতে সক্ষম করবে।
* পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে তোমার সাফল্যে প্রভাব আনবে যা কিছু।
* 'বেতার নীতি' এবং কিভাবে এটা তুমি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে পারো।
* তোমার সাফল্যের দ্বার এবং এ দ্বার খুলতে 'যাদুর চাবি' কিভাবে পাবে?
* ১০ টি সরল অঙ্গীকার, যা তোমাকে প্রতিদিন মাত্র ১০ মিনিট ব্যয় করাতে সাহায্য করবে এবং তোমার ভবিষ্যতের উপর প্রতিফলিত হবে।
* কেন চিন্তাধারা একপ্রকার সংগঠিত শক্তি এবং কিভাবে তুমি-এর চমকপ্রদ সম্ভাব্য ফলাফল ব্যবহার করো।
* কেন্দ্রীভূত নিবিষ্ট মনোযোগ এর রহস্য এবং-এর দ্বারা তোমার সময়কে আরো ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করার উপায়?
* তোমার মনকে দৃঢ় মনোযোগ বৃদ্ধি করার একটি সহজ সরল দৃষ্টিভঙ্গির কৌশল।
* জনতার মানসিক অবস্থার পেছনে থাকা একটি সম্মোহনী সত্যতা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ॥ ১

সাফল্যের বিধিমালা

পাঠ (এক)

'তুমি যদি বিশ্বাস করো কাজটি পারবে, তাহলে তুমি সত্যিই কাজটি পারবে।' অধ্যায়টির প্রথমেই ভালোবাসা নিয়ে আলোচনা শুরু করায় মনে হতে পারে এ অধ্যায়টির বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি যদি অধ্যায়টি শেষ করা পর্যন্ত আপনার মতামতকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন, তাহলে আপনি একমত হবেন যে, অধ্যায়টির মূল্যবোধকে ব্যাহত না করে ভালোবাসার বিষয়টিকে এড়ানো যেত না। এখানে ভালোবাসাকে সর্বক্ষেত্রে জড়িয়ে রাখা হয়েছে।

অনেক বিষয়বস্তু উদ্দেশ্য ও মানুষের সম্পর্ক ভালোবাসার বিকাশ ঘটায়।
দশটি দুর্বলতা আছে, যেগুলো থেকে আমাদের সকলেরই সুরক্ষা পেতে হবে। এগুলোর একটি হচ্ছে, কোনো কিছু শুরু করার আগেই তার ফল লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ। অন্য নয়টির সবগুলোই হচ্ছে, প্রতিটি ভুলের পেছনেই একটি অজুহাত তৈরি করার প্রবণতা।

কিছু কিছু কাজ আছে, যা আমরা পছন্দ করি না। কিছু কাজ আছে, যেগুলো শর্তসাপেক্ষে সহজভাবেই পছন্দ করি। আবার এমন কিছু কাজ আছে, যেগুলো সত্যিই আমাদের দারুণ পছন্দের।
উদাহরণস্বরূপ সাধারণত বিখ্যাত শিল্পীরা তাদের নিজ নিজ কর্মের প্রতি খুবই অনুরাগী। আবার বলা যায় যে, দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকরা শুধু যে তাদের কাজকে অপছন্দ করে তা নয়, বরং কখনো কখনো ঘৃণাও করে।

যে সকল কাজ শুধুমাত্র জীবিকার জন্য করা হয়, সেগুলো খুব কমই পছন্দনীয় হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো হয় অপছন্দের অথবা ঘৃণার বিষয়। তবে যখন একজন মানুষ তার খুব প্রিয় একটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন কোনো ক্লান্তিবোধ ছাড়াই অবিশ্বাস্য দীর্ঘ সময় ধরে কাজটি করতে পারে। যে সকল কাজ পছন্দের বাইরে কিংবা ঘৃণার যোগ্য, সেগুলো করতে গেলে খুব অল্প সময়েই অবসাদ চলে আসে। সুতরাং একটি কাজের প্রতি পছন্দ-অপছন্দ অথবা অনুরাগের উপরই

BanglaBook.org

ব্যাপকভাবে নির্ভর করে কাজটির উপর একাগ্রতার মাত্রা। আমরা এখন এ বিখ্যাত মতবাদের শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠা করছি এবং পর্যায়ক্রমে লক্ষ করা যাবে, এ দর্শন চিন্তার একটি বিখ্যাত উক্তি। যেমন, একজন মানুষ খুব দক্ষতা, দ্রুততা ও সাফল্যের সাথে কাজ করতে পারে, যখন কাজটি তার নিজের কাছে খুবই আকর্ষণীয়, অথবা তার কোনো প্রিয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে ন্যস্ত করা কাজ হয়। একটি কাজ করার সময় দেখা যায়, যদি কাজটির মাঝে কোনো ভালোলাগা বা ভালোবাসার উপাদান থাকে, তাহলে কাজটির মান দ্রুত উন্নতি লাভ করে; তার সাথে কাজের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এর জন্য পরিশ্রম বৃদ্ধির কারণে কোনো ক্লান্তি বোধ হয় না, কয়েক বছর আগে একদল সমাজকর্মী বা তাদের মতে সহযোগীবৃন্দ লুসিয়ানা নামক শহরে একটি উপনিবেশ সংগঠন করে। তারা কয়েক শত একর জমি ক্রয় করে। এরপর একটি আদর্শের উপর ভিত্তি করে কাজ করতে শুরু করে, যা তাদের জীবনে সুখ আসবে বলে বিশ্বাস জন্মায়, তাদের প্রত্যেকের পরিশ্রম করার পছন্দ অনুযায়ী তাদের কাজের ভার দেওয়া হলো। তাদের ধারণা ছিল কাউকে কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হবে না।

প্রত্যেক ব্যক্তিই তার সবচেয়ে পছন্দের কাজটিই করছিল। কাজটি ছিল তাদের জন্য সর্বোচ্চ উপযুক্ত। তাদের যুক্ত পরিশ্রমের উৎপন্ন পণ্যের মালিকানা ছিল সবারই। তাদের ছিল নিজস্ব দুগ্ধ প্রস্তুত কারখানা, নিজস্ব গবাদি পশু খামার, ইত্যাদি। তাদের আরও ছিল নিজস্ব স্কুল এবং একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান, যেখানে তাদের পত্রিকা প্রকাশনা হতো, একজন ভদ্রলোক তাদের সংগঠনে যোগ দিলেন এবং তার নিজের আগ্রহ ও অনুরোধে তাকে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেয়া হলো।

শিগগিরই তিনি অভিযোগ জানালেন যে, কাজটি তার পছন্দ হচ্ছে না। সত্ত্বর তার কাজ পরিবর্তন করে তাকে সে খামারের ট্রাক্টার চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হলো। তিনি এই কাজটি মাত্র ২ দিনে করেছিলেন। এরপর তার অনুরোধেই তার দায়িত্ব পরিবর্তন করে তাকে দুগ্ধ খামারের কাজে নিযুক্ত করা হলো, কিন্তু গবাদি পশু বা গাভী পালনে টিকে থাকতে পারলেন না। এরপর তাকে বদলি করে ধোপাখানা, কাজ দেওয়া হলো। সেখানেও তিনি মাত্র ১ দিন কাজ করেছিলেন।

একে একে তিনি প্রতিটি কাজে ঠিকমতো চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনো একটি কাজও তার পছন্দ হলো না। ধারণা করা হলো যে, সমবায়ী ধরনের কোনো কাজেই তিনি উপযুক্ত ছিলেন না। তাকে প্রায় চাকুরিচ্যুত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

BanglaBook.org

এমন সময় কোনো এক ব্যক্তির চিন্তা করলেন যে, এমন একটি ক্ষেত্রে তাকে নিযুক্ত করা যেতে পারে, যেখানে তিনি কখনও কাজ করার চেষ্টা করেননি, এবং চেষ্টা ছিল ইট তৈরির কারখানা। তাকে একটি চাকা লাগানো ঠেলাগাড়ি দেওয়া হলো। তার কাজ ছিল ইট পোড়ানো ভাটা থেকে ইটগুলো ঠেলাগাড়িতে করে ইটখোলায় নিয়ে সারিবদ্ধভাবে স্থাপন করে রাখা। এভাবে একটি বছর সত্যি কেটে গেল এবং তার বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযোগ পাওয়া গেল না। তাকে যখন প্রশ্ন করা হলো, কাজটি তার পছন্দ ছিল কি না? উত্তরে বললেন যে, কাজটি তার পছন্দের ছিল।

কল্পনা করুন, চাকা লাগানো একটি গাড়িতে করে ইট টেনে নেওয়ার কাজটা করাই তার পছন্দ। যাই হোক, কাজটি সুইডেনের লোকটির কাছে গ্রহণীয় ছিল। তিনি একাই কাজটি করেছিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে কোনো রকম ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন ছিল না। কোনো দায়িত্বভার ছিল না এবং এটাই তিনি চেয়েছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ইটগুলো স্তূপাকারে জমা না হয়েছিল, ততক্ষণ তিনি কাজটি করেছিলেন। এরপর তিনি বস্তি ত্যাগ করে চলে গেলেন, কারণ তখন সেখানে আর ইট সরানোর কোনো কাজ বাকি ছিল না। লোকটি মন্তব্য করলেন, 'আমার পছন্দের এবং ঝামেলাহীন কাজটি শেষ হয়ে যাওয়ায় আমি এখন মিনি সোফায় ফিরে যেতে পারি, এ কথা বলে তিনি মিনিসোফায় ফিরে গেলেন।

যখন একজন লোক ভালোবেসে একটি কাজ করে, তখন কাজটা তার কাছে কঠিন মনে হয় না। যে পরিমাণ কাজের জন্য তার পারিশ্রমিক নির্ধারিত তার চেয়ে বেশি পরিশ্রমের কাজ আরো ভালোভাবে করতেও তার কষ্টবোধ হয় না। এ কারণেই প্রত্যেকের উচিত, তার নিজের পছন্দের কাজগুলো সবচেয়ে ভালোভাবে সম্পূর্ণ করা। এই দর্শন চিন্তার অনুসারীদের আমিও উপদেশ দেবার অধিকার নিয়ে বলছি যে, আমি এই পদ্ধতির অনুসরণ করেছি এবং এজন্য আমার কোনো দুঃখবোধের কারণ নেই। এবং 'সাফল্যের বিধান' দার্শনিক মতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ পর্যায়ে আমি আমার একটি ব্যক্তিগত ঘটনা অবতারণা করার সুযোগ নিচ্ছি, যার উদ্দেশ্য হলো, কোনো একটি পরিশ্রম ভালোবাসার আবরণে সম্পূর্ণ করলে কখনো এটা সুফল হারিয়ে যায় না এবং যাবেও না।

এই সম্পূর্ণ অধ্যায়টির মধ্যে বেশ কিছু উদাহরণ রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, একজন লোক প্রাপ্য পারিশ্রমিকের তুলনায় বেশি পরিমাণ কাজ করতে পারলে কাজটির পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

BanglaBook.org

বর্তমান লেখক তার ব্যক্তি জীবনে উপরিউক্ত বিধানটির প্রয়োগ বহুবার করেছিলেন, না হলে লেখকের উক্তিটি সত্যিই শুধু ফাঁকা বুলি এবং নিরর্থক মনে হতো।

এক শতাব্দীর ছোট অংশের বেশি সময় যাবৎ আমি কাজকে ভালোবাসার রীতিটি পালন করে আসছি এবং এর মাঝ থেকেই আমি বর্তমান দার্শনিক মতবাদটি অনুধাবন করতে পেরেছি। এ পাঠ-পর্বের অন্যত্রে আমি যেসব কথা বর্ণনা করেছি, সবই অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে। আমি যে সত্যটি লাভ করেছি, তার বিনিময়ে আমি যথেষ্ট পারিশ্রমিক পেয়েছি। অনেক বছর আগে এই দর্শন ধারণার ভিত্তিতে পরিশ্রম করার ব্যাপারে আমাকে দুটো বিষয়ের একটি বেছে নিতে হয়েছিল।
একটি হচ্ছে, আমার পরিশ্রম ও চেষ্টাকে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক পথে কাজে লাগিয়ে তাৎক্ষণিক আর্থিক লাভ।

অপরটি ছিল, পরবর্তীকালে পরিশ্রমের আয় সম্পূর্ণ করা, যাতে প্রয়োজন ছিল প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রাপ্তির নিয়ম কানুন। এবং এগুলো ছিল সঞ্চিত জ্ঞান ভান্ডার, যাতে একজন মানুষ পৃথিবীর সবকিছু আরো নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে পারে। যে লোকটি তার সবচেয়ে প্রিয় কাজটিতে নিযুক্ত হয়, সে কাজটি যে সব সময়ই তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজন পছন্দ করবে তা নয়। এ নিবন্ধে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহ যোগাড়, সংগঠন, শ্রেণীবদ্ধ ও পরীক্ষা করতে গিয়ে আমাকে বহু বছর ধরে একটি গবেষণা কাজে নিয়োজিত হতে হয়েছিল। বন্ধুবান্ধব এবং নিকট আত্মীয়দের বিপরীতমুখী পরামর্শের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমার যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয়েছিল।

এই সমস্ত ব্যক্তিগত উদাহরণগুলো একমাত্র একটি উদ্দেশ্যেই দিচ্ছি, যেন এ ধারণায় বিশ্বাসী অনুসারীরা তাদের সবচেয়ে বেশি পছন্দের কাজে নিয়োজিত হবার সময় এ ধরনের বাধার সম্মুখীন না হয়। একজন লোক তার বিশেষ পছন্দের কাজে নিয়োজিত হবার সময় সাধারণত একটি বড় বাধা হচ্ছে যে, প্রাথমিক অবস্থাতেই কাজটির পারিশ্রমিক আশানুরূপ। এ অসুবিধাটুকু দূর করার জন্য পছন্দের কাজে যোগদানকারী দু'ভাবে পুরস্কৃত করা যায়, প্রথমত তিনি এ ধরনের কাজের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারের সুখানুভূতি লাভ করেন। যা নাকি অমূল্য। দ্বিতীয়ত : সারা জীবনের চেষ্টার ফলস্বরূপ তিনি গড়ে যে প্রকৃতি আয় করেন, প্রকৃতপক্ষে অনেক বৃহৎ। কারণ

BanglaBook.org

ভালোবাসার অনুপ্রেরণায় কাজ করার শ্রম পরিমাণগত ও সূক্ষতার নিরীখে। শুধুমাত্র টাকার বিনিময়ে কাজ করার মূল্য এর চেয়ে অনেক বেশি। অত্যন্ত বিব্রতভাবে এবং কোনো প্রকার অসম্মানে না জড়িয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আমার জীবন ও কর্মকাণ্ডের পছন্দের ব্যাপারে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বাধা ছিলেন আমার স্ত্রী। এ কথাটার মাঝে বোধ হয় ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, কেন আমি আমার এই নিবন্ধের বিভিন্ন স্থানে বারবার এই কথাটা উল্লেখ করেছি। আমি বলতে চেয়েছি, একজন লোকের স্ত্রী তার জীবনকে গড়তে ও ভাঙতে পারেন। কথাটা নির্ভর করে স্ত্রী স্বামীর পছন্দনীয় জীবিকার ব্যাপারে তাকে কতোটুকু সহযোগিতা ও উৎসাহ দেবেন বা ফিরিয়ে নেবেন।

আমার চিরন্থ ধারণা ছিল যে, আমাকে একটি নিয়মিত ও নির্দিষ্ট মাসিক বেতনভুক্ত চাকরি গ্রহণ করতে হবে, কারণ এর আগে আমি কতোগুলো নির্দিষ্ট বেতনভুক্ত চাকরি করে দেখাতে পেরেছিলাম যে, আমার বিপন্ন অভিজাতীয় বলে আমি বিশেষ প্রচেষ্টা ছাড়াই বাৎসরিক ৬ হাজার থেকে ১০,০০০ মাসিক ডলার পর্যন্ত আয় করার যোগ্যতা রাখি।

আমার স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গিটি আমি সহমর্মিতায় সাথে দেখে ভালোবাসলাম, আমাদের বেড়ে উঠা সন্তান আছে, যাদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং শিক্ষার প্রয়োজনে আমাকে পরিমাণে কম হলেও একটি নিয়মিত বেতনভুক্ত চাকরি নিতে হবে। এ যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক সত্ত্বেও আমি আমার স্ত্রীর মতামতের অপেক্ষা করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার স্ত্রী, তার পরিবারবর্গ সম্মিলিত অভিযোগের ভিত্তিতে আমাকে নির্দিষ্ট বেতনের চাকুরি গ্রহণ করতে বাধ্য করলো। অন্যকে পর্যালোচনা করা একজন লোকের পক্ষে তখনই উপযুক্ত, যখন এরকম 'অ-লাভজনক' পন্থায় তার হাতে ব্যয় করার মতো সময় থাকে। কিন্তু বাড়ন্ত পরিবারসহ একজন তরুণ যুবক এ ব্যাপারটার সাথে একমত হতে পারেন না।

একজন লোকের তার নিজের কাছে এবং অন্যের কাছে এর চেয়ে বেশি বিপদজনক ব্যক্তি হতে পারেন না, একজন লোক, যিনি মূল ঘটনার ভেতর প্রবেশ না করে মতামত বা মন্তব্য দিয়ে থাকেন।

কিন্তু আমি ছিলাম অনমনীয়। আমি আমার পছন্দ স্থির করলাম এবং আমি আমার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলাম। আমার বিরোধী পক্ষ প্রথমে আমার সাথে একমত ছিলেন না কিন্তু পর্যায়ক্রমে তাদের এ ধারণার পরিবর্তন হলো। ইতিমধ্যে আমি

BanglaBook.org

বুঝতে পারলাম, আমার পছন্দের ফলে আমার পরিবারে সাময়িক সংকট দেখা গেল। একই সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়স্বজন আমার সাথে একমত পোষণ করলেন না। এতে আমার পরিশ্রম বেড়ে গেল, সৌভাগ্যক্রমে আমার সবল বন্ধুরাই আমার পছন্দকে বেঠিক মনে করতেন না।

আমার কিছুসংখ্যক বন্ধু ছিলেন যারা শুধু বিশ্বাসই করতেন না যে, আমি আমার অনুসারিত পথে চলতে গিয়ে পর্বতসম সাফল্যের শিখরে উঠতে পারবো, এবং আমার পরিকল্পনায় উৎসাহ যুগিয়ে আরও উপদেশ দিতেন যে, আমি যেন কোনো দৈব দুর্দশা বা বিরুদ্ধাচারী আত্মীয়স্বজনদের প্রভাবে আমার যা যাত্রাপথ থেকে দূরে সরে না যাই। আমার দুঃসময়ে আমার একদল বিশ্বাসী বন্ধুদের একজন আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি হলেন প্রশংসার যোগ্য মিস্টার এডুইন, সি-বানেস, যিনি ছিলেন টমাস-এ-এডিসন কোম্পানির ব্যবসায়িক সহযোগী।

প্রায় ২০ বছর আগে মিস্টার বানেস আমার পছন্দের কাজে উৎসাহী হলেন। আমি একটা কথা বলতে গিয়ে তার কাছে ঋণী যে 'ল-অফ-সাকসেস' বই তার দর্শন মতবাদের উপর যদি তার বাধাহীন আস্থা না থাকতো, আমি আমার বন্ধুদের প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে স্বল্প বাধায় বেতনভুক্ত কাজ খুঁজে নিতাম।
এটা আমার জন্য অনেক দুঃখ এবং সীমাহীন সমালোচনার কারণ হতো, কিন্তু এটা সারা জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করে দিতো। আর পরিশেষে এটারই অধিক সম্ভাবনা ছিল যে, আমার আকাঙ্ক্ষিত সুখ নামক বস্তুটি আমি হারাতাম। যার জন্য আমি আমার কাজ নিয়ে চূড়ান্তভাবে সুখী। তখনকার পারিশ্রমিক তুলনামূলকভাবে কিছুই ছিল, না বরং আমাকে সীমাহীন ঋণগ্রস্ত করেছিল, যা আমি তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে পারতাম না।

চতুর্থ অধ্যায়ের Habit of saving (সঞ্চয়ের অভ্যাস) পড়ে হয়তো এ কথাটা কিছুটা হলেও বুঝানো যাবে যে, ঋণের দাসত্ব বিষয়টা এতো জোরালোভাবে কেন বলা হয়েছে।

আমার সে পাঠক্রমে মগ্ন হয়ে চাই। এডউইন বানেস শুধু যে Low of success Philosophy (সাফল্যের বিধান) দর্শনে বিশ্বাস করতেন তাই নয়, তার নিজস্ব আর্থিক সফলতাও প্রদর্শন করেছিলেন। পৃথিবীর বৃহত্তম আবিষ্কারের সঙ্গেও তার গভীর ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। সফলতা অর্জন বিষয় সম্পর্কিত

BanglaBook.org

আইনগুলোর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর কথা বলার অধিকার ছিল। আমি আমার গবেষণা কার্য এ বিশ্বাস নিয়ে শুরু করি যে, যুক্তিসম্মত বুদ্ধিসত্তা, সাফল্যের জন্য সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা এবং কিছু কার্যপ্রণালি অনুসরণ করে (তখন এগুলো আমার অজানা ছিল) যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। আমি জানতে চেয়েছিলাম, এ ধারাগুলো কি, এগুলো কিভাবে প্রয়োগ করা যায়? আমি যা করেছিলাম, মিস্টার বার্নেস সেটা বিশ্বাস করেছিলেন। তাছাড়া তিনি জানতেন, তাঁর ব্যবসায়িক সহযোগী মিস্টার এডিসনের বিস্ময়কর অর্জনসমূহ। একমাত্র কিছু কিছু নীতি প্রয়োগ করেই এগুলোর প্রাপ্তি হয়েছিল। পরবর্তীকালে নীতিগুলো পরীক্ষিত হয়েছিল এবং এ দর্শন মতবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তার মতধারা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, অর্থ সঞ্চয়, মনের শান্তি উপভোগ করা এবং সুখের সন্ধান করা ইত্যাদি পেতে হলে 'কখনো পরিবর্তন শীর্ষক নয়'-এমন আইন প্রয়োগ করেই লাভ করা যায়, এবং যে কোনো ব্যক্তি এগুলোতে দক্ষতা লাভ করে প্রয়োগ করতে পারে। এটাও আমার বিশ্বাস ছিল।

সে বিশ্বাসটা বর্তমানে রূপান্তরিত হয়ে শুধুমাত্র প্রমাণযোগ্য নয় বরং একটি প্রমাণিত বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। আমি আশা করছি, এ পাঠ্যক্রমের প্রতিটি শিক্ষার্থী পাঠ্যক্রম শেষ করে বিষয়টা বুঝতে সক্ষম হবে। মনে রাখতে হবে, গবেষণা কার্যের বিগত কয়েকবছর যাবৎ আমি DOING MORE THAN PAID FOR (প্রাপ্তি উপার্জনের চেয়ে বেশি কাজ করা)-এ শিক্ষাই শুধু প্রয়োগ করিনি, বরং সে সময় আমি যে সকল কাজ করছি, তারচেয়েও বেশি কাজ করে রেখেছি, যেগুলো পরবর্তীকালে করতে হতো এবং এ আশায় ছিলাম যে, ভবিষ্যতে কাজের বিনিময় আমার পাওনা বুঝে পাবো। এভাবে বেশ কয়েক বছরের বিভ্রান্ত ও বিরোধী, তারপর এর দার্শনিক চিন্তাধারা চূড়ান্তভাবে পাণ্ডুলিপি আকারে তৈরি করার পর প্রকাশনার জন্য প্রস্তুত করা হলো। কিছুদিন কাজ বন্ধ রইলো। আমিও কাজ থেকে বিরত থেকে পরবর্তী পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিলাম। আমি এই দর্শন ভাবনাটি মানুষের কাছে পৌছাতে চাইলাম, এবং আমার বিশ্বাস ছিল, জনগণ ধারাটিকে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করবে।

'সৃষ্টিকর্তার গতিবিধি রহস্যজনক'।

অভিজ্ঞতার প্রাথমিককালে আমার ধারণা ছিলো, এ কথাগুলো শূন্যতায় ভরা এবং অর্থহীন। কিন্তু এরপর থেকে আমি আমার বিশ্বাসগুলো বদলাতে শুরু করলাম।

BanglaBook.org

অহিও রাজ্যের ক্যান্টন শহরে আমি একটি বৃত্ত তার আমন্ত্রণ পেলাম। আমার উপস্থিতির জোরালো প্রচারণা হলো এবং আমি আশা করেছিলাম, সবাই প্রচুরসংখ্যক শ্রোতার আগমন হোক কিন্তু ব্যাপারটি ঘটলো উল্টো। দুটো পরস্পরবিরোধী ব্যবসায়িক গোষ্ঠি আয়োজিত সভার জন্য আমার শ্রোতার সংখ্যা কমে ভাগ্যবান ১৩ সংখ্যায় পৌছালো।

সব সময় আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে, একটা লোক তার কাজের জন্য কতোটা মূল্য পাবে, অথবা কতোগুলো লোকের জন্য সে কাজ করবে, এসব বিবেচনা না করে তার কাজ কি হওয়া উচিত, সবচেয়ে ভালো মানের, বক্তৃতার স্থানটি পূর্ণ মনে করে আমি সভাস্থলে গেলাম। কোনোভাবে আমার মনে একটু বিরক্তিকর অনুভূতি সৃষ্টি হলো এবং আমার 'ভাগ্যের চাকা' ঘুরে গেল। সে রাত্রে আমি আমার বিশ্বাসযোগ্য বক্তৃতা উপস্থাপন করলাম। যে রকম বক্তৃতা আমি আগে কখনো দিতে পারিনি।

কিন্তু আমার অন্তরে ধারণা হলো, আমি বোধহয় অকৃতকার্য হলাম।

পরের দিন সকালের আগে আমি জানতে পারিনি যে, আগের রাত্রে আমি ইতিহাস সৃষ্টি করেছি, কারণ আমি 'Law of success Philosophy' (সাফল্যের বিধিমালা) দর্শনবাদকে আরো গতিময় করতে পেরেছি। আমার পাশে বসা একজন ছিলেন সে 'তের নম্বর' শ্রোতার একজন।
তার নাম ছিল প্রয়াত ডন-আর-মিলেট। তিনি ছিলেন তখনকার ক্যান্টন ডেইলি নিউজের প্রকাশক। তার সম্পর্কে কিছু কথা এ পাঠক্রমের প্রাথমিক পর্বে আমি উল্লেখ করেছি।

আমার বক্তৃতা শেষে আমি সভাস্থলের পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে এলাম, যাতে আমরা ১৩ জন ক্রেতার কারো সাথে আমার দেখা না হয়। পরের দিন আমি মিস্টার মিলেটের অফিসে তার সাথে দেখা করার আমন্ত্রণ পেলাম। যেহেতু তিনি উৎসাহ নিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমি তাকেই বিশেষভাবে আলোচনা করার সুযোগ দিলাম। তিনি এই ভঙ্গিতেই আলাপ শুরু করলেন: তুমি কি তোমার শিশুকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত তোমার সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী আমাকে শোনাবে?

উত্তরে আমি বললাম, আমি নিশ্চয়ই বলবো, যদি আপনি আমার এই দীর্ঘ কাহিনী শুনার মতো সময়, ধৈর্য রাখেন। তিনি বললেন যে, তিনি অবশ্যই শুনবেন

BanglaBook.org

এবং সতর্ক করে দিলেন যে, বর্ণনার সময় আমি যেন কোনো অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ বাদ না দেই।

তিনি বলা শুরু করলেন, 'আমি চাই তোমার স্থূল এবং ক্ষীণ ঘটনাগুলো মিশ্রিতভাবে সবগুলোই বলবে, আমি তোমার অন্তরে, কথাগুলো বুঝার চেষ্টা করবো, তবে শুধুমাত্র সুবিধাজনক প্রসঙ্গ নয়, সব প্রসঙ্গ নিয়ে শুনবো। তিন ঘণ্টা ধরে আমি বলতে লাগলাম, আর মিস্টার মিলেট শুধুই শুনলেন।

আমি কিছুই গোপন করলাম না। আমার জীবন সংগ্রাম, ভুলভ্রান্তি, অসৎ হবার কারণ আমি তাকে বললাম, তখন আমার ভাগ্যের উন্নতির দ্রুত অবনতি হচ্ছিলো, কিন্তু আমার নিজ বিচার ক্ষমতায় এবং বিবেক-এর প্রভাবে দীর্ঘ সংগ্রাম সত্ত্বেও তাকে জানালাম, কি করে আমি 'সাফল্যের বিধান 'দর্শন মতবাদ-এর প্রতি আকৃষ্ট হলাম। তাকে এটাও জানালাম, কি করে আমি সে দর্শন মতবাদ-এর বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করলাম। আমি কিছু পরীক্ষণ কাজ করেছিলাম এবং এর ফলে কিছু কিছু তথ্য-উপাত্ত বাদ দিলাম, অন্যগুলো গ্রহণ করলাম।

আমার আলোচনা শেষ হবার পর মিস্টার মিলেট বললেন আমি তোমাকে একটা নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই, এবং আশা করি তুমি যেভাবে তোমার কাহিনী বাদ বাকি অংশ বলেছিলে, ততটুকু মুক্তমনে খোলাখুলিভাবে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে।

'তুমি কি তোমার চেষ্টার ফলে অর্জিত কোনো অর্থ সঞ্চয় করতে পেরেছো? 'যদি না করে থাকো, তবে তুমি কি বলবে কেন? আমি বললাম, না।

আমি আবার বললাম, 'আমি কিছুই সঞ্চয় করিনি, শুধুমাত্র কিছু অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ছাড়া। এর কারণগুলো সাবলীল নয়, কিন্তু সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সত্যটা হলো এটা যে, আমি গত কয়েক বছর ধরে আমার নিজের কিছু অজ্ঞতাকে দূর করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সুতরাং আমি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সাফল্যের বিধিমালা 'দর্শন তত্ত্বের উপাত্তগুলো, সংগ্রহ ও সংগঠন করতে পেরেছিলাম।

আমি এটাও বললাম যে, আমার চেষ্টার পরিবর্তে অর্থ সংগ্রহ করার কোনো সুযোগ বা আগ্রহ ছিল না।

'ভাবগভীর মিস্টার ডন মিলেটের মুখমণ্ডল আশ্চর্যজনকভাবে কোমল হয়ে এলো, তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তুমি

BanglaBook.org

বলার আগেই আমার উত্তরটি জানা ছিল। কিন্তু আমার অবাক লাগছে, তুমি এটা জানতে কিনা। সম্ভবত তোমার জানা আছে যে, তুমিই একমাত্র ব্যক্তি ও যাকে জ্ঞান আহরণের জন্য তাৎক্ষণিক অর্থ উপার্জনের বিষয়টাকে পরিত্যক্ত করতে হয়েছিল। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে, সক্রেটিস থেকে বর্তমান সময়ের প্রত্যেক দার্শনিক তোমার পাওয়া অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

'তোমার নববর্ষের প্রস্তাবনার মধ্যে যে শব্দটি বাদ দিতে চাও, সেটা হচ্ছে' 'অসম্ভব' সে কথাগুলো আমার কানে সঙ্গীত ধ্বনির মতো মনে হলো। আমার জীবনে আমি একটি বিব্রতকর অবস্থায় পড়লাম। আমি তোমার আত্মাকে অনাবৃত করলাম। আমার সংগ্রামী পথের প্রতিটি সংযোগস্থলেই সাময়িক পরাজয় মানলাম। এসকল চিন্তাধারা থেকে বিরত থেকে স্বীকার করে নিলাম যে, 'সাফল্যের বিধিমালা' 'পাঠ্যক্রমের উদাহরণকারী একজন ব্যক্তি নিজেই সাময়িকভাবে পরাজিত।

কথাটা কতোটা সামঞ্জস্যহীন! আমি বোকা বনে গেলাম, অপমানিত এবং বিব্রত বোধ করলাম, যখন দেখলাম, আমি এমন একজন মানুষের সামনে বসে আছি, যিনি এক জোড়া তীক্ষ্ম সন্ধানী চোখের অধিকারী এবং আমার কাছে মনে হলো আমার দেখা মানুষের মাঝে অত্যন্ত কৌতুহলী একজন ব্যক্তি।

এসবের অযৌক্তিকতা আমার কাছে হঠাৎ চমকের মতো মনে হলো। The Philosophy of success (সাফল্যের দর্শন) এমন একজন লোক দ্বারা রচিত এবং সঞ্চারিত হয়েছিল, যিনি ছিলেন একজন ব্যর্থ ব্যক্তি।

এই চিন্তাধারাটি আমাকে এমন কঠিনভাবে আঘাত করেছিলো যে, কথাগুলো আমি বলেই ফেলেছিলাম। মিস্টার মিলেট অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলছো? ব্যর্থ ব্যক্তি? নিশ্চয়ই তুমি ব্যর্থ ব্যক্তি এবং সাময়িকভাবে পরাজিত ব্যক্তির পার্থক্য বুঝতে পারো না'? তিনি বললেন, একটি সম্পূর্ণ দর্শন যা থেকে অনেক ক্ষুদ্র একটি একক ধারণা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি কোনোভাবে ব্যর্থ নন। কারণ এই ধারণাটি হতাশা দমন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষগুলোর দুর্দশা কমাতে সহায়ক হবে। আমি ভেবে অবাক হলাম, এ সাক্ষাৎকারটির উদ্দেশ্য কি ছিল? আমার প্রাথমিক অনুমান ছিল মিস্টার মেলেট এমন কিছু ঘটনা জানাতে আগ্রহী ছিলেন, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে তিনি (Law of success philosophy) 'সাফল্যের বিধিমালা) 'দর্শনতত্ত্ব নিয়ে তার প্রকাশিত সংবাদপত্রের আক্রমণাত্মক নিবন্ধন প্রকাশ করবেন। হয়তোবা এ সকল ধারণা সাংবাদিকের সঙ্গে থেকে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে জন্ম হয়েছিল

BanglaBook.org

এবং তাদের কিছুসংখ্যক লোকের সাথে আমার বিরোধিতা ছিল। সাক্ষাৎকারটির প্রথমেই আমার সিদ্ধান্ত ছিল, যে কোনোভাবেই কোনোরকম অলংকরণ ছাড়াই আমি ঘটনাগুলোর বিবরণ দেবো। মিস্টার মিলেটের অফিস থেকে বের হবার আগে আমরা দুজনেই ব্যবসায়িক অংশীদার হলাম। এভাবে সমঝোতা হলো যে, তিনি ক্যান্টন ডেইলি পত্রিকার পদ থেকে পদত্যাগ করবেন এবং সমস্ত কিছু জোগাড় না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমার সবকিছু ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেবেন।

ইতিমধ্যে আমি (Law of success philosophy) 'সাফল্যের বিধিমালা' দর্শন মতবাদ-এর উপর ভিত্তি করে পরিবারের বিশেষ নিবন্ধন পাতার সম্পাদকীয় ধারাবাহিক লিখতে শুরু করলাম, যা দার্শনিক ক্যান্টন ডেইলি পত্রিকায় ছাপা হতে শুরু করলো। এর মাঝে একটি উপ সম্পাদকীয় (শিরোনাম: ব্যর্থ-যা এই পাঠক্রমের কোনো একটি শিক্ষাক্রমের পেছনে ছাপা রয়েছে) জাজ এলবার্ট-এইচ-গ্র নামক এক ভদ্রলোকের নজরে আসে। তৎকালে তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান বোর্ড অব ইউনাইটেড স্টেটস স্টিল করপোরেশন-এর সূত্রেই মিস্টার মিলেট এবং মিস্টার জাজ গ্রের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। এবং পরবর্তীকালে জাজ গ্রে তাঁর স্টিল কর্পোরেশনের কর্মচারীদের জন্য 'সাফল্যের বিধিমালা' (Law of success) পুস্তকটির স্বত্ব ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেন। ক্রয় প্রক্রিয়াটি বইটির পরিচিত পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত আছে। এভাবে ভাগ্যের জোয়ার আমার অনুকূলে ছুটে এলো।

(DOING MORE THAN PAID FOR) প্রাপ্য আয়ের চেয়ে বেশি পরিমাণ কাজ করার নীতি অনুসরণ করে, গত কয়েকবছর আমি অনেক পরিশ্রম করেছি, এবং শেষ পর্যন্ত আমি এর ফল লাভ করতে শুরু করেছি।

আমার অংশীদার আততায়ীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন। তা সত্ত্বেও আমাদের কর্মপরিকল্পনা অনেক দূর এগিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, (Law of success philosophy) 'সাফল্যের বিধিমালা' শীর্ষক দর্শন মতবাদের উপর রচিত বইটির পুনঃমুদ্রণের আগেই জাজ গ্যারির মৃত্যু হয়।
সুতরাং এ ধারণাটি তার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন 'Love's Labor Lost' অনুযায়ী সমন্বয় করা হয়।

তারিখটা ছিল সে ভাগ্যবান রাত, যেদিন আমি আইও রাজ্যের ক্যান্টন শহরে ১৩ জন শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা করেছি। এরপর থেকে ঘটনার জন্ম হয়, যেগুলো এখন আমার কোনো চিন্তা বা চেষ্টা ছাড়াই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

এ কথাটা আস্থার সাথে বলতে দ্বিধা নেই যে, কিছু ঘটনায় দেখা গেছে, ভালোবাসাজনিত কোনো পরিশ্রমই চূড়ান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয় না। এবং দেখা গেছে, যারা বেশি এবং উচ্চমানের কাজ করছে, তারা নির্ধারিত কাজ শেষে তাদের কাজের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি পারিশ্রমিক পায়।

যেহেতু এ শিক্ষাক্রমটি প্রকাশনা সংস্থার কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, নিচের তালিকায় কিছু বিশিষ্ট সংস্থা তাদের সকল কর্মচারীদের ব্যবসায়ীর জন্য (law of success) 'সাফল্যের বিধিমালা' শীর্ষক শিক্ষাক্রমটি কেনার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অন্য সংস্থাগুলোও কেনার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

*Mr Daniel willard, president of the Baltimore & Ohio Rail Road Co.

*Indian refining company

*Standard oil company

*New York Life insurance company

*The poster Telegraph Commerciatcalle company

*The pierceArrow Motor car company

*The Caddilac Motor car company

*And some fifty other concerns of similar Size

এছাড়াও T-M-C-A এর সমগোত্রীয় একটি নতুন সংগঠিত ছেলেমেয়েদের ক্লাব law of Success বইটি কেনার জন্য চুক্তি শেষ করেছে। এটা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক স্তরে ব্যবহার করা হবে। তাদের ধারণা অনুযায়ী আগামী দু'বছরের মধ্যে তারা এ শিক্ষাক্রমের ১০,০০,০০ এর বেশিসংখ্যক কপি বিতরণ করবে। এসব বিতরণ ছাড়াও Ralston University press, of Meriden, Com এ-শিক্ষাক্রমটি প্রকাশনা ও বিতরণের জন্য ইতিমধ্যেই চুক্তি করেছে। তারা এগুলো সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র এমনকি বিদেশি রাষ্ট্রের মাঝেও ব্যক্তি পর্যায়ে বিতরণ করবে। তারা কতোগুলো পাঠ্যক্রমে বিতরণ করবে তা এখনও নিখুঁতভাবে হিসাব করা হয়নি। কিন্তু দেখা গেল, তাদের কাছে আনুমানিক ৮০,০০,০০ গ্রাহকের যোগাযোগের সূত্র রয়েছে এবং যেকোনো জিনিস বিক্রয় তাদের পরিপূর্ণ আস্থা আছে। অতএব যুক্তিপূর্ণভাবে আশা করা যায়, হাজার হাজারসংখ্যক পাঠক্রম সংখ্যা নারী

BanglaBook.org

পুরুষের মাঝে বিতরণ করা যাবে, যারা একান্ত আন্তরিকভাবেই (Law of success philosophy) 'সাফল্যের বিধিমালা' দর্শন মতবাদের জ্ঞান আহরণ করতে আগ্রহী।

যদিও এটার প্রয়োজন নেই, তবুও আমি ব্যাখ্যা দিতে চাই যে, আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, কীভাবে (Law of success philosophy) 'সাফল্যের বিধিমালা নির্ভর দর্শনবাদটি স্বীকৃতি পেল এবং এটা বুঝতে যে, এই শিক্ষাক্রমটি যে বিধিমালার উপর গ্রথিত হয়েছে, তা কীভাবে মানুষের ব্যক্তি জীবনের ব্যবহারিক কাজে প্রয়োগ করা যায়?

এসব ব্যাখ্যা যদি আমরা ব্যক্তি পর্যায়ে না দিতে পারতাম, সেটাই বোধহয় ভালো হতো।

(Law of success philosophy) সাফল্যের বিধিমালা বিষয়ক দর্শনবাদের পটভূমি এবং বিশেষ করে বর্তমান ক্রমটি আলোচনা করে বলা যায় যে, আপনারা এখন পাঠক্রমটি যে বিধিমালার উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে, সেগুলো গ্রহণ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। অনেকগুলো যুক্তিপূর্ণ কারণ রয়েছে, কেন আপনাদের প্রাপ্য উপার্জনের চেয়ে বেশি ও ভালো মানের কাজ করা উচিত, এ অভ্যাসটি আরও উন্নত করা। অবশ্য এটাও ঠিক যে, বেশিরভাগ মানুষই এই নীতি মেনে কাজ করে না। এ ধরনের কাজ করার জন্য আরোও দুটো কারণ বা যুক্তি আছে, যেগুলোর গুরুত্ব ব্যাপক।

সেগুলো প্রথমত তুমি যদি এমন খ্যাতি অর্জন করে নাম করতে পারো যে, সব সময় যে কাজের জন্য তুমি পারিশ্রমিক পাবে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ও উন্নতমানের কাজ করার অভ্যাস আছে, তাহলে তোমার পাশে যারা এ পর্যায়ের কাজ করতে পারে না, তাদের চেয়েও তুলনামূলকভাবে তুমি বেশি উপকৃত হবে। এবং এর ব্যবধান, এতোই দৃশ্যমান হবে যে, তোমার কাজের জন্য প্রতিযোগিতামূলক আস্থার সৃষ্টি হবে, তোমার জীবিকা যাই হোক না কেন। তুমি যদি এসব কথার সত্যতা প্রমাণ করতে চাও, তাহলে ব্যাপারটা তোমার বুদ্ধিমত্তার জন্য অপমানজনক। কারণ বিষয়টা অবশ্যই পরিষ্কার। তুমি যে পেশাতেই থাকো, ধর্মবাণী প্রচার, আইন ব্যবস্থা, বই লেখা, স্কুলে পড়ানো অথবা পরীখা খনন করা, তোমাকে ভালোভাবে মূল্যায়ন করা হবে এবং যে মুহূর্তে তুমি কোনো কাজের জন্য নিয়োজিত হয়ে বেশি কাজ করবে, তত লোক হিসেবে স্বীকৃতি পাবে, তুমি বেশি পারিশ্রমিক পাবার যোগ্য হবে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয়ত

তুমি যে পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য, তারচেয়ে বেশি কাজ কেন করবে তার গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো প্রাথমিক এবং মৌলিক সেগুলো এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: মনে করো, তুমি তোমার ডান বাহুকে শক্তিমান করতে চাও, সেজন্য তুমি তোমার বাহুকে একটি রশি দিয়ে দেহের সাথে বেঁধে রেখেছো। এভাবে তোমার বাহুটা ব্যবহৃত হবে না এবং এটা দীর্ঘ সময় স্থির থাকবে।

বাহুর ব্যবহার স্থগিত করার কারণে এটার কি শক্তি বাড়বে? না ক্ষয়প্রাপ্ত ও দুর্বল হয়ে শেষ পর্যন্ত তোমার বাহুটা অপসারণ করতে বাধ্য হবে? তুমি জানো যে, যদি তুমি একটি শক্তিমান বাহু পেতে চাইতে, তাহলে বাহুটার অতিশয় কঠিন কাজে ব্যবহার করতে। একজন কামারের বাহুর দিকে নজর করে দেখলে বুঝতে পারবে কিভাবে একটি বাহুকে শক্তিমান করতে হয়? বাধা থেকে শক্তি আসে?

বনের একটি শক্তিমান এক গাছ ঝড় এবং রোদ থেকে রক্ষা পায় না, এ গাছগুলো খোলা স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের অস্তিত্বের জন্য বাতাস, বৃষ্টি এবং তীব্র সূর্যালোক থেকে রক্ষা পেতে সংগ্রাম করে যায়।

প্রকৃতির একটি অপরিবর্তিত নিয়ম হচ্ছে, সংগ্রাম এবং বাধা শক্তি বৃদ্ধি করে। এ পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কিভাবে এ বিধিটা পালন করা যায় এবং এ ভাবধারায় বিশ্বাস করে আপনার সাফল্যের লক্ষ্যে সংগ্রাম করা যায়, সে ব্যাপারটা বুঝানো। আপনি যেটুকু কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাচ্ছেন, তার চেয়ে অধিকতর এবং উচ্চমানের কাজ করে আপনি যে শুধুমাত্র আপনার কাজ করার মান বাড়াতে পারেন, আপনার নৈপুণ্য ও কাজ করার ক্ষমতাকে অসাধারণ স্তরে নিয়ে যেতে পারেন তা নয়, বরং আপনার সুনাম সৃষ্টি হবে, যা অত্যন্ত মূল্যবান। আপনি যদি এই ধরনের কাজ করার অভ্যাস চর্চা করেন, আপনি আপনার কাজে এতোই কুশলী হয়ে উঠবেন যে, যারা এ ধরনের ও এ মানের কাজ করতে অপারগ, তাদের চেয়ে আপনি অধিকতর পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠবেন। পাঠ্যক্রমে আপনার শক্তির যথেষ্ট উন্নতি হবে, যা আপনাকে জীবনের চলার পথে কোনো অযাচিত স্তরে না থামতে সাহায্য করবে। কেউ আপনাকে থামাতে চাইলেও পারবে না। আপনি যদি চাকুরিজীবী হন, তাহলে আপনি যেটুকু কাজের পারিশ্রমিক পাবার যোগ্য, তার চেয়ে অধিকতর কাজ করার অভ্যাস ধরে রাখার জন্য আপনি নিজেই নিজের পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্ধারণ

BanglaBook.org

করার যোগ্যতা রাখবেন। এবং কোনো বিবেকসম্পন্ন কর্মদাতা এতে বাধা দিতে পারবে না।

যদি আপনার চাকুরিদাতা দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার যোগ্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে না চান, এ ব্যাপারটা একটা দীর্ঘস্থায়ী বাধা হয়ে থাকবে না। কারণ আপনার চাকুরিদাতাগণ এ অসাধারণ ব্যাপারটা ধরে ফেলবেন এবং আপনাকে চাকুরিতে নিযুক্তির প্রস্তাব দেবেন। এটা সত্যি কথা যে, বেশিরভাগ লোকই কোনো রকম চলন সই কাজ করে, এবং যারা প্রাপ্য পারিশ্রমিকের তুলনায় বেশি কাজ করে তাদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করে। যারা তুলনার আলোকে লাভবান হতে চায়, এ বিষয়টা তাদের ক্ষমতায় আনে।

তুমি যদি যতটুকু না হলেই নয় ততটুকু কাজ করো, তাহলে কোনো রকমে চালিয়ে নেওয়া যায়। ততটুকুই তুমি অর্জন করবে। কিন্তু কাজের গতি যখন মন্দা হবে এবং ছাটাই পর্ব সামনে আসবে, তুমিই হবে চাকুরি হারানোর প্রথম ব্যক্তি। ২৫ বছর যাবৎ আমি সতর্কভাবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত হবার জন্য পর্যবেক্ষণ করে আসছি।

ব্যাপারটা হলো, কেন কিছু লোক লক্ষণীয়ভাবে সাফল্য পায় এবং কিছু লোক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এগিয়ে যেতে পারে না। এটা আমার কাছে অর্থপূর্ণ মনে হলো যে, প্রত্যেকটি লোক যে নাকি তার প্রাপ্য পাওয়ার যে বেশি পরিমাণ কাজ করে, আমার পর্যবেক্ষণে তারা ভালো অবস্থানে ছিল, এবং যারা শুধু কাজ চালিয়ে যাবার জন্য দায়সারা গোছের কাজ করতো, তাদের চেয়ে প্রথমোক্তরা বেশি পারিশ্রমিক পেতো।

ব্যক্তিগতভাবে আমি জীবনে কোনো পদোন্নতি পাইনি। আমার প্রাপ্য পাওয়ার তুলনায় বেশি পরিমাণ ও উন্নত মানের কাজ করে যে স্বীকৃতি পেয়েছি, তা আমি প্রত্যক্ষভাবে খোঁজ করে বের করতে পারিনি।

এই নীতিটা অভ্যাসে পরিণত করার জন্য আমি গুরুত্ব দিচ্ছি, কেননা তাতে একজন কর্মচারী উচ্চ পদে পদোন্নতি এবং উচ্চতর বেতন পাবার সুযোগ পাবে। কারণ এই শিক্ষাক্রমটির উপর হাজার হাজার তরুণীর দৃষ্টি পড়বে।

যাই হোক, এ নীতিমালা একজন চাকুরিদাতা, অথবা পেশাজীবী নারীপুরুষ এবং কর্মচারীদের উপর সমভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই নীতিটি পালন করলে দু'ভাগে এর উপকার পাওয়া যেতে পারে।

BanglaBook.org

প্রথমত যারা এ নীতি মেনে চলে না তাদের চেয়ে বেশি বস্তুগতভাবে লাভবান হয়।

দ্বিতীয়ত যারা এ নীতি মেনে চলে শুধু তারাই সুখ এবং সন্তুষ্টির মতো পুরস্কার লাভ করে।

তোমার বেতনের খামে তুমি যদি নির্ধারিত বেতনের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু অর্থ না পাও, তাহলে মনে করা হবে তোমাকে কম বেতন দেওয়া হয়েছে, যত বেশি অর্থই সে খামে দেওয়া হোক না কেন।

সম্প্রতি আমার স্ত্রী সাধারণ পাঠাগার থেকে আমার পড়ার জন্য একটি বই নিয়ে এলেন। বইটির নাম ছিলো 'Observation, Every Man His own University, iPbv Russcl H. Con well হঠাৎ আমি বইটি খুলে 'Every Man's University' নামক অধ্যায়টি পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে প্রথমেই আমার মনে এমন ভাবের উদয় হলো যে, বইটি তুমি সাধারণ পাঠাগারে গিয়ে সম্পূর্ণটাই পড়ে ফেলো, কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করে ভাবলাম, আমি এটা পড়বো না বরং এটাই বলবো যে, তুমি বইটি একেবারে কিনে ফেলো এবং শুধু একবার নয়, শতবার পড়ো। কারণ এমনভাবে বইটির পাঠক্রম প্রণয়ন করা হয়েছিলো, যেন এ সকল উদ্দেশ্যেই বইটি লেখা হয়েছিল। আমি যেরকম পড়তাম, তারচেয়েও অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহীভাবে বইটি লেখা হয়েছিল।

'Every man's University' অধ্যায়ের একটি উদ্ধৃতি পড়লেই সম্পূর্ণ বইটিতে যে সকল স্বর্ণ ভান্ডারের মতো সত্যগুলো রয়েছে, তার একটি ধারণা পাওয়া যায়। 'সাধারণত নারী-পুরুষ এবং নারী রাজ্যে পরিসরে সবকিছু দেখে, বুদ্ধিমানদের এর চেয়ে বেশি দূরের পরিসরে তাদের পারিপার্শ্বিক তাকে বুঝতে এবং জানতে হবে।

কিন্তু পৃথিবীর সব উচ্চ বিদ্যালয় এককভাবে এ ধরনের পরামর্শ দিতে পারে না, এটা হচ্ছে আত্ম সংস্কৃতির সুফল, প্রত্যেকেই নিজ থেকে তা অর্জন করতে হবে। এবং এ কারণেই গভীর ও ব্যাপকভাবে কোনো কিছু পর্যবেক্ষণ করার শক্তি সে সকল নারীপুরুষদের মধ্যে বেশি করে পাওয়া যায়, যারা কোনোদিনই কোনো উচ্চ বিদ্যালয়ের ধারে কাছে যায়নি, শুধুমাত্র 'University of havd knock'-ই হলো তাদের শিক্ষাদাতা।

BanglaBook.org

এ পাঠক্রম এর অংশ হিসেবে বইটি পড়তে হবে। কারণ এটা তোমাকে দর্শন এবং মনোবিদ্যা পড়ে লাভবান হতে তৈরি করবে এবং এর উপর ভিত্তি করেই বইটির পাঠক্রম প্রশস্ত করা হয়েছে। আমরা এখন এই আইনটি বিশ্লেষণ করবো, যার উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ পাঠক্রমটির ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল।

বিনিয়োগ-এর বিপরীতে যার বৃদ্ধি করার উপায়

আমাদের বিশ্লেষণটি আমরা এভাবে শুরু করতে পারি, কিভাবে এই বিধিমালাটি জমি চাষিদের ক্ষেতে প্রকৃতি প্রয়োগ করেছে। চাষিরা সাবধানতার সাথে জমি চাষের জন্য প্রস্তুত করে, গমের বীজ বপন করে এবং অপেক্ষা করে কখন আয় বৃদ্ধি নিয়ম অনুসারে তার বপন করা বীজের ফসল এবং তার সঙ্গে আরও অনেক লাভ।

কিন্তু আয় বৃদ্ধি পাওয়ার এ বিধি অনুযায়ী মানুষ ফলক্রমে ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ তার অস্তিত্বের জন্য জমিতে যথেষ্ট খাদ্য ফলাতে পারেনি। যতোটুকু বীজ বোনা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ফসল তুলতে না পারলে কোনো সুবিধাই পাওয়া যাবে না। গমের জমি চাষের বিষয় থেকে পাওয়া এ প্রাকৃতিক সংকেতটি আমরা যথাযথভাবে মেনে দেখতে পারি। আয় বৃদ্ধি করার নিয়ম অনুযায়ী কিভাবে এটা কাজে লাগিয়ে আমাদের বিনিয়োগ করা প্রচেষ্টার অধিক লাভ করা যায়।

প্রথমত, এ কথাটার উপর আমাদের জোর দেওয়া যায় যে, এই বিধিতে কোনো প্রকার চোরা যুক্তি বা চতুরতা নেই। মনে হয় খুব অল্পসংখ্যক লোক এই মহা সত্যটি এখনো শিখে নাই। এর বিপরীতে প্রচুর লোক পাওয়া যায়, যারা তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা কাজে লাগিয়ে দেখেছে, কিছুই বিনিয়োগ না করে কিছুটা পাওয়া যায় কিনা, অথবা কিছুটা পাওয়া যায়, যার মূল্য এর প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম। আয় বৃদ্ধি করার বিধিগুলো সম্পর্কে এটাই আমাদের শেষ পরামর্শ নয়। কারণ সাফল্য শব্দটির ব্যাপক অর্থ বুঝবার বিষয়টা কোনোভাবেই শেষ করা যায় না।

শেষপর্যন্ত কোনো কিছুতেই কিছু আসে যায় না। যে পরাজয়ে বর্তমানে তোমার হৃদয়টা ভেঙে গেছে, ভবিষ্যতে এটাই তোমার জীবন সমুদ্রের অন্যান্য অভিজ্ঞতা ঢেউয়ে মৃদু আঘাত হানবে।

BanglaBook.org

আয় বৃদ্ধি করার বিধিমালার একটি আকর্ষণীয় ও লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, যথাসম্ভব বেশি পরিমাণ আয় করা যায়, এমন সেবা গ্রহীতারা এ সেবাটি ক্রয় করবে। এ মন্তব্যটি প্রমাণ করতে আমরা হেনরি জোডস-এর বিখ্যাত 'প্রতিদিন পাঁচ ডলার নুন্যতম বেতন' শীর্ষক বইটি পড়ে উপকার পেতে পারি। বইটি কয়েক বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

যারা বিষয়টির সাথে পরিচিত তারা বলেন যে, এই সর্বনিম্ন বেতন কাঠামোর বইটি যখন মি. ফোর্ড প্রকাশ করেছিলেন, তখন তিনি এমন জনহিতৈষী ব্যক্তির ভূমিকা পালন করেননি। বরং তিনি চেয়েছিলেন একটি সুষ্ঠু ব্যবসায় পরিকল্পনা, যা তাকে ডলার এবং সুনাম অর্জনে ব্যাপক পরিমাণে বাড়াতে সাহায্য করেছিল। এবং এ একক কর্মপন্থাটি ফোড স্থাপনার অন্য যেকোনো কর্মপন্থার চেয়ে উন্নত ছিল। গড়পড়তার চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক শোধ করে তিনি গড়পড়তার চেয়ে বেশি এবং উন্নতমানের সেবা পেয়েছিলেন।

'সর্বনিম্ন বেতন প্রদান' নীতিটির প্রচলন করে মিস্টার ফোর্ড সবচেয়ে ভালো মানের কর্মী যোগাড় করেন এবং তার নিম্ন কারখানার কাজের সুযোগগুলোর উপর এ বিষয়ে আমার কাছে কোনো প্রাথমিক অংক নেই, কিন্তু যথেষ্ট আনুমানিক কারণ রয়েছে যে, মিস্টার ফোর্ড এ নীতি অনুসরণ করে প্রতি পাঁচ ডলার ব্যয় করে কমপক্ষে সাত ডলার পাঁচ সেন্ট মূল্যের কম সেবা পেতেন।

আমাকে এ কথাটাও বিশ্বাস করতে হয়েছে যে, এ নীতির ফলে মিস্টার ফোর্ড তত্ত্বাবধান বাবদ খরচের অংক কমাতে পেরেছেন। কারণ তার কারখানায় কাজ পাওয়া এতোই কাঙ্ক্ষিত ছিল যে, প্রত্যেক কর্মীই নিম্নমানের কাজের ফলে চাকুরি হারানোর অংশীদার থাকতো।

অন্যান্য চাকুরিদাতাগণ কর্মচারীদের কাছ থেকে আশানুরূপ কাজ পাওয়ার জন্য মূল্যবান তত্ত্ববধান কার্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, এবং তারা সে অনুযায়ী ব্যয় করতেন। মিস্টার ফোর্ড তার কারখানার কর্মচারীদের অতিরিক্ত প্রণোদনা দিয়ে কম খরচ করে এর সমান বা এর চেয়ে বেশি সেবা লাভ করতেন। মিস্টার মার্শাল ফিল্ড সে সময়ের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ী ছিলেন।
বর্তমানে শিকাগোতে অবস্থিত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি তার দক্ষতার স্তম্ভ হিসেবে পরিচিত। আর বেশি পাবার বিধিমালা অনুসরণ করাতেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

BanglaBook.org

একবার একজন ক্রেতা রিল্ড স্টোর থেকে একটি দামি কোমর বন্ধনী কিনেছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে তিনি এটা পড়েননি। দু'বছর পর ভদ্রমহিলা বন্ধনীটি বিয়ের উপহার হিসেবে তার ভাগ্নিকে দিলেন। তার ভাগ্নি খুবই ঝামেলাহীনভাবে এটা ফিল্ড স্টোরে ফেরত দিয়ে এর পরিবর্তে অন্যান্য সওদাপাতি কিনলেন। উল্লেখ করা যায় যে, জিনিসটি দু'বছর থেকে বাইরে ছিল এবং ততদিনে এর ব্যবহারশৈলীরও পরিবর্তন হয়ে গেছে। এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে, ফিল্ড ষ্টোর কর্তৃপক্ষ শুধু যে কোমর বন্ধনীটি ফেরতই নিয়েছিলেন তা নয়, কোনো বিতর্ক ছাড়াই এটা ফেরত নেওয়া হয়।

অবশ্যই বাতিল হওয়া জিনিসটা অনেক দেরিতে ফেরত নিতে ফিল্ড স্টোরের কোনো নৈতিক বা আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল না। এর জন্যই এরকম ব্যবসায়িক কর্মটি উল্লেখ করার মতো ছিল।

বাতিলকৃত জিনিসটি প্রাথমিক দাম ছিল পঞ্চাশ ডলার এবং উচিত ছিল এটার মূল্য দরদাম করে হিসেব মতো যা পাওয়া যায় তাই গ্রহণ করা। কিন্তু মানবিক মূল্যবোধধারী একজন শিক্ষার্থী নিশ্চয়ই বুঝবেন যে, বাতিল জিনিস গ্রহণ করে কিন্তু যেটা কর্তৃপক্ষ কিছুই হারায়নি, বরং এরকম ব্যবসায়িক লেনদেন করে যেভাবে লাভবান হয়েছে, তা শুধু ডলারের হিসাবে মূল্যায়ন করা যায় না। যে ভদ্রমহিলা বাতিল জিনিসটি ফেরত দিয়েছিলেন, তিনি জানতেন যে, তিনি এর বিনিময় মূল্যের কোনো রেয়াত বা ছাড় পাওয়ার যোগ্য ছিলেন না। কিন্তু এরকম লেনদেনের ফলাফলটি এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, এটা মাত্র শুরু হয়েছিল। এর ফলে ভদ্রমহিলা প্রতিষ্ঠানটির একজন স্থায়ী ক্রেতা হলেন।

এছাড়াও তিনি এ সাময়িক আচরণের ঘটনাটি সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন।

দীর্ঘদিন ধরে এ ঘটনাটি মহিলার মুখে মুখে ছিল এবং ফিল্ড স্টোর কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার জন্য অনেক বেশি প্রচার লাভ করলেন, যা অন্য কোনোভাবে পাওয়া যেত না। এবং তাদের লাভের পরিমাণটি বাতিলকৃত জিনিসটির মূল্যের দশ গুণ ছিল। ফিল্ড স্টোরের এ সাফল্যটি মিস্টার মার্শাল ফিল্ডকে এতোই অনুপ্রাণিত করলো যে, আয় বাড়ানোর বিধিমালাটি তিনি তার ব্যবসায় নীতির একটি নিয়মের অংশ হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং ক্রেতারাই সব সময়ে সঠিক এ বিজ্ঞাপন-বাণীটিই, গ্রহণ করলেন।

BanglaBook.org

'যখন তুমি শুধুমাত্র তোমার যতটুকু পাওনা তার বিনিময়ে ততটুকু কাজই করো, সেটা খুবই সাধারণ ঘটনা। এটার যেন কোনো সহায়ক মন্তব্য আশা করা যায় না। কিন্তু যখন তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে তোমার পাওনার চেয়ে বেশি কাজ করো, তোমার কাজটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ হবে।

যারা তোমার এই ধরনের লেনদেনে উপকৃত হবে, ধীরে ধীরে তারা 'আয় বাড়ানোর নীতিমালা' গ্রহণ করে খ্যাতি বাড়ানোর পথে এগিয়ে যাবে। এ ধরনের সুনাম তোমার কর্মরীতির চাহিদা বাড়িয়ে দেবে দেশে এবং বিদেশে।

মিস্টার ডব্লিউসি-ডুরান্টের মোটর গাড়ি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে মিস্টার ক্যারল ডাওয়েন্স একটা নিম্নপদে চাকুরি করেন। বর্তমানে তিনি মিস্টার ডুরান্ট-এর দক্ষিণ হস্ত এবং তার একটি মোটর গাড়ি পরিবেশক কোম্পানির সভাপতি। শুধুমাত্র আয় 'বাড়ানোর বিধিমালা' অনুসরণ করে তিনি নিজেকে এই পদে উন্নীত করেন। বিধিমালাটির প্রয়োগ অনুযায়ী তিনি তার প্রাপ্য আয়ের চেয়ে বেশি উন্নতমানের কাজ করে আসছিলেন। সম্প্রতি মিস্টার ডাওয়েন্সের সাথে সাক্ষাৎকালে আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, কি করে তিনি এতো দ্রুত পদোন্নতি পেতে সক্ষম হয়েছিলেন? কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন।

'যখন আমি প্রথমে মিস্টার ডুরান্টের কাছে যোগ দিলাম, আমি লক্ষ্য করলাম যে, সব সময়ই অন্যরা কাজ শেষ করে চলে গেলেও তিনি দীর্ঘ সময় অফিসে থেকে যেতেন। আমি এ সময় নিয়ম করেই সেখানে তার আশেপাশে থাকতাম। কেউ আমাকে থাকতে বলেনি। কিন্তু আমি ভাবলাম, কোনো কিছুর প্রয়োজন বা সাহায্যের জন্য মিস্টার ডুরান্টের কাছে কারো থাকা উচিত। প্রায়ই তিনি আশেপাশে কারো সাহায্যের জন্য তাকাতেন, একটি নথি তার কাছে এগিয়ে দেবার জন্য অথবা কোনো গতানুগতিক সাধারণ কাজের জন্য। তিনি সব সময়ই তার সাহায্যের জন্য আমাকে কাছে পেতেন। তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, কোনো প্রয়োজনে আমাকে কাছে পাবার। এটাই এ কাহিনীর সব কিছু বলার শেষ। 'তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল সব সময় আমাকে কাছে পাবার 'বাক্যটি আবার পড়ুন', এটাই সবচেয়ে উন্নত চিন্তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা। কেন মিস্টার ডুরান্টের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল সব সময় মিস্টার ডাউন্সকে কাছে পাবার? কারণ মিস্টার ডাউন্সের এটা অভ্যাস বা নিয়মে পরিণত হয়েছিল মিস্টার ডুরান্টের দৃষ্টিসীমার মাঝে থাকবার। তিনি সব সময়ের কাজটি মি.

BanglaBook.org

ডুরান্ট তার কাছে থাকার চেষ্টা করতেন। 'বেশি আয় বৃদ্ধির' বিধিমালা অনুসরণ করেই তিনি তার কাজ করেছিলেন। তাকে কি এভাবে কাজ করতে বলা হয়েছিল? না।

প্রশংসাকে ভালোবাসা, কিন্তু একে পূজার যোগ্য মনে না করা; ঘৃণা পাওয়াকে ভয় করা, কিন্তু এতে নিচু হয়ে গেলে মনে না করা, এসব কিছুই একজন সুসম ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তাকে কি এই কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছিল? হ্যাঁ। তিনি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন এ কারণে যে, তিনি যে লোকটির ক্ষমতা ছিল তাকে পদোন্নতি দেবার, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আমরা এখন এই পাঠক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের দিকে এগুচ্ছি। কারণ এটা একটা যথাযথ স্থান যেখানে পরামর্শ দেওয়া যায় যে, মিস্টার ডাউন্স 'আয় বৃদ্ধির' বিধিমালা যেভাবে অনুসরণ করেছিলেন, সে সুযোগের ব্যবহার তোমরাও করতে পারো। তিনি ঠিক যেভাবে বিধিমালাটি অনুসরণ এবং প্রয়োগ করেছিলেন, তোমরাও সেভাবে ভাবতে পারো। কাজ করার সময় তোমাদেরকে সতর্কভাবে কাজ করতে হবে। অন্যরা কিন্তু এভাবে কাজ করা এড়িয়ে যাবে। কারণ তারা এ কাজ করে পারিশ্রমিক পায় না।

'থামো'! একথা বলো না, এমনকি চিন্তাও করো না যদি তোমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা থাকে, সে পুরানো ঘুনেধরা প্রবাদ বাক্যটি বলতে, 'আমার চাকুরিদাতা কিন্তু অন্যরকম' অবশ্যই তিনি অন্যরকম হতেই পারেন। সকল মানুষই বেশির ভাগ বিষয়ে বিভিন্ন রকমের হয়। কিন্তু একটা বিষয়ে তারা একই রকম। তারা কিছুটা স্বার্থপর। অনেক সময় এতোটাই স্বার্থপর যে, কেবল ডাউন্স-এর মতো লোককেও পছন্দের তালিকায় রাখতে পারে না। কারণ ডান্স তার নিজের ভাগ্যকে ঐ সকল লোকদের প্রতিযোগীদের সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। এই স্বার্থপরতাই তোমার কাছে কতোটা সম্পদ হতে পারে, কিন্তু দায়িত্ব নয়; তুমি যদি বুদ্ধি বিবেচনা করে তোমাকে যে চাকুরি দান করেন, তার কাছে তোমার প্রয়োজনীয়তা এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারো যে, তোমাকে ছাড়া তার চলে না। আমার পাওয়া পদোন্নতিগুলোর মাঝে সবচেয়ে সুবিধাজনক পদোন্নতি পেয়েছিলাম একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এটা ছিল গুরুত্বহীন এবং উল্লেখ করার মতোও নয়। একদিন শনিবার বিকেল বেলা একজন আইনজীবী আমার কাছে এলেন। তার অফিস ছিল আমার চাকুরিদাতার অফিস

BanglaBook.org

ভবনের একই তলায়। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমার কি কোনো সাঁটলিপিকারের সাথে পরিচয় আছে, যিনি তার কিছু কাজ সে বিনিময় করে দিতে পারেন। আমি উত্তর দিলাম যে, আমাদের নিজস্ব সব সাঁটলিপিকার বল খেলা দেখতে চলে গিয়েছে। আমি আরোও বললাম, তিনি আরও পাঁচ মিনিট পরে কথাটি বললে আমিও চলে যেতাম, আমাকেও পেতেন না। আমি প্রস্তাব করলাম, কিছুক্ষণ থেকে আমি তার কাজটি করে দিতে। কারণ বল খেলা দেখতে আমি যে কোনো দিন যেতে পারি। বরং তার কাজটি করে দেওয়া যাক। আমি তার কাজটি করে দিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, আমাকে কতো পারিশ্রমিক দিতে হবে? আমি উত্তর দিলাম প্রায় এক হাজার ডলার। শুধু তোমার জন্য এই অর্থ। কিন্তু তুমি ছাড়া অন্য কেউ হলে আমি কিছুই নিতাম না। তিনি হেসে আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। এ কথা আমি বেশি ভাবিনি যে, শুধু এক বিকেলের একটি কাজের জন্য তিনি আমাকে এক হাজার ডলার দেবেন। কিন্তু ছয় মাস পরে তিনি এটাই করলেন, যখন ইতিমধ্যেই আমি ঘটনাটা ভুলে গেছি। তিনি আবার একদিন আমাকে ডেকে জানতে চাইলেন, আমি কতো পারিশ্রমিক পাই?

আমি উত্তর দেবার পর তিনি আমাকে আমার আগের পাওনা এক হাজার ডলার দিতে চাইলেন।

আমি হেসে উত্তর দিলাম, আমি তার জন্য যে কাজ করে দিয়েছি, সেটার জন্যই আমি পারিশ্রমিক নেবো। তিনি এটা পরিশোধ করলেন, কিন্তু অন্যভাবে। তিনি আমাকে একটি চাকুরি করার সুযোগ দিলেন প্রতিবছর এক হাজার ডলার করে বৃদ্ধি বেতনে।

লঅবচেতনভাবেই আমি 'আয় বৃদ্ধির বিধিমালা' প্রয়োগ করে সেই বিকেলে ভদ্রলোকের কাজটি করে দিয়েছিলাম। আমি বল খেলার পূর্বপরিকল্পনা ত্যাগ করেছি এবং তার কাজটি করে তাকে সাহায্য করার তাগিদ অনুভব করেছি। এতে অর্থ সংক্রান্ত কোনো বিষয় ছিল না। সেদিনের শনিবারের বিকেলটি আমার অবকাশের সময় ছিল, এটা নষ্ট করা আমার কোনো দায়িত্ব ছিল না, তবে করেছি আমার অধিকারের সুবিধার জন্য। এছাড়াও বিষয়টা ছিল একটা লাভজনক সুবিধা পাওয়া, কারণ এর জন্য আমি এক হাজার ডলার নগদ লাভ করেছি এবং আমার আগের চাকুরির চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্বপূর্ণ একটা কাজ পেয়েছি।

BanglaBook.org

কেবল ডাউন্সের কর্তব্য ছিল অফিস ছুটি হবার সময় পর্যন্ত উপস্থিত থাকা, কিন্তু অন্যান্য কর্মচারীরা অফিস ত্যাগ করার পরও অফিসে থাকাটা তার জন্য ছিল একটা সুবিধাজনক ব্যাপার।

এবং এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে তিনি উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ এবং অধিকতর বেতনের একটি পদ লাভ করেন। এবং এক বছরে তিনি আরও অনেক কিছু লাভ করেন, যা তার সুবিধাজনক অবস্থানের প্রভাব না খাটালে সারা জীবনও পেতো না

পঁচিশ বছরের বেশিকাল ধরে আমি এই সুবিধা প্রয়োগ করে কাজ করার চেষ্টা করে আসছি, কিভাবে আমাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিকের তুলনায় বেশি কাজ করতে পারি। এই চিন্তার ফলস্বরূপ দেখা গেল, বিনা পারিশ্রমিকে দৈনিক এক ঘণ্টা কাজ করার বিনিময়ে অনেক বেশি আয় করা যায়, যা সারাদিনের কাজের আয়ের চেয়েও বেশি। এবং এ দিনটায় আমরা শুধু আমাদের কর্তব্যের নির্ধারিত কাজটুকু করি।

তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি, যিনি জানেন কিভাবে তার সহযোগীদের অধিকার খর্ব না করে তার আকাঙ্ক্ষিত সবকিছুই পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষা মানুষের অন্তর থেকে আসে। সংগ্রাম, চেষ্টা এবং চিন্তাধারা থেকে এটা অর্জন করা যায়।

(আমরা এখন পর্যন্ত এই পাঠক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের কাছাকাছি আছি। সত্ত্বর সে পৃষ্ঠাগুলো পড়াকালীন চিন্তা করো এবং নিজেকে আত্মস্থ করো)।

'আয় বাড়ানোর বিধিমালা' আমার আবিষ্কার করা কিছু নয়। এমনকি 'প্রাপ্য পারিশ্রমিকের চেয়ে বেশি পরিমাণ ও উন্নত মানের কাজ করা, 'বিধিমালাটিও আমি আবিষ্কার করি বলে দাবি করছি না, এবং এটাকে প্রথম বিধিমালাটির ব্যবহারের মাধ্যম মনে করছি না। আমি বহু বছরের সতর্ক পর্যবেক্ষণের পর শুধুমাত্র বিধিমালাগুলোকে যথাযথ মনে করছি। এগুলো সাফল্যের পথে সহায়ক এবং তাদের গুরুত্ব বুঝার পর তুমিও এ বিধিমালাগুলো যথাযথ মনে করবে।

এখন তুমি একটা পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়টির যথার্থতা যাচাই করতে পার। এটা করে তুমি আবিষ্কার করে বুঝতে পারবে কতোটুকু চেষ্টা করার শক্তি তোমার রয়েছে, যা তুমি জানতে না। অবশ্য তোমাকে আমি সাবধান করছি, পরীক্ষণটি এমনভাবে করার চেষ্টা করো না, যেভাবে কোনো একজন মহিলা বাইবেল গ্রন্থের শিক্ষা অনুযায়ী করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেখানে অনেকটা এভাবে বলা হয়েছিল যে, যদি তোমার বিশ্বাস একটি সরিশা কণার মতো থাকে এবং একটি পর্বতকে সরে যেতে আদেশ করো সেটা সরে যাবে।

BanglaBook.org

মহিলাটি একটি উচ্চ পর্বতের পাশে বাস করতেন। তার সামনের দরজা থেকে তিনি তা দেখতে পেতেন। এক রাতে তিনি ঘুমাতে যাবার আগে পর্বতকে নিজে নিজে দূরে কোথাও সরে যেতে আদেশ দিলেন। পরেরদিন সকালে তিনি বিছানা থেকে লাফ দিয়ে বের হয়ে দেখলেন পর্বতটি সেখানে রয়েছে। তখন তিনি বললেন, 'আমি যেরকম আশা করেছিলাম, আমি জানতাম পর্বতটি এখানেই থাকবে'। আমি তোমাকে বলতে চাই, তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এ পরীক্ষাটি করে দেখো, দেখবে এটা তোমার সারা জীবনের একটি মোড় ঘুরানো বিন্দু হয়ে দাঁড়াবে। এ পরীক্ষণের বিষয়টিকে মনে করবে তোমার সাফল্যের মন্দিরের পাশে দাঁড়ানো একটি পর্ববতকে সরানো। কিন্তু তুমি নিজে পর্বতটিকে না সরালে সাফল্যের মন্দিরটিতে দাঁড়ানো একটি পর্বতকে সরানো। কিন্তু তুমি নিজে পর্বতকে না সরালে সাফল্যের মন্দিরটি দাঁড়াতে পারবে না। আমি যে পর্বতটির কথা বলতে চাচ্ছি, তা তুমি কখনো দেখতে পাবে না। কিন্তু এটা একইভাবে তোমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না তুমি এটাকে খুঁজে বের করে সরাতে পারবে। তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে, পর্বতটি বলতে আসলে কি বুঝাতে চাইছে? আমি বলবো এটা এমন একটি অনুভব, যা ভাবনা যে তোমার সব ধরনের কাজের বাস্তব মূল্য পাওয়া পর্বত তোমাকে বঞ্চিত করেছে। সে ভাবনাগুলো অবচেতনভাবেই প্রকাশ পেতে পারে। আর তোমার সাফল্যের পথগুলো, যা তুমি লক্ষ করোনি তাও নষ্ট করে দিতে পারে। নিচুস্তরের মানব ধর্ম অনুযায়ী এই ভাবনাটি বহিঃপ্রকাশ অনেকটা এভাবে হতে পারে 'আমাকে এ কাজ করার জন্য কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। আমি এরকম কাজ করলে শূন্যতায় ভরে উঠবো।'

তুমি বুঝতে পারছো, তোমার কাছে কি ধরনের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে? তুমি এ সকল উদাহরণ বহুবার দেখে এসেছো। কিন্তু তুমি কখনো এ ধরনের একটি লোকের দেখাও পাওনি, যিনি সফল হয়েছেন এবং তুমিও হবে না।

সফলতাকে আকর্ষণীয় করতে হলে আইন সম্পর্কে বুঝা পড়া এবং তার প্রয়োগ অবশ্যই করণীয়। সে আইনগুলো মধ্যাকর্ষণ শক্তির আইনটির মতো অপরিবর্তনীয়। এগুলো এক পাশে ধরে রাখা যায় না। এবং একটিবারের মতো আটকে রাখা যায় না। এ কারণেই তোমাকে পরবর্তী পরীক্ষণমূলক কাজটির বিষয়ে জানতে হচ্ছে।

BanglaBook.org

এতে তুমি পরিচিতি লাভ করবে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের, যার নাম (The Low of Inucisny Returns) আয় বৃদ্ধি করার বিধিমালা।

পরীক্ষণ আগামী ছয় মাস যাবৎ প্রতিদিন অন্তত পক্ষে একজন লোককে প্রয়োজনীয় সেবা দিতে থাকো। এর জন্য তার সাথে আর্থিক কোনো প্রাপ্তির আশা করো না। গ্রহণও করো না। এ বিশ্বাস নিয়ে কাজটির পরীক্ষণটি করতে থাকো, দেখবে একটি শক্তিশালী আইনের প্রয়োগবিধি তোমার কাছে এতো সহজ হয়ে যাবে, যা তোমাকে স্থায়ী সফলতা পেতে সাহায্য করবে।

তুমি হতাশ হবে না। এ সেবাকর্মটি বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে দেখতে পারো। উদাহরণস্বরূপ, এ সেবাকর্মটি তুমি একা বা একাধিক সুনির্দিষ্ট লোকের সাথে প্রয়োগ করে দেখাতে পারো। যে সকল কাজ তুমি অফিস সময়ের পর করো, সেগুলো করে তুমি তোমার চাকুরিদাতাকেও সেবা দিতে পারো। এছাড়া এসকল সেবা তুমি এমন কাউকেও দিতে পারো, যারা সম্পূর্ণ আগন্তুক এবং তাদের পুনরায় দেখা পাবার আশা করে না। এতোদিন যাবৎ তুমি কাদেরকে এরকম সেবা দিয়ে এসেছো, তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ সেবাটা তুমি তোমার সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় এবং শুধুমাত্র অপরের উপকারের জন্য দিয়ে এসেছো।

তুমি যদি সুস্থ মনে এ পরীক্ষণটি করতে পারো, তুমি দেখবে যে অন্যান্য যারা, কিসের উপর ভিত্তি করে এই আইনটা প্রচলিত হয়েছে তার সাথে পরিচিত, তারাই নতুনভাবে আবিষ্কার করবে : পুরষ্কার পাবার যন্ত্রণা ছাড়া সেবা প্রদান না করার চেয়ে বেশি ভালো হচ্ছে, ক্ষতিপূরণ ব্যতীত তুমি আর সেবা দিতে পারছো না।

ইমারসন (Emerson) বলেছেন, উৎস এবং ফলাফল, পদ্ধতি এবং পরিণতি, বীজ এবং ফল, এগুলো বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কারণ ফলাফল উৎসের মাঝেই নিহিত থাকে। পরিণতি আগে থেকেই পদ্ধতির মাঝে থাকে এবং ফল থাকে বীজের মাঝে।

যদি তুমি একজন অকৃতজ্ঞ প্রভুর অধীনে চাকুরি করো, বেশিদিন চাকুরি করো। ঈশ্বরের প্রতি ঋণী থাকো। প্রতিটি হাতের স্পর্শের জন্যই বিনিময় পাবে। তোমার পাওয়া যত দীর্ঘদিন স্থগিত থাকবে, ততই তোমার জন্য মঙ্গল। কারণ চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের উপর আবার চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আরোপন।

এটাই সুদের হার এবং এরকমই অর্থ ভান্ডার ব্যবহারের নিয়ম।

(Law of nature)- প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে, কাজটি করো এবং তুমি শক্তি পাবে। কিন্তু যারা কাজটি না করে তারা শক্তিও পাবে না। মানুষ প্রতারিত হবে,

BanglaBook.org

এমন একটি বোকামিপূর্ণ কুসংস্কার নিয়ে সারা জীবন দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু এটা একজন মানুষের জন্য অসম্ভব যে, সে নিজেকে নিজে প্রতারণা করা ছাড়া অন্য কারো দ্বারা প্রতারিত হবে। আমাদের সব কেনাবেচা বা বিনিময়ের জন্য একটা তৃতীয় নীরব পক্ষ থাকে। প্রতিটি চুক্তিপত্রের শর্ত রক্ষার জন্য প্রকৃতি এবং মানবাত্মা অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। যাতে সৎ সেবা প্রদানে কোনো ক্ষতি সাধন না হয়।

যে পরীক্ষাটি করার জন্য তোমাকে অনুরোধ করা হয়েছে, তার আগে ইমারসনের 'ক্ষতিপূরণ' বিষয়ক নিবন্ধটি পড়ে দেখবে। কারণ এটা পড়লে তুমি বুঝতে পারবে কেন তুমি পরীক্ষাটি করতে যাচ্ছো?

হয়তো তুমি 'ক্ষতিপূরণ' বিষয়টি আগেই পড়েছো। এটা আবার পড়ে নাও। একটি আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে যে, যতবার তুমি বিষয়টি পড়বে, তোমার মনে হবে প্রতিবারই তুমি কিছু নতুন তথ্য লাভ করছো, তা আগে লক্ষ করোনি। কয়েক বছর আগে পূর্বাঞ্চলীয় একটি কলেজে আমি একটি স্নাতক সমাপনী বক্তৃতায় আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সে সভায় আমি প্রাপ্য মজুরির তুলনায় বেশি পরিমাণ ও উন্নততর সেবা প্রদানের বিষয়টির গুরুত্ব উপস্থাপন করেছি।

বক্তৃতা দেবার শেষে সে কলেজের সভাপতি ও সচিব আমাকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানালেন।

আমাদের আহার গ্রহণকালে কলেজের সচিব তার সভাপতিকে বললেন, 'এ ভদ্রলোক কি করতে চাচ্ছেন, আমি ভালো করে বুঝতে পেরেছি। তিনি প্রথমেই অন্যকে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে সহযোগিতা করার একটা উদাহরণ স্থাপন করতে যাচ্ছেন।'

তাঁর সে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি সাফল্যের বিষয়ে আমার দর্শন চিন্তাকে একটি প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করলেন। এটা আসলেই সত্যি কথা যে, অন্যের জীবনে সফলতা আনতে সাহায্য করাটাই তোমার জীবনে প্রকৃত সফলতা আনবে।

প্রায় দশ বছর আগে আমি প্রচার বিষয়ক ব্যবসায় জড়িত ছিলাম। বর্তমান শিক্ষাক্রমের দৃষ্টিকোণে আমি আমার সমস্ত গ্রাহকদের সংগঠিত করেছি। বিভিন্ন চাহিদাপত্রের সাথে আমি আমার নামের শিরোনাম পাঠিয়ে, আমি তাদের কাছ থেকে বিক্রয়বিষয়ক প্রচারপত্রগুলো পেতাম।

যখন আমি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বিক্রয়পত্র বা ছোট পুস্তিকা পেতাম আমার ধারণা হতো, এগুলো পড়ে আমার কাজের উন্নতি হবে। আমি এগুলো প্রেরকের

BanglaBook.org

কাছে পাঠিয়ে দিতাম এবং সাথে একটি চিঠি দিয়ে জানাতাম যে, এগুলো অতি সামান্য কিছু প্রচারপত্র এবং এর চেয়ে আরও বৃহৎ আকারের কিছু পেলে আমার জন্য আরও ভালো হতো আরও জানাতাম, একটি মাসিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমি নিয়মিত এ সকল কাজে আমার সেবা প্রদানে আগ্রহী।

নিশ্চিতভাবেই এ মনোভাবই আমাকে নতুনভাবে সেবা প্রদান কাজের চাহিদা পেতে সাহায্য করলো। একবার এমন হলো যে, একটি প্রতিষ্ঠান একবার আমার ধারণা বা প্রক্রিয়াটি অসৎ উদ্দেশ্যে আমাকে কোনো পারিশ্রমিক না দিয়ে ব্যবহার করলো। কিন্তু ব্যাপারটি বরং আমার জন্য একটি সুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো। ব্যাপারটা এভাবে: ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন ব্যক্তি, যিনি আগেই প্রক্রিয়াটির সাথে পরিচিত ছিলেন, নিজেই একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তাঁর পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানে আমি পূর্ণ সেবার বিনিময়েও কোনো পারিশ্রমিক পেতাম না। এটা তিনি জানতেন। তাই তিনি তার আগের প্রতিষ্ঠানের বেতনের দ্বিগুণের চেয়ে বেশি বেতনের প্রস্তাব দিয়ে আমাকে নিয়োগ করলেন।

এভাবে 'ক্ষতিপূরণ' বিধিমালা প্রয়োগ করে আমি অসৎ লোকদের জন্য কাজ করে যে পারিশ্রমিক হারিয়েছিলাম, তা চক্রবৃদ্ধি হারে ফিরে পেলাম। আমি যদি লাভজনক একটি কাজের ক্ষেত্র খুঁজতাম, তাহলে এ সকল বিক্রয় পুস্তিকা নতুনভাবে লিখার মাধ্যমে আমি আমার সেবা দানের পরিসীমা বাড়াতে পারতাম।

হয়তো বা আমি আরও অনেককে পেতাম, যারা আমার ধারণা প্রয়োগ করে লাভবান হতো। কিন্তু আমাকে কোনো পারিশ্রমিক দিতো না। সামগ্রিকভাবে লোকেরা এসব করতো না। কারণ তারা আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে কাজটি করালে অধিকতর লাভবান হতো এবং আমার সেবাটি সব সময়ের জন্য পেতো। বহু বছর আগে অহিও বেইটের ডেভেন পোর্টের পালমার স্কুলের ছাত্রদের একটি সম্মেলনে আমি বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। আমার ব্যবস্থাপক সে আমন্ত্রণটি গ্রহণের বিনিময়ে সে সময়ের রীতি অণুযায়ী আমার জন্য বক্তৃতা দেওয়া, এবং ভ্রমণ খরচ বাবদ ১০০ মার্কিন ডলার পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি যখন ডেভেন পোর্ট পৌঁছলাম, একটি অভ্যর্থনা কমিটি আমাকে যে উষ্ণ সংবর্ধনা দিলো, তা আমি আমার গণ-মানুষের সঙ্গী জীবনে কখনো পাইনি। আমি অনেক প্রীতিময় মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, যাদের কাছে আমি অনেক মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছিলাম। স্কুল

BanglaBook.org

কর্তৃপক্ষ যখন আমাকে আমার পারিশ্রমিক বাবদ চেক দিতে গেল, আমি চেকটি নিলাম না, কারণ চেকটির মূল্য থেকে অনেক বেশি মূল্যবান জিনিস আমি তাদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

আমি চেকটি গ্রহণ না করে শিকাগোতে আমার অফিসে ফিরে এলাম। পরেরদিন সকালে ডা. পালমার তাঁর স্কুলের দু'হাজার ছাত্রদের এক সম্মেলনে বললেন, আমি কোনো দৃষ্টিতে আমার পারিশ্রমিকের চেক না নিয়েও বুঝে পেয়েছি এবং একথাও বললেন, 'গত বিশ বছর ধরে আমি স্কুলটি পরিচালনা করে আসছি এবং বহুসংখক বক্তাকে ছাত্রদের সম্মুক্ষে বক্তৃতার জন্য এনেছি।

কিন্তু একবার একজনকে প্রথম পেলাম, যিনি তাঁর প্রাপ্য চেকটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।

কারণ তিনি মনে করেছেন, তিনি তাঁর কাজের বিনিময়ে অন্য কোনোভাবে তাঁর প্রাপ্যটি বুঝে পেয়েছেন। এই মানুষটি একটি জাতীয় সামরিকীর সম্পাদক, এবং আমি তোমাদের প্রত্যেককে তাঁর সাময়িকিটি কিনতে উপদেশ দেবো। কারণ তিনি এমন একজন গুণী মানুষ, যার প্রতিটি উপদেশ তোমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম জীবনে প্রচুর সহায়ক হবে।'

আমি যে সাময়িকটির সম্পাদক ছিলাম, সেটার বিপরীতে এর পরের সপ্তাহের মাঝামাঝি আমি ৬০০০ ডলারের বেশি মূল্য পেয়েছি এবং পরের দু'বছরের মধ্যে সে দু'হাজার ছাত্র এবং তার বন্ধু-বান্ধবরা সাময়িকীটি কেনার জন্য আরও ৫০,০০০ হাজার ডলারের বেশি মূল্য পাঠিয়েছে।

তোমরা বলো, কোথায় এবং কিভাবে আমি মাত্র ১০০ ডলার এতো লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করতে পারতাম? শুধু মাত্র ১০০ ডলার পারিশ্রমিক নিতে অস্বীকার করার মাধ্যমে আমি আয় বাড়ানোর রীতিটিকে আমার পক্ষে কাজে লাগাতে পেরেছি। এ জীবনে আমরা দুটো বিশেষ সময়ের মধ্যে বাস করি। একটি হচ্ছে, সে সময় যখন আমরা জ্ঞানকে সংগ্রহ, শ্রেণীবিণ্যাস এবং সংগঠিত করি। অপর সময়টি হচ্ছে, যখন আমরা স্বীকৃতির জন্যে সংগ্রাম করি।

আমাদের এমন কিছু শেখা উচিত, যা আয়ত্ত করতে প্রচুর চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই প্রথমেই কর্মক্ষেত্রে ঢুকবার চেষ্টা করে। অন্যের সাহায্যে কাজে লাগতে পারে, এমন কিছু শেখার পরও আমাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কিভাবে আমরা তাদের কাজে সাহায্য করতে পারি?

BanglaBook.org

আমরা সব সময়ই শুধুমাত্র প্রস্তুত নই, বরং আমাদের সেবা দানও করতে পারি। এ কথাটার বিশেষ কারণ হচ্ছে, যখনই আমরা কিছু একটা করি, আমরা অন্যকে এটা বোঝাবার বা প্রমাণ করার সুযোগ পাই যে, আমাদের যোগ্যতা আছে এবং আমরা আরও একটু এগিয়ে আমাদের সব কর্ম ক্ষমতা আছে বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারি।

এ কথা বলা ঠিক নয়, 'তুমি তোমার টাকার রঙ দেখাও, এখন আমি বলবো, আমি কি করতে পারি।'

বাক্যটি পরিবর্তন করে বরং বলো, 'আমার সেবার রঙ বা ধরন তোমাকে দেখাতে দাও, যাতে আমি তোমার টাকার রঙ দেখতে পারি, যদি তুমি আমার সেবার মান পছন্দ করো।' ১৯৭১ সালে প্রায় ৫০ বছর বয়সের একজন মহিলা সপ্তাহে ১৫ ডলার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্টেনোগ্রাফারের কাজ করছিলেন। তার পারিশ্রমিকের হার দেখে মনে হচ্ছিলো তার কর্ম ক্ষেত্রে কোনো দক্ষতা ছিল না।

এখন এ পরিবর্তনটি লক্ষ করো

গত বছর একই মহিলা বক্তৃতা মঞ্চের আয় থেকেই ১০০,০০০ ডলারের উপরে উপার্জন করেন।

দু'রকম উপার্জনের এ গভীর ব্যবধানের বিষয়টি কি হতে পারে? তুমি প্রশ্ন করতে পারো এবং আমি উত্তর দিচ্ছি, কারণটি হচ্ছে, সে মহিলা যতটুকু সেবা দান করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ এবং উন্নতমানের সেবা দিয়ে আয় বাড়ানোর বিধিগুলোর সাহায্য নিয়েছিলেন।

অপরকে সাথে নেওয়া ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই খ্যাতি এবং ভাগ্যের দেখা পেতে পারে না। এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

এই মহিলা বর্তমানে সারাদেশে একজন প্রায়োগিক মনোবিজ্ঞানের বিশিষ্ট বক্তা। তোমাদের আমি বুঝাতে চাই, কি করে তিনি আয় বাড়ানোর বিধিমালাগুলোর উন্নতি করেন।

প্রথমে তিনি একটি শহরে গিয়ে পনেরোটি বক্তৃতামালায় অংশগ্রহণ করেন। সবাই ইচ্ছে করলে সেগুলোতে কোনো মূল্য ছাড়াই উপস্থিত হতে পারতো। এই পনেরোটি বক্তৃতাদানের সময় তিনি শ্রোতাদের বললেন যে, কিছু শিক্ষার্থী নিয়ে তিনি একটি ক্লাস পরিচালনা করবেন এবং প্রত্যেকের কাছে থেকে পঁচিশ ডলার করে সম্মানী নেবেন। এটাই ছিল তার একমাত্র পরিকল্পনা।

BanglaBook.org

মহিলাটি বছরখানেক কাজ করে তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম হলেন। অথচ এখন তাঁর চেয়েও অভিজ্ঞ ও যোগ্যতর বক্তারা ছিলেন, যারা তাদের বক্তৃতা আয়োজনের খরচও তুলে আনতে পারেননি। কারণ তারা এখন পর্যন্ত এই শিক্ষাক্রমের প্রাথমিক বর্ণনাগুলোর সাথে সম্যক পরিচিত হয়ে উঠেননি। যা নাকি মহিলা পেরেছিলেন। এখন আমি তোমাদের এখানেই থামতে বলবো এবং একটি প্রশ্নের উত্তর চাইবো। কোনো বিশেষ যোগ্যতা বা গুণ না থাকা সত্ত্বেও একজন পঞ্চাশ বছর বয়সী মহিলা 'আয় বাড়ানোর পদ্ধতি' অনুসরণ করে একজন স্টেনোগ্রাফার হিসেবে সাপ্তাহিক মাত্র পনেরো ডলারের উপার্জনকে বাড়িয়ে ১০০,০০০ ডলারে উন্নীত করে একজন বক্তৃতাকারী হলেন, তোমারা কেন একই বিধিমালা অনুসরণ করে বর্তমানে তোমাদের না থাকা সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারবে না? এ প্রশ্নটির উত্তর যেরকমভাবে দেওয়া উচিত, তার আগে এই শিক্ষাক্রমটির শেষাংশে কি আছে তা নিয়ে ভেবো না।

তুমি পৃথিবীতে একটা যোগ্য স্থান পাওয়ার জন্য বিনীত অথবা মনেপ্রাণে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছো। হয়তো তুমি তোমার সাফল্য পাবার জন্য তোমার সর্বোচ্চ চেষ্টা প্রয়োগ করছো এবং সে চেষ্টার সাথে 'আয় বাড়ানোর বিধিমালা' ব্যবহার করছো।

এ কারণে তোমার নিজের কাছে খুঁজে দেখতে হবে, কিভাবে সর্বতোভাবে এ বিধিমালা প্রয়োগ করে, এর সুবিধাগুলো ভোগ করতে পার। এখন সে প্রশ্নটির কাছে ফিরে যাও এবং আমি নিশ্চিত যে, তুমি ব্যাপারটি হালকাভাবে না নিয়ে বরং এর উত্তরটি জানার জন্য চেষ্টা করবে।

অন্য কথায়, এখানে কোনো ভুল নেই যে, তুমি এমন একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছো, যা তোমার ভবিষ্যৎকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। যদি তুমি এটা এড়িয়ে যাও, তাহলে সেটা হবে তোমার দোষ। তুমি এ শিক্ষাক্রমটি পড়ার পর সরিয়ে রাখতে পারো এবং এর থেকে কোনো লাভ করার চেষ্টা না করে এটা করা যায়। কিন্তু মনে রেখো, এরকম করলে ভবিষ্যতে কখনো আর তুমি তোমার আয়নায় তোমাকে দেখতে পারবে না। এখন তোমার শুধুই মনে হবে, তুমি ইচ্ছাকৃতভাবেই তোমার নিজেকে প্রতারিত করেছো। হয়তো অকূটনৈতিকভাবে সত্য কথাটি বলা হলো। কিন্তু যখন তুমি 'সাফল্যের বিধিমালা' শিক্ষাক্রমটি কিনেছিলে, তখন তুমি চেয়েছিলে তুমি

BanglaBook.org

মূল বিষয়টি যেন জানতে পারো এবং তুমি কোনো ক্ষমার আবরণ না দিয়ে বিষয়টি জেনে যাচ্ছো।

এ পাঠক্রমটি পড়া শেষ করে আবার যখন এটি পুনরায় পড়বে এবং উদ্যোগ, নেতৃত্ব এবং প্রবল উৎসাহ বিষয়ক অধ্যায়টি পর্যালোচনা করবে, তখন তুমি সে বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারবে। ঐ সকল পাঠসমূহ এবং এ পাঠটি পরিষ্কারভাবে তোমার কাজে শক্তিশালী উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝায়, যাতে তোমার পারিশ্রমিকের চেয়ে বেশি পরিমাণ কাজ করতে সক্ষম হও। যদি তুমি এই তিনটি পাঠক্রমকে তোমার মনে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করো তাহলে তুমি একজন পরিবর্তিত মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। তুমি কে, অথবা তোমাকে কি নামে ডাকা হয়, সে কথা বিবেচনা না করেই আমি এই বিবৃতিটি দিলাম।

যদি এই সহজ ভাবটি তোমাকে রাগান্বিত করে, আমি খুশি হবো। কারণ এতে বুঝা যায় যে, তোমার পরিবর্তন আসতে পারে?

এখন, তুমি যদি এমন একজন লোকের পরামর্শ গ্রহণ করে লাভবান হও, যিনি অনেক ভুল করেছেন, যা তুমি কখনো করোনি, এবং যার কারণে তুমি জীবনের কিছু প্রাথমিক সত্যতার সন্ধান পেয়ে থাকো, তাহলে তোমার রাগ নিয়ন্ত্রণ করে তোমার নিজের দিকে দৃষ্টি দাও, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার যোগ্যতাপূর্ণ কাজে তোমাকে নিয়োজিত করতে পারো। যদি তুমি এটা করতে পারো, তাহলে তুমি পুরস্কার হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু লাভ করতে পারো।

'পারিশ্রমিকের চেয়ে বেশি পরিমাণ ও উন্নতমানের কাজ করার অভ্যাস'-এ প্রসঙ্গ ছাড়া আমরা আরও একটি প্রধান বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি। যেমন, আমরা কোনো অনুমতি ছাড়াই এই কার্যক্রমের অভ্যাসটুকু চালিয়ে যেতে পারি।

এ ধরনের সেবা কাজসমূহ তুমি তোমার নিজের উদ্যোগেই করতে পারো। এর জন্য কারোর অনুমতির প্রয়োজন নেই। যাদের জন্য তুমি এসকল করে যাচ্ছো, তাদের সাথে পূর্বের আলোচনারও কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ এটা তোমার জন্য একটা বিশেষ সুবিধা, যার উপর তোমার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

তুমি এমন অনেক কাজ করতে পারো যেগুলো তোমার উৎসাহ বাড়াবে। কিন্তু সেগুলোর বেশিরভাগের জন্যই অন্যের সহযোগিতা বা অনুমতির প্রয়োজন হয়। তুমি যদি তোমার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের তুলনায় কম পরিমাণ কাজ করো, তাহলে তোমার

BanglaBook.org

সেবা গ্রহীতাকে ত্যাগ করতে হবে, না হয় তোমার সেবা প্রদানের চাহিদা শেষ হয়ে যাবে।

আমি চাই তোমরা এই বিশেষ অধিকারের গুরুত্ব অনুভব করো, যার ফলে তোমরা তোমাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিকের চেয়ে বেশি পরিমাণ ও ভালো মানের সেবা দিতে পারো। কারণ এ ধারণাটাই তোমাদের উপর কাজটি দায়িত্ব সহকারে শেষ করার তাগিদ যোগায়। এবং তুমি যদি এটা করতে না পারো, এর বিপরীতে তোমাদের কোনো যুক্তিসঙ্গত অজুহাত বা কারণ নেই, যার জন্য তোমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ব্যাহত হতে পারে।

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন সত্য আমি শিখেছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত তার নিজের কাছে কঠিন কর্মদাতা হওয়া। আমাদের সবাই আমাদের ঘাটতি নিয়ে অজুহাত খুঁজতে পারদর্শী। আমরা কোনো কিছুর মূল বিষয় এবং সত্য ব্যাপারটা খুঁজে পেতে চাই না। বরং আমরা সবসময় নিরপেক্ষ সত্য থেকে বেশি ভালোবাসি মধুমাখা তোষামোদ বাক্য। এবং এখানেই নিহিত থাকে মানুষ ও পশুদের দুর্বলবোধ শক্তি।

এছাড়াও যারা আমাদের উপকারের জন্য সত্যকে প্রকাশ করে দেয়, আমরা তাদের ঘোর বিরোধী। আমার জীবনযাপনের প্রথম দিকে আমি একটা প্রচণ্ড আঘাতের সম্মুখীন হয়েছিলাম। ব্যাপারটা ছিল মানুষ এখনও সত্য বলার কঠিন অপরাধে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকে। দশ বছর আগে পাওয়া একটা অভিজ্ঞতার কথা আমার মনে পড়ে। একজন লোক তার ব্যবসায় বিষয়ক স্কুল সম্পর্কে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলেন। তিনি বইটি আমাকে পড়তে দিয়ে এটার উপর পর্য্যালোচনা করে আমার একটি মন-খোলা মতামতের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আমি অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করে বইটি আগাগোড়া পড়ে মন্তব্য করেছি যে, বইটির বিষয়বস্তুর বর্ণনা দুর্বল। এতে আমার একটি বড় শিক্ষা হলো, সেই লোকটি, এতোই রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর বইটির বিষয়ে আমার দৃষ্টিতে দেখতে বলার জন্য তিনি আমাকে কখনো ক্ষমা করেননি। তিনি আমাকে খোলামনে বলতে অনুরোধ করলেন, আমার সমালোচনাটি কি ধরনের ছিল? তিনি আসলে বলতে চাইলেন, আমি বইটিতে প্রশংসাসূচক কোনো মন্তব্য পেয়েছি কিনা? এটাই মানুষের স্বভাব।

আমরা সত্যিকারে যা করতে পারি, তার চেয়ে অধিক চাটুকারিতা করি। এটা আমি জানি, কারণ আমিও মানুষ। এসব কিছুই এটা বুঝানোর প্রস্তুতি যে, তোমার উপর এ ধারণাটা চাপিয়ে দেওয়াটা আমার কতব্য যে, তুমি যতটুকু করতে পারতে,

BanglaBook.org

ততটুকু করনি। এটা এ কারণে যে, অষ্টম পাঠক্রমের আত্মনিয়ন্ত্রণ অংশে তুমি যে সত্যগুলোর সন্ধান পেয়েছো, তা তুমি যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করোনি। এবং তোমার নিজের ভুল ও ঘাটতির জন্যও তোমাকে অভিযুক্ত করা।

এটা করতে গেলে যথেষ্ট পরিমাণ আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। এমন একটি লোক যার কর্মদক্ষতা এবং সাহস আছে, তাকে যদি তুমি একশত ডলার দাও, যে তোমার অহংকার, নিজের প্রতি অতি বিশ্বাস এবং চাটুকারিতা এসব কিছু দূর করে দিতে পারে। যাতে তুমি তোমার নিজের জীবন-চরিত্রের সবচেয়ে দুর্বল বিষয়গুলো অনুভব করতে পারো। তাহলেই লোকটিকে দেওয়া তোমার পারিশ্রমিক যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত হবে। জীবনের চলার পথে আমরা অনেক বাধা-বিপত্তি, উত্থান-পতন অতিক্রম করে এগিয়ে যাই, আমাদের জয়-পরাজয় অনুভব করি এবং এক পর্যায়ে পরাজিতও হই। এসবের কারণ হচ্ছে, হয় আমরা এগুলো এড়িয়ে যাই, অথবা জীবন থেকে শিক্ষা নিতে অস্বীকার করি।

অন্যদেরকে তাদের নিজের আত্মপরিচয় খুঁজে দেখার কাজে সাহায্য করতে গিয়ে আমি আমার নিজের কিছু দুর্বলতা খুঁজে পেয়েছি। লজ্জায় আমি অভিভূত হয়ে যাই, যখন আমি আমার অতীত নিয়ে চিন্তা করি এবং ভাবি, আমি যখন নিজেকেই ভালো করে বুঝতে পারিনি, তখন অন্যদের দৃষ্টিতে কি যে হাস্যকর ছিলাম।

আমরা আমাদের নিজস্ব গর্বের দীর্ঘ ছায়ায় পথ চলি, এবং মনে করি সেই ছায়াগুলোই আমাদের নিজস্ব সত্তা। অথচ অপরদিকে কিছু জ্ঞানী সত্তা যাদের আমরা দেখি, তারা আমাদের দিকে করুণা এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। একটু অপেক্ষা করো, আমি এখনও কথা শেষ করিনি।

তোমাদের আত্মপরিচয় গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তোমাদের জানাবার জন্যই তোমাদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিয়েছি। আমি যতটুকু পারি কাজটা এখনি করতে যাচ্ছি।

তোমরা তোমাদের অতীতের পরাজয়ের কারণগুলো বের করতে পারোনি। শুধু তাই নয়, বরং তোমরা এসবের জন্য অন্যদেরকে দায়ী করে আসছো। যখন বিষয়গুলো বা কাজগুলোর তোমাদের পছন্দ হতো না, তোমরা কারণগুলোর দায়িত্বভার না নিয়ে বলতে, 'না, পড়ে থাক কাজটি, তারা যেভাবে কাজটি করতে বলেছে, সেটা তোমার পছন্দ নয়। কাজেই আমি কাজটি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। এ কথা অস্বীকার করো না।

BanglaBook.org

এখন আমি তোমাদের একটি গোপন কথা বলছি। তথ্যটি আমি আমার অনেক দুঃখ এবং গভীর মনের আঘাত ও অপ্রয়োজনীয় কঠিন আঘাত পেয়ে লাভ করেছি। কাজটি আয়ত্ত করা এবং কাজটির অসুবিধাগুলো দূর করা কঠিন ছিল। তথাপি কাজটি একবারে ছেড়ে না দিয়ে কাজটির মাঝে তোমার যুক্ত থাকা উচিত ছিল। তাহলে তুমি সে জীবন সম্পর্কে অবহিত থাকতে এবং বুঝতে পারতে যে, জীবন প্রকৃতপক্ষে প্রচুর সমস্যা এবং বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার একটি দীর্ঘ পথ। একটি মানুষ তার নিজ পরিবেশে কতোটুকু সঙ্গতিপূর্ণ এবং সব রকম বিরূপ পরিবেশে যে কোনো দায়িত্ব নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারে, তার উপরই মানুষটির মূল্যায়ন নিখুঁতভাবে করা যায়। সে সমস্যাগুলো তার নিজের সৃষ্ট না হলেও কথাটি সত্য।

এখন যদি তোমরা মনে করো আমি তোমাদের কঠিন কথা বলেছি, আমাকে করুণা করো। তোমরা মনে রেখো, তোমাদের শাস্তি দেবার আগে আমি আমার নিজেকে আরো কঠোরভাবে শাস্তি দিয়েছি।

এর আগে আমি এ সত্যটি জেনেছি, যা আমি তোমাদেরকে তোমাদের ব্যবহার এবং পথ চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছি।

আমার কিছুসংখ্যক শত্রু রয়েছে, এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তারা ছিল অত্যন্ত কুৎসিত এবং নির্মম। তারা আমার সম্পর্কে এমন সব কথা বলতো যে, আমার কতোগুলো ঘাটতিপূর্ণ বিষয়কে ত্যাগ করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। এসব দোষগুলির বেশিরভাগই আমার জানা ছিল না। আমার শত্রুদের সমালোচনার দ্বারা আমি লাভবান হয়েছি, যার জন্য বিনিময়ে আমাকে কোনো ডলার পরিশোধ করতে হয়নি। এটা আমি অন্যভাবে পরিশোধ করেছি। যাই হোক, মাত্র কয়েক বছর আগে এমারসন এসে অন করে কম্পেনসেসান নামক বইটি পড়ার সুযোগ পেয়ে আমি আমার কতোগুলো তীব্র দোষ ত্রুটির কথা জানতে পারলাম। নিম্নের বর্ণিত অংশেই এই বিষয়ে বিশেষভাবে লিখা ছিল:

'আমাদের দুর্বলতা থেকে আমাদের শক্তি উৎপন্ন হয়। খোঁচা খাওয়া, আঘাত পাওয়া এবং ক্ষত-বিক্ষত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ভেতর বিরক্তি বা ক্ষোভ উৎপন্ন হয় না। এ ক্ষোভেরই পরিণতি হচ্ছে গোপন শক্তির উৎস। মহৎ লোকেরা সর্বদাই ছোট হয়ে থাকতে চান। যখন তারা সুখ সুবিধার আরামদায়ক আসনে বসেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন।

BanglaBook.org

'সকল বিক্রয়কর্মীরাই এ কথা মনে রেখে লাভবান হবে যে, আমাদের কেউই অন্যরা যা পেতে চায় না, তা নিতে চাইবে না।' যখন সে বিতাড়িত, অত্যাচারিত অথবা পরাজিত হয়, তখন তার কিছু শেখার সুযোগ থাকে, যা সে তার নিজের প্রাপ্য বয়সে মেধার সাথে কাজে লাগাতে পারে। সে বিষয়টি আসলেই কি তা জানে, এর অজ্ঞতা সম্পর্কে অভিহিত হয়, তার অতি উচ্চ ধারণার অসঙ্গতি থেকে মুক্ত হয় এবং সত্যিকারের আধুনিকতা এবং নৈপুণ্যের অধিকারী হয়।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা সবসময়ই তাদের আক্রমণকারীদের উপর ভরসা করে। তারা তার দুর্বল বিষয়গুলো চিহ্নিত করবে এটাই তার জন্য লাভজনক। অপবাদ প্রশংসা পাওয়ার চেয়ে নিরাপদ কোনো সংবাদপত্রে আমার পক্ষে বলাটা আমি ঘৃণা করি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, আমি সফলতার নিশ্চয়তা বোধ করি। কিন্তু যখনই আমার স্বপক্ষে মিষ্টি কথার ছড়াছড়ি হয়, আমার মনে হয় আমাকে শত্রুদের সম্মুখে অরক্ষিত রাখা হয়'।

অমর ইমারসনের দার্শনিক তত্ত্বটি পড়ে দেখো, কারণ এটা একটা পরিবর্তিত শক্তি হিসেবে কাজ করবে, যা তোমার ধাতুকে শীতল করবে এবং তোমাকে জীবন যুদ্ধে প্রস্তুত করবে, যেভাবে কার্বন ইস্পাতকে শীতল করে।

যদি তুমি একজন অত্যন্ত তরুণ ব্যক্তি হও, তোমাকে এ বিষয়টি অনেক বেশি করে পড়তে হবে। কারণ এই দর্শন চিন্তাটি আত্মস্থ এবং প্রয়োগ করার জন্য তোমাকে বহু বছরের কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আমার উপদেশ হচ্ছে, এ সকল সত্যগুলো ভালো করে বুঝার জন্য সাধারণ সাদামাটা অভিজ্ঞতার উৎস না খুঁজে, বরং আমার উপস্থাপিত অকূটনৈতিক বক্তৃতাগুলো থেকে বের করাই ভালো হবে। অভিজ্ঞতা এমন একটি শিক্ষক, যার কোনো বিশেষ পছন্দ নেই। যখন আমি তোমাকে 'অভিজ্ঞতা' নামক শিক্ষকের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে ব্যবহার করে লাভবান হতে অনুমতি দেই, তখন আমি তোমার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতে কার্পণ্য করি না।

সেটা আমাকে আমার বাবার কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন বনের মধ্যে তিনি আমাকে দিয়ে তার কাজ করিয়ে নিতেন, কাজ করার আগে সব সময়ই এ উৎসাহ যোগানো দার্শনিক বাক্যটি উচ্চারণ করতেন, 'পুত্র, তোমাকে কাজ করতে দিয়ে তোমার চেয়ে আমি বেশি কষ্ট পাচ্ছি।

এভাবেই আমরা এখন বিষয়টি সম্ভাব্য উপযোগিতা প্রয়োগ না করে এবং বিষয়টির উপর ভাসা ভাসা আলোচনা না করে পাঠক্রমটি শেষ করতে যাচ্ছি। এখন

BanglaBook.org

'আমার বহুদিন আগের একটি প্রেম কাহিনীর কথা মনে পড়লো। এটার মধ্য দিয়ে আমি এ শিক্ষাটির পাঠ্যক্রমের বিষয়টি তোমাদের বুঝাতে পারবো। কাহিনীটির ঘটনাস্থল ছিল দু'হাজার বছর আগে প্রাচীন রোমের এন্টিওচ নামক শহরে। তখন বড় শহর জেরুজালেম এবং জুদেয়া নামক দেশের সমস্ত ভূমি অত্যাচারী রোম সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। গল্পটির তারকা পুরুষ ছিলেন বেনহুর নামক একজন ইহুদি। তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হলো। তাকে পালতোলা জাহাজের বৈঠা টানার জন্য নিয়োজিত করা হলো। জাহাজের একটি বেঞ্চে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে বৈঠা টানতে আদেশ দেওয়া হলো। তার অত্যাচারকারীরা জানতো না যে, এ শাস্তির ফলেই তার শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং একদিন তার মুক্তি লাভে সহায়তা করবে।

হয়তো বা বেনহুর নিজেও এতোটুকু আশা করেননি। এরপর রথটানার সে নির্দিষ্ট দিনটি এলো। এই দিনটি ছিল বেনহুয়ের মুক্তি পাবার দিন, তখন বেনহুর জাহাজের বৈঠার সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল।

এক দল ঘোড়া চালকহীন ছিল। মরিয়া হয়ে ঘোড়ার মালিক তরুণ ক্রীতদাসের শক্ত-সমর্থ দেহ দেখে তার সাহায্য চাইলো। এবং তার চালকহীন ঘোড়ার গাড়িটি টানার জন্য অনুরোধ করলো।

বেনহুর যখন লাগামটি তুলে নিল, দর্শকদের মধ্য থেকে চিৎকার চেঁচামেচি উঠলো। তারা চিৎকার করে প্রশ্ন করলো, দেখো কি সুন্দর বলিষ্ঠ বাহু যুগল। তুমি কোথা থেকে এগুলো পেলে? উত্তর এলো, 'জাহাজের বৈঠা থেকে। রথের দৌড় চলতে লাগলো। সে শক্তিশালী বাহু যুগল দিয়ে বেনহুর ঘোড়াগুলোর দৌড়ের দায়িত্ব নিলো এবং এক সময়ে বিজয়ী হলো। এবং এ বিজয় তার মুক্তি এনে দিল। জীবন একটা বড় রথ দৌড় প্রতিযোগিতা। এবং বিজয় তাদেরই ভাগ্যে জোটে, যারা তাদের চরিত্র-শক্তি, সংকল্প এবং ইচ্ছাশক্তির উন্নয়ন করে। এখানে এটাই উল্লেখ করার মতো যে, এই শক্তিটা আমরা উন্নত করেছি জাহাজের বৈঠা টানার মধ্যে আবদ্ধ থেকে এবং পরিশেষে আমরা জয় এবং মুক্তির পথ লাভ করেছি।

এটা একটা স্থির নীতি যে, বাধা থেকে শক্তি অর্জন হয়। আমরা যদি এটা দেখে দুঃখ পাই যে, একজন দরিদ্র কর্মকার সারাদিন ধরে একটি পাঁচ পাউন্ড ওজনের হাতুড়ি উঠানামা করে, তার সাথে আমরা এটারও প্রশংসা করবো যে, এ কাজ করে সে কি চমৎকার দুটো বাহুর অধিকারী হয়েছে।

BanglaBook.org

'সবকিছুর দ্বৈত গঠনের জন্য; সেটা শ্রম বা জীবনের ক্ষেত্রে, যেখানেই হোক সেখানে প্রতারণার কোনো স্থান নেই।' বলেছেন এমারসন। চোর তার নিজের জিনিস চুরি করে, প্রতারক তার নিজেকে প্রতারিত করে। শ্রমের আসল মূল্য হচ্ছে, জ্ঞান এবং গুণাবলির, আর এর চিহ্ন হচ্ছে সম্পদ ও প্রশংসা।

কাজের মুদ্রার মতো এ সকল চিহ্নগুলো নকল বা চুরি করা যায় কিন্তু জ্ঞান এবং সৎ গুণাবলি নকল বা চুরি করা যায় না'।

বিখ্যাত হেনরি ফোর্ড প্রতি সপ্তাহে তার কাছ থেকে সাহায্যের আশায় পনেরো হাজার চিঠি পেয়ে থাকতেন। কিন্তু এই দরিদ্র লোকগুলো জানে না যে, ফোর্ডের প্রকৃত সম্পদ তার ব্যাংকে গচ্ছিত ডলারের মূল্য দিয়ে পরিমাপ করা যায় না।
তার মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত কারখানার মূল্যমান দিয়েও নয়। এটার মূল্যমান হচ্ছে, একমাত্র পরিমিত দাম দিয়ে তিনি যে সেবা বিতরণ করেছেন, সেই অপরিসীম সেবাদান।

কীভাবে তিনি এ খ্যাতি লাভ করলেন? নিশ্চয়ই এভাবে নয় যে, তিনি যতটুকু সম্ভব নিম্নমানের সেবা দিয়ে তার ক্রেতাদের কাছ থেকে বেশি মূল্য ছিনিয়ে নিয়েছেন।

ফোর্ডের ব্যবসায় নীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে: 'যতটুকু সম্ভব নিম্নতম মূল্যে জনগণের কাছে সবচেয়ে উচ্চমানের পণ্য বিক্রি করো।'

যখন অন্যান্য মোটরগাড়ি উৎপাদনকারীরা তাদের পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিতেন, হেনরি ফোর্ড তা কমিয়ে দিতেন। আবার যখন অন্যরা পারিশ্রমিক কমিয়ে দিতেন, ফোর্ড তা বাড়িয়ে দিতেন। তাতে কি হয়েছিল?

আয় বাড়ানোর এ নীতিমালা অনুসরণ করে ফোর্ড পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী এবং মহা শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

তোমরা অত্যন্ত বোকা এবং তোমাদের দূরদৃষ্টি কম, তোমরা প্রতিদিন তাই খালি হাতে ফিরে আসো। তোমরা কেন ফোর্ডের মতো বিখ্যাত মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা নাও না?

তোমরা কেন তোমাদের এই চিন্তাটা পরিবর্তন করে এমন কিছু করো না, যাতে তোমরা ফলদায়ক কিছু পেতে পারো? আমি ক্রিস্টমাস উপলক্ষে আমার এই শিক্ষাক্রমটি শেষ করছি।

BanglaBook.org

আমি আমার পড়ার রুমের পাশের রুমে দেখলাম, আমার ছেলেমেয়েরা ক্রিস্টমাস বৃক্ষ সাজাতে ব্যস্ত। তাদের মিলিত কণ্ঠের শব্দ আমার কাছে সঙ্গীতের মতো মনে হলো। আমার মনে হলো তারা খুব খুশি, কিন্তু শুধু যে তারা কিছু পাবার আশা করছে এ জন্য নয়, বরং তারা তাদের গোপনে রাখা অনেক কিছু অন্যদেরকে উপহার দিতে পারবে, এ খুশিটাই তাদের কাছে বেশি মূল্যবান। আমার পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে আমি দেখতে পেলাম, আমার প্রতিবেশীর বাচ্চারাও সেই উৎসাহের আনন্দে মেতে উঠে এক সাথে গান গেয়ে যাচ্ছিলো।

সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ লোক এ শান্তির যুবরাজের জন্মদিনের উৎসব পালনের আয়োজন করে যাচ্ছে। যিনি আমাদের চেয়ে বেশি এ কথা প্রচার করেছিলেন, কেন নিজে কিছু পাওয়ার চেয়ে অন্যকে কিছু দেওয়া বেশি আনন্দদায়ক এবং পুণ্যের কাজ? তিনি আরও বলেছিলেন, কেন পার্থিব সম্পদ থেকে স্থায়ী সুখ শান্তি পাওয়া যায় না, বরং মানবতার সেবাই স্থায়ী সুখ পাবার সঠিক উপায়।

এটা একটা অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনা যে, এ বিশেষ পাঠ্যক্রমটি ক্রিসমাস উৎসবের সময় শেষ হওয়ার কথা ছিল এবং আসলে তাই হয়েছে। যথেষ্ট যুক্তিসহ আমি তোমাদের বুঝাতে পেরেছি যে, পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে আমি এই পাঠক্রমের চেয়ে বেশি সমর্থনযোগ্য বিবরণ পাইনি।
এমনকি 'সারমন অন দি মাউন্ট' বইটিতে অতোটুকু ছিল না।

বর্তমানে খ্রিস্টীয় মতাবাদ একটি বৃহৎ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবশালী ধর্ম। আমি বিনা দ্বিধায় তোমাদের বলতে পারি, খ্রিস্টীয় দর্শন মতবাদে আস্থাশীলরা এ পাঠক্রমের মূলগত বিষয়গুলোর সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন।

যখন আমি শিশুদের হাসি মুখগুলো এবং ক্রিস্টমাস উপলক্ষে আগত দেরিতে আসা ক্রেতাদের ব্যস্ততা দেখি, মনে হয় দেওয়ার আনন্দে তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান। মনে হয় প্রতিটি আনন্দক্ষণই ক্রিসমাস আনন্দ এবং তাহলেই পৃথিবীটা আরো সুন্দর হবে, বেঁচে থাকার সংগ্রাম আরও কমে আসবে, এবং ঘৃণা, ঝগড়া-বিবাদ দূর হয়ে যাবে।

জীবনটা বড় জোর একটা ছোট সময়ের কতিপয় বছর। মোমবাতির মতো আমরা জ্বলে উঠি; কিছুক্ষণ টিম টিম করি এবং এরপর চলে যাই।

যদি আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হতো কিছু সম্পদ আহরণ করতে, যা অন্ধকার মৃত্যুর ওপারেও ব্যবহার করা যেতো, তাহলে এটা কি সম্ভব হতো না যে,

BanglaBook.org

দয়া ও সহানুভূতির আলোকে যত বেশিসংখ্যক লোককে সেবাদান করে আমরা সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদটি আহরণ করতে পারতাম? মাটির আলোচনা শেষ করা উচিত, কিন্তু কোনোভাবেই এটা শেষ হয়নি।

আমি চিন্তাধারাটি যেখানে শেষ করলাম, এখন তোমাদের কর্তব্য সেখান থেকেই তোমরা শুরু করো, এটাকে উন্নত করো, তোমাদের নিজের মতো করে এবং তোমাদের উপকারের জন্য।

বিষয়টির ধারা অনুযায়ীই পাঠ্যক্রমটি শেষ করা যাচ্ছে না, কারণ বিষয়টি মানুষের সব কর্মকাণ্ডের মাঝে জড়িয়ে আছে।

এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা বিষয়টির মূলধারা গ্রহণ করে এটাকে কর্মপ্রেরণার উদ্দীপক মনে করো, যেটা তোমাদের মানসিকতাকে প্রকাশ করবে এবং তোমাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে যা তোমাদের আছে। পাঠক্রমটি তোমাদের শিক্ষা দেবার জন্য লিখা হয়নি, বরং এটা মনে করা হয়েছে, তোমাদের নিজেকে শিক্ষা দেওয়ার অনুপ্রেরণার জন্য, যা জীবনের একটি বড় সত্য।

তোমাদের মনের ভেতর যে শক্তি নিহিত আছে, সেগুলো সত্যিকার অর্থে খুঁজে বের করা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এর জন্য বিষয়টিকে শিক্ষার উৎস মনে করা হয়েছে। যখন তুমি যে কাজে দক্ষ তার মধ্য থেকে সর্বোচ্চ মানের সেবাকর্মটি দিতে পারো। যার জন্য প্রত্যেকবারই তোমাকে পূর্ববর্তী চেষ্টার শেষ প্রান্তে যেতে হয়েছিল, তখনই তোমার শিক্ষার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানোর যোগ্যতা হবে। সুতরাং যখন তুমি তোমার কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক পাও, তার তুলনায় বেশি পরিমাণ ও উন্নতমানের কাজ বা সেবা দিতে পারো, তখন তুমি এ চেষ্টার ফলে যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে লাভবান হও। একমাত্র এ মাত্রার সেবা প্রদান করেই তুমি তোমার পছন্দের প্রচেষ্টাকে দক্ষতা অর্জনে নিয়ে যেতে পারো।

এ কারণেই তোমার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, সব প্রচেষ্টাই যেন তোমার পূর্ববর্তী সাফল্যের মাত্রা অতিক্রম করে যায়। এ বিষয়টি তোমার দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করো এবং নিয়মিত খাবার গ্রহণের মতো এটাও নিয়মিতভাবে অনুসরণ করো। এ নিয়মকে কাজে পরিণত করো, যাতে তোমার যা পারিশ্রমিক তার চেয়ে বেশি পরিমাণ এবং আরও উচ্চমানের সেবা দিতে পারো। লক্ষ করে দেখো, তুমি কিছু বুঝে উঠার আগেই দেখবে, পৃথিবীর সবাই তুমি যা করছো, ইচ্ছাকৃতভাবেই তোমাকে তার চেয়ে বেশি দিচ্ছে।

BanglaBook.org

চক্রবৃদ্ধি সুদের উপর আবার চক্রবৃদ্ধি সুদ হচ্ছে, একটা অঙ্কের অর্থ, যেটা তুমি তোমার সে রকম কাজের বিনিময়ে পাবে। কিভাবে এসকল পিরামিড আকারের লাভ বৃদ্ধি হয় সেটা একান্তভাবে তুমিই নির্ধারণ করবে।

এখন বলো, এ পাঠক্রমটি থেকে তুমি যে শিক্ষা লাভ করলে, তা দিয়ে তুমি কি করবে? সেটা কখন, কিভাবে এবং কেন? তুমি যদি অনুসরণ না করো, তাহলে এই পাঠক্রমটি তোমার কাজে কোনো কাজে আসবে না। যে জ্ঞানটি লাভ করেছো তাও বৃথা যাবে। সংগঠন কাজ এবং ব্যবহার দ্বারাই জ্ঞান শক্তিতে পরিণত হয়। এটা ভুলে যেও না। তোমাকে যে কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ কাজ না করলে তুমি নেতা হতে পারবে না। কারণ তোমার পছন্দের পেশায় নেতৃত্বের উন্নয়ন ছাড়া তুমি সফল হতে পারবে না।

একজন লোক তখনই গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়, যখন সে পণ্য সরবরাহ করার পূর্বে মানুষের সেবা করার অঙ্গীকার করে।

কর্মসূচি পরিকল্পনাকারী রচয়িতার সাথে অধ্যায়

শেষ পরিচিতি

শক্তি এমন একটি বস্তু, যা দিয়ে পৃথিবীর যা চাও তাই পেতে পারো। শক্তি প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জন করা যায়। উপরের ছবিতে শক্তির দু'রকম রূপ দেখা যায়।

বাম দিকে তুমি দেখতে পাও শারীরিক শক্তি, যা প্রকৃতি হতে পাওয়া। এটা করা হয়েছে নায়গ্রা জল প্রপাতের উপর সংঘটিত বৃষ্টির বিন্দু ঢেলে। মানুষ এ শক্তি উৎপাদন পদ্ধতি প্রস্তুত করেছে। ডান দিকের দৃশ্যে তুমি দেখতে পাচ্ছো, আর একটি বিস্তৃত শক্তির রূপ। এটা করা হয়েছে মানুষের মনের মিলিত সহযোগিতা ও সমন্বয় দ্বারা।

লক্ষ্য করে দেখো, 'মিলিত' শব্দটার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ছবিতে দেখতে পাচ্ছো, একদল লোক একটি আধুনিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অফিস ঘরে পরিচালকের টেবিলে বসে আছেন।

দলের পেছনে স্থাপিত শক্তিশালী দেহটি প্রধান পরিকল্পনাকারীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এটা হয়তো এ জন্য করা হয়েছে, মানুষ যেন নির্ভুল ও মিলিত চিন্তাধারায় একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে একটি কাজ করতে পারে।

BanglaBook.org

ছবিটি পর্যবেক্ষণ করো। এখানে বুঝানো হচ্ছে, মানুষের জানা সবচেয়ে বড় শক্তি। মনের দ্বারা মানুষ পৃথিবীর বহু আকর্ষণীয় বস্তু সম্বন্ধে জানতে পেরেছে। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তার বাতাস, ইথার এবং অসীম মহাশূন্য এবং লক্ষ লক্ষ গ্রহ-তারকা-সবই আমরা জেনেছি।

একটি ছোট যন্ত্র-কৌশল দিয়ে প্রস্তুত 'স্পেকট্রোস্কোম' দিয়ে ৯,৩০০০০০০ লক্ষ মাইল দূরে স্থাপিত সূর্য কি দিয়ে তৈরি হয়েছে, মানুষ তাও আবিষ্কার করতে পেরেছে।

আমরা অনেক যুগ পার হয়ে এসেছি, যেমন প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, তাম্র যুগ, ধর্মীয় গোড়া যুগ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার যুগ, শিল্প যুগ এবং সবশেষে আমরা এখন প্রযুক্তি ও চিন্তার যুগে প্রবেশ করেছি। মানুষ অন্ধকার যুগের পশ্চাদপদ সময় পেরিয়ে চিন্তাশক্তির প্রয়োজনীয় অনেক কিছু লাভ করেছে। দশ হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এক দিকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং ভয়-ভীতি এবং অপরদিকে বুদ্ধিমত্তা এর মাঝে সংঘর্ষ চলছিল। এর ফলে মানুষ কিছু প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করেছিল।

অন্যান্য জ্ঞান বিষয়ক ক্ষুদ্র অংশগুলোর মাঝে তারা এটাও আবিষ্কার করে শ্রেণি বিভাগ করেছিল যে, কঠিন পদার্থের উপকরণগুলো কি দিয়ে গঠিত হয়।

আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং তুলনা করে মানুষ আবিষ্কার করেছে, সৌরমণ্ডলের বৃহত্তর রহস্য যেমন সূর্য ও পৃথিবীর আয়তনের চেয়ে দশ লক্ষ গুণ আয়তনের নক্ষত্ররাজি কিভাবে কাজ করে আসছে। অপরদিকে মানুষ আবিষ্কার করেছে বস্তুর ক্ষুদ্রত্ব নিয়ে কিভাবে সেগুলো অণু, পরমাণু এবং ইলেকট্রনে পরিণত হয়। পরমাণু এতই অভাবনীয়ভাবে ক্ষুদ্র যে, একটি ধূলিকণা লক্ষ লক্ষ পরমাণু ধারণ করে। অণু এমন বস্তু যে, তারা পরমাণুর মাঝে ধারণ করে, তারা বস্তুর ক্ষুদ্র অংশ এবং একটি চলমান বৃত্তাকার চতুর্দিকে বিদ্যুতের গতিতে পরিভ্রমণ করে। ব্যাপারটা এমন, যেভাবে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ অনন্তকাল ধরে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে। অপরদিকে পরমাণু হচ্ছে, ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত, যা সব সময় দ্রুত গতিতে থাকে। সুতরাং এটা বলা যায় যে, প্রতিটি জল বিন্দু এবং ধূলিকণার মাঝেই নিহিত আছে সমস্ত বিশ্বমণ্ডল কিভাবে একই নিয়মে চালিত হয়।

কি চমৎকার! কি বিস্ময়কর! এসব জিনিসের সত্যতা আমরা কিভাবে বুঝবো? বুঝতে পারবো মনের সাহায্যে। এ সকল বিষয় সম্পর্কে তুমি একটি ছোট্ট ধারণা পেতে পারো, যদি তুমি এভাবে চিন্তা করো

BanglaBook.org

তুমি একটি মাংসের কাটলেট খেতে বসেছো। তখন যদি চিন্তা করো বুঝবে, যে কাটলেট তুমি খাচ্ছো, যে প্লেটে তুমি খাচ্ছো এবং যে টেবিলে তুমি খেতে বসেছো এবং যে বাসন-পাত্রে তুমি খাচ্ছো, সবই একই বস্তুতে তৈরি এবং সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন। বাস্তব এবং বস্তু জগৎ নিয়ে চিন্তা করে দেখো, যখন একটি সর্ববৃহৎ তারকা মহাকাশে ভেসে বেড়ায়, অথবা একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণা ভূমিতে পড়ে থাকে, ভাববার বিষয়টি হচ্ছে, সমস্ত ব্যাপারটা অণু, পরমাণু এবং ইলেকট্রনের একটি সুগঠিত সংগ্রহ। (ইলেকট্রন হচ্ছে, শক্তির একটি অবিভেদ্য রূপ, যা একটি ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক মেরুকরণ দিয়ে গঠিত।) মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাস্তব সত্যটা সম্পর্কে বেশি জানে।

পরবর্তী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটি যা এখনো সত্য, তা হচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষের মস্তিষ্ক একটি প্রচার এবং গ্রহণ যন্ত্র বিশেষ। আরো জানার বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেকটি মস্তিষ্কের চিন্তার কম্পন অন্য সব কয়টি মস্তিষ্ক গ্রহণ করে, এটার অর্থ বুঝতে পারে, যদি সে মস্তিষ্কগুলো প্রচার করা মস্তিষ্কের তথ্যের সাথে একই ছন্দে বাঁধা থাকে।

* * *

পৃথিবীর বাস্তব নীতিগুলো সম্পর্কে মানুষ কিভাবে জ্ঞান আহরণ করলো, সে কিভাবে জানতে পারলো তার আসার পূর্বে কি হয়েছিল এবং পূর্বের সভ্যতাহীন সময়ে কি হয়েছিল?

প্রাকৃতিক বাইবেলের প্রাচীনকালের ইতিহাস এবং লক্ষ লক্ষ নীচ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পশুদের নিজেদের মধ্যে গঠিত সন্দেহাতীত সংঘর্ষের কাহিনী জেনে মানুষ এসব জেনে এসেছে। প্রস্তর যুগের দীর্ঘ সময়ের বিবরণ পড়ে মানুষ হাড়, কঙ্কাল, পায়ের ছাপ এবং অন্যান্য নির্ভুল ঘটনার কথা জানতে পেরেছে। এগুলো সবই প্রকৃতি-মাতা রেখে দিয়েছেন যাতে মানুষ অবিশ্বাস্য সময় ধরে এগুলো পরিদর্শন করতে পারে।

বর্তমানে মানুষ প্রাকৃতিক বাইবেলের অপর অংশের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে। সেখানে লেখা আছে, মানুষের চিন্তা ও কল্পনার রাজ্যে বিরাট মানসিক সংঘর্ষের বিষয়াবলি।

সেখানে লেখা আছে, ইথার সম্পর্কে সীমাহীন বিবরণ, যা মানুষের চিন্তাসূত্র থেকে বের হয়ে এসেছে। প্রাকৃতিক বাইবেলের এ বৃহৎ ধারণাগুলো এ পর্যন্ত কোনো

BanglaBook.org

মানুষ পরিবর্তন করতে পারেনি। এই সমস্ত তথ্যগুলো ইতিবাচক এবং শীঘ্রই এগুলোর ব্যাখ্যা করা যাবে। এখানে কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব তথ্যের ভেতর কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করার কোনো অধিকার মানুষের নেই। শিক্ষার প্রচলনকে ধন্যবাদ যে, বর্তমানে প্রাকৃতিক বাইবেলের বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। সমস্ত বাইবেলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাইবেল গ্রন্থে মানুষের দীর্ঘ ও বিপদজনক সংগ্রামের কথা লেখা আছে। এ পাঠক্রমের 'অথাস ভিজিট' অংশে ৬টি প্রাথমিক ভীতি, যারা আংশিকভাবে অতিক্রম করতে পেরেছে এবং যারা সাফল্যের সাথে কুসংস্কার এবং অজ্ঞতাকে জয় করেছে তারা প্রাকৃতিক বাইবেলেই তা পেয়েছে।

লেখাগুলো পড়ে দেখতে পারো। সম্ভবত সমগ্র পৃথিবীতে এখন মাত্র ১ হাজার লোকেরও কমসংখ্যক লোক রয়েছে, যারা বর্তমান বাইবেলের তথ্যগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পোষণ করে।

বর্তমানে হয়তো সমস্ত পৃথিবীতে একশ'রও কম লোক আছে, যারা বর্তমান রসায়ন সম্পর্কে কোনো কিছুই অবগত নয় এবং কোনোদিন শুনেওনি যে, দুই বা ততোধিক মন একত্রে মিশ্রণ করা যায় শুধুমাত্র নিখুঁত মিল বজায় রেখে। এটা এমনভাবে করতে হবে যে, আরও একটি তৃতীয় মনের সৃষ্টি হবে, যার থাকবে অতিমানবিক শক্তি, যে শক্তি বলে চিন্তার কম্পন শক্তি অনুভব করতে পারবে।
ইথার বিষয়ক চিরস্থায়ী তথ্যাবলিতে এ সকল বিবরণ লেখা রয়েছে এবং বর্তমানেও আছে।

নতুন আবিষ্কৃত বেতার নীতিটি আগের নীতিটি ভুল প্রমাণ করে বিজ্ঞানীদের নতুন পরীক্ষণ কাজ চালাতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। যখন তারা এই গবেষণা ক্ষেত্রটি থেকে বেরিয়ে আসবে, আমাদের বুঝাতে পারবে আগামীকালের মনের অবস্থার তুলনায় আমরা আজ যা বুঝতে পারি, এটা ঠিক একইভাবে তুলনা করা যায়, একটি ক্ষুদ্র কীটের বুদ্ধিমত্তার সাথে একজন জীববিজ্ঞানীর বুদ্ধিমত্তা, যিনি প্রাণীদের সম্পূর্ণ জীবন সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্রতম এককোষী প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত।

এখন একটি ছোট আলোচনা করা যাক, বর্তমানে বেঁচে থাকা কিছুসংখ্যক বড় মাপের মানুষ সম্পর্কে, যারা সঠিক মিল বজায় রেখে দুই বা ততোধিক মনের মিশ্রণে শক্তির ব্যবহার করতে পেরেছেন। আমরা এখন তিনজন খ্যাতিমান বিখ্যাত ব্যক্তির

BanglaBook.org

কথা আলোচনা করবো, যারা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে উচ্চ সফলতায় আরোহণ করেছেন। তারা তিনজন হচ্ছেন হেনরি ফোর্ড, টমাস এ এডিসন এবং হারভে ফায়ারস্টোন। তিনজনের মধ্যে হেনরি ফোর্ড হচ্ছেন সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, যার অর্থনৈতিক শক্তি উল্লেখযোগ্য।

মি. ফোর্ডকে এখন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ মনে করা হয় এবং তার আগে তাঁর মতো এতো শক্তিমান পুরুষ কেউই ছিল না। তার শক্তি এতোই বেশি ছিল যে, তিনি যা কিছু আশা করতেন, সবই লাভ করতে পারতেন। তার কাছে লক্ষ লক্ষ ডলার আয় করা ছিল খেলার বস্তুর মতো। শিশুরা ধূলিকণা দিয়ে যে ধূলি টানেল তৈরি করে, তার উপার্জন এর চেয়েও সহজতর ছিল।

মি. এডিশনের অন্তর্দৃষ্টি প্রাচীন প্রাকৃতিক বাইবেলের প্রতি এতোই প্রকট ছিল যে, তার চেয়ে বেশি কেউই প্রাকৃতিক নিয়মাবলি এতো দূরভাবে মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে পারেনি। তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি একটা সূচের মাথা ও এক টুকরা মোম একত্রিত করে মানুষের কণ্ঠস্বর ধারণ ও সংরক্ষণ করতেন। তিনিই প্রথমে বিজলি ব্যবহার করে আমাদের বাড়িঘর এবং রাস্তাঘাট আলোকিত করার উপায় বের করেন। এটা করেছিলেন তিনি এমন প্রক্রিয়ায়, যা উত্তপ্ত হয়ে আলোকের আভা বিতরণ করে। তিনি ক্যামেরা যন্ত্র আবিষ্কার করে এটার মাধ্যমে আধুনিক চলমান ছবির প্রযুক্তির প্রচলন করেন। মিস্টার ফায়ারস্টোনের শিল্প উন্নতি এতো সুপরিচিত ছিল যে, তার কোনো উল্লেখের প্রয়োজন নেই। তার ডলার অর্জন এতোই দ্রুত পরিসরে বৃদ্ধি লাভ করেছিল যে, মোটর ব্যবসার জগতে তার নাম মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।

তাদের তিনজনই কোনো মূলধন ছাড়াই তাদের ব্যবসায় ও পেশা জীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক শিক্ষায় তাদের শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। মনে হয় তাদের তিনজনের মধ্যে মিস্টার ফোর্ড শুরুটাই ছিল সবচেয়ে বিষম। দারিদ্র্য, এমনকি প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা এবং অপ্রাপ্ত জ্ঞানের এর ঘাটতি নিয়ে তিনি অবিশ্বাস্যভাবে মাত্র ২৫ বছরের মধ্যে সবকিছুতেই পারদর্শিতা লাভ করেন। এভাবেই আমরা সংক্ষেপে তিনজন সুবিখ্যাত সফল ও শক্তি মানুষের অর্জন নিয়ে আলোচনা করতে পারি। কিন্তু এতোক্ষণ আমরা শুধু ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেছি। সত্যিকারের দর্শনমনা ব্যক্তিগণ জানতে চাইবে, কিসের কারণে এসব আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। এটা খুবই সাধারণ জ্ঞান যে, মি.

BanglaBook.org

ফোর্ড, মি. এডিশন এবং মি. কায়ারস্টোন একে অন্যের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন এবং প্রত্যেক বছরই তারা স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও বিশ্রাম লাভের জন্য বন ভ্রমণে যেতেন। কিন্তু সাধারণভাবে চিন্তা করা যায় না যে, এ তিনজনের কেউই এটা জানতেন না যে, এই তিনজন লোকের প্রত্যেকের মাঝেই একটা মিলের বন্ধন ছিল, যার ফলে প্রত্যেকের মাঝেই একজন করে কর্মনিয়ন্ত্রক সৃষ্টি হয়েছিল এবং প্র ত্যেকেই সেটা ব্যবহার করেছিলেন।

ক্রোধ বা জেদ প্রভাবিত, অতিমানবিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং শক্তির উৎসকে গ্রহণ করার তাৎক্ষণিক প্রবণতা, এমন একটি মনের সাথে বেশিরভাগ মানুষই পরিচিত নয়। এ বিবরণটি আমরা পুনরায় উপস্থাপন করেছি যে, ২ অথবা ৩টি মনের মিলিত প্রভাবে ১২ অথবা ১৩টি মনের মিল সবচেয়ে ভালো সংখ্যা একটি মনের সৃষ্টি হয় যা ইথারের কম্পনের সাথে একই ছন্দ বা সুরে সঙ্গত রেখে সেই সূত্র থেকে যেকোনো বিষয়ের উপর সাদৃশ্য চিন্তা যোগান দিতে পারে। মনের মিল-এর মাধ্যমে ফোর্ড, এডিসন এবং ফায়ারস্টোন একজন কর্ম নিয়ন্ত্রক সৃষ্টি করলেন, যা তাদের তিনজন প্রত্যেকের চেষ্টার সাথে যুক্ত হলো। চেতন বা অবচেতন মনে যাই হোক না কেন, এই কর্মনিয়ন্ত্রক তাদের প্রত্যেকের সাফল্যের প্রধান কারণ।

তাদের নিজ নিজ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তি অর্জন এবং সুদূরপ্রসারী সাফল্য পাবার জন্য কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না। এটাও সত্য যে, তাদের কেউই তাদের শক্তি অর্জন এবং কিভাবে তা সম্ভব হয়েছে এসব জানতেন না।

শিকাগো শহরে ৬ জন শক্তিমান পুরুষ বাস করতেন। তাদেরকে 'বৃহৎ ৬' নামে ডাকা হবে। এই ৬জন লোককে মধ্য পশ্চিম গোলার্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ বলা হতো। প্রচলিত কাহিনী ছিল যে, তাদের মিলিত আয়ের পরিমাণ ছিল বাৎসরিক ২৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি, তারা দলের প্রতি খুবই সাধারণ অবস্থা থেকে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন।

তাদের নাম–

মি. ডব্লিউ এম রিগলে (wm:wrigley) যিনি wrigley chewing gume¨emvq প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন। তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ১৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

BanglaBook.org

মি. জন আর থম্পসন (john R Thompson) যার মালিকানা ছিল দেশব্যাপী পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান যার, chain of thompson self-help lunch room মি.লাসকার (lasker) যিনি (lovd & thomas Advertisias Asenyr) মালিক ছিলেন।

মি. ম্যাককুলাক (Mr. Mc clloush) যিনি সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়পরিবহন কোম্পানির মালিক ছিলেন। মি. রিটচি এবং মি. হার্টস (Mr. Ritchie &Mr Hertz) যারা সারা দেশে পরিচালিত ইয়োলো ট্যাক্সি ক্যাব (Yellow Taxi cab) ব্যবসায়ের মালিক ছিলেন।

প্রথা অনুযায়ী একজন লোক মিলিয়নিয়ার হতে চাইলে তার জন্য কোনো বিশেষ স্থান থেকে যাত্রা করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এসব বিশেষ মিলিয়নিয়ারদের জন্য যাত্রা শুরু ছাড়াও এদের সাফল্যের পেছনে আরও কিছু বিষয় জড়িত। এবং তা যাত্রা শুরু করার চেয়েও বেশি। কারণ এই কথা সবাই জানে যে, তাদের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্বের বন্ধন থাকে, যার ফলে এক প্রকার মেল বন্ধন সৃষ্টি হয়ে একজন কর্মনিয়ন্ত্রক গড়ে ওঠে।

এই ৬ জন ব্যক্তি কোনো আকস্মিক ঘটনা বা পরিকল্পনার ফলে তাদের মন মানসিকতাকে এমন স্তরে মিলিত করেছে যে, প্রত্যেকের মনেই একটি অতিমানবিক শক্তি যুক্ত হয়ে একজন কর্মনিয়ন্ত্রকের ভাবমূর্তির সৃষ্টি হয়েছে। এবং সে মানসিক অবস্থা তাদের প্রত্যেককে এমন জাগতিক অর্জন দিয়েছে, যা সম্ভবত অন্য কোনো ব্যক্তিই এর সুবিধা নিতে পারতো না। কর্মনিয়ন্ত্রকের মূলনীতি যে বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হয়, যা আবিষ্কার করেছিলেন যীশুখ্রীষ্ট, যখন তিনি (১২ জন) দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে পৃথিবীর প্রথম '১৩ জন' বিশিষ্ট সংঘ গঠন করলেন।

ঘটনাটা ছিল ১৩ জন শির্ষ্যের একজন (জুডোস) মতের ঐক্যটি ভেঙে ফেলেছিল, কিন্তু যেহেতু মতের বন্ধন একই থাকার সময়ে এই মিলিত মতাদর্শের বিচ যথেষ্ট পরিমাণে সংঘটিত হয়েছিল, যা সত্যিকারভাবেই ঐ ১৩ জন মানুষের মধ্যে বিকশিত ছিল, এবং এর ফলে পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের কাছে সবচেয়ে বৃহৎ এবং সুদূরপ্রসারী দর্শন বাটির চলমান প্রক্রিয়াটিকে সুরক্ষা করা হয়। লক্ষ লক্ষ লোক বিশ্বাস করতেন যে, তারা জ্ঞান ধারণ করেন। তাদের অনেকেই কোনো কোনো

BanglaBook.org

বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান ধারণ করেন. কিন্তু কোনো মানুষই কর্মনিয়ন্ত্রক নামক শক্তি ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারে না। ২ অথবা ততোধিক মনের ছন্দে মিশ্রন ছাড়া এই ধরনের মনের আস্থা প্রস্তুত করা যায় না।

বহু বছরের বাস্তব পরীক্ষণের পর দেখা গেছে যে, ১৩টি মন যখন নির্ভুলভাবে একইভাবে মিলিত হয়, তখনই প্রকৃত বাস্তবকাল লাভ করা যায়। সচেতন এবং অবচেতন যেভাবেই হোক না কেন, এই নীতি বা পদ্ধতি অনুসরণ করে বর্তমান যুগে সর্বপ্রকার শিল্প ও বাণিজ্যিক সফলতা অর্জন করা যায়।

'একত্রীকরণ' শব্দটি বর্তমানে সংবাদপত্র জগতে একটি জনপ্রিয় শব্দ নির্বাচন। কারণ এমন একটি দিন কমে যায়, যখন মানুষ কোনো শিল্প, বাণিজ্য, আর্থিক নীতি রেলওয়ে সংস্থার একত্রীকরণ শব্দটির নাম শুনে।

ধীরে ধীরে পৃথিবীর সবাই শিখতে শুরু করেছে (অল্পসংখ্যক কিছু ব্যক্তি) যে বন্ধুত্বপূর্ণ মৈত্রী ও সহযোগিতা দিয়ে বৃহৎ শক্তি লাভ করা যায়।

*　　*　　*

সফল ব্যবসায়, শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সকল নেতৃবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা সচেতন বা অবচেতনভাবে এ অধ্যায়ে বর্ণিত সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা নীতি প্রয়োগ করে থাকেন। তুমি যদি কোনো কর্মভারের দায়িত্বে এবং নেতৃত্বে থাকো, তাহলে অন্যদের মতামত এর সাথে একমত পোষণ করো এবং তা পেতে হলে সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড চালাতে হবে, যাতে অন্যরা এবং তুমি মিলিতভাবে একই প্রতিষ্ঠানের মতো অঙ্গীভূত থাকবে। যদি তুমি এ নীতিটি আয়ত্ত করতে পারো এবং সেভাবে প্রয়োগ করতে পারো, তাহলে তোমার সে প্রচেষ্টার বিনিময়ে পৃথিবীতে তুমি যা কামনা করো তাই পাবে।

'আমি চাই একটি মানুষ তার দেশকে নিয়ে গর্ব করুক। এবং আমি এটাও দেখতে চাই যে, তার দেশও তাকে নিয়ে গর্বিত হোক'।

—আব্রাহাম লিংকন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ॥ ২

সাফল্যের বিধিমালা

পাঠ-২

প্রীতিকর ব্যক্তিত্ব

'তুমি যদি বিশ্বাস করো এটা পারবে, তাহলেই তুমি করতে পারবে।'

একটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব কাকে বলা হয়?

অবশ্যই তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি সকলের কাছে আকর্ষণীয়। কিন্তু ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ এর কারণটা কি? চলো আমরা এটা খুঁজে বের করি।

তোমার ব্যক্তিত্ব এমন একটা বস্তু যা তোমার চরিত্রগত এবং মুখাবয়বের একটি সমষ্টি, যা তোমাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারে। তোমার পরিধেয় পোশাক, তোমার মুখের রেখা, তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার চিন্তাধারা এবং সে চিন্তাধারার ফলে তুমি কিভাবে তোমার চরিত্রের উন্নয়ন করবে, সবকিছুই তোমার ব্যক্তিত্বের একটা অংশ।

চাকুরিদাতা সবসময়ই এমন একজন ব্যক্তিকে খোঁজ করেন, যিনি যেকোনো ধরনের কাজই ভালোভাবে করতে পারেন, যা প্রচলিত মানের চেয়ে উন্নত মানের। সে কাজটি একটি প্যাকেটের মোড়ক বাঁধা, একটি চিঠি লেখা অথবা বিক্রয় কাজ বন্ধ করা, যেটাই হোক না কেন।

তোমার ব্যক্তিত্ব আকর্ষণীয় কিনা সেটা অন্য বিষয়। মোটকথা, তোমার ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, তোমার ব্যক্তিত্ব চরিত্র এবং সেজন্য এ বিষয়টা দৃশ্যমান নয়। তোমার পরিধেয় পোশাকের রীতি এবং পরিধানের যথার্থ অবশ্যই একটি বিশেষ পরিচায়ক। কারণ একথা সত্য যে, মানুষ তোমার বাহ্যিক মুখাবয়ব ও সাজসজ্জা থেকেই তোমার সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে।

এমনকি তুমি যেভাবে হাত মর্দন করো, তাও তোমার ব্যক্তিত্বের নিয়ামক। এবং এ অভ্যাস তোমার মানুষকে আকর্ষণ করা, অথবা অপছন্দ করার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সৃজনশীলতার চর্চা করা যায়। তোমার চোখের ভাষাও তোমার ব্যক্তিতের্ব্ব একটা বিশেষ অংশ।

BanglaBook.org

তুমি ভাবতেও পারবে না যে, অসংখ্য লোক আছে, যারা তাদের চোখের দৃষ্টি দ্বারা তোমার অন্তরে প্রবেশ করে দেখতে পায়, তোমার অন্তরের গভীরে কি গোপন চিন্তা রয়েছে? তোমার দেহের জীবনীশক্তি যাকে কখনও কখনও ব্যক্তিগত চুম্বক শক্তি বলা হয়ে থাকে, তাও তোমার ব্যক্তিত্বের বিশেষ অংশ। এখন আমরা সেই সকল বাহ্যিক মাধ্যমগুলো নিয়ে আলোচনা করবো, যেগুলো দ্বারা তোমার ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি প্রকাশ পায় এবং তোমার প্রতি অন্যের আকর্ষণ বাড়বে কিন্তু অপছন্দটা নয়।

তোমার ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক প্রকাশ করার একটি উপায় আছে, যা তোমার প্রতি আকর্ষণ বাড়াবে, এমনকি খুব ঘরোয়া পরিবেশে থাকলেও। এটা সম্ভব, যদি তুমি মনে প্রাণে অন্য মানুষের জীবন খেলায় উৎসাহী হতে পারো। বহু বছর আগে একটা ঘটনা উল্লেখ করে আমি আমার কথাটার আসল অর্থ বুঝাতে চাই। ঘটনাটা দ্বারা আমি বিক্রয় কাজে পারদর্শী হবার শিক্ষা পেয়েছি।

একদিন একজন বৃদ্ধা মহিলা আমার অফিসে এসে আমার কাছে একটি কার্ড পাঠিয়ে লিখলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে দেখা করতে চান। ব্যক্তিগত সেক্রেটারি অনেক, মিষ্টি কথা বলেও তার দেখা করার কারণ খুঁজে বের করতে পারলো না। এরপর আমি মনে করলাম, তিনি হয়তো একজন দরিদ্র বৃদ্ধা এবং আমার কাছে একটি বই বিক্রি করতে চান। আমার মনে পড়লো, আমার মা-ও একজন মহিলা এবং এ কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম, বাইরে অভ্যর্থনা কক্ষে গিয়ে একটা বই কিনবো, সেটা যাই হোক না কেন। তোমরা আমার প্রতিটি বর্ণনা নিখুঁতভাবে অনুসরণ করবে, কারণ এই ঘটনার বর্ণনা থেকে তোমরাও পারদর্শী বিক্রয়কর্মী হবার একটি উচ্চমানের শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

আমি যখন আমার নিজস্ব অফিস কক্ষ থেকে হল রুমের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলাম, দেখতে পেলাম, অভ্যর্থনা কক্ষে যাবার পথে রেলিংয়ের কাছে সে বৃদ্ধা মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমাকে দেখে হাসি দিলেন। আমি অনেকের হাসি দেখেছি, কিন্তু এই মহিলার মতো মিষ্টি হাসি দিতে কাউকে দেখিনি। হাসিটি ছিল সংক্রামিত, যা আগেও উপভোগ করেছি এবং আমি নিজেও হেসে ফেললাম। আমি রেলিং-এর কাছে পৌঁছার পর বৃদ্ধা মহিলা আমার সাথে করমর্দনের জন্য তার হাত বাড়িয়ে দিলেন। নিয়ম অনুযায়ী যখন একজন প্রথম পরিচিত ব্যক্তি আমার সাথে দেখা করতে আসেন, আমি তার সাথে বিশেষভাবে বন্ধুত্ব করি না। এটার কারণ

BanglaBook.org

হচ্ছে, সে ব্যক্তি যদি আমার কাছে এমন কিছু প্রত্যাশা করেন, যাতে আমি না বলতে পারবো না। যাই হোক, এই মিষ্টি চেহারার মহিলাটিকে এতোই কোমল, নিষ্পাপ ও কোনোভাবে ক্ষতিকর নয় মনে হচ্ছিল যে, আমিও আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং তিনি আমার করমর্দন করলেন। আমি লক্ষ করলাম যে, তিনি শুধু একজন আকর্ষণীয় মহিলাই নন, বরং তার করমর্দনের রীতি ছিল চুম্বকীয় ধরনের।

তিনি আমার হাতটি মৃদুভাবে ধরলেন, তবে একটু চাপ দিয়ে। তার হাত ধরার ব্যাপারটি এতোই শিল্পিত ছিল যে, সে মুহূর্তে আমার মনে একটা কথা বিদ্যুৎগতিতে পৌঁছে গেল যে, মহিলা আমাকে সম্মান জানাতেই এইসব করেছিলেন। তিনি আমাকে বুঝতে দিলেন যে, সত্যিই অত্যন্ত খুশি হয়ে এবং আন্তরিকভাবে তিনি আমার করমর্দন করেছিলেন। আমার মনে হচ্ছিলো, এটা করে তিনিও পুলকিত হলেন। আমার মনে হচ্ছিলো, তার করমর্দনের ক্রিয়াটি একই সঙ্গে তার হাত এবং অন্তর থেকে আসছিলো।

জনগণের সাথে আমার যাপিত জীবনে আমি হাজার হাজার মানুষের সাথে করমর্দন করেছি। কিন্তু আমার মনে পড়ে না, এ মহিলার মতো এতো শিল্পিত ও সুন্দরভাবে আমি কারো সাথে করমর্দন করেছি।

যে মুহূর্তে তিনি আমার হাত স্পর্শ করলেন, আমার মনে হলো আমি অনেকটা আত্মহারা হয়ে পড়েছি। আমি জানতাম, তিনি যে কারণেই এখানে এসেছেন সেটা নিয়েই যাবেন এবং আমি স্থির করলাম, আমি যতটুকু পারি তিনি যেটা চাইছেন, সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করবো।

অন্য কথায় বলতে গেলে আমার মনে হলো, তার অন্তর ভেদ করা হাসি এবং মনোরম করমর্দন আমাকে এমনভাবে অভিভূত করলো যে, আমি তখন তিনি যা চাইতেন তাই নিজ ইচ্ছায় দিয়ে দেই।

সে বৃদ্ধা মহিলা তার সে আচরণে আমাকে একটা মিথ্যা ধারণা এবং প্রক্রিয়া থেকে বের করে আনলেন, যেটা ছিল বিক্রয়কর্মীরা বিক্রয় করার অথবা বিক্রয়ের চেষ্টায় আমার কাছে আসতো। কিন্তু আমি সেটা চাইতাম না। এ পাঠক্রমের অন্যান্য পর্বে তোমরা প্রায়ই যে বিবরণ সম্পর্কে জেনেছো, সেসবের সূত্র অনুযায়ী বলতে হয়, সে অতি ভদ্র সাক্ষাৎকারী মহিলাটি আমার মনকে প্রশমিত করেছিল এবং শিক্ষা দিলেন, কিভাবে অন্যের কথা শুনতে হয়।

BanglaBook.org

কিন্তু বাধাটা হচ্ছে এখানে, যখন বেশিরভাগ বিক্রয়কর্মীরাই অসফল হয়ে এগুতে পারে না।

আলকারিকভাবে বুঝাতে চাই, কোনো কিছু বিক্রয় করার আগে ক্রেতাকে তোমার বক্তব্য শুনার জন্য প্রস্তুত করতে হবে, তার আগে বিক্রয় চেষ্টাই সম্পূর্ণ বিফল হবে। ব্যাপারটা তুলনা হচ্ছে, পৃথিবীকে নির্দেশ করো, চারদিকে না ঘুরতে'। ভালো করে লক্ষ করে দেখো, কি করে সে ভদ্র বৃদ্ধা মহিলা তার অমলিন হাসি এবং করমর্দন ব্যবহার করে আমার মনের জানালা খুলে অন্তরে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু এ দেয়া-নেয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি এখনো বলা হয়নি। মনে হয় পৃথিবীর সমগ্র সময় তার হাতে রয়েছে, এমনভাবে ধীরে এবং সুচিন্তিতভাবে মহিলা তার বিজয়ের প্রথম পর্বটি বাস্তবায়নের জন্য তার ভাবনাগুলোকে দানা বেঁধে বললেন, 'আমি শুধু এই কথাটা তোমাকে বলতে এখানে এসেছি, (মনে হলো তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন) যে আমার মনে হচ্ছে, এখানকার পৃথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্য রকম ভালো কাজটি তুমি করেছো।'

তার প্রতিটি বাক্য ছিল খুবই নম্র, দৃঢ় ও আমার হাতের সাথে চাপ মেশানো। যতক্ষণ তিনি কথা বলছিলেন, আমার চোখের দিকে তার দৃষ্টি ছিল অন্তর্ভেদী। যখন আমি চেতনা ফিরে পেলাম, (আমার অফিসের সহকারীদের কাছে এটা বলাবলি ছিল, আমি তখন জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম) আমি নিচে গিয়ে গেটের সাথে লাগানো খিলটি খুলে দিলাম এবং তাকে বললাম, প্রিয় ভদ্রমহিলা, আপনি আমার অফিসে এসে বসুন, কথাটি আমি বললাম প্রাচীনকালে যখন কোনো বীর অশ্বারোহীকে সম্মানসূচক অভিবাদন জানানো হতো, ঠিক সেভাবে। আমি তাকে ভেতরে এসে বসতে অনুরোধ করলাম।

তিনি আমার নিজস্ব অফিস কক্ষে প্রবেশ করার পর আমি তাকে আমার ডেস্কের পেছনের একটি আরাম চেয়ারে বসার জন্য দেখিয়ে দিলাম, আর আমার জন্য ছিল একটি ছোট শক্ত আসনের চেয়ার। সাধারণ কোনো ঘটনা হলে আমি তাকে সে চেয়ারটিতে বসতেই উপদেশ দিতাম, তাকে বেশিক্ষণ থাকার ব্যাপারটা নিরুৎসাহ করার জন্য।

এক ঘণ্টা সময়ের চার ভাগের তিন ভাগ সময় ধরে আমরা আমার জানামতে সবচেয়ে চমৎকার এবং দীপ্তিময় আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিলাম। আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী

BanglaBook.org

মহিলাই বেশিরভাগ কথাবার্তা বলছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি কথাবার্তায় অগ্রগামী ছিলেন এবং আলোচনায় নেতৃত্ব দেন এবং সে এক ঘণ্টার তিন-চতুর্থাংশ সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত আমার দিক থেকে খুঁজে তার অধিকারের প্রতি কোনো আঘাত করার অভিলাষ তিনি খুঁজে পাননি।

আমি আবারও বলছি, যদিও তোমরা ঘটনাটির সম্পূর্ণ বিবরণ না পেয়ে থাকো, আমি ছিলাম একজন আগ্রহী শ্রোতা।

তোমরা এবং আমি এ বইটার পৃষ্ঠাসমূহের লেখার জন্য বিচ্ছিন্ন, এ কথাটা যদি সত্যি না হতো, তাহলে এ গল্পের যে অংশটি এখনো বাকি রয়েছে, তাতে আমি প্রচণ্ড লজ্জা ও অস্বস্তিতে পড়তে যাচ্ছি। কিন্তু অবশ্যই এ কথাটা তোমাদের বলার সাহস রাখি যে, সমস্ত ঘটনাটা তার গুরুত্ব হারাবে যদি আমি সেটা না করি।

আমি আগেই বলেছি যে, আমার দর্শনার্থী তার চমৎকার ও বিমুগ্ধ আলোচনায় এক ঘণ্টার তিন চতুর্থাংশ সময় ধরে আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিলেন। এখন তোমাদের কি মনে হয় যে, এতো সময় ধরে তিনি আমার সাথে কি নিয়ে আলোচনা করছিলেন? না এটা তোমাদের ভুল ধারণা। তিনি আমার কাছে বই বিক্রয়ের চেষ্টা করেননি, এমনকি তিনি একবারও তার আলোচনার মাঝে ব্যক্তিগত সর্বনাম 'আমি' ব্যবহার করেননি। যাই হোক, তিনি শুধু চেষ্টা করেই থেমে যায়নি বরং আমার কাছে অন্য একটা জিনিস বিক্রয় করেছিলেন এবং সেই জিনিসটা হলো, আমি নিজে! তুমি যদি কোনো কিছু চেষ্টা করেও পরাজিত হও, তুমি যদি কোনো কিছু পরিকল্পনা করো এবং তোমার চোখের সামনেই দেখো সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, তাহলে মনে করে দেখো, সমস্ত ইতিহাসের সকল মহান লোকই সাহসের উপর ভর করেই এগিয়ে ছিলেন, এবং তুমি নিশ্চয়ই জানো দুর্দশা থেকেই সাহস সৃষ্টি হয়।

গদি লাগানো সে বড় চেয়ারটায় বসার সাথে সাথেই তিনি একটি প্যাকেট খুললেন। এবং আমি ভুল করে ভাবলাম যে, এটা একটি বই যা তিনি আমার কাছে বিক্রয় করার জন্য এনেছেন। সে প্যাকেটে একটি বই ছিল। কিন্তু আসলে সেখানে অনেকগুলো বই ছিল এবং এগুলো ছিল আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত একটি সাময়িকীর এক বছরের জমানো ফাইল, সাময়িকীটির নাম ছিল, হিলস গোল্ডেন রুল (HILLS GOLDEN RULE)। তিনি সে সাময়িকিগুলোর পাতাগুলোর

BanglaBook.org

অনেক লেখা চিহ্ন করে পড়লেন এবং বললেন যে, সেসব লেখার দর্শনবাদ তিনি সবসময় বিশ্বাস করতেন।

তখন আমি সম্পূর্ণ সম্মোহিত অবস্থায় ছিলাম। এবং তার সব কথাই সাদরে গ্রহণ করেছিলাম। ঠিক এ সময় তিনি হঠাৎ আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করলেন। এবং আমার সন্দেহ ও ধারণা হলো আমার অফিসে আসার আগেই তিনি এসব নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং একটা বিষয় উল্লেখ করছি, যেটাতে প্রায় সব বিক্রয়কর্মীরাই ভুল করে বসে।

যদি ভদ্রমহিলা তার আলোচনাকে উল্টা পথে নিয়ে যেতেন, অর্থাৎ যেখানে তিনি আলোচনা শেষ করেছেন, সেটা দিয়ে আলোচনা শুরু করতেন, তাহলে এটাই হবার সম্ভব ছিল যে, তিনি কখনই সেই বড় গদিওলা চেয়ারটিতে বসার সুযোগ পেতেন না। তার এখানে থাকার শেষ তিন মিনিটের মাঝে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার কিছু নিরাপত্তা সংক্রান্ত জিনিসপত্রের গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। তিনি আমাকে কিনবার জন্য অনুরোধ করেননি।

কিন্তু যেভাবে তিনি নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত জিনিসগুলোর গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। (এবং যেভাবে তিনি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে আমার প্রশংসা করলেন) তাতে মানসিকভাবে আমার পরিবর্তন হলো, আর আমি তার কাছে কিছু জিনিস ক্রয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। যদিও তার কাছ থেকে আমি কোনো নিরাপত্তা উপকরণ ক্রয় করিনি, তার একটি বিক্রয় কাজ সফল হলো।

কারণ আমি তখনই তার সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে এমন একজন লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম, যার কাছে তিনি পরবর্তীকালে আমার কাছে যে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় আশা করেছিলেন, তারচেয়ে ৫ গুণেরও বেশি মূল্যের পণ্য বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যদি সেই ভদ্রমহিলা বা অন্য কোনো মহিলা বা লোক, যাদের বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার মতো নিপুণতা ও ব্যক্তিত্ব থাকে এবং আমার সাথে দেখা করে, তাহলে আমি আবার তাদের সাথে আলোচনায় বসবো, এবং এক ঘণ্টার চার ভাগের তিন ভাগ সময় ধরে তাদের কথাবার্তা শুনবো। আমরা সবাই মানুষ এবং কম বেশি সবাই আমরা অসফল।

BanglaBook.org

একটি বিষয়ে সবাই আমরা একই রকম। যেমন আমরা আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে তাদের কথা শুনবো, যারা আমাদের হৃদয় কাছাকাছি ভাবনার কাছে থাকে, এমন বিষয় নিয়ে কৌশলপূর্ণভাবে কথা বলতে পারে এবং গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে আমরা আগ্রহ নিয়ে বক্তার কথা শুনবো, যখন তিনি শেষ মুহূর্তে তার আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করে এমন বিষয় উপস্থাপন করে, যা তার হৃদয়ের কাছাকাছি থাকে। এবং সব শেষে আমরা শুধু এসকল মতামতের পূর্ণ সমর্থনই করবো না, বরং মন্তব্য করবো,' কি চমৎকার ব্যক্তিত্ব।'

কয়েক বছর আগে শিকাগো শহরে আমি একটি বিক্রয়কর্মীদের স্কুল পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। তাদের সেখানে নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা হতো। তাদের বিক্রয়কর্মীর সংখ্যা ছিল ১৫০০-এর বেশি। সে প্রতিষ্ঠানের মান বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রতি সপ্তাহে ছয়শত কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দেওয়া হতো। এই স্কুলের হাজার হাজার মহিলা ও পুরুষ কর্মীদের মধ্যে আমি মাত্র একজনকে পেয়েছিলাম, যিনি আমি যা শিখিয়েছিলাম, তার গুরুত্ব আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। এবং আমার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে লোকটা সেটা বুঝে নিয়েছিলেন।

এই লোকটি কখনো নিরাপত্তা পণ্য বিক্রয় করার চেষ্টা করেননি এবং অকপটে স্বীকার করেছেন, যখন তিনি বিক্রয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ ক্লাসের যোগদান করেছিলেন, তখন তিনি নিজে আদৌ একজন বিক্রয়কর্মী ছিলেন না।

এখন দেখা যাক তিনি বিক্রয় কর্মী ছিলেন কি না। তার প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর তাদের মধ্যে একজন 'তারকা' মানের বিক্রয়কর্মী তাকে নিয়ে একটা মজা করার পরিকল্পনা করলেন। তারকা কর্মী এই কর্মীকে একজন সরল বিশ্বাসী মনে করতেন, কারণ কর্মীটি যা শুনতেন তাই বিশ্বাস করতেন। তাই তারকা কর্মীটি এই লোকটিকে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ তথ্য দিলেন, যেখানে তিনি বিশেষ চেষ্টা ছাড়া কিছু নিরাপত্তা পণ্য বিক্রয় করতে পারবেন। তারকা কর্মীটি নিজেই ওই বিক্রয় কাজটি করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু যে লোকটির কাছে যাবার কথা ছিল, তিনি একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন, যিনি পণ্য কেনার জন্য বিশেষ গরজ বা উৎসাহ দেখাবেন না। এই কারণে তারকা কর্মীটি সে লোকের কাছে গিয়ে তার নিজের সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। নতুন বিক্রয়কর্মীটি এসব কথা শুনে আনন্দিত হলেন, তখনই তিনি ঐ কাজে যাবার

BanglaBook.org

জন্য প্রস্তুত হলেন। লোকটি বের হওয়া মাত্রই তারকা কর্মীটি অন্যসব তারকা কর্মীদের ডেকে এ মজার ব্যাপারটি তাদের শুনালেন। আসলে সে ক্রেতা শিল্পী মানুষটি ছিলেন একজন সম্পদশালী ব্যক্তি এবং তারকা কর্মিটি প্রায় একমাস ধরে চেষ্টা করেও তার কাছে কিছু বিক্রয় করতে সফল হননি। এমন হয়েছিল যে, সব তারকা কর্মীরা একসাথে সে শিল্পীর কাছে বিক্রয় কাজে গিয়েছিল, কিন্তু কোনোভাবেই তার ক্রয় করার আগ্রহ জোগাতে পারেনি। নতুন সে বিক্রয়কর্মীটি চলে গেলে প্রায় দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল।

তিনি ফিরে এসে দেখলেন, সব তারকা কর্মীরাই তার জন্য অপেক্ষা করছিল এবং তারা হাসিমুখে ছিল। তারা আশ্চর্য হয়ে দেখলো, নতুন বিক্রয়কর্মীটিও মুখে বিজয়ের হাসি নিয়ে আসলো। তারকা কর্মীরাও একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো, কারণ তারা ভেবেছিল, নতুন আনাড়ী লোকটি খুব আনন্দপূর্ণ চেহারা নিয়ে ফিরবে না। এই মজার কাহিনীটির উদ্যোক্তা নতুন লোকটিকে প্রশ্ন করলো, ভালো কথা, তুমি কি লোকটির কাছে (শিল্পী ভদ্রলোক) তোমার পণ্য বিক্রয় করতে পেরেছো?' 'অবশ্যই', উদ্যোগ নেওয়া লোকটি উত্তর দিলো। সে এটাও বললো, 'ক্রেতা লোকটি একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক এবং একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তি।' একথা বলে সে পকেট থেকে একটি ক্রয়পত্র এবং ২০,০০,০০ মার্কিন ডলারের চেক বের করে দেখালো। তারকা বিক্রয়কর্মীরা জানতে চাইলো, কিভাবে এটা সম্ভব হলো? নতুন বিক্রয়কর্মীটি উত্তর দিলো,' এ কাজটি মোটেও কঠিন ছিলো না।' সে আরও বললো, আমি শুধু তার কাছে গেলাম কয়েক মিনিট কথা বললাম, এরপর তিনি নিজেই নিরাপত্তার বিষয়ে পণ্যটির কথা উপস্থাপন করলেন।

তিনি ক্রয় করতে চাইলেন। আমি আসলে নিজে কিছু বিক্রয় করতে চাইনি। তিনি নিজ থেকেই অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাতেই কিনে নিলেন। আমি এই ক্রয়-বিক্রয় বিষয়টা জানবার পর নতুন বিক্রয়কর্মীটিকে ডেকে পাঠালাম এবং জানতে চাইলাম, সে কিভাবে বিক্রয় কাজটি করতে পেরেছিলেন, আমি গল্পটা ঠিক তার মতো করে বলছি।

সে যখন শিল্পীর স্টুডিওতে পৌঁছলো, তখন শিল্পী একটি ছবি আঁকায় ব্যস্ত ছিল। শিল্পী ছবি আঁকায় এতোই মগ্ন ছিলেন যে, লোকটাকে তার ঘরে ঢুকতে দেখেননি। তাই লোকটা ছবিটির কাছে গিয়ে নীরবে ছবিটি দেখছিল।

BanglaBook.org

অবশেষে শিল্পী লোকটিকে দেখতে পেলেন এবং তখন লোকটি তার অনাধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সে ছবিটি সম্পর্কে কথা বলতে লাগলো। ছবিটির গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করার মতো যথেষ্ট শিল্পবোধ তার ছিল এবং এটা ছিল খুবই যুদ্ধিসম্মতভাবে এবং লোকটি সত্যিই এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলো।

লোকটি ছবিটি পছন্দ করলো এবং কথাটি খোলাখুলিভাবে শিল্পীকে জানালে তিনি কিছুটা রেগে গেলেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সে দু'জন লোক শিল্প সম্পর্কে বিশেষ করে সে ছবিটি ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কথা বললেন না। ছবিটি তখন শিল্পীর ছবি আঁকার ফ্রেমে লাগানো ছিল।

সবশেষে শিল্পী লোকটিকে তার নাম এবং ব্যবসা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন বিক্রয়কর্মীটি (বিশেষ পারদর্শী বিক্রয়কর্মী) উত্তর দিলেন, 'আমার নাম এবং ব্যবসায় ও পেশা কোনো বিষয়ই নয়, বরং আপনি এবং আপনার শিল্প সম্পর্কে জানতে বিশেষ আগ্রহী।' শিল্পীর মুখমণ্ডল আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে গেল। লোকটির কথাগুলো তার কানে সুমধুর সঙ্গীতের মতো মনে হলো। কিন্তু লোকটা যেন তাকে আরো অভিভূত করতে না পারে, তাই শিল্পী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন উদ্দেশ্যে তিনি তার স্টুডিওতে এসেছেন?

তখন অত্যন্ত অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে এই পারদর্শী বিক্রয়কর্মীটি, তথা প্রকৃত তারকা কর্মীটি তার পরিচয় এবং আসার উদ্দেশ্য জানালেন। কর্মীটি সংক্ষেপে তার নিরাপত্তা পণ্যগুলো জানালেন এবং শিল্পী তার প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। বিক্রয়কর্মীর কথা বলা শেষ হলে শিল্পী বললেন–

'আমার বোধহয় কিছুটা বোকামি ছিল। তোমাদের প্রতিষ্ঠানর অন্য কয়েকজন বিক্রয়কর্মী আমার এখানে এসে তাদের নিরাপত্তা পণ্য বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা ব্যবসার কথা ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলেননি। আসলে তারা আমাকে এতোটাই বিরক্ত করেছিল যে, এক পর্যায়ে আমি তাদের চলে যেতে বলতে বাধ্য হয়েছি। আমাকে বলতে দাও সেই লোকটির নাম কি ছিল? আহা, মনে পড়েছে তার নাম ছিল মি. পারকিন্স। '[পারকিংস ছিল সে ব্যক্তি, যে নতুন বিক্রয়কর্মীর সাথে এর চালাকিপূর্ণ খেলাটা খেলেছিল।] 'কিন্তু তুমি বিষয়টা এতোটা অন্যরকম কায়দায় উপস্থাপন করেছিলে যে, আমি কতো বোকা ছিলাম, এবং আমি তোমাকে

BanglaBook.org

২০,০০,০০ মার্কিন ডলার মূল্য সমান সেসব নিরাপত্তা পণ্য সরবরাহের অর্ডার দিতে চাই'।

বুঝে দেখো 'তুমি বিষয়টা কতোটা অন্যভাবে উপস্থাপন করলে, এবং কিভাবে সে নতুন নিযুক্ত বিক্রয় কর্মীটির বিষয়টা এতোটা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করলো?' প্রশ্নটা অন্যভাবে করলে বলতে হয় যে, সে অতি দক্ষ বিক্রয়কর্মীটি সত্যিকার অর্থে সে শিল্পীর কাছে কি বিক্রি করেছিলেন? সে কি নিরাপত্তা পণ্য সামগ্রী বিক্রি করেছিল? না, তিনি শিল্পীর কাছে তার আঁকা ছবি বিক্রি করেছেন, যা তিনি তার ক্যানভাসে আঁকছিলেন। নিরাপত্তা পণ্যের বিষয়টি ছিল একটা দুর্ঘটনা মাত্র। বিষয়টি এড়িয়ে যেও না। দক্ষ বিক্রয়কর্মীটি আমাকে মনে করিয়ে দিল, সে মহিলার ঘটনা, যিনি আমার সাথে এক ঘণ্টার তিন চতুর্থাংশ সময় কথা বলে আনন্দ দিয়েছিলেন। কথাগুলো আমার মনের কাছাকাছি ছিল, এসব বিষয় বিক্রয়কর্মীটিকে এতোই প্রভাবিত করেছিল যে, তিনি তার সম্ভাব্য ক্রেতার মন বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলেন, এবং ভাবতে লাগলেন, কোনোটাতে তাদের বেশি উৎসাহ বা আগ্রহ। সুতরাং তিনি সে সম্পর্কে কথা বললেন।

আমি কোনো কিছু প্রথম থেকে শুরু করে একই স্থানে স্থির থাকবো না, বরং এটাই ভালো যে, আমি শেষ থেকে শুরু করে প্রথম দিকে উঠে থাকবো।

নতুন কাজ শেখার নবীন বিক্রয়কর্মীটি তার প্রথম মাসের প্রাপ্ত বিক্রয় থেকে ৭৯,০০,০০ মার্কিন ডলার কমিশন পেলেন। এ অংকের আয়টি ছিল তার পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ আয় উপার্জনকারী মানুষটির আয়ের চেয়ে দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। এটা খুবই দুঃখজনক যে, সমগ্র প্রতিষ্ঠানের ১৫০০ বিক্রয়কর্মীর মাঝে একজনের সময় হয়নি খুঁজে বের করতে, সে নতুন বিক্রয়কর্মীটি কিভাবে এবং কেন প্রতিষ্ঠানটি তারকা কর্মীর খ্যাতি অর্জন করলো। একটা জিনিস আমি খুব বিশ্বাস করি, যা নবম পাঠ্যক্রমে শক্তভাবে লিখা হয়েছে, যা তোমাদের কাছেও ভালো মনে হয়নি।

একজন কার্নেগি, অথবা রক-ফেলার অথবা জেমস জে-হিল অথবা মার্শাল ফিল্ড তাদের নিজস্ব নীতি ধারণ করে সম্পদ একত্রীকরণ বা জমিয়েছেন, যা আমাদের বাকি সবারই কাজে লেগেছে। কিন্তু তবুও আমরা তাদের ধন-সম্পদকে ঈর্ষা করি। কিন্তু একবারও চিন্তা করে দেখিনি, তাদের নিজস্ব দর্শনরা চিন্তা আমরা যথাযথভাবে নিজেদের প্রয়োজনে লাগাতে পারি?

BanglaBook.org

একজন লোকের বিজয়ের সময় আমরা তার সাফল্যের দিকে খেয়াল করি এবং আশ্চর্য হই, সে কিভাবে এটা অর্জন করলো কিন্তু আমরা তার প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করার গুরুত্ব তাকে অবহেলা করি এবং এটাও ভুলে যাই, তাদের চেষ্টার ফল লাভ করার আগে সতর্ক, সুসংগত একটি পরিস্থিতির জন্য তাদের কতোটা মূল্য দিতে হয়েছিল। সাফল্যের বিধিমালার সমগ্র পাঠক্রমের মধ্যে তুমি একটি নতুন নীতিমালাও পাবে না, এগুলোর প্রত্যেকটিই সভ্যতার মতো পুরনো বিষয়, তবুও তুমি দেখবে, খুব কমসংখ্যক লোকই এগুলো কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা বুঝতে পারে।

যে বিক্রয়কর্মীটি তার নিরাপত্তা পণ্যগুলো সেই শিল্পী ক্রেতার নিকট বিক্রয় করেছিলেন, তিনি শুধু একজন সুদক্ষ বিক্রয়কর্মীই নন, বরং তিনি একজন আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। তিনি দেখতে তত আকর্ষনীয় ছিলেন না এবং বোধ হয় এ কারণেই সে তারকা বিক্রয়কর্মীটি তার এই মজাটা করতে সাহস পেয়েছিল। কিন্তু একজন সাদাসিধা গরোয়া ব্যক্তিরও একটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে।

অবশ্য অনেকেই থাকতে পারেন, যারা আমার এই নীতিগুলো সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। তবে পরিশেষে আমি বলতে পারি যে, যে কোনো প্রকার সস্তা তোষামোদ মনের অসন্তোষের কারণ হতে পারে। আমি আশা করছি তোমরা সে রকম নও। এবং এই সকল পাঠক্রমের আসল দর্শনবাদ তোমরা বুঝতে পারবে। আমি এটাও আশা করি যে, তোমরা অন্য লোকদের ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ করবে এবং চেষ্টা করবে, তুমি যেসব জিনিস পছন্দ বা প্রশংসা করো এসব জিনিস তাদের মধ্যে পাও কিনা। শুধুমাত্র এভাবেই তোমরা তোমাদের ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে, যা বাধাহীনভাবে আকর্ষণীয়।

সস্তা তোষামোদ করার অভ্যাসটা একটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গঠনের খুবই বিপরীত প্রভাব ফেলে। আকর্ষণের পরিবর্তে এটা বিকর্ষণ সৃষ্টি করে। ব্যাপারটা এমনি হালকা ও সাধারণ যে, একজন নির্বোধ ব্যক্তিও সেটা বুঝতে পারে।

হয়তো তোমরা লক্ষ করেছো। অথবা যদি নাই করে থাকো, তবে আমার কথা হচ্ছে, এ পাঠক্রমে এ কথাটা খুব গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে যে, তোমাদের কাজ হবে অন্য লোকদের উৎসাহপূর্ণ কাজগুলোর উপর গভীর দৃষ্টি রাখা। সেটা হতে পারে

BanglaBook.org

তাদের কাজকর্ম ব্যবসা অথবা পেশা। এভাবে বিশেষভাবে বলাটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়।

* * *

তোমরা শীঘ্রই লক্ষ করবে, যে নীতিমালার উপর এ পাঠক্রমটি গঠিত, সেগুলো ৬ নম্বর পাঠক্রম অর্থাৎ কল্পনাশক্তি' নামক পাঠ্যক্রমের সাথে একান্তভাবে সম্পর্কিত। তোমরা এটাও লক্ষ্য করবে তেরো নম্বর পাঠ্যক্রম অর্থাৎ 'সহযোগিতা' নামক পাঠক্রমটির মূল ভিত্তিও এ পাঠক্রমটির সাথে আরও স্পষ্টভাবে সম্পর্কিত।

এখন আমরা এমন কিছু বাস্তব পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যে, কিভাবে কল্পনাশক্তি, সহযোগিতা এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এ তিনটি বিষয়কে একসাথে সমন্বয় করা যায়? এবং ব্যবহার উপযোগী ধারণা প্রয়োগ করে লাভজনক ফল পাওয়া যেতে পারে। প্রতিটি চিন্তাবিদই জানেন যে, সমস্ত সাফল্যের প্রাথমিক ভিত্তি হচ্ছে 'ভাবনা শক্তি'। তবে এ প্রশ্নটি প্রায়ই করা হয়ে থাকে, 'অর্থ উপার্জন করা যায় এমন ধারণা শক্তি সৃষ্টির উপায় কি?'

এ পাঠক্রমে আমরা পৃথকভাবে এ প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে যাবো, যাতে থাকবে কিছু নতুন এবং অভিনব ধারণা, যেগুলোর যেকোনো একটি চর্চা বা উন্নয়ন করে লাভবান হওয়া যায় এবং সেটা প্রায় সবার জন্যই বাস্তবভাবে সম্ভব।

পরিকল্পনা-১

মহাযুদ্ধের ফলে জার্মানি তার খেলনা নির্মাণ সামগ্রীতে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। যুদ্ধের পূর্বে আমাদের প্রয়োজনীয় বেশিরভাগ খেলনাদ্রব্য জার্মানির কাছ থেকে ক্রয় করতাম। এখন এবং সুদূর ভবিষ্যতেও আমরা আর জার্মান উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে কোনো খেলনা ক্রয় করছি না। খেলনা সামগ্রীর চাহিদা শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়, বরং অনেক বিদেশি রাষ্ট্রই আছে, যাদের অনেকেই জার্মানি থেকে খেলনা সামগ্রী ক্রয় করবে না। এ ব্যাপারে আমাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে জাপান। কিন্তু তাদের খেলনা সামগ্রী এতোই নিম্নমানের যে, তাদের প্রতিযোগিতা করার কোনো অর্থ নেই। কিন্তু তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, আমরা কোনো প্রকার খেলনাদ্রব্য উৎপাদন করবো এবং সেজন্য আমরা কোথায় এর জন্য মূলধন পাবো?

BanglaBook.org

প্রথমে স্থানীয় কোনো এক খেলনা বিক্রেতার কাছে যাও। এবং খুঁজে বের করো কোন শ্রেণীর খেলনাদ্রব্যের বিক্রয় খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়? বর্তমানে বাজারে প্রচলিত খেলনা দ্রব্যের কোনো উন্নত সংস্কারণ যদি তুমি করতে, নিজেকে উপযুক্ত মনে না করো। একজন উদ্ভাবক এর জন্য বিজ্ঞাপন দাও বিপণনযোগ্য কোনো খেলনা প্রস্তুতের চিন্তাধারা নিয়ে। আর শীঘ্রই তুমি এমন একজন যন্ত্রকৌশলী প্রতিভাকে খুঁজে পাবে, যিনি তোমার উদ্যোগের সাথে হারানো সূত্রটি যোগ করবেন।

তুমি ঠিক যা চাও, ঠিক সেভাবে যেন তোমাকে একজন আদর্শ মনে করে-এ বার্তাটি তাকে দেওয়া। এবার তুমি একজন ছোট মাপের উৎপাদনকারী, কাষ্ঠশিল্প অথবা কারখানার মালিক এদের সাথে দেখা করে তোমার খেলনাদ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা করো। এখন তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, তোমার প্রস্তুতকৃত খেলনা দ্রব্যের কি দাম পড়বে, সুতরাং এবার তুমি একজন শেয়ারের দালাল পাইকারী বিক্রেতা অথবা পরিবেশক-এর কাছে গিয়ে তোমার সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারো।

তুমি যদি একজন সক্ষম বিক্রয়কর্মী হও, তাহলে সম্পূর্ণ প্রকল্পটিই অল্প কিছু ডলার খরচ করে এর অর্থায়ন করতে পারবে, তোমাকে করতে হবে এর উদ্ভাবককে নিয়ে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ।

যখন তুমি এরকম লোকটিকে পাবে, তুমি তার সাথে একটা সমঝোতায় আসবে যে, তার সান্ধ্যকালীন অবসর সময়ে সে তোমার জন্য একটি নকশা তৈরি করে দেবে, বিনিময়ে তার সাথে প্রতিজ্ঞা করবে যে, তুমি যখন নিজেই খেলনাদ্রব্য উৎপাদন করবে, তখন তাকে একটি ভালো মানের চাকুরিতে নিয়োগ দেবে।

সম্ভবত তিনি তোমাকে তোমার চাহিদা মতো তার সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করবেন এবং বিনিময়ে তার পারিশ্রমিক চাইবেন। অথবা এমনও হতে পারে, তিনি ব্যবসায়ে লাভবান হবার জন্য কাজটি করতে পারেন।

তুমি যাদের কাছে তোমার খেলনা দ্রব্য বিক্রি করছো, তাদের কাছ থেকে বিক্রয় মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার উৎপাদনকারীকে পাওনা মেটানোর জন্য অপেক্ষা করতে বলতে পারো। এবং প্রয়োজনবোধে তুমি তোমার বিকৃত খেলনাদ্রব্যের মূল্যসহ তালিকাটি উৎপাদনকারীকে দিতে পারো, যাতে মূল্যটি তারা সরাসরি তোমার দ্রব্য বিক্রয় প্রতিষ্ঠান থেকে পেতে পারে।

BanglaBook.org

অবশ্য যদি তুমি একজন অসাধারণ মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হও এবং অপরকে প্রভাবিত করার সাংগঠনিক কাজের যোগ্যতা থাকে, তুমি তোমার ব্যবহৃত নকশাটি একজন সম্পন্ন লোকের কাছে নিয়ে যেতে পারবে এবং বিনিময়ে ব্যবসায়টির লাভের অংশ যোগ করে তোমার বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারো। এভাবে তুমি নিজেই উৎপাদনে যেতে পারো।

তুমি যদি জানতে চাও, তুমি কি জিনিস বিক্রয় করবে, তাহলে খেলায় মগ্ন এক দল শিশুকে লক্ষ করো, তাদের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে ভেবে দেখো এবং স্থির করো শিশুরা কিসের আনন্দ লাভ করে। এভাবেই তুমি একটি ধারণা লাভ করবে যে, তুমি কি ধরনের খেলনা প্রস্তুত করবে? এটা আবিষ্কার করতে কোনো বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

সাধারণ বুদ্ধি থাকাটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুধু অনুসন্ধান করে বের করো, মানুষের চাহিদা কোন জিনিস এবং সেভাবেই তুমি উৎপাদনে যাও।

অন্যেরা যেভাবে করে তার চেয়ে উন্নতমানের দ্রব্য তুমি তৈরি করো। সৃষ্টিকর্মে তোমার ব্যক্তি ভাবনার স্পর্শ থাকতে হবে। তোমার উৎপাদনকর্মে বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

আমরা আমাদের শিশুদের আমোদপ্রমোদের জন্য বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করি শুধু খেলনাদ্রব্যের উৎপাদনে। তোমার নতুন উৎপাদিত খেলনাগুলো হবে প্রয়োজনীয় এবং আকর্ষণীয়।

সম্ভব হলে খেলনাগুলোকে শিক্ষামূলকভাবে তৈরি করো। যদি এইগুলো একই সাথে আনন্দ লাভ এবং শিক্ষণীয় হয়, তাহলে এগুলো তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রি হয়ে যাবে এবং এগুলোর চাহিদা দীর্ঘস্থায়ী হবে।

যদি খেলনাগুলো খেলাধুলা সম্পর্কিত হয়ে থাকে, তাহলে এমনভাবে প্রস্তুত করো, যাতে শিশুরা পৃথিবীর অনেক বিষয় যেমন ভূগোল, গণিত, ইংরেজি, শারীর বিদ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা শিক্ষা লাভ করতে পারে। অথবা এমন ধরনের খেলনা উৎপাদন করো, যার সাহায্যে শিশুরা দৌড়-ঝাঁপ বা কোনোরকম শরীর চর্চায় অভ্যস্ত হতে পারে। শিশুরা খেলাধুলার মেজাজে থাকাকালীন সাধারণত এদিক-সেদিক চলাচল করতে পছন্দ করে।

অভ্যন্তরীণ খেলাধুলার মধ্যে বাস্কেটবল খেলার সরঞ্জাম, বিশেষভাবে শহর এলাকায় খুবই বিক্রয় হয়, এমন একটা ব্যবস্থা করো যে, সিলিং থেকে ঝুলন্ত একটা তারের সাথে বলটি যুক্ত করে দাও।

BanglaBook.org

তখন একটি শিশু বলটি দেওয়ালে নিক্ষেপ করলে সেটা যখন ফিরে আসবে, তখন শিশুটি একটি ব্যাট দিয়ে বলটিকে পুনরায় আঘাত করবে। অন্য কথায় এটাকে 'এক শিশুর 'খেলনা বলা যায়।

পরিকল্পনা-২

এ পরিকল্পনাটি সেই সকল নারী বা পুরুষের কাছে গ্রহণীয় বা পছন্দের হবে, যাদের নিজের উপর আস্থা আছে এবং এমন আকাঙ্ক্ষা আছে যে, তারা ঝুঁকি নিয়েও তাদের উপার্জন বাড়াতে চায় এবং অনেক লোকেরই এরকম আশাবাদ নেই।

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি বড় শহরেই অন্ততপক্ষে ৪০ বা ৫০ জন লোক এ ধারণাটি বাস্তবে চর্চা করতে পারে, তবে ছোট ছোট শহরের এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এই বিষয়টি এমন সব নারী ও পুরুষের জন্য চিন্তা করা হয়েছে, যারা বিজ্ঞাপন ভাষা, বিক্রয় বিবরণী, চিঠিপত্র, চিঠিপত্র সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে লিখতে পারে, বা লেখার জন্য চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে তারা তাদের লেখার সক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, এবং আমরা মনে করি, তোমাদের সে ক্ষমতা রয়েছে। এ সকল উপদেশ বা পরামর্শের বাস্তব এবং লাভজনক ব্যবহারের জন্য তোমাদের একটি খ্যাতনামা বিজ্ঞাপনী সংস্থা, ১ থেকে ৫টি প্রতিষ্ঠান, বা ব্যক্তি বিশেষের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে, যাদের কোনো এজেন্সির মাধ্যমে প্রচুর বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয়।

প্রথমেই তোমাকে একটি বিজ্ঞাপন প্রতিনিধির কাছে গিয়ে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যে, তারা তোমাকে কাজে নিযুক্ত করবে এবং তুমি তোমার মাধ্যমে যে সকল কাজ এনে দেবে, তার মোট খরচের শতকরা সাত অংশ তোমাকে পরিশোধ করবে। এ শতকরা সাত ভাগ তোমাকে দেবে কাজটি এনে দেওয়ার জন্য এবং বিজ্ঞাপন কপি, লেখা, অর্থাৎ সে প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থাপনার জন্য। যে কোনো বিশ্বস্ত প্রতিনিধি তাদের পক্ষে কাজ করার জন্য তোমাকে এ পরিমাণ অর্থ আনন্দ সহকারে দিতে রাজি হবে।

তখন তুমি কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষের কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিতে পারো যে, তুমি তার বিজ্ঞাপন বিপণন ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে চাও, এর বিনিময়ে তুমি অর্থ নেবে না। তুমি তাকে বুঝাবে যে, তুমি যতটুকু পারো, বা যতটুকু করার ইচ্ছা

BanglaBook.org

রাখো, তাতে তাদের মালামাল বেশি পরিমাণে বিক্রয় হবে। যদি প্রতিষ্ঠানটি একজন বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক নিয়োগ করে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে তুমি হবে তার সহকারী, তবে বিনা বেতনে। তবে এভাবে শর্ত থাকবে যে, বিজ্ঞাপনের কাজটি তোমার সাথে যে প্রতিনিধির পরিচয় আছে, তার মাধ্যমে দিতে হবে। একটি বড় শহরের ছোট হয়ে থাকার চেয়ে একটি ছোট শহরে বড় হয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভালো এবং সবসময় এটা সহজতর।

এ ব্যবস্থার ফলে যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষের বিজ্ঞাপনের কাজে তুমি দায়িত্ব নেবে, তারা তোমার ব্যক্তিগত সেবাটা বিনামূল্যে পাবে এবং উপকৃত হবে। এতে দেখা যাবে, তোমার নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে কাজ করানোর খরচটা কোনোভাবেই অপর কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে কাজ করানোর খরচের চেয়ে বেশি হবে না। যদি তোমার প্রচারণা প্রভাবযুক্ত হয় এবং সত্যি তুমি তোমার কাজে যথেষ্ট সময় এবং মনোযোগ দাও, তুমি কোনো যুক্তিতর্ক ছাড়াই তোমার কাজ পেতে থাকবে। তুমি এভাবে তোমার লেনদেন বারবার করতে পারো, যতদিন তুমি সুবিধাজনকভাবে তোমার ব্যবসার পরিধি বাড়াতে পারো। এ সংখ্যার সাধারণ অবস্থায় ১০-১২ বেশি হবে না। হয়তোবা এর চেয়েও কম হবে, যদি তোমার কোনো এক বা একাধিক মক্কেল বছরে বিজ্ঞাপন বাবদ ২৫,০০০,০০ ডলারের বেশি খরচ করে। তুমি যদি একজন দক্ষ বিজ্ঞাপনের কপি নির্মাতা হও এবং তোমার মক্কেলদের জন্য নতুন এবং লাভজনক ধারণা সৃষ্টিতে তোমার যোগ্যতা থাকে, তাহলে বছরের পর বছর ধরে তুমি তাদের ব্যবসা ধরে রাখতে পারবে। অবশ্য তোমাকে বুঝতে হবে যে, যতটুকু ক্লাস তুমি এককভাবে করতে পারবে, তারচেয়ে বেশি কাজ হাতে নেওয়া ঠিক হবে না। তোমার প্রতিটি মক্কেলের ব্যবসায়িক অফিসে তোমার সময়ের কিছু অংশ কাটাতে হবে। সেখানে তোমার একটি বসার স্থান ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র থাকতে হবে। এতে সুবিধা হবে যে, তুমি তোমার মক্কেলদের বিক্রয়কার্যের সমস্যা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে এবং তাদের মালামাল এবং পণ্যদ্রব্যে নিখুঁত তথ্য পাবে। এরকম চেষ্টার ফলে তুমি বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিকে তাদের সেবা প্রদানের সুনাম অর্জনে সাহায্য করতে পারবে। আর এভাবে ছাড়া অন্য কোনোভাবে তুমি এই সকল লাভ ক্ষতি করতে পারবে না। এবং তুমি তোমার মক্কেলদের সন্তুষ্টি অর্জন

BanglaBook.org

করতে পারবে, কারণ তারা তোমার কাছ থেকে সন্তোষজনক আয় করতে সক্ষম হবে।

যতদিন পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিনিধিত্ব এবং মক্কেলদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারবে, ততদিন তোমার কাজটি নিরাপদ এবং তুমি অর্থ উপার্জন করতে পারবে। এ পরিকল্পনায় কাজ করলে তোমার প্রতিষ্ঠানের যুক্তিসঙ্গত বার্ষিক আয় হবে, ২৫০,০০০ মার্কিন ডলার, যার থেকে তোমার নিজের আয় হবে, ১৭,৫০০,০০ আমেরিকান ডলার, যা মোট আয়ের শতকরা ৭ ভাগ।

একজন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন নারী বা পুরুষ এরচেয়ে বেশি আয় করতে পারে, যা বছরে ২৫,০০০,০০ মার্কিন ডলারের মতো। অথচ সাধারণ গড়পরতা একজন নারী বা পুরুষের আয়, ৫০,০০,০০ থেকে ৭৫,০০,০০ মার্কিন ডলার হতে পারে।

তোমরা লক্ষ করে দেখো যে, পরিকল্পনাটি সম্ভবনাময়। এদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে এবং তোমার উপার্জনের ক্ষমতার শতকরা ১০০ ভাগই নিশ্চিত। একজন বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপকের চেয়েও এ পদ্ধতিটি অনেক ভালো, যদিও এ পদে থেকে তুমি একই অর্থ উপার্জন করো। কারণ এই পদ্ধতি মেনে চললে তুমি তোমার নিজস্ব ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে এবং এতে করে তুমি তোমার বেঁচে থাকার মূল্যবোধকে আরো উন্নতর করতে পারবে।

পরিকল্পনা-৩

সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে এ পরিকল্পনাটি গড়পড়তা বুদ্ধিধারী প্রায় যে কোনো পুরুষ বা নারী কার্যকরী করতে পারে। প্রথমে একটি প্রখ্যাত মুদ্রাকরের কাছে যাও এবং তার সাথে এমন ব্যবস্থা করো যে, তোমার জোগাড় করা সব কাজ তুমি তাকে দিয়ে করাবে, বিনিময় মোট আয়-এর শতকরা দশভাগ তোমার প্রাপ্য হবে। এরপর একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে যাও, যাদের প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ছাপানো কাজের প্রয়োজন হয়। ছাপানোর জন্য তারা যে সকল বস্তু ব্যবহার করে, তার প্রতিটির একটি নমুনা সংগ্রহ করো। এবার একজন বাণিজ্যিক চিত্রশিল্পীর সাথে অংশীদারিত্ব অথবা একসাথে কাজ করার একটি সমঝোতা করো। সে চিত্রশিল্পীটি সকল ছাপার বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে দেখবে এবং যেখানে প্রয়োজন কাজগুলির সচিত্রকরণকে উন্নতভাবে আঁকবে, অথবা যেভাবে আগে কেউ করেনি, এমনভাবে অলংকরণের কাজটি করবে। এর জন্য

BanglaBook.org

চিত্রশিল্পীটি পেন্সিল দিয়ে একটা খসড়া নকশা করে মূল ছাপানো কাগজে লাগিয়ে দেবো। তুমি যদি একজন কপি রাইটার না হও, তাহলে এমন একজন কপিরাইটারকে খুঁজে নাও, নারী বা পুরুষ, তার সাথে একত্রে কাজ করার একটা ব্যবস্থা করো এবং তাকে মুদ্রিত বিষয়গুলো ভালো করে দেখাও, যতটুক সম্ভব এগুলোকে আরও সুন্দর করে পড়তে বলো।

এ সকল কাজ শেষ হবার পর তুমি যাদের কাছ থেকে ছাপানোর কাজের নমুনা এনেছিলে, সে প্রতিষ্ঠানে যাও। সাথে একটি কাজের দরপত্র নিয়ে যেও এবং তাদেরকে বোঝাও, তুমি কাজগুলি আরো উন্নতমানের কিভাবে করতে পারবে।
তুমি ছাপানো বিষয়গুলো কতোটা উন্নতভাবে পড়তে পারবে, তা বুঝানোর আগে তোমার দরপত্র সম্পর্কে কিছুই বলবে না। এভাবে প্রতিটি কাজ সুন্দর করে পড়তে পারলে সম্ভবত তুমি সে প্রতিষ্ঠানের সবগুলো কাজই পাবে।

তুমি তোমার কাজ যথাযথভাবে করতে পারলে শীঘ্রই তুমি তোমার বাণিজ্যিক চিত্রশিল্পী, কপিরাইটার এর পাওয়ার সব কাজই পেয়ে যাবে। তাতে তোমার বাৎসরিক ৫০০০,০০ মার্কিন ডলার উপার্জন হবে।

এসকল পরিকল্পনার ফলে অন্যের কাছ থেকে পাওয়া তোমার লভ্যাংশ অবশ্যই একটি যুক্তিসংগত প্রাপ্য। এ লভ্যাংশটি তোমার এজন্য প্রাপ্য যে, এটা তুমি তোমার দক্ষতা দিয়ে বিভিন্ন মেধাধারীদের একত্রিত করে সংঘটিত করেছো এবং যার ফলে তুমি সন্তোষজনক সেবা দান করতে সক্ষম হয়েছো।

যদি তুমি খেলনাদ্রব্যের ব্যবসায়ে যাও, তাহলে যারা খেলনাদ্রব্য প্রস্তুত করে, তাদের কাছ থেকেও তুমি লাভবান হবে, কারণ তোমার যোগ্যতার জন্যই তারা কাজগুলো করে যাচ্ছে। এটা খুবই সত্য যে, যারা তোমার সাথে অথবা তোমার জন্য কাজ করে, তারা তোমার মেধা ও দক্ষতা যোগ করে আরও বেশি করে তাদের উপার্জন ক্ষমতা বাড়াতে পারবে। এমনকি ব্যাপারটা এমনও হতে পারে, তাদের চেষ্টার ফলে অর্জিত অর্থ থেকে একটা ক্ষুদ্র অংশ তারা তোমার জন্য ব্যয় করতে পারবে।

কারণ তোমার পরামর্শ ও নির্দেশ ছাড়া তারা এতো বেশি করে আয় করতে পারতো না। তুমি এ সকল পরিকল্পনার যেকোনো একটি গ্রহণ করে লাভবান হতে চাও? ঠিক কি না? তুমি কি এসবের মধ্যে কোনো ভুল তথ্য খুঁজে পাও?

BanglaBook.org

যদি তুমি কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হও, তখন এটা কি সম্ভব নয় যে, সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি যোগ্যতার বলে এখনই তোমার উপার্জন ক্ষমতা বাড়াতে পারে?

তুমি একজন চাকুরিজীবী থেকে বের হয়ে একজন চাকুরিদাতা হতে চাও? এ ইচ্ছার জন্য তোমাকে আমরা দোষ দিচ্ছি না। প্রায় প্রতিটি স্বাভাবিক ব্যক্তিই এ ব্যাপারটি করার ইচ্ছা রাখে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো পদক্ষেপ হলো তুমি যার বা যে প্রতিষ্ঠানের কাজ করছো তাদের জন্য এমন সেবা দেওয়া, যেটা তুমি সে প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি হলে অন্যদের কাছে প্রত্যাশা করতে। বর্তমানে কারা বড় বড় চাকরিদাতা?

তারা কি সবাই ধনী ব্যক্তিদের পুত্র, যারা উত্তরাধিকারীসূত্রে চাকুরিদাতা হয়েছে? জীবনেও না, কক্ষনো না। তারা সবাই এমন নারী ও পুরুষ যারা নিচু আয় এর শ্রমিক শ্রেণীর নারী ও পুরুষদের মাঝ থেকে এসেছে এবং তোমার চেয়ে বেশি সুযোগ তাদের কারো ছিল না। তারা এ পর্যায় পৌঁছাতে পেরেছে এজন্য যে, তাদের উচ্চমানের দক্ষতা তাদের বুদ্ধিমত্তার সাথে শিক্ষা দিয়েছে কি করে অন্যদের নির্দেশ দিতে হয়। তুমি চেষ্টা করলে সে যোগ্যতা অর্জন করতে পারো।

তুমি যে শহর বা নগরে বাস করো সেখানেই অনেক লোক আছে যারা তোমার সাথে পরিচিত হয়ে উপকৃত হতে পারে। এবং নিশ্চয়ই বিনিময়ে তারাও তোমার উপকারে আসতে পারে। শহরের এক প্রান্তে জন স্মীথ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তার নিজের মুদি দোকানটি বিক্রি করে একটি চলমান ছবিঘর কিনতে চেয়েছিলেন। শহরের অপর প্রান্তে একজন লোকের একটি চলমান ছবি ঘর ছিল। তিনিও তার জন্য একটি মুদি দোকান খুঁজছিলেন, তুমি কি তাদেরকে একত্র করতে পারো?

উচ্চাভিলাস উপলব্ধি বা বাস্তবায়নের চেয়ে বড় জিনিস। কারণ এটা চিরদিনই একটা অপ্রাপ্ত লক্ষ্যের দিকে আমাদের উপরে উঠতে সাহায্য করে।

তুমি যদি এটা করতে পার, তাহলে তুমি দুজনেরই কাজে আসবে এবং ভালো অংকের একটা পারিশ্রমিক আয় করতে পারো। তোমার শহরে বা নগরে অনেক লোক আছে যারা তাদের খামারে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য আশেপাশের এলাকায় নিয়ে যেতে চায়। সে সকল খামারে অনেক চাষি আছে যারা খামারে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে এগুলো শহরের লোকদের কাছে পৌঁছাতে চায়। তুমি যদি এমন একটি উপায়

BanglaBook.org

খুঁজে পাও যে, খামারে উৎপাদিত পণ্যগুলো বহন করে শহরে বা নগরে ভোক্তাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দিতে পারো, তাহলে খামারিরা তাদের জন্য বেশি মূল্য পাবে, অন্যদিকে ভোক্তারা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পণ্যগুলো ক্রয় করতে পারবে। এভাবে তোমার উদ্ভাবন কৌশল প্রয়োগ করে তুমি যে উৎপাদক এবং ভোক্তা দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছো তার জন্যও তুমি একটা অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে পাবে। অর্থাৎ একটা আর্থিক সহযোগিতা পাবে।

ব্যবসায়ের জগতে প্রধাণত দুই শ্রেণির লোক থাকে। তারা হচ্ছে উৎপাদনকারী এবং ভোক্তা শ্রেণি। বর্তমান সময়ের চাহিদা হচ্ছে, কিভাবে এ দু'শ্রেণির ব্যবসায়ীদেরকে অনেক মধ্যস্বত্বভোগীর অংশগ্রহণ ব্যতীত কাছে আনা যায়।
এমন একটি পথ খুঁজে দেখো, যাতে উৎপাদনকারী এবং ভোক্তাশ্রেণির মধ্যে দূরত্ব কমে আসে এবং এমন একটি ব্যবস্থা হবে যাতে এই দুই শ্রেণীরই লাভবান হয় এবং যথেষ্টভাবে তুমিও লাভবান হবে।

শ্রমিকেরা তাদের ভাড়া যথেষ্ট দাবি করে। তুমি যদি এমন একটি প্রক্রিয়া চালু করতে পারো, যাতে তুমি উৎপাদনকারী এবং ভোক্তা শ্রেণির খরচ সাশ্রয় করার একটি উপযুক্ত অংশের পাওনাদার হতে পারো।

তোমাকে সাবধান থাকতে হবে, তুমি অর্থ উপার্জনের জন্য যে পথই বেছে নাও, তুমি দেখবে যেন তাতে ভোক্তাশ্রেণির মূল্য কিছুটা হলেও কমে এবং কোনোভাবেই যেন মূল্য না বাড়ে।

উৎপাদনকারী এবং ভোক্তা শ্রেণিকে একত্র করার ব্যবসাটি খুবই লাভজনক কিন্তু এটা দুই পক্ষের নিকটই গ্রহণযোগ্য হতে হবে। এবং তোমার কোনো লোভাতুর আকাঙ্ক্ষা যেন দৃশ্যমান না হয়।

আমেরিকার জনগণ অতি মুনাফাকারীদের প্রতি খুবই ধৈর্যশীল। কিন্তু সেটার একটি নির্দিষ্ট মাত্রা আছে এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও এর বাইরে যেতে সাহস করে না। আফ্রিকার খনি থেকে হীরকখণ্ড উত্তোলন করে যদি হীরার বাজারে এর মূল্য অত্যধিক করা হয়, তবু তারা কিছু মনে করবে না। কিন্তু যখন খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য আকাশছোঁয়া হয়ে যায় তখন এ সকল মূল্যবৃদ্ধিকারীদের কেউ কেউ আমেরিকান জনগণের বিরাগভাজন হয়ে যাবে।

তুমি যদি সম্পদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করো, এবং এর বোঝা বইতে সত্যিই সাহসী হও, তাহলে এটা পাবার জন্য সাধারণ নিয়মগুলোকে বিপরীতমুখী করো।

BanglaBook.org

তাহলে তুমি কঠিনভাবে ধরে রাখার চাইতে তোমার সাধ্যমতো কম মূল্যের মালামাল ও পণ্যগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দাও।

বিখ্যাত ফোর্ড তার কর্মীদের পারিশ্রমিক দেওয়ার ক্ষেত্রে যতটুকু কম সম্ভব ততটুকুই দিতেন না বরং তার লাভের অংশ থেকে যত বেশি সম্ভব ততটুকুই দিতেন। এবং এ নীতিতেও তিনি লাভবান হতেন। তিনি তার কারখানায় উৎপাদিত বিক্রয় মূল্য কমিয়ে ও লাভবান হয়েছিলেন, অথচ অন্যান্য উৎপাদনকারী (যারা অনেক আগেই লোকসানে পড়েছিল) তাদের পণ্যের মূল্য বাড়িয়েই যাচ্ছিলো।

অনেকগুলো নিখুঁত পরিকল্পনা আছে, যেগুলো প্রয়োগ করে তুমি ভোক্তাদের চাপে রাখতে পার। এবং জেলখানার বাইরে থাকারও ব্যবস্থা করতে পারো। কিন্তু ফোর্ডের চিন্তাধারায় চললে তুমি অনেক বেশি মানসিক শান্তি লাভ করবে এবং খুব সম্ভবত পরিকল্পনা শেষে তুমি আরও বেশি লাভবান হবে।

তোমরা শুনেছো, জন ডি রকফেলার প্রায়ই কটুকথা বলতেন। কিন্তু এসব একটু কথা প্রায়ই তিনি ব্যবহার করতেন একদল লোকের উপর তার বিতৃষ্ণা থেকে। যারা তার কাছে অর্থ চাইতেন। কিন্তু নিজেরা উপার্জন করতে চাইতেন না। রক ফেলারের উপর মতামত যাই থাকুক না কেন, মনে রেখো, তিনি জীবন শুরু করেছিলেন একজন হিসাব রক্ষকের চাকুরি নিয়ে এবং পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে তিনি অর্থবিত্তের চূড়ায় উঠেছিলেন। তার সংগঠন শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে অন্যদেরও কম কর্মক্ষম ব্যক্তিদের নির্দেশনা দিয়ে এটা সম্ভব হয়েছিল।

এই লেখকের মনে পড়ে যে, তাকে প্রতি গ্যালন বাতি জ্বালানোর তেল পঁচিশ সেন্ট দরে কিনে এনে, চড়া রোদের মাঝ দিয়ে দুই মাইল হেঁটে বাড়ি আসতে হয়েছিল। আর বর্তমানের রকফেলার-এর মাল বহনকারী গাড়ি সে মূল্যের অর্ধেকের চেয়ে সামান্য বেশি দামে পণ্যটি কোনো শহর বা খামারের পেছনের দরজায় পৌঁছে দিয়ে যাবে, তাহলে রকফেলার যখন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দিয়েছেন, তখন কার অধিকার আছে তার অর্জিত লক্ষ লক্ষ ডলারের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখাবে? তিনি খুব সহজেই বাতি জ্বালাবার তেলের দাম অর্ধেক ডলার বাড়াতে পারেন, আমাদের সন্দেহ আছে, তিনি যদি এসব কাজ না করতেন, তাহলে আজ তিনি লক্ষ লক্ষ ডলারের মালিক হতে পারতেন না। আমাদের মধ্যে অনেকেরই টাকার প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রতি একশজনের মধ্যে নিরানব্বই জনই টাকা অর্জন

BanglaBook.org

করার পরিকল্পনা করতে গিয়ে তাদের লক্ষ্য থাকে, কি করে অর্জনটা ধরে রাখা যায়। কিন্তু এর বিনিময়ে কোনো সেবা প্রদানের বিষয়ে চিন্তাও করে না।

অমায়িক ব্যক্তিত্ব তাকেই বলা হয়, যিনি কল্পনাশক্তি এবং সহযোগিতার ব্যবহার জানেন। পূর্ববর্তী বিবরণে আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি, উচ্চ ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে কল্পনাশক্তি, সহযোগিতা এবং অমায়িক ব্যক্তিত্বকে সমন্বয় করা যায়।

অমায়িক ব্যক্তিত্ব ধারণ করেন না, এমন একজন লোককে তুমি বিশ্লেষণ করে দেখো, তার মাঝে কল্পনাশক্তি এবং সহযোগিতামূলক আচরণের অভাব আছে। ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে বড় শিক্ষা দেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। বিক্রয় কৌশলের উপর ফলপ্রসূ শিক্ষার এটাই হচ্ছে এ যাবৎকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যক্রম। কারণ অমায়িক ব্যক্তিত্ব এবং বিক্রয় কৌশল, দুটো জিনিসেই পাশাপাশি এবং এসব গুণকে কখনো আলাদা করা যায় না।

শেক্সপিয়ারের মহাগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত সিজারের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে মার্ক এন্টনি যে বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন, আমি এখানে সেটার সূত্র উল্লেখ করেছি। আশা করি, তোমরা সকলে এই ভাবনাটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত আছো। কিন্তু আমি এখানে বাক্যাংশের যতিচিহ্নগুলোর ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করছি। আশা করি এভাবে তোমরা এটার একটা অর্থ নতুনভাবে খুঁজে পাবে। সে ভাষণটি দেবার সময় পরিবেশটি এমন ছিল :

এ্যান্টোনী: যদি তোমার অশ্রু এসে যায়, তাহলে অশ্রুপাত করার জন্য এখনই প্রস্তুত হও। তোমরা সবাই এই ঢিলা পোষাকটির কথা জানো; আমার মনে পড়ে সীজার যখন প্রথম এটা পড়েছিলো; সময়টা ছিলো গ্রীষ্মের সন্ধ্যা, তিনি যখন তার তাবুর ভেতর ছিলেন, ঐদিন তিনি নারভি জয় করেন। দেখো এই স্থানে ক্যাসিয়াস ছোরা ঢুকিয়ে দেয়; দেখুন ক্যাসকা ঈর্ষান্বিত হয়ে কি ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে; অতি প্রিয় ব্রুটাস এরই মধ্যে ছোরা বসিয়ে দেয়; এবং যখন তিনি তার এই অভিশপ্ত স্টিলের থালাটি তুলে নেন, লক্ষ্য করুন যে, কীভাবে সীজারের রক্ত এর সাথে সাথে বেরিয়ে আসে। দরজা পথে যখন ছুটে বের হয়ে আসছিলো, দৃঢ় সংকল্প করার জন্য; কারণ তোমরা জানো ব্রুটাস ছিলো সীজারের দূত;

হে দেবতাবৃন্দ তোমরা বিচার করে দেখো, সীজার তো গভীরভাবে তাকে ভালোবাসতো। এটা ছিলো সবার কাছ থেকে নির্দয়ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। কারণ

BanglaBook.org

মহান সীজার যখন দেখলেন যে, তিনি ছোরা বিদ্ধ হয়েছেন, তিনি অবাক হলেন, কতো বড় অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাস ঘাতকের বাহু অপেক্ষা তা বলিষ্ঠ। সম্পূর্ণরূপে পরাস্থ করা হয়েছে, তাকে তার শক্তিশালী হৃদয়কে বিদীর্ণ করা হয়েছেঃ এবং তার ঢিলে পোষাকে মুখ আচ্ছাদিত হয়েছে, এমনকি পমপেইয়ের মূর্তির ভিত্তি পর্যন্ত আচ্ছাদিত হয়েছে, সেখানে অবিরত রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, আর মহান সীজার ভূমিতলে পড়ে গেলেন।

আমার প্রিয় দেশবাসী, এখানে কেমন এক পতন ঘটলো। তখন পতন ঘটলো আমার, এবং পতন ঘটলো তোমাদের, এবং আমরা সবাই যেখানে পতিত হলাম, যখন রক্তময় রাজদ্রোহ আমাদের উপর আস্ফালন করলো। এখন তোমরা বিলাপ করছো, এবং আমি অনুধাবণ করছি যে, তোমরাও আমার মতো অনুভব করছো, আমার ক্ষতের জন্য তোমরা দুঃখকাতর হচ্ছো; রক্তের এ ধারা মহিমাময়। হে দয়ার্দ্র আত্মা, তোমারা যখন দেখছো, তোমাদের সীজারের পোষাক পরিচ্ছদবিদ্ধ হয়েছে, তখন কেনো নীরবে অশ্রুপাত করছো? তোমরা যখন তাকে দেখছো, তিনি তো ক্ষতবিক্ষত।

এ্যান্টোনী হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ, উত্তম বন্ধুগণ, সহসা ঘটে যাওয়া রক্তাক্ত এই বিদ্রোহে তোমরা আমাকে উত্তেজিত করো না। তারা যা করেছে, তা সম্মানজনক কাজ। গোপনে তাদের কি অনুশোচনা আছে, হায় আমার তা জানা নেই, তাই এটা তাদের এ কাজ করতে বাধ্য করেছে, তারা ছিলো জ্ঞানী এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, এবং কোনো সন্দেহ নেই যে, তোমাদেরকে এর জবাব দেবার মতো কোনো যুক্তি আছে।

আমি তোমাদের হৃদয় হরণ করতে আসিনি। ব্রুটাসের মতো আমি কোনো বক্তা নই। কিন্তু তোমরা যেহেতু সবাই আমাকে চেনো, আমি একজন সাদাসিধা মানুষ, একজন মূর্খ্য ব্যক্তি, তাই আমার বন্ধুরা আমাকে ভালোবাসে; তাই তারা আমাকে খুব ভালো করেই চেনে, তাই আমাকে তার সম্বন্ধে কথা বলার জন্য জনগণ আমাকে অনুমতি দিয়েছে; কারণ আমার না আছে বুদ্ধি, না আছে বাকপটুতা, না আছে কোনো মূল্য; না আছে কোনো তৎপরতা, না আছে কোনো কিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা, না আছে বক্তৃতা দেবার মতো কোনো শক্তি। মানুষের রক্তে দোলা দেবার

BanglaBook.org

জন্যই আমি শুধু কথা বলি, আমি শুধু তোমাদের বলতে চাই যে, তোমরা নিজেরা যা জানো, তাই শুধু সীজারের ক্ষতকে দেখাও নিঃস্ব, নিঃশব্দ বদনে এবং তাদেরকে আমার সম্বন্ধে বলতে দাও; কিন্তু আমি কি ব্রুটাসের মতো ছিলাম, আর ব্রুটাস কি এ্যান্টোনীর মতো ছিলো, না এ্যান্টোনী শুধু এ্যান্টোনীর মতোই ছিলো?

যে কিনা আমোদের মনকে বিশুদ্ধ করে তুলবে, এবং সীজারের প্রত্যেকটি ক্ষত সম্বন্ধে কথা বলবে, আর তা রোমের বুক থেকে অচলায়তন পাথরখানা সরিয়ে দিয়ে জাগ্রত হয়ে উঠবে এবং বিদ্রোহ করবে।

সিজার মৃত এবং তার হত্যাকারী ব্রুটসকে বলা হলো, রোমান জনগণকে ব্যাখ্যা করতে, কেন সে সিজারকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল? তুমি কল্পনায় একটি চিত্র আঁকো। উত্তেজিত জনতার সাথে কোনোভাবেই সিজারের বন্ধুত্ব ছিল না এবং তারা বিশ্বাস করতো, ব্রুটস সিজারকে হত্যা করে একটা ভালো কাজ করেছে। ব্রুটস মঞ্চে আরোহন করলো এবং সিজারকে হত্যা করার কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা করলো। সে আশ্বস্ত হলো যে, সেই সে পরিবেশের হর্তাকর্তা এবং সে তার আসন গ্রহণ করলো। তার আচার আচরণ এমন ছিল যে, তার বিবৃতি বিনা প্রশ্নেই সবাই মেনে নিবে। এটা একটি উদ্ধত এবং অহংকারী আচরণ।

মার্ক এন্টনিও এবার মঞ্চে উঠে দাঁড়ালো। সে বিশ্বাস করতো, জনতা এখন তার বিরুদ্ধে। কারণ সে ছিল সিজারের বন্ধু।

অত্যন্ত নিম্নও বিনয়ী স্বরে এন্টনি কথা বলতে শুরু করলো :

যে মন্দ কাজ মানুষে করে, তাতে তাদের জীবন সেই মন্দের দিকেই ধাবমান হয়। সেক্ষেত্রে ভালো প্রায়ই তাদের অস্থির মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাই সীজারের জীবনে সেটাই ঘটুক। মহান ব্রুটাস তোমাদের বলেছে, সীজার ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী একজন মানুষ। যদি তাই হয়, তাহলে এটা ছিলো দুঃখজনক একটি ভ্রম, এবং দুঃখজনকভাবেই অভিসিক্ত ব্রুটাস-এর জবাব দিয়েছেন। এখানে ব্রুটাসের এবং বাদবাকি অন্যদের স্থান ত্যাগ করার সময়ই সীজার বলেছেন, কারণ ব্রুটাস একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি; সুতরাং তারা সবাই, হ্যাঁ সবাই শ্রদ্ধাভাজন মানুষ; সীজারের অন্তেষ্টিক্রিয়ার সময় আপনার কথা বলার জন্য আসুন। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু বিশ্বাসভাজন, এবং আমার প্রতি ন্যায় পরায়ণ; কিন্তু ব্রুটাস বলছেন, তিনি নাকি উচ্চাভিলাসী ছিলেন।

BanglaBook.org

এখন আমরা আলোচনা করবো একটি বিষয় নিয়ে, যে কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর করতে পারে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসটি হচ্ছে, ব্যক্তি চরিত্র। কারণ একটি সুন্দর বলিষ্ঠ ব্যক্তি চরিত্রের গঠন ছাড়া কেউ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে না।

এখানে উল্লেখ্য এমন,

'আর ব্রুটাস একজন শ্রদ্ধাভাজন মানুষ; তিনি অনেক বন্দিকে রোমে বন্দি করে নিয়ে এসেছিলেন, যার মুক্তিপণ সাধারণ অর্থভান্ডার ভরে ফেলবে; এতে কি সীজারকে উচ্চাভিলাসী মনে হয়?' দারিদ্র নিপীড়িত লোকগুলো বিলাপ করেছে, সীজার অমন অশ্রুসংবরণ করে থাকতে পারেননি; উচ্চাভিলাস কারো নির্দয়তা থেকে তৈরি হয়, ব্রুটাস এখনও বলছেন যে, সীজার উচ্চাভিলাসী ব্যক্তি ছিলেন। আর ব্রুটাস নিজে একজন শ্রদ্ধাসম্পদ ব্যক্তি। আপনারা সবাই দেখেছেন যে, লুপার ক্যালে আমি তাকে তিনবার রাজমুকুট উপহার দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনবারই তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। এটাকে কি উচ্চাভিলাস বলা যায়? কিন্তু তারপরেও বলেছেন, তিনি উচ্চাভিলাসী ছিলেন; এবং নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। ব্রুটাস কি বলেছিলেন, তা মিথ্যা প্রমাণ করা জন্য আমি কিন্তু কিছু বলিনি, কিন্তু আমি এখন বলতে চাই, আমি তার সম্বন্ধে কি জানি? আপনারা সবাই একসময় তাকে ভালোবাসতেন, এবং কোনো কারণ ছাড়াই তাকে খুব ভালোবাসতেন; তাহলে এর পেছনে কি এমন কারণ ছিলো যে, তখন আপনারা তার জন্য বিলাপ করেছিলেন? হায় বিচার? তোমার ধূর্ততা হিংস্র পশুকেও হার মানায়, আর মানুষ তো তাদের বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। আমার সাথেই অবস্থান করুন, সীজারের সাথে তার কফিনের ভিতর আমার হৃদয় আবদ্ধ রয়েছে, এবং আমি এটা আমার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষমান থাকবো।'

আরো উল্লেখ্য–

'টেলিপ্যাথি' নীতি অনুসরণ করে তুমি যাদের সংস্পর্শে আসো, তাদের কাছে তোমার চরিত্রের বার্তা পৌঁছে দাও। এটাকে প্রায় বলা হয় 'সহজাত অনুভব শক্তি'– যার জন্য তুমি সদ্য পরিচিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বুঝতে পারবে। কিন্তু যাদেরকে তুমি ভালো করে চেনো না, তাদের প্রতি বিশ্বাসই হয় না।

BanglaBook.org

তুমি পরিচ্ছন্ন ও সর্বশেষ নকশার পোশাকে তোমাকে সজ্জিত রাখবে। এবং বাহ্যিকভাবে তোমাকে আচার আচরণে আকর্ষণীয়ভাবে দেখাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু যদি তোমার মনে লোভ, শত্রুতা, ঘৃণা, হিংসা, অর্থলিপ্সা এবং স্বার্থপরতা থাকে তাহলে তোমার স্বভাব চরিত্রের সাথে মিল আছে এমন কেউ ছাড়া অন্য কেউ তোমাকে পছন্দ করবে না। তুমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবে, যারা তোমাকে পছন্দ করে, তাদের মনোগত পছন্দ ও স্বভাবও ঠিক তোমারই মতো ।
তোমার অনুভূতি যেন বুঝতে না পারা যায়, এমনভাবে তুমি তোমার চেহারা হাসিমুখে রাখবে।

করমর্দনের সুন্দর ভঙ্গিমা তুমি অভ্যাস করবে এবং যে সকল ব্যক্তি সুন্দর ও আন্তরিকভাবে করমর্দন করতে অভ্যস্ত তুমি তাদের নিখুঁতভাবে অনুকরণ করবে। কিন্তু যদি কোনো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মাঝে এ সকল বাহ্যিক প্রকাশ-এর মধ্যে একাগ্রতার অভাব থাকে, তাহলে সেটা হবে আকর্ষণের পরিবর্তে বরং অগ্রহণীয়। তাহলে একজন ব্যক্তির চরিত্র গঠনের উপায় কি?

চরিত্র গঠনের প্রথম স্তর হচ্ছে, কঠোরভাবে আত্মশৃঙ্খলা (নিজেকে শৃংখলায় আবদ্ধ করা)। এ পাঠক্রমের দ্বিতীয় এবং অষ্টম অংশে তুমি যে কোনো একটি পথ খুঁজে নিতে পারবে, কিভাবে তুমি তোমার চরিত্রকে গঠন করবে? কিন্তু আমি আবারো বলছি যে, যেহেতু বিষয়টা একটা নীতির উপর নির্ভরশীল, তাই কথাগুলো বারবার বলা হবে।

প্রথম : তোমার নিজের চরিত্র যেভাবে গঠন করতে চাও, সেই গুণগুলো যাদের মধ্যে আছে, সেসব লোকগুলোকে খুঁজে বের করো। এরপর অগ্রসর হও যেভাবে দ্বিতীয় পাঠে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং এটাকে কাজে লাগাতে হলে আত্ম নির্দেশের সাহায্য নেবে। মনে মনে তুমি একটি পরামর্শ টেবিল প্রস্তুত করো এবং প্রতি রাত্রে তোমার কল্পিত চরিত্রগুলোকে এর চারদিকে স্থাপন করো। এর আগে একটি লিখিত কাগজে তোমার কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি লিখে রাখবে এবং খুব সংক্ষিপ্তভাবে।

এরপর তুমি নিজে যেন শুনতে পাও এমন উচ্চারণে তোমার নিজেকে নির্দেশ দেবে যে, তুমি তোমার ভেতরে কাঙ্ক্ষিত গুণাবলিকে আরো প্রসারিত করতে চাও। এ সকল কাজ করার সময় তোমার চোখ বন্ধ রাখবে, এবং কল্পনার দৃষ্টিতে দেখা টেবিলের দিকে মনোযোগ দিয়ে দ্বিতীয় পাঠক্রমে যেভাবে দেওয়া আছে, সেভাবে ভাববে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় অষ্টম পাঠক্রমের নীতি অনুযায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণ বিষয় সম্পর্কে তোমার চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তোমার মনটাকে সুস্পষ্ট চিন্তাধারায় শক্তিমান করবে। তোমার মনের প্রবল ইচ্ছাগুলোকে তোমার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্বের রূপের সাথে মিলিত হতে দাও। সে এমন ব্যক্তি, যার রূপ সুচিন্তিতভাবে তুমি এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রচনা করতে পারো।

যখন তোমার কাছে কয়েক মিনিট সময় থাকে, তখন অন্তত প্রতিদিন বার বার করে তোমার চোখ দুটো বন্ধ করবে এবং তোমার সে কাল্পনিক পরামর্শ টেবিলে থাকা তোমার নির্বাচিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। কোনো নির্দিষ্ট সীমা ছাড়া বিশ্বাস স্থাপন করে অনুভব করো, তোমার পছন্দের ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পূর্ণ মিল রেখে তুমি নিজেকে প্রস্তুত করেছো।

তৃতীয় : প্রতিদিন অন্তত একজন বা সম্ভব হলে আরো বেশি লোক খুঁজে বের কর, যাদের মধ্যে এমন কিছু ভালো গুণ রয়েছে, যা প্রশংসার যোগ্য এবং তুমিও সেগুলো প্রশংসা করবে। কিন্তু মনে রাখবে, এ সকল প্রশংসাগুলো যেন সস্তা ধরনের তোষামোদি না হয়, বরং এগুলো হতে হবে খুবই অকৃত্রিম।

তোমার প্রশংসা বাক্যগুলো এমন একাগ্রতার সাথে উচ্চারণ করো, যেন যাদের সাথে কথা বলছো, তারা এতে অনুপ্রাণিত হয়। এরপর লক্ষ করো, কী ঘটে? তুমি যাদের প্রশংসা করেছো, তাদের তুমি বিবেচনামূলক কিছু উপকার করেছো। যেটা তাদের কাছে খুবই মূল্যবান। তুমি এখন অন্যের মধ্যে ভালো গুণ আবিষ্কার করার পথে আরও এক পা এগিয়ে গেলে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অন্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গুণাবলি প্রশংসা অত্যন্ত খোলা মনে এবং উৎসাহের সাথে করলে এটার একটা সুদূরপ্রসারী সুফল পাওয়া যায় এবং তা হচ্ছে, এর বিনিময়ে তুমি অন্যদের কাছ থেকে আত্মসম্মানবোধ এবং কৃতজ্ঞতা বোধ অনুভব করবে, যা তোমার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে উন্নতর করে তুলবে।

এখানে আবার আকর্ষণের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যাদেরকে তুমি প্রশংসা করো, তারা তোমার মাঝেই তাদের গুণাবলি দেখতে পাবে। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে তুমি তোমার সত্যিকার বিশ্বাস অনুযায়ী ফল লাভ করতে পারবে।

BanglaBook.org

আমি শুধু এটা বিশ্বাসই করি না, বরং আমি বিষয়টি সাফল্যের সাথে অনুশীলন করে দেখেছি।

এটা কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, সেটাও আমি অন্যদের শিখেয়েছি। কাজেই আমি দৃঢ়ভাবে তোমাদের বলতে পারি, তোমরা এ পদ্ধতির ফলে সমভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারবে। আর বলা যায় যে, এ পদ্ধতি ব্যবহার করে তুমি অতি দ্রুত একটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারবে, যা তোমার পরিচিতজনদের অবাক করে দেবে। এ ধরনের একটি ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন সম্পূর্ণ তোমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, যা তোমাকে প্রচুর সুযোগসুবিধা এনে দেবে। একই সাথে তোমার দায়িত্ব হবে, যদি তুমি সফল না হতে পার অথবা সুবিধা গ্রহণ করতে না পার, সেটা রক্ষা করা। এখন আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জোর গলায় তোমাদের কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি অর্জনের কথা বলতে পারি।

এবং বলতে পারি, একটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গঠনের এটাই একটি সুনির্বাচিত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিটির দুটো কাঙ্ক্ষিত সুফল আছে। প্রথমত তোমার চিন্তাধারার এবং বর্ণনার শব্দতরঙ্গ গতিবেগ লাভ করে তোমার অবচেতন মনে স্থান লাভ করে এবং পর্যায়ক্রমে শক্তি লাভ করে, এর কার্যকারিতা তোমার ক্রিয়াকর্মে প্রতিফলিত হয়ে ভাবনা চিন্তাগুলো বাস্তবে পরিণত করতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়ত এটা তোমাকে শক্তি এবং দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে সাহায্য করবে, যার সব শেষে তোমাকে জনসম্মুক্ষে বক্তৃতা করবার যোগ্যতা এনে দেবে। তুমি জীবনের যে স্তরেই থাকো না কেন, তোমার উচিত নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে প্রভাবিত করার যোগ্যতা নিয়ে কথা বলতে হবে। কারণ একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গঠন করার এটাই সবচেয়ে ফলপ্রসূ উপায়।

যখন তুমি কথা বলবে, তার শব্দ চয়নের মাঝে আবেগ এবং অনুভব শক্তি রাখতে হবে এবং কণ্ঠস্বরকে গভীর ও প্রত্যয়পূর্ণ করবে। তবে তোমার কথার ধনী যদি উচ্চস্তরের হয়, তবে তাকে নিম্নস্বরে নামিয়ে আনো যতক্ষণ না এটা নিম্নস্বরে এবং কোমলতায় মাখা। তুমি কখনো একজন আকর্ষনীয় ব্যক্তি হবে না, যতক্ষণ তোমার কণ্ঠস্বর কর্কশ ও তীক্ষ্ণ। তোমাকে অভ্যাস করে তোমার কণ্ঠস্বরকে ছন্দময় এবং আকর্ষণীয় করতে হবে।

মনে রাখবে, কণ্ঠস্বর তোমার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের প্রধান উপায়। এবং এজন্য এই অভ্যাসটা এমনভাবে চর্চা করবে, যেন তোমার কণ্ঠস্বরটা শক্তিমান এবং শ্রুতিমধুর

BanglaBook.org

হয়। আমার এমন কোনো ব্যক্তিত্ববান লোকের কথা মনে পড়ে না, যিনি শক্তি এবং প্রত্যয়-এর মিশ্রণে কথা বলতেন না।

বর্তমান কালের সব বিখ্যাত ব্যক্তি এবং নারীগণকে লক্ষ করে দেখো এবং খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুঁজে পাবে যে, তারা যতই বিখ্যাত, তারা ততই শক্তিমত্তার এবং আস্থার সাথে কথা বলতে পারতেন। অতীতকালের রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং বিখ্যাত জাতীয় নেতার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখতে পাবে, তাদের মধ্যে অতি বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ কথাবার্তায় দৃঢ়তা ও প্রত্যয়-এর জন্য উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

এটাও লক্ষ্য করে দেখা গেছে ব্যবসায়, শিল্প এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে, বিখ্যাত পুরুষ ও মহিলারা জনসম্মুখে বক্তৃতায় ভীষণ পারদর্শিতায় ছিলেন দৃঢ়।

আসলে কোনো ব্যক্তিই একজন বড় মাপের বিখ্যাত নেতা বা নেত্রী হতে পারেন না, যদি শক্তিমত্তা এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারেন।

যদি একজন বিক্রয়কর্মীর জনসম্মুখে বক্তৃতা দিতে পারেন, তবে এই অভ্যাস গড়ে তুললে সে অবশ্যই ব্যবসায় লাভবান হবে, কারণ এ সক্ষমতা তাকে সাধারণ জনগণের সাথে যথাযথভাবে কথা বলতে সাহায্য করবে।

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গঠনের উন্নয়নের জন্য প্রথমত কি কি করণীয়, আমরা এখন সেসব নিয়ে আলোচনা ও তার সারবস্তু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

প্রথম : অন্যদের সম্পর্কে জানার জন্য উৎসাহ বোধ করার অভ্যাস করবে। তাদের ভালো গুণগুলো খুঁজে বের করবে এবং সেগুলোর প্রশংসা করবে।

দ্বিতীয় : শক্তি এবং দৃঢ়তার সাথে কথা বলার অভ্যাস করবে, এবং এ অভ্যাস সাধারণ আলোচনার ক্ষেত্রে এবং জনসম্মুখে কথা বলার সময়ও রক্ষা করবে।

তৃতীয় : তুমি এমনভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ পরবে, যেটা তোমার শারীরিক গঠন এবং পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চতুর্থ এ পাঠক্রমের বিবরণ অনুযায়ী তোমার একটি ইতিবাচক চরিত্র গঠন করো।

পঞ্চম : যথাযথভাবে করমর্দন করা হোক, যাতে তোমার উষ্ণ অনুভূতি প্রকাশ করতে পারো।

ষষ্ঠ : তোমাকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে অন্য লোককে তোমার প্রতি আকর্ষিত করতে হবে।

BanglaBook.org

সপ্তম মনে রাখবে, যুক্তিসহ তুমি নিজেকে যেভাবে গড়ে তুলবে, সেটাই প্রকৃত তুমি।

একটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য এ সাতটা উপদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা ঠিক যে, এরকম ব্যক্তিত্ব গঠন নিজে নিজে হয় না, এটা তখনই হবে, যখন তুমি বিষয়টির উপর বর্ণিত নিয়মগুলো শৃংখলার সাথে পালন করতে পারো। এবং তোমার দৃঢ়সংকল্প ও লক্ষ্য থাকতে হবে। তুমি যেরকম ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে চাও, সেভাবে নিজেকে পরিণত করো। তুমি যদি সে সকল শুকনো চিন্তা অনুভব শক্তি এবং যথাযথ কার্যক্রম চালিয়ে যাও, যেসব চর্চার ফলে একটি ইতিবাচক চরিত্র গঠন হয় এবং তুমি শক্তি ও দৃঢ়তার সাথে তোমাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করতে শেখো, তাহলে তুমি একটি আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে। কারণ দেখা যাবে, এ সকল অর্জন-এর ফলে এখানে বর্ণিত অন্যান্য গুণাবলিরও তুমি অধিকারী হতে পারবে।

ইতিবাচক চরিত্রের মানুষের একটা বৃহৎ ও আকর্ষণীয় শক্তি থাকে, এবং এইটা কিছু দৃশ্যমান এবং কিছু অদৃশ্যমান বিষয়ের উপর আরোপিত হয়। যে মুহূর্তে তুমি এমন একটি লোকের কথা শোনার দূরত্বে আসো, তখন তিনি এমনকি একটি শব্দ উচ্চারণ না করলেও তার নিজের মাঝে থাকা অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব বুঝা যায়।

প্রতিটি সন্দেহজনক বিনিময় ক্রিয়া নেতিবাচক চিন্তা এবং ধনাত্মক কাজে যতই তুমি নিয়োজিত হও, তা তোমার চরিত্র বৈশিষ্ট্য খুব সূক্ষ্মভাবে বিনষ্ট করবে।

'আমাদের চোখের প্রতিটিপলকে আমাদের হাসির মাঝে, শ্রদ্ধা প্রদর্শনে এবং করমর্দনকালে অপরাধ স্বীকার এর স্বীকৃতি অনুভব করা যায়। তার পাপকার্যগুলো তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তার ভালো গুণাবলি দ্রুত প্রকাশিত হতে থাকে।

মানুষ জানে না, কেনো অন্যেরা তাকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু আসলেই তারা তাকে বিশ্বাস করে না। পাপ কাজের জন্য তার চোখগুলো চকচক করে, তার বিবরণ হয়, না শক্ত হয়ে যায়, তার মাথার পেছনে ভাব পশুর রূপ ধারণ করে এবং এটা বলা যায়, উড়িয়া বাজার কপালে একটা নির্বোধ ব্যক্তির প্রতিরূপ'।

–ইমারসন।

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গঠনের উন্নয়নের জন্য সাতটি বিষয়ের প্রথমটির উপর আমি এখন তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। তোমরা লক্ষ করেছো যে, এই

BanglaBook.org

পাঠ্যক্রমের সর্বত্রই আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, কিভাবে অন্যের সাথে একমত হওয়ার বাস্তব সুবিধা আদায় করা যায়। যাই হোক, এ সকল মিথ্যাচারের সবচেয়ে বড় সুবিধা কিন্তু এই অভ্যাসের ফলে প্রাপ্ত আর্থিক বা পার্থিব ফল লাভ সুফল নয়, বরং এ ব্যাপারটা যারা চর্চা করে, তাদের বিতর্কে সুন্দর করতে সাহায্য করে।

তুমি অন্যের সাথে একমত পোষণ করার অভ্যাস অর্জন করো, দেখবে তুমি বাস্তব ও মানসিকভাবে লাভবান হবে। কারণ তুমি অন্যকে খুশি করার আনন্দের চেয়ে অন্য কিছুতেই এতো আনন্দিত হবে না। ঘাড় থেকে বাহু সরিয়ে ফেলো, এবং ত্যাগ করে অকারণে বিতর্ককারী ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে সরে যাও।

তোমার চোখের খোলা কাচ সরিয়ে ফেলো, যার মাঝে তুমি যা দেখো, তাকে জীবনে নিলাভ আলোকিত দৃশ্য বলে বিশ্বাস করো, এবং এর পরবর্তী লক্ষ করো বন্ধুত্বের উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা। তোমার হাতে আঘাত করার হাতুড়ি দূরে ফেলে দাও, কারণ তুমি জেনে রাখো, জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার হচ্ছে নির্ঘাত ধ্বংসকারী নয়।

যে লোকটি গৃহ নির্মাণ করে, সে একজন শিল্পী। কিন্তু যে লোক এটা নষ্ট করে, সে হচ্ছে একজন বাতিলকৃত ব্যক্তি।

তুমি যদি একজন দুর্দশাপূর্ণরূপ হলো, পৃথিবীর লোকজন তোমার নির্বাচক আবোল-তাবোল কথা শুনাবে, যা তোমার কোনো কাজে আসবে না, কিন্তু যদি তুমি একজন আদর্শবান ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হও, তখন সবাই তোমার কথায় মনোযোগ দেবে। কারণ এটাই হওয়া কাঙ্ক্ষিত। দুর্ধর্ষ কোনো ব্যক্তি কখনো একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হতে পারে না।

সমস্ত বিক্রয়কর্মীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অন্যদের সাথে একমত হওয়া। আমার গভীর খেলার জন্য আমি আমার নিজ শহরের পাঁচ মাইল দূরে চলে যাই। কিন্তু আমি আমার গ্রহের থেকে দুষ্ট ব্লগ পড়েই এটা কিনতে পারি।

এর কারণ হচ্ছে, যে লোকটি গ্লাস বিক্রি করে, সে একজন শিল্পী। সে সব কিছুতে একমত থাকে। তা ঘাস ফার্ম দামে পাওয়া যায়, সেজন্য আমি সেখানে যাইনি, আমি তার আকর্ষণীয় এবং প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হই।

নিউইয়র্কের ৫০তম রোড এবং ব্রডওয়ের রিগেল স্টোরে আমি জুতা কিনতে যাই। এজন্য নয় যে, অন্য কোথাও আমি একই দামে জুতা কিনতে পারি না। কিন্তু

BanglaBook.org

সে রিগেল স্টোরের ব্যবস্থাপক মিস্টার কবির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, সেটাই সেখানে যাওয়ার কারণ। সে যখন আমায় পায়ের জুতা পরিয়ে দেয়, তখন সে আমার মনের পছন্দের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

পঞ্চম এভিনিউ'র ৪৪তম রাস্তায় হ্যারিম্যান ন্যাশনাল ব্যাংক। আমার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি কোনো ভালো মানের ব্যাংক নেই, একথা ঠিক নয়। তবু আমি হ্যারিম্যান ন্যাশনাল ব্যাংকেই আমি আমার কাজ সম্পন্ন করি। কারণ সে ব্যাংকের টাকা গণনাকারী, কোষাধ্যক্ষ, গোয়েন্দা কর্মচারী, এমনকি মিস্টার হ্যারিম্যান নিজে, প্রত্যেকেই আমার সাথে অত্যন্ত প্রীতিময় আচরণ করেন। ব্যাংকে আমার হিসাবটি অর্থের পরিমাণে ছোট, কিন্তু তারা আমাকে বড় হিসাবধারী ব্যক্তির মতোই মর্যাদা দেয়।

মিস্টার জন-ডি-রকফেলারের আমি অত্যন্ত গুণগ্রাহী। এটা এ কারণে নয় যে, তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির সন্তান। বরং এজন্য যে, তিনিও একজন প্রীতিময় ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

পেনসিলভানিয়ার ছোট্ট শহর ল্যাংকাস্টারে এমটি গার্ডেন নামে একজন অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী বাস করেন। তার সাথে দেখা করতে আমি শত শত মাইল ভ্রমণ করতে রাজি আছি। শুধু তিনি যে একজন সম্পদশালী ব্যবসায়ী সে জন্য নয়, বরং তিনি একজন মনোমুগ্ধকর প্রীতিময় ব্যক্তিত্ব এ কারণে। যাই হোক আমি মনে করি, তার পার্থিব সাফল্যের সাথে তার অমায়িক ব্যবহারের বিষয়টি জড়িত।

আমার কোটের পকেটে আমি একটি পার্কার ঝর্ণা কলম রাখি। আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরাও একই ব্যান্ডের কলম ব্যবহার করে। এটা এ জন্য নয় যে, এর চেয়ে ভালো মানের কলম পাওয়া যায় না। বরং এটা এ কারণে যে, মিস্টার জর্জ-এস-পার্কারের অসামরিক ব্যবহারের জন্য আমি তার প্রতি আকৃষ্ট।

আমার স্ত্রী মহিলাদের একটি পত্রিকা রাখেন, এটা এর জন্য নয় যে, এর চেয়ে ভালো মানের পত্রিকা বা ম্যাগাজিন পাওয়া যায় না। এটার কারণ হচ্ছে, আমরা বহু বছর থেকেই এই পত্রিকাটির গ্রাহক।

যখন থেকে এডওয়ার্ড বুক এটা সম্পাদিক ছিলেন। কারণ তিনি অত্যন্ত প্রীতিময় অসাম লেখার অভ্যাস অর্জন করেছিলেন। হে সংগ্রামী তীর্থযাত্রীরা, যারা

BanglaBook.org

রামধনুর প্রান্ত খোঁজ, হে কাঠুরে ও ভিস্তিওয়ালি তোমার পথের পাশে কিছুক্ষণ থামো এবং সকল নারী ও পুরুষের কাছে শিক্ষা নাও, কিভাবে আন্তরিক ও অমায়িক আচরণের মাধ্যমে তারা সফলতা লাভ করেছিলেন।

নিষ্ঠুরতা এবং গোপনীয়তার প্রভাবে তুমি হয়তো একবারমাত্র জয়লাভ করতে পার। তুমি যতটুকু প্রয়োজনবোধ করো, তার চেয়ে অনেক বেশি মজুত করতে পারো শুধুমাত্র চতুর এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং অমায়িক ও প্রীতিময় ব্যবহারের অধিকারী না হয়ে। কিন্তু খুব শিগগির বা পরবর্তীকালে তুমি জীবনের এমন স্তরে পৌঁছাবে যে, তোমার ধন-সম্পদ শূন্যতার জন্য বেদনাবোধ ও অনুশোচনায় আক্রান্ত হবে।

নেপোলিয়ন-এর সমাধির উপর দাঁড়ানো লোকটির নাম উচ্চারণ না করে পারছি না, যার হৃদয়ানুভূতিকে আমি গভীরভাবে অনুভব না করে শুধুমাত্র বল প্রয়োগ দ্বারা শক্তি ও অবস্থান অর্জন করার চিন্তা করেছি। তার চিন্তাগুলো ছিল এরকম–

'কিছুক্ষণ আগে আমি প্রাচীন নেপোলিয়নের সমাধির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম, যা ছিল একটি স্বর্ণ দ্বারা প্রলেপিত সমাধি স্তম্ভ, একটি দেবতা-প্রতিম মৃতদেহের উপর স্থাপিত, বিরল ও নাম না জানা মার্বেলখচিত শবাধার। সেখানে ছিল সে ক্লান্তিহীন মানুষটির সর্বশেষ দেহভস্ম।

আমি সমাধিস্তম্ভের ঝুল বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়ালাম এবং আধুনিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিকের জীবন কাহিনী নিয়ে ভাবতে লাগলাম। আমি তাঁকে টাউলিনে দেখেছি, আমি তাকে শীন নদীর তীরে আত্মহত্যার চিন্তায় নিমগ্ন হতে দেখেছি।

আমি তাকে প্যারিসের রাস্তায় জনতাকে থামাতে দেখেছি।

আমি তাকে ইতালিতে সৈন্যদের নেতৃত্ব দিতে দেখেছি।

আমি তাকে লোদিতে ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে সেতু পার হতে দেখেছি।

আমি তাকে মিশরের পিরামিডের ছায়াতলে দেখেছি।

আমি তাকে আল্পস পর্বতমালা জয় করতে দেখেছি, আমি দেখেছি ফ্রান্সের ঈগলদের সাথে পর্বত চূড়ার ঈগলদের মিশ্রিত করতে।

আমি তাকে দেখেছি মেরেংগো, আলম এবং অস্টারলিটজ নামক স্থানে। আমি তাকে রাশিয়ায় দেখেছি, যখন তুষার দেশের পদাতিক সৈন্য এবং অশ্বারোহী সেনাদল তার সেনাবাহিনীকে শীতের বিবর্ণ পাতার ন্যায় ছত্রভঙ্গ করে দিল।

BanglaBook.org

আমি তাকে দেখেছি, লিপসিক নামক স্থানে, পরাজয় এবং দুরবস্থার মাঝে যেভাবে প্যারিসের উপর লক্ষ লক্ষ বেয়নেটের আঘাত এবং বন্য আক্রমণ তার সেনাদলকে এলবা শহরে বিতাড়িত করলো।

আমি দেখেছি, তার প্রতিভাশক্তির বলে কিভাবে একটি সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে পুনর্দখল করেছিলেন। আমি তাকে দেখেছি, ভয়ঙ্কর ওয়াটার-লু যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে সুযোগ এবং ভাগ্য একত্রিত হয়ে তাদের পূর্ববর্তী রাজার ভাগ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আমি সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তাকে দেখেছি, তার পেছনে হাত বাধা অবস্থায় বিষণ্ন ও গভীর সমুদ্রের পানে তাকিয়ে ছিলেন। আমি ভাবছিলাম, তিনি যাদের বিধবা ও পিতৃ-মাতৃহীন করেছেন তাদের জন্য, ভাবছিলাম তার গৌরবের জন্য যে অশ্রুপাত হয়েছিল তার জন্য এবং ভাবছিলাম, সে একমাত্র মহিলার জন্য, যিনি তাকে চিরদিন ভালোবেসেছিলেন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার শীতল পরশে তাকে হৃদয় থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

এবং আমি বলেছিলাম, আমি বরং একজন ফরাসি কৃষক হবো, এবং ছেঁড়া কাঠের জুতো পড়ে থাকবো। আমি একটি কুঁড়েঘরে বাস করবো, যার দরজার উপরে থাকবে আংগুর লতা এবং আঙ্গুর ফলগুলো শরতের রোদের প্রণয় চুম্বনে রক্তিম বর্ণ ধারণ করবে।

আমি সেই দরিদ্র কৃষক হবো, আমার স্ত্রী দিনশেষে আমার পাশে বসে সেলাই কাজ করবে এবং আমার সন্তানেরা আমার হাঁটুর উপর বসে থাকবে, তাদের বাহুগুলো আমাকে জড়িয়ে থাকবে।

'নেপোলিয়ন গ্রেট' নামক শক্তি এবং হত্যার প্রতিভু রাজকীয় ব্যক্তিত্ব না হয়ে আমি হতে চাই সে ব্যক্তি এবং স্বপ্নবিহীন, ধূলিকণার শব্দহীন নির্বাক নির্জনতায় ডুবে যেতে চাই।

আমি একটা কথা উল্লেখ করে এই অধ্যায়টি চূড়ান্ত পর্যালোচনা করে বলতে চাই যে, এটা একটি মৃত্যুহীন নিবন্ধ, যেখানে একজন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন করে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত একটি অপমান ও লজ্জাজনক মৃত্যুবরণ করলেন। তখন তিনি ছিলেন একজন সমাজ থেকে বিতাড়িত ব্যক্তি। সভ্যতার ইতিহাসে একটি বড় আঘাত, এবং একটি পরাজয়ের প্রতিক। কারণ তিনি প্রীতিময় সুশোভন ব্যবহারের নীতি গ্রহণ করার দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। কারণ তার অনুসারীদের কল্যাণের জন্য তিনি নিজের আত্ম-অস্তিত্বকে কখনো নত করেননি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ॥ ৩

সাফল্যের বিধিমালা

নির্ভুল চিন্তা

(তুমি কাজটা পারবে, যদি তুমি বিশ্বাস করো তুমি তা পারবে)

সাফল্যের বিধিমালা বিষয়ক সম্পূর্ণ পাঠক্রমের মধ্যে এই পাঠ্যক্রমটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয়। এটা এজন্য গুরুত্ব বহন করে যে, সমস্ত পাঠক্রমটির মধ্যে এই অধ্যায়ের নীতিমালা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এটা উপস্থাপন করা খুবই কঠিন, কারণ গড়পড়তা শিক্ষার্থীদের সাধারণ অভিজ্ঞতার সীমানা এটার বিষয়বস্তু থেকে অনেক দূরে এবং তাদের এমন ভাবনার জগতে নিয়ে যাবে, যেখানে তারা বিচরণ করতে অভ্যস্ত নয়। অত্যন্ত খোলা মনে তুমি যদি এই অধ্যায়টি পাঠ না করো, তাহলে পাঠক্রমটির মূল কাঠামো বুঝতে সক্ষম হবে না এবং মূল বিষয়টি বুঝতে না পারলে কখনো সাফল্যের পথে সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। এ পাঠক্রমটি তোমাকে এমন একটি চিন্তা ধারণা দেবে, যা তুমি অতীতে যেসব বিবর্তনমূলক ধারণা নিয়ে গড়ে উঠেছে, তার থেকে অনেক উপরের স্তরের। এ কারণে তুমি বিষয়টি পড়ে বুঝতে না পারলে প্রথম বারেই হতাশ হইও না।

আমাদের বেশিরভাগ লোকই যা আমরা বুঝি না, তা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। এবং মানুষের এই ধরনের ইচ্ছাকে মনে রেখেই আমি তোমাদের সতর্ক করছি যে, প্রথম পড়ার মতো এ পাঠক্রমের সবকিছু ভালোভাবে বুঝতে না পারলে, হতাশ হয়ে তোমার মনোযোগকে ফিরিয়ে নিও না।

হাজার বছর ধরে মানুষ কাঠ দিয়ে জাহাজ তৈরি করে আসছিল, তারা অন্য কিছুর কথা ভাবতো না। একমাত্র কাঠ দিয়ে তৈরি কিছুই জলে ভাসে–তাদের এই ধারণা ছিল। এটার কারণ হচ্ছে, তারা আরও উন্নত চিন্তায় অগ্রসর হতে পারেনি যে, ইস্পাত নির্মিত বস্তুও জলে ভাসে এবং জাহাজ নির্মাণের জন্য এটা কাঠের চেয়ে অনেক ভালো ও উন্নত।

BanglaBook.org

তারা জানতো না যে, কোনো বস্তু যে পরিমাণ জল সরাতে পারে, তার চেয়ে তার ওজন কম হলে সে বস্তু জলে ভাসতে পারে। এবং এতো বড় সত্যটা জানার আগ পর্যন্ত তারা কাঠ দিয়েই জাহাজ নির্মাণ করতো।

প্রায় ২৫ বছর আগে বেশিরভাগ মানুষই জানতো যে, শুধুমাত্র পাখিরাই উড়তে পারে, কিন্তু এখন আমরা জানি যে, মানুষ শুধু পাখিদের মতো উড়তেই পারে না বরং এর চেয়ে বেশি অনেক কিছু পারে। সাম্প্রতিককালেও মানুষ জানতো না যে, বিশাল মহাশূন্য যাকে আমরা বায়ুমণ্ডল বলি, সেটা পৃথিবীর অন্য কিছুর চেয়েও জীবন্ত এবং সংবেদনশীল। তারা জানতো না যে, মানুষের কথার শব্দমালা একটি বিদ্যুৎচমকের গতিতে ইথারে ভেসে যাবে, এবং তা কোনো তার ছাড়া। তাদের মনোজগৎকে উন্মুক্ত করে এসব তথ্য বুঝার আগে কি করে তারা এসব জানতে পারলো?

এ পাঠক্রমটি উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমাদের মনকে খোলামেলা এবং প্রসারিত করা, যাতে তোমরা নির্ভুলভাবে কোনো কিছু চিন্তা করতে পারো। মনের দ্বার খোলার এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে তোমরা সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবার শক্তি অর্জন করবে।

পূর্ববর্তী সবগুলো পাঠ্যক্রমে তোমরা লক্ষ করেছো যে, আমরা এমন কতোগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, যা তোমরা ভালো বুঝতে এবং আয়ত্ত করতে পারো। তোমরা আরো লক্ষ করবে যে, এই ধারাগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো অনুসরণ করলে পার্থিব সম্পদ লাভ করায় সাফল্য আনে। এটা এজন্য প্রয়োজন যে, বেশিরভাগ মানুষের কাছেই সাফল্য এবং অর্থ সমার্থক শব্দ।

যুক্তিযুক্তভাবেই এ পাঠক্রমের পূর্ববর্তী বিষয়গুলো তাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে, যারা সাফল্যের পথ পেয়ে জাগতিক এবং বাস্তব সম্পদ লাভ করতে পারে। বিষয়গুলো অন্যভাবে উপস্থাপন করার সময়ে আমি সচেতন ছিলাম, পাঠক্রমের শিক্ষার্থীরা হতাশা অনুভব করবে যদি সাফল্যের পথে আমার নিছেশনা ব্যবসায় অসাধারণ এবং শিল্প ব্যতীত অন্য কোনো পথে পরিচালিত হতো। কারণ এটা খুবই সাধারণ জ্ঞান যে, বেশিরভাগ মানুষই সাফল্য অর্থে সত্যিকার সাফল্যই মনে করে। ভালো কথা, যারা এ মানের সাফল্য চায়, তাদেরকে সেটা পেতে দাও। কিন্তু আরো অনেকে আছে, যারা সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে জাগতিক মানের চেয়ে উন্নত সাফল্যের আশা করে। এবং এ পাঠক্রমের বিষয়গুলো বিশেষ করে তাদের উপকারের জন্যই প্রণীত হয়েছে।

BanglaBook.org

নির্ভুল চিন্তার দুটো মৌলিক বিষয় আছে। এবং যারা এটা চর্চা করবে, সবারই পালন করা উচিত।

প্রথমত সূক্ষ্ম এবং নির্ভুলভাবে চিন্তার জন্য শুধুমাত্র তথ্যাবলি থেকে আসল ঘটনা আলাদা করতে হবে। তোমার কাছে অনেক তথ্যই থাকবে, যেগুলো আসল ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

দ্বিতীয়ত ঘটনাবলিকে তুমি দুই শ্রেণিতে আলাদা করবে। যথা প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয়। অথবা প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক। এটা করলেই তুমি পরিষ্কার ধারণা পাবে। তোমার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সকল প্রকৃত ঘটনা তুমি ব্যবহার করতে পারবে, সেগুলোই হচ্ছে প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক। আর যেগুলো তোমার কোনো কাজে আসবে না, সেগুলো অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক।

প্রধানত কিছু লোকের উপেক্ষা ও অমনোযোগিতার জন্যই এই বিভাজন করা সম্ভব হয় না। এবং এর জন্যই যে সকল লোকের সমান সক্ষমতা ও সুযোগ থাকে, তাদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। তোমার নিজ পরিচিত মানুষের পরিধির বাইরে না গিয়ে তুমি এমন একজন লোককে লক্ষ্যবস্তু করতে পারো, যাদের তোমার চেয়ে বেশি সুযোগ ছিল না, অথবা হয়তো তাদের সক্ষমতা তোমার চেয়ে বেশি ছিল না, বা কম ছিল। অথচ তাদের সাফল্য বৃহৎ আকারের। এবং তুমি আশ্চর্য হয়ে ভাবো, এটা কেমন করে হলো?

পরিশ্রম সহকারে অনুসন্ধান করে দেখলে বুঝতে পারবে, সে সকল লোকেরা তাদের কর্মধারায় যে সকল বিষয় প্রভাব ফেলে, সেগুলোকে একত্রিত করে বারবার করার অভ্যাস আয়ত্ত করেছে।

তোমার কঠিন কর্মের চেয়ে অনেক কম কর্ম করেও তারা স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করছে।

অপ্রয়োজনীয় ঘটনাবলি থেকে প্রয়োজনীয় ঘটনাবলি আলাদা করার গোপন প্রক্রিয়া চর্চা করে, তারা এক ধরনের অবলম্বন এবং শক্তি তৈরি করেছে, যার দ্বারা তারা কড়ে আঙুল দ্বারা যে ভার উঠাতে পারে, তা তুমি তোমার সমস্ত শরীরের ওজন দিয়েও সামান্য পরিমাণ নড়াতে পারবে না।

যে ব্যক্তি তার সফলতাকে চূড়ান্ত করতে প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার অভ্যাস করে, সে এমন শক্তি অর্জন করে, যাকে তুলনা করা যায় একটি

BanglaBook.org

হাতুড়ি দিয়ে ১০ টন ওজনের আঘাতের সঙ্গে আরেকটি চ্যাপ্টা হাতুড়ি দিয়ে এক টন ওজনের আঘাত।

এ সকল উপমা যদি প্রাথমিক মনে হয়, তোমার অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, এই পাঠক্রমের অনেক শিক্ষার্থী এখনো কোনো জটিল বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার যোগ্যতা অর্জন করেনি, এবং জোর করে তাদের এভাবে করতে বললে সেটা তাদের আরও পশ্চাৎপদ করে দেবার সমান হবে।

প্রকৃত ঘটনা এবং শুধুমাত্র তথ্যাবলির পার্থক্য বুঝার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হলে এই ধরনের লোককে পর্যবেক্ষণ করো, যারা শুধুমাত্র যা শোনে, তার উপরই নির্ভর করে, যারা বাতাসে যেসব গুজব ভেসে বেড়ায় তাতে প্রভাবিত হয়, যা পত্রিকায় পড়ে জানতে পারে বিনা বিশ্লেষণে তা মেনে নেয় এবং যারা তাদের শত্রু প্রতিযোগী এবং সমসাময়িক অন্যদের সম্পর্কে যা বলে, তার উপর নির্ভর করেই তাদের বিচার করে। এই বিষয়টি পাঠ করার সময় তোমার পরিচিতিজনদের থেকে এমন একজনকে উদাহরণ হিসেবে খুঁজে বের করো, যার প্রতিরূপ তোমার মনে স্থির হয়ে থাকবে।

লক্ষ করে দেখো, এই ধরনের ব্যক্তি সাধারণত তার আলোচনা শুরু করার আগে এরকম আলাপ শুরু করে, আমি পত্রিকায় পড়েছি, বা লোকে বলে ইত্যাদি। নির্ভুল চিন্তার ব্যক্তি জানেন যে, পত্রিকার সংবাদ সব সময় নির্ভুল বা যথাযথ হয় না। তারা আরো জানেন যে, পত্রিকায় যা লেখা হয় সেখানে প্রায়ই সত্যের চেয়ে বেশি মিথ্যাচার হয়। তুমি যদি তথাকথিত 'আমি পত্রিকায় পড়েছি, বা লোকে বলে, এই শ্রেণির বাইরে না যেতে পারো, তাহলে নির্ভুল চিন্তার মানুষ হবার স্তর থেকে তুমি এখনও অনেক দূরে অবস্থান করছো।

উত্তপ্ত হলে আলো দেয় এমন বৈদ্যুতিক বাতি তৈরি করার আগে মহান এডিসন দশ হাজার বার অকৃতকার্য হয়েছিলেন। সাহস হারিও না এবং তোমার পরিকল্পনা শেষ হবার আগে দু-একবার অকৃতকার্য হলেও সে চেষ্টা থেকে বিরত থেকো না। অবশ্য অলস গুজব আলোচনা এবং খবরের কাগজের প্রতিবেদনে অনেক সত্যতা ও সত্যি ঘটনাও ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু একজন নির্ভুল চিন্তার ব্যক্তি, তিনি যা শুনেন এবং দেখেন, সব কিছুই গ্রহণ করবেন না। এজন্যই আমি জোর দিয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই ব্যাপারটার মাঝে অনেক উত্থান-পতন আছে, যার উপর অনেক মানুষ ভুল করে হোঁচট খায় এবং শেষ পর্যন্ত ভুল সিদ্ধান্তের তলাবিহীন সাগরে

BanglaBook.org

নিমজ্জিত হয়ে পরাজয় বরণ করে। আইনি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি নীতি চালু আছে, যাকে বলা হয় 'সাক্ষ্যপ্রমাণ আইন' এবং এই আইনটি প্রয়োগের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সত্যিকার ঘটনা জানা।

যেকোনো বিচারকই সবার উপর সুবিচার করতে পারেন, যদি বিচারের জন্য তার কাছে সত্য ঘটনার উল্লেখ থাকে। কিন্তু যদি তিনি সাক্ষ্য-প্রমাণ আইনের ধারাটি এড়িয়ে গিয়ে শোনা কথার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত ও রায় প্রদান করেন, তাহলে সেটা নিরপরাধ লোকের উপর অবিচার ও ক্ষতিকর হবে।

সাক্ষ্য আইনটির প্রয়োগ বিষয় এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হয়। তুমি যে বিষয়টাকে সত্য বলে জানো, সেটা না জানা থাকলে তুমি তোমার বিচার কাজ উপস্থাপনার যুক্তি অনুযায়ী করবে, যার অংশবিশেষ ঘটনা তোমার জ্ঞাত আছে এবং এতে তোমার কোনো ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।

এই পাঠক্রমের এ বিষয়টি খুবই সংকট এবং গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য আমি নিশ্চিত হতে চাই যে, তোমরা এটাকে হালকাভাবে নিও না। অনেক লোকই সত্যিকার বিষয়টা জানার জন্য ভুলবশত বা অন্য কোনো কারণে এই কাজটি করে। এবং সেটা দ্রুত জানার জন্য এমন কিছু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, এজন্য তার নিজের স্বার্থ বৃদ্ধি হয়। অপরদিকে এটা বিবেচিত হয় না যে, এতে অন্যদের অধিকার ব্যাহত হয়। যতই দুঃখজনক হোক একথা সত্য যে, আজকালকার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা নির্ভুলতার থেকে অনেক দূরে এবং একমাত্র নিজের সুবিধা বা স্বার্থের উপরই ভাবনাগুলো প্রতিষ্ঠিত।

এটা নির্ভুল চিন্তার অগ্রসর শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, কতজন লোক পাওয়া যাবে, যারা তাদের কাছে লাভজনক বিষয়টিতে সৎ থাকে। কিন্তু একটি অসৎ প্রক্রিয়াও যদি আরো লাভজনক এবং সুবিধাজনক হয়, তবে সেজন্য অসংখ্য সত্য ঘটনা খুঁজে বেড়ায়।

এতে সন্দেহ নেই যে, তোমরা সে ধরনের লোকদের সন্ধান জানো। নির্ভুল চিন্তাধারা একটা নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে চলে এবং তারা সে নির্দেশ অনুযায়ী তাদের চালিত করে। এবং তারা সবসময় সে মান অনুসরণ করে। যদিও এই নিয়মটা সবসময়ই তার তাৎক্ষণিক সুবিধা আনতে পারে না, অথবা মাঝে মাঝে তাদেরকে অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলে (এবং এটা সত্যিই)।

BanglaBook.org

নির্ভুল চিন্তাকারীরা সব সময় সত্য ঘটনা নিয়েই কাজ করে, সেটা যতই তাঁদের স্বার্থহানি করুক না কেন। কারণ তারা জানে যে, এই নীতিতে চললে তারা শেষ পর্যন্ত উচ্চ শিখরে পৌঁছবে, এবং তারা তাদের জীবনের সুনির্দিষ্ট ও প্রধান লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষমতা লাভ করবে।

প্রাচীন দার্শনিক ক্রয়েসাস তার মনের মধ্যে এই দর্শন চিন্তার গভীরতা বুঝতে পেরেছিলেন এবং বলেছিলেন, মানুষের জীবনযাত্রা একটি চাকার উপর ঘুরে। এবং এটার যান্ত্রিক কৌশল এমন যে, এটা মানুষকে সব সময়ের জন্য ভাগ্যবান করে না। নির্ভুল চিন্তাকারীরা তাদের অনুসারীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং আচরণে একটা নির্দিষ্ট মান রক্ষা করে। এবং তাদের সাময়িক অসুবিধাজনক সময় এবং প্রচুর সুবিধাজনক সময়েও তারা বিশ্বস্তভাবে এ মান বজায় রেখে চলে। কারণ একজন নির্ভুল চিন্তাকারী হিসেবে তাদের জানা আছে, গড়পড়তা নিয়মের কারণে তারা তাদের সাময়িক ক্ষতির সময়কালে নিজের মান বজায় রেখে যেটুকু হারিয়েছে, ভবিষ্যতের কোনো এক সময়ে তারচেয়ে অনেক বেশি লাভজনক অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে।

এতোক্ষণে তোমরা হয়তো বুঝতে পেরেছো যে, একজন নির্ভুল চিন্তাকারী হবার জন্য তোমাকে একজন বিশ্বস্ত ও অটল চরিত্রের অধিকারী মানুষ হতে হবে। কারণ তুমি দেখতে পাচ্ছো এটাই এ পাঠক্রমের গতিপথের দিকনির্দেশনা। নির্ভুল চিন্তাধারার পথে কিছুটা সাময়িক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, একথায় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথার সাথে সাথে আর একটি কথাও সত্য যে, গড়ে যে ক্ষতিপূরণমূলক লাভটা তুমি পাবে, তা এতো বৃহৎ অংকের যে, তুমি খুশি মনে সাময়িক ক্ষতিটা মেনে নেবে। সত্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রায়ই দেখা যায় যে, একমাত্র অন্যদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার উৎস থেকেই আসল সত্যটি বের করে আনা সম্ভব।

তখনই সতর্কতার সাথে সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি এবং কোন সূত্রে বা কার কাছ থেকে এগুলো পাওয়া গেছে, সে বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখা খুবই প্রয়োজনীয়। যখন সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো এমন ধরনের হয় যে, এটা সাক্ষীদের বিপক্ষে যায়, তখন এগুলো আরো ভালোভাবে পরীক্ষণ করা দরকার। কারণ যেসব সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণ নিজেদের পক্ষে যায়, সেটা প্রায়ই অতিরঞ্জিত হয়ে ভুল পথে চালিত হয়ে সাক্ষীদের ঘটনা বিন্যাসে বিঘ্ন ঘটায়।

BanglaBook.org

যদি একজন লোক অপরকে অপবাদ দেয় এবং তার মন্তব্যে কোনো সারবস্তু থাকে, তাহলে সেটাকে গ্রহণ করতে হবে। অন্তত তাকে প্রবোধ বাক্য দিয়েও সাবধান করতে হবে। কারণ এটা মানুষের খুবই সাধারণ প্রবণতা যে, যাদের তারা পছন্দ করে না, তাদের দোষ খুঁজে বেড়ানো।

নির্ভুল চিন্তাধারায় সিদ্ধ ব্যক্তিরা এমন ক্ষমতা অর্জন করে যে, তারা তাদের শত্রুদের সম্পর্কে বলার সময় তাদের দোষগুলোকে অতিরঞ্জিত এবং গুণাবলিকে কম করে বলে না, তবে এটা আসলেই ব্যতিক্রমী বিষয়, যা কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে না। কিছু কিছু অতি দক্ষ ব্যক্তিরাও এখন পর্যন্ত তাদের শত্রুগণ, প্রতিযোগীগণ এবং সমসাময়িক লোকের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার এই ধরনের কুৎসিত এবং আত্মধ্বংসী অভ্যাস থেকে দূরে থাকতে পারেনি।

আমি অত্যন্ত জোর দিয়ে একটা বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, যা একটি সাধারণ প্রবণতা। কারণ এ প্রবণতাটি নির্ভুল চিন্তাধারার জন্য একটি ক্ষতিকর বিষয়। তোমাদের একজন নির্ভুল চিন্তাবিদ হবার আগে এই বিষয়টি বুঝা ও বিবেচনা করা এজন্য উচিত যে, যে মুহূর্তে একজন লোক বা ভদ্র মহিলা জীবনের কোনো অংশে কর্তৃত্ব দিতে চায়, তখন অপবাদকারীরা তার বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে এবং কানাঘুষা করে তার চরিত্রকে কলঙ্কিত করতে চায়।

একজন মানুষের চরিত্র যত নির্মলই হোক না কেন, অথবা পৃথিবীকে দেখার মতো যে সেবাই দিক না কেন, তারা সে সকল বিপথগামী মানুষের দৃষ্টি এড়াতে পারে না, যারা ধ্বংস করে আনন্দ পায়, কিন্তু সৃষ্টি বা নির্মাণ করে নয়।

লিংকনের রাজনৈতিক শত্রুরা প্রচার করেছিল যে, তিনি একজন কৃষ্ণকায় মহিলার সাথে বসবাস করতেন। ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক শত্রুরাও তার সম্পর্কে একই প্রতিবেদন প্রচার করেছিলেন।

যেহেতু লিংকন এবং ওয়াশিংটন দুজনেই দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, তাই প্রতিবেদনটি সন্দেহাতীতভাবে তারা গ্রহণ করেছিল এটা ভেবে যে, প্রতিবেদনটি একই মাত্রার এবং একই সময়ের। এবং তারা এটাকে যথাযথ এবং অবমাননাকর মনে করেছিল। কিন্তু এই অপবাদপূর্ণ বিষয়টির সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য আমাদেরকে আমাদের প্রথম প্রেসিডেন্টের কাছে যেতে হচ্ছে না।

কারণ তারা, আরও এক ধাপ এগিয়ে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট হার্ডিং-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল এবং প্রচার করেছিল যে, তাঁর শিরায় নিগ্রোদের রক্ত প্রবাহমান ছিল। যখন উড্রো উইলসন প্যারিস থেকে একটা সুন্দর ধারণা ও বিশ্বাস নিয়ে ফিরে

BanglaBook.org

এলো যে, যুদ্ধ ত্যাগ করে আন্তর্জাতিক বিবাদকে মীমাংসা করতে হবে, তখন নির্ভুল চিন্তাবিদ ছাড়া সকলেই 'তারা বলে, লোকে বলে' এ সমস্বরের প্রতিবেদন বিশ্বাস করে প্রচার করলো যে, তিনি (উড্রো উইলসন) ছিলেন নিগ্রো এবং জুডোস ইসক্যাবিয়টের সংমিশ্রণ।

ক্ষুদ্র ও সস্তা রাজনীতিবিদগণ, মূর্খ জনগণ, যারা নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করতেন না, তারা সবাই এক জোট হয়ে যে লোকটিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তি, যিনি যুদ্ধপ্রথা বিলোপ করতে চেয়েছিলেন। অপবাদকারীরা হার্ডিং এবং উইলসন–দুজনকেই জঘন্য মিথ্যাচারের মাধ্যমে খুন করেছিল, তারা একইভাবে লিংকনকেও খুন করেছিলেন। তবে একটু জমকালোভাবে, অর্থাৎ একটি বুলেট দিয়ে তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে।

রাষ্ট্রনায়কত্ব এবং রাজনীতির ক্ষেত্রই একমাত্র স্থান নয়, যেখানে নির্ভুল চিন্তাবিদগণকে 'লোকে বলে' নামক সমস্বর বিষয়টি সম্পর্কে সাবধান হতে হবে, যখনই একজন লোক শিল্প অথবা ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে মনে করে, তখন এ সমস্বরের বিষয়টি আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

একজন লোক যদি তার প্রতিবেশীর তৈরি ইঁদুর মারার কল থেকে উন্নত বা ভালো জিনিস তৈরি করে, পৃথিবীটা তার দুয়ারে এসে আঘাত করবে এবং এমন সব লোককে জড় করে টেনে নিয়ে যাবে, যারা তার প্রশংসা করবে না, বরং তার খ্যাতিকে ধ্বংস করবে। ন্যাশনাল ক্যাশ রেজিস্টার কোম্পানির প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জন এইচ প্যাটারসন একজন উদাহরণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তার প্রতিবেশীর চেয়ে উন্নত মানের ক্যাশ রেজিস্টার প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু নির্ভুল চিন্তাবিদদের মনে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না, যা মিস্টার প্যাটারসনের প্রতিযোগিতা তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছিলেন।

উইলসন এবং হার্ডিং সম্পর্কে আমরা বিচার করতে পারি, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং বংশধরগণ তাদের এ সকল কাজকর্মের ফলে লিংকন এবং ওয়াশিংটনের সুনামকে কিভাবে পাপাচারপূর্ণ করে তুলেছিলেন।

সত্যনিষ্ঠা স্থায়ীত্ব বস্তু, অন্য সবকিছু সময়ের সাথে চলে যায়। এসকল কথার সূত্র উল্লেখ করা হচ্ছে, শুধু তাদের প্রশংসা করার জন্য নয়, যারা প্রশংসিত হবার প্রয়োজন মনে করে না. বরং বলা হচ্ছে, তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য যে,' লোকে বলে, কথাটার সত্যতা নিবিড় পরীক্ষণের প্রয়োজন এবং তখনই বেশি প্রয়োজন, যখন বিষয়টা নেতিবাচক অথবা ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির।

BanglaBook.org

তোমার জীবনের উপর যদি তোমার এমন গভীর ধারণা থাকে যে, তুমি কখনো এমন পরিকল্পনা করবে না, যাতে তুমি অন্য কাউকে এমন কোনো অনুরোধ না করা যার বিনিময়ে সে ব্যক্তি সে অনুযায়ী কিছুটা হলেও লাভবান হবে। আর এতেই তুমি সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে।

গঠনমূলক কোনো লোকের মুখে শুনা সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু এটা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার ফল বিপরীত হবে। উচিত হবে, সাক্ষ্যপ্রমাণ বিধিমালায় প্রাপ্য আইন অনুযায়ী সম্ভাব্য পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করা। একজন নির্ভুল চিন্তাবিদ হিসেবে এটা তোমার অধিকার এবং কর্তব্য যে, তুমি তোমার স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে গিয়েও ঘটনার প্রকৃত সত্যতা জানতে চেষ্টা করবে।

তোমার কাছে যত ধরনের তথ্য আসবে সেগুলো নিয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকলে তুমি কখনো একজন নির্ভুল চিন্তাবিদ হতে পারবে না। এবং যদি তুমি নির্ভুলভাবে চিন্তা না করো, তুমি তোমার জীবনে সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্যে পৌছার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হবে না।

অনেক মানুষই তাদের অনাগ্রহ, কুসংস্কার এবং ঘৃণার ফলে পরাজিত হয়েছে। কারণ তারা তাদের শত্রু এবং প্রতিযোগীদের অবমূল্যায়ন করেছে। নির্ভুল চিন্তাবিদগণ ঘটনার সত্যতা দেখে। তারা কুসংস্কার, ঘৃণা এবং শত্রুতার কু-মতলবে বিশ্বাস করে না। একজন নির্ভুল চিন্তাবিদ অবশ্যই একজন খেলোয়ার সুলভ মানসিকতার ব্যক্তি হবেন। এবং তাকে অন্যদের গুণাবলি এবং দোষ-ত্রুটির প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে। কোনো কারণ ছাড়া এটা ধরে নেওয়া উচিত যে, সকল লোকেরই এসকল দোষ-গুণের কিছুটা হলেও আছে।

'আমি বিশ্বাস করি না যে, আমি অন্যদেরকে প্রতারিত করতে পারি। আমি জানি, আমি নিজেকে প্রতারিত করতে পারি না।'

এই কাজগুলো অবশ্যই একজন নির্ভুল চিন্তাবিদদের আদর্শবাণী হওয়া উচিত।

আমি মনে করি উপরউক্ত নির্দেশনাগুলো তোমার সম্মুখের ঘটনাগুলো অনুসন্ধান-এর প্রয়োজনীয়তা বুঝার জন্য যথেষ্ট, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সেগুলো নিশ্চয়তা না পাবে। অতএব এখন আমি সে সকল সত্য ঘটনাবলি সংগঠন, শ্রেণিবিন্যাস এবং কিভাবে সেগুলো ব্যবহার করা যায়, সে সম্পর্কে শিক্ষা দান করবো।

BanglaBook.org

তুমি আর একবার তোমার পরিচিতদের মাঝ থেকে এমন একজনকে খুঁজে বের করো, যে অন্যান্য অনুসারীদের চেয়ে কম চেষ্টা করে বেশি ফল লাভ করে। লোকটিকে নিরীক্ষণ করো এবং দেখবে যে, সে একজন দক্ষ পরিচালনাকারী। সে জানে কিভাবে সত্য ঘটনাবলির ব্যবস্থা করে বেশি লাভ অর্জন করার বিধিমালাটির সহায়তা নিতে পারে, যা আমরা পূর্ববর্তী পাঠ্যক্রমে বর্ণনা করেছিলাম।

যে লোকটি জানে সে সত্যিকারের ঘটনা নিয়ে কাজ করছে, সে এটা আত্মবিশ্বাসের সাথেই করে। কারণ এটা তাকে কালক্ষেপণ, দ্বিধা এবং তার নিজস্ব মতবাদে স্থির হওয়ার জন্য বিলম্ব করা থেকে দূরে রাখে। সে আগেই বুঝতে পারে, তার চেষ্টার ফল কি হবে? কাজেই যে লোকটি ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে কাজ করে, এ লোকটি আরো দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে তার চেয়ে বেশি লাভবান বা উপকৃত হয়।

যে লোকটি ঘটনাবলি অনুসন্ধানের সুবিধা ও সুফলগুলো জানতে পেরেছে, সে নির্ভুল চিন্তা করার উন্নয়নের পথে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু যে লোকটি ঘটনাবলিকে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিভক্ত করা শিখেছে, সে আরো অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে।

শেষের লোকটিকে তুলনা করা যায় এমন একজনের সাথে, যে একটি হাতুড়ি দিয়ে এক আঘাতে যে কাজ করতে পারে, পরের লোকটিকে একটি চ্যাপ্টা হাতুড়ি দিয়ে সে কাজটি করতে দশ হাজার আঘাত করতে হবে।

চলো আমরা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করি কিছু লোক সম্পর্কে, যারা তাদের জীবনকর্মের ধারায় শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনা নিয়ে কাজ করেছিলেন।

এ পাঠক্রমটি বর্তমান কর্মজগতের পুরুষ ও মহিলাদের বাস্তব প্রয়োজনে যদি সংকলিত না হয়ে থাকে, তাহলে আমরা অতীতের বিখ্যাত লোকদের কাহিনি শুনাবো। যেমন প্লেটো, এরিস্টটল, এপিকটেটাস, সক্রেটিস, সলোমন, মোজেস এবং যীশুখ্রীষ্ট এবং তাদের সত্য ঘটনা নিয়ে চিন্তাভাবনার অভ্যাসের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

যাই হোক, আমরা আমাদের প্রজন্মের নিকটবর্তীদের মধ্য থেকে উদাহরণ খুঁজে নিতে পারি, যেটা এ নির্দিষ্ট বিষয়ে ভালো ফল লাভ ও উদ্দেশ্য লাভে সহায়তা করবে। এটা এমন একটা যুগ বা সময়, যখন অর্থ উপার্জনকে সাফল্যের সবচেয়ে শক্ত ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসো, আমরা এমন একজন মানুষকে নিয়ে

BanglaBook.org

আলোচনা করি, পৃথিবীর ইতিহাসে যার অর্থ সম্পদ বিশাল আকারের এবং যা অন্য কারও ছিল না। তিনি হলেন জন ডি রকফেলার। মিস্টার রকফেলারের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো একটি বড় গুণ ছিল, যা তার অন্যান্য গুণের চেয়েও উল্লেখযোগ্য ছিল। এটা ছিল তার জীবনের যেকোনো বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সত্য উদ্‌ঘাটন করে কাজ করা।

অত্যন্ত যুবক বয়সে (এবং একজন অত্যন্ত দরিদ্র যুবক থাকাকালীন) তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল, বৃহৎ সম্পদ তৈরি করা। এটা আমার উদ্দেশ্য নয়, এবং কোনো বিশেষ লাভের জন্য আমি রকফেলারের সম্পদ অর্জন করে ভাগ্যের উন্নয়নের বিষয় বলার জন্যও নয়; শুধু এটা বলার জন্য উল্লেখ করছি যে, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ ছিল, সত্য ঘটনা ও বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই তার ব্যবসায়িক দর্শন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অনেকে বলে থাকেন, মিস্টার রকফেলার সব সময় তার প্রতিযোগীদের প্রতি আন্তরিক ছিলেন না।

এ কথাটা সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু কেউই (এমনকি তার প্রতিযোগীরাও) কখনো তাকে এ নিয়ে দোষারোপ করতেন না যে, তিনি তার প্রতিযোগীদের প্রতি অবিচার করতেন, অথবা তাদের অবমূল্যায়ন করতেন। তিনি তার ব্যবসায় বিরূপ প্রভাব ফেলে এমন সত্য ঘটনাকে শুধু খুঁজে বের করতেন না, বরং তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোর মধ্যে কোনো সত্যতা পেতেন না, ততক্ষণ এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

টমাস এ এডিসন আর একজন বিখ্যাত উদাহরণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সংগঠন, শ্রেণিকরণ এবং প্রাসঙ্গিক সত্য ঘটনার মধ্য দিয়ে খ্যাতিমান হতে পেরেছিলেন। মি. এডিসন সাধারণত প্রচলিত আইনগুলোকেই তার কার্যক্রমে সাহায্যকারী মনে করতেন। কাজেই তিনি সে সকল আইনগুলো প্রয়োগ করার আগে ঘটনাগুলোর সত্যতা নিয়ে নিশ্চিত হতেন। প্রতিবারই তুমি একটি বোতাম টিপে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাও। মনে রেখো, এটা মি. এডিসনের দক্ষতা যে, তিনি প্রাসঙ্গিক সত্য, ব্যাপারটা সংগঠন করে এ কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রতিবারই তুমি রেকর্ড বাজাবার যন্ত্রে গান শুনো। মনে রেখো, মিস্টার এডিসনই সে ব্যক্তি, যিনি প্রাসঙ্গিক সত্য বিষয়ের উপর ধারণা করার পুনঃপুন অভ্যাসের মাধ্যমে এটা বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

প্রতিবারই তুমি চলন্ত ছবি দেখো। মনে রেখো, এটা বাস্তবায়িত হয়েছিল মিস্টার এডিসনের গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি নিয়ে ভাবনা চিন্তার অভ্যাস দ্বারা।

বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সত্য ঘটনাগুলোই হচ্ছে যন্ত্রপাতি, যা দিয়ে পুরুষ ও নারীরা কাজ করে। মি. এডিসনের কাছে শুধুমাত্র তথ্যাবলি অথবা লোকমুখে শুনা কোনো কিছুরই মূল্য ছিল না।

তবুও তিনি হয়তো সারা জীবন অন্য লক্ষ লক্ষ লোকদের মতো এগুলো নিয়েই সময় নষ্ট করেছিলেন। লোকমুখে শোনা ঘটনা দ্বারা কখনো উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি, গান শোনার যন্ত্র অথবা চলমান ছবি কিছুই প্রস্তুত করা সম্ভব হতো না। এবং যদি তাই হতো, ঘটনাগুলো হতো একটা দুর্ঘটনা।

এ পাঠক্রমে আমরা শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে যাচ্ছি কিভাবে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়? এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি ধারণা দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনার সৃষ্টি হয়।

বিক্রয় পেশার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রত্যাশিত ক্রেতাদের সম্পর্কে ভালো করে জানা এবং তোমার পণ্য ও সেবার গুণাগুণ সম্পর্কে তাদের অবহিত করা।

এ প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তোমার জীবনের সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য কি, তার উপর। কারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা হচ্ছে, ঐ বিষয় যা তুমি তোমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যের অধিকার হরণ না করে ব্যবহার করতে পারো।

অন্যান্য ঘটনাগুলো তোমার জন্য অতিরিক্ত এবং প্রায় কম গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক, অন্যান্য প্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলোও তুমি অসুবিধাজনকভাবে সংগঠন ও শ্রেণিকরণ করতে পারো, যার ফল তোমার জন্য খুব ভালো হবার নয়।

এপর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র নির্ভুল চিন্তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এগুলো ছিল যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা। মনে হয়, এ বিষয়টি নিয়ে বর্তমান পাঠ্যক্রমের কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে তারা যে বিষয় সম্পর্কে সুপরিচিত নয় সেগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। কারণ আমরা এখন এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি, যার সুফল-সংগ্রহ, সংগঠন এবং ঘটনা একত্রিতকরণের চেয়েও অনেক বেশি।

BanglaBook.org

এই বিষয়টিকে আমরা সৃজনশীল চিন্তাধারা নাম দিচ্ছি। এটাকে কেন সৃজনশীল চিন্তাধারা বলছি, তোমাদেরকে সেটা বুঝাবার জন্য আমাদেরকে সংক্ষেপে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে জানতে হবে, যার মাধ্যমে চিন্তাশীল মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল। চিন্তাশীল মানুষ এরা দীর্ঘদিন যাবৎ বিবর্তনের পথে ছিল এবং এ পথে তারা দীর্ঘদিন ভ্রমণ করেছিল।

টি টাউয়ার্ড-এর ভাষায়, (বাইবেল রহস্য এবং বাইবেলের অর্থ) মানুষকে বলা হচ্ছে, বিবর্তনমূলক পিরামিডের শীর্ষবিন্দু। এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অবস্থান পরিবর্তনের ফল। আমরা চিন্তাবিদ মানুষকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করতে পারি। আমরা বিশ্বাস করি মানবজাতি তার প্রাথমিক স্তর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল।

যেমন :

১। খনিজ যুগ এ সময়ে প্রাণের অবস্থান ছিল সর্বনিম্নে। তারা ছিল গতিবিহীন এবং নিষ্ক্রিয় এবং কিছু খনিজ পদার্থের সম্মিলন, যার কোনো চলমান শক্তি ছিল না।

২। এরপর আসে উদ্ভিদ যুগ। এ সময় প্রাণের কিছু গতির সঞ্চার হয়। মানুষের মাঝে জ্ঞানের উদ্রেক হয়, যার ফলে তারা খাদ্য সংগ্রহ, উৎপাদন ও নতুন করে জন্মানোর পদ্ধতি শিখে। কিন্তু তখনও তারা তাদের নির্দিষ্ট আবাসন বা অবস্থানের জায়গা থেকে সরে আসতে শিখেনি।

৩। এরপর আসে প্রাণী যুগ। এ সময় আমরা জীবনকে কিছুটা উচ্চতর এবং বুদ্ধিদীপ্তভাবে পাই। তখন তারা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচল করা শিখে উঠেছিল।

৪। এরপরে আসে মানবিক বা চিন্তাশক্তি প্রয়োগের যুগ। তখন আমরা জীবনকে তার সর্বোচ্চ গঠন পর্যায়ে দেখতে পাই। কারণ মানুষ চিন্তার জগতে প্রবেশ করেছে এবং চিন্তাধারা হচ্ছে, মানুষের জানা মতে সর্বোচ্চ সংগঠিত শক্তির রূপ। চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষের কোনো সীমারেখা নেই। মানুষ বিদ্যুৎ চুম্বকের গতিতে তার চিন্তার স্রোতকে দূর নক্ষত্রের জগতে পাঠাতে পারে। সে ঘটনাপ্রবাহকে একত্রিত করে নতুন আঙ্গিকে ধারণ করতে পারে। চিন্তার মাধ্যমে মানুষ ঘটনাকে সুক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করে তার বাস্তবরূপ দিতে পারে। সে যুক্তিসঙ্গত এবং অনুমাননির্ভর কার্যকরণ বের করতে পারে।

BanglaBook.org

৫। এরপর আসে আধ্যাত্মিক যুগ। এ সময়ে পূর্বে বর্ণিত চারটি নিচু স্তরের জীবন-অধ্যায় প্রকৃতিগতভাবে একটি অসীম পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে। এই স্তরে এসে মানুষ চিন্তার জগৎকে উন্মুক্ত করে এমনভাবে বিস্তার করেছিল, যতদিন তারা তাদের চিন্তার ক্ষমতাকে অসীম বুদ্ধিমত্তার জগতে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

এ পঞ্চম সময়ের যুগেও চিন্তাশীল মানুষদের এখনও শিশুকাল। কারণ তারা এখনো শিখে নাই তাদের সীমাহীন বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে কি করে এটাকে আধ্যাতিক শক্তি নামক এক বিরল শক্তিতে পরিণত করা যায়? এছাড়াও কিছুসংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া মানুষ এখনো বুঝে উঠতে পারেনি যে, চিন্তাশক্তি তাদেরকে অসীম বুদ্ধিমত্তার শক্তি অর্জনের পথে এতো সহায়ক।

এসকল ব্যতিক্রমী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন মোজেস, সলোমন, যীশু খ্রীষ্ট, প্লেটো, এরিস্টটল, সক্রেটিস, কনফুসিয়াস এবং তাদের মতো আরো কিছুসংখ্যক লোক। তাদের সময়কাল থেকে আমরা অনেক সত্যের সন্ধান পেয়েছি, যেটা তারা আংশিকভাবে আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেটা সেকালেও ছিল, বর্তমানেও আছে। সৃজনশীল চিন্তাধারাকে কাজে লাগাতে হলে বিশ্বাসের উপর আস্থা রেখে কাজ করতে হবে। এটাই হচ্ছে এভাবে চিন্তা না করার সবচেয়ে বড় কারণ।

মনুষ্য প্রজাতির সবচেয়ে মূর্খ শ্রেণির মানুষেরা একমাত্র শারীরিক এবং বাস্তব প্রকৃতির বিষয়ে অনুমাননির্ভর কার্যকারণ নিয়ে চিন্তা করতে পারে, কিন্তু আরও একটু উপরের স্তরে গিয়ে অসীম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে চিন্তা-ধারণা করা যায় কিনা, সেটা একটা প্রশ্ন।

একজন গড়পড়তা মানুষ তার পাঁচটি দৈহিক অনুভূতি যেমন দেখা, শোনা, বুঝা, ঘ্রাণ পাওয়া, স্বাদ পাওয়া; এগুলোর বাইরে কোনো কিছু পেলে তার কাছে সম্পূর্ণভাবে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার মতো বিষয়। অসীম বুদ্ধিমত্তা এসব কোনো কিছুর মাধ্যমেই অর্জন করা যায় না।

এবং আমরা এসব কোনো কিছুর মাধ্যমে সেটার জন্য কৃপা চাইতে পারি না। তাহলে কি উপায়ে আমরা অসীম বুদ্ধিমত্তার শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারি? এটা একটা সাধারণ প্রশ্ন।

এটার উত্তর হচ্ছে : সৃজনশীল চিন্তার মাধ্যমে।

ঠিক কি উপায়ে এটা করা সম্ভব সেটা পরিষ্কার করে বলার জন্য আমি এখন এ পাঠ্যক্রমের পূর্বে বর্ণিত কিছু অংশের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

BanglaBook.org

সেগুলোর মাধ্যমে তোমরা সৃজনশীল চিন্তাধারার অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়েছো। দ্বিতীয় পাঠ্যক্রমে এবং প্রকৃতপক্ষে এরপরের প্রতিটি পাঠ্যক্রম এবং বর্তমান পর্যন্ত তোমরা প্রায়ই একটি শব্দের সাথে পরিচিত হয়েছিলে; সেটা হচ্ছে আত্ম নির্দেশনা, (যে নির্দেশ তোমরা নিজেই নিজেকে দাও)।

আমরা এখন সে বিশেষ শব্দটিতে ফিরে আসছি। কারণ আত্ম নির্দেশনা, একটি দূর বার্তার মতো।

এর মাধ্যমে তুমি তোমার অবচেতন মনে এমন একটি ধারণা বা পরিকল্পনা ধারণ করতে পারো, যা তুমি বাস্তবরূপে রূপায়িত করতে পারো। এটা এমন একটি পদ্ধতি, যা তুমি সহজেই ব্যবহার করতে পারো।

অবচেতন মন হচ্ছে চেতনাসম্পন্ন মন, এবং অসীম বুদ্ধিমত্তার মাঝে একটা মধ্যবর্তী স্থান। তুমি একমাত্র তোমার অবচেতন মনকে তুমি সত্যিকারে কি চাও সে বার্তা পৌঁছালেই অসীম বুদ্ধিমত্তা প্রবৃত্তির সাহায্য কামনা করতে পারো। এখন তুমি একটি সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য অর্জনের মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলো অবগত হয়েছো।

তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য প্রস্তুত করা, তুমি যদি এখনও গুরুত্বপূর্ণ মনে না করো, অবশ্যই বর্তমান পাঠক্রমটি পূর্ণভাবে আয়ত্ত করার পূর্বে তুমি সেটা করবে।

কাজেই তুমি দেখতে পারছো যে, সাক্ষ্য-প্রমাণ বিধিমালাটি তোমার জন্য কতোটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এ পাঠ্যক্রমের প্রথম ভাগে যে নীতিমালাগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো সতর্কতার সাথে অনুসরণ করতে হবে। সেখান থেকে পরামর্শ নির্বাচন করে তুমি আত্মনির্দেশনার মাধ্যমে তোমার অবচেতন মনে প্রেরণ করবে। তুমি দেখতে পারো, কেন একজন ব্যক্তির পরিশ্রম সহকারে একটা ঘটনার সত্যতা অনুসন্ধান করাকে আবশ্যক মনে করে। তুমি একথাও ভেবে দেখো, কেন একজন লোক অপবাদকারী এবং কুৎসা রটনাকারীর কথায় বজ্রপাত করে না। কারণ এটা করার ফল হচ্ছে, অবচেতন মনে এমন কিছু তথ্য পাঠানো, যা বিষময় এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনার জন্য ধ্বংসাত্মক।

অবচেতন মন হচ্ছে একটি ক্যামেরার স্পর্শকাতর প্লেটের মতো, যেখানে ক্যামেরায় ছবি ধারণ করার পূর্বের যে কোনো বস্তুর ছবি স্থাপিত হয়। ক্যামেরার প্লেটটি ক্যামেরার কোনো বস্তুর ছবি ধারণ করবে, সেটা নির্বাচন করে না। লেন্সের ভেতর দিয়ে যে কোনো বস্তুর ছবিই এটা ধারণ করে।

BanglaBook.org

চেতন মনকে ক্যামেরার শাটারের সাথে তুলনা করা যায়, যা নাকি সংবেদনশীল প্লেট থেকে আলো সরিয়ে নেয় এবং ক্যামেরা চালকের ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই প্লেটে প্রতিফলন করে না।

ক্যামেরার লেন্সকে তুলনা করা যায় আত্মনির্দেশনার সাথে, কারণ এটাই কোনো বস্তুর ছবিকে ক্যামেরার সংবেদনশীল প্লেটে বহন করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এবং অসীম বুদ্ধিমত্তাকে তুলনা করা যায় সে বস্তুর সাথে, যা সংবেদনশীল প্লেটে স্থাপিত ছবিকে উন্নতভাবে বাস্তব ছবিতে পরিণত করে।

সাধারণ একটি ক্যামেরা এমন একটি চমৎকার যন্ত্রবিশেষ যার সাথে সৃজনশীল চিন্তাধারার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে তুলনা করা যায়।

প্রথমেই নির্বাচন করতে হবে বস্তুটি, যা ক্যামেরার সামনে খোলা রাখতে হবে। এটাকেই একজন মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্যের মতো মনে করা যায়। এরপরই আসে, সে উদ্দেশ্যটির পরিষ্কার একটা ধারণ প্রস্তুত করা এবং আত্মনির্ধারণী রূপ লেন্সের মাধ্যমে অবচেতন মনের সংবেদনশীল প্লেটে সেটা সত্যিকারভাবে চালিত করা।

এ পাঠক্রম এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে প্রাথমিককালে আমরা নিজের অভিজ্ঞতায় জেনেছি যে, অচেতন মন, আত্মনির্দেশনা, সৃজনশীল চিন্তা এসবকে আমি কতোটা কম জানতাম। তাই আমি এ পাঠক্রমের বর্ণনাকালে এসকল প্রতিটি শব্দকে যথাযথভাবে বোধগম্য উপমা এবং দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করবো। এটার উদ্দেশ্য হবে তাদের অর্থ বুঝিয়ে বলা এবং সে বোধটার প্রয়োগ করার পদ্ধতি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া, যাতে পাঠক্রমের কোনো শিক্ষার্থীই এটা বুঝতে অসমর্থ না হয়।

এ বিষয়ে আমি শব্দগুলো পুনরায় উল্লেখ করছি, যা তোমরা এ পাঠক্রমের আগামী অংশে দেখতে পাবে। বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি করছি এজন্য যে, অগ্রবর্তী শিক্ষার্থীরা এসব সম্পর্কে আগেই অবহিত ছিল কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা প্রথমে বিষয়টি ভালো করে বুঝতে পারবে না।

অবচেতন মনের একটা চমৎকার বৈশিষ্ট্য আছে, সেটার প্রতি আমি এখন তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। যেমন তুমি তোমার আত্মনির্দেশনার মাধ্যমে যে নির্দেশ পাঠাও, সেগুলো লিপিবদ্ধ হয় এবং খুব সাধারণভাবে নয়, প্রাকৃতিক উপায়ে;

BanglaBook.org

সেগুলোকে প্রাকৃতিক কাঠামোগতভাবে রূপান্তর করার জন্য অসীম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, তোমাকে পূর্ববর্তী বাক্যগুলো বুঝতে হবে। কারণ যদি তুমি বুঝতে না পারো, তাহলে তোমার অসফল হবার সম্ভাবনা আছে। এছাড়াও তোমাকে বুঝতে হবে, সমস্ত পাঠ্যক্রমটি কিসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে ভিত্তিটাই হচ্ছে অসীম বুদ্ধিমত্তার মূল নীতি নির্ধারক। সে বিষয়টিই প্রাথমিক পরিচিতিমূলক পাঠক্রমে উল্লিখিত 'মূল পরিকল্পনাকারী' বিধিমালার সাহায্যে নিজ ইচ্ছামতো প্রয়োগ করতে হবে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলো খুব যত্ন নিয়ে, সতর্কতার সাথে, চিন্তা করে এবং গভীরভাবে পড়ে দেখো।

অবচেতন মনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। তুমি মন থেকে যে নির্দেশ দাও, অবচেতন মন তার সবই গ্রহণ করে এবং সেভাবে কাজ করে। সেগুলো গঠনমূলক বা ধ্বংসমূলক হোক, অথবা সেগুলো বাহির থেকে আগত বা তোমার নিজের চেতন মনের নির্দেশ হোক, সবই অবচেতন মন গ্রহণ করে।

এখনই 'অসীম বুদ্ধিমত্তা' বিষয়ের আগমন হয়। বিষয়টি তখন মূল উদ্দেশ্যটির রূপরেখাটিতে উন্নত করে উদ্দেশ্যের চাহিদা অনুযায়ী সেটাকে বাস্তবে রূপ দেয়। এবার নিশ্চয়ই পরিষ্কার ধারণা হয়েছে যে, তোমাকে কি করতে হবে?

তুমি কোন ছবিটি তুলবে সেটা নির্বাচন করো। (সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য) এবার তুমি তোমার উদ্দেশ্যটিকে কেন্দ্র করে তোমার চেতন মনকে এমন দৃঢ়তার সাথে পরিচালিত করো, যেন আন্তনির্দেশনার মাধ্যমে সেটা অবচেতন মনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। আর সে ছবিটি বাস্তবায়িত হয়। তখন তুমি দেখতে শুরু করবে এবং আশা করবে সে ছবির বিষয়বস্তু বাস্তবরূপে সুস্পষ্ট প্রকাশ।

এ কথাটি মনে রাখবে, তুমি বসে থেকে অপেক্ষা করবে না, এবং তুমি বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে না, একথা আশা করে অপেক্ষা করো না যে, ঘুম থেকে জেগে তুমি দেখবে (অসীম বুদ্ধিমত্তা) তোমার সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য নিয়ে রচিত উদ্দেশ্য নিয়ে আকাশ থেকে তোমার উপর পানি পড়ছে।

তুমি সঠিক পথে এগিয়ে যাও। নিয়মিত পথে। এ পাঠক্রমের নির্দেশনাটি অনুসরণ করে তুমি দৈনিক কাজগুলি করে যাও। তুমি পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থার

BanglaBook.org

সাথে কাজ করে যাও। দেখবে উপযুক্ত সময় এবং যথাযথ উপায় তোমার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উপায় অবশ্যই তোমার কাছে ধরা দেবে।

প্রথম স্তর থেকে শেষ স্তর পর্যন্ত তোমার লক্ষ্য অর্জন হঠাৎ করে ধরা দেবে না, কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই সফল হতে পারে।

প্রচুর উদ্যোগ নিয়ে জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রে যদি কেউ প্রকৃত সদিচ্ছা নিয়ে অপচয় এর সেবা কাজে নিয়োজিত হয়, (কারো আহ্বানের অপেক্ষা না রেখে) তাহলে সে জীবনে বড় হতে পারবে।

অতএব, যখন তুমি প্রথম স্তরে বাস্তবায়ন করার সুযোগ পাবে, সেটা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবে এবং একইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পরবর্তী সকল স্তর একইভাবে সম্পন্ন করবে, যেগুলো তোমার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে অতি জরুরী মনে করো।

অসীম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করার ফলে রাতারাতি তোমাকে একটি গৃহ তৈরি করে দেখাবে না। কিন্তু অসীম বুদ্ধিমত্তা তোমাকে একটি উপায় ও প্রয়োজনীয় উপকরণ খুঁজে দেবে, যাতে নিজের গৃহ তুমি নিজেই তৈরি করতে পারো। অসীম বুদ্ধিমত্তা তোমার ব্যাংককে নির্দেশ দেবে না, তোমার হিসেবে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ জমা করতে। কারণ তুমি এই নির্দিষ্ট তোমার অবচেতন মনের ধারণ করেছে, কিন্তু অসীম বুদ্ধিমত্তা তোমার মনে এমন পথ দেখিয়ে দেবে, যাতে তুমি সে অর্থ ঋণ করে তোমার হিসেবে জমা করতে পারবে।

অসীম বুদ্ধিমত্তা কখনোই হোয়াইট হাউসের বর্তমান পথচারীকে সরিয়ে দিয়ে তোমাকে প্রেসিডেন্টের পদে বসাবেন। কিন্তু অসীম বুদ্ধিমত্তার অন্ততঃ ও সবটুকু উপায় আছে যে, এর দ্বারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে তোমাকে সে পদের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ করতে পারে, যাতে তুমি যথাযথ নিয়ম এর মাধ্যমে পদের অধিকারী হতে পারো।

তোমার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অলৌকিক কোনো কিছুর উপর ভরসা করবে না। কিছু অর্জন করার জন্য অসীম বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির উপর নির্ভর করে, যা তোমাকে স্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম করে, স্বাভাবিক আইনসঙ্গতভাবে তোমাকে সে লক্ষ্য অর্জনের পথে পরিচালিত করবে।

BanglaBook.org

তুমি এটা আশা করো না যে, অসীম বুদ্ধিমত্তা তোমাকে তোমার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর কাছে নিয়ে যাবে, বরং এটা আশা করো যে, অসীম বুদ্ধিমত্তা তোমার উদ্দেশ্যকে বাস্তবতার পথে পরিচালিত করবে।

প্রাথমিক শিক্ষার্থী হিসেবে তুমি এটা আশা করবে না যে, অসীম বুদ্ধিমত্তার ফলে তোমার পক্ষে দ্রুত ফল লাভ হবে। কিন্তু যখন তুমি নির্দেশনার নীতিগুলো আয়ত্ত করতে শিখবে এবং যখন তুমি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য এ পদ্ধতির উপর বিশ্বাসের ভিত্তি শক্ত করবে, তখন তুমি একটি সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য স্থির করতে পারবে এবং দ্রুত এর বাস্তবে রূপায়ণ দেখতে পারবে।

তুমি প্রথম যখন চেষ্টা করেছিলে তখন হাঁটতে পারোনি। কিন্তু একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে তুমি বিনা চেষ্টায় হাঁটতে পারো। তুমি বাচ্চাদেরকে দেখতে পাও, তার হাঁটা শেখার জন্য এদিক সেদিক দোল খায় এবং চেষ্টা করতে করতে হেসে উঠে।

সৃজনশীল চিন্তাভাবনা ব্যাপারটা প্রাথমিক শিক্ষার্থী হিসেবে তোমাকে তুলনা করা যায় একটি ছোট শিশুর সাথে, যখন সে হাঁটার চেষ্টা করতে থাকে। আমার এটা জানার পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে, যে এ তুলনাটা নিখুঁত। আমি সেটা বলবো না। আমি তোমাকে তোমার নিজস্ব মতে তোমার কারণটা বের করতে বলবো।

সব সময় বিবর্তন প্রক্রিয়ার নীতিমালা মনে রাখবে। যেগুলো পরিচালনার মাধ্যমে বাস্তবের সবকিছুই চিরদিন উপরের দিকে গমন করে এবং অসীম ও সসীম বুদ্ধিমত্তার মাঝের চক্রটি সমাপন করার চেষ্টা করে। মানবজাতি নিজেই বিবর্তন নীতিমালার কার্যকারণের সর্বোচ্চ উচ্চতর এবং উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

প্রথমত আমরা দেখেছি মানবজাতিকে পৃথিবীর খনিজদ্রব্যের মাঝে, যেখানে জীবন ছিল কিন্তু ছিল না কোনো বুদ্ধিমত্তা।

এরপর আমরা দেখেছি তার উত্থান উদ্ভিদ জগতের জন্মের মাঝে, যেটা ছিল আর একটু উন্নততর জীবন এবং সেখানে তার খাদ্য আহরণের জন্য যথেষ্ট বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারতো।

এরপর আমরা তাদের পেয়েছি প্রাণী যুগের মাঝে চলাচল করতে, যেখানে তাদের তুলনামূলকভাবে আরো একটু বুদ্ধি প্রবণতার সাথে চলতে হতো, এবং তখন তাদের ক্ষমতা ছিল এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচল করার। শেষপর্যন্ত আমরা দেখেছি, তাদের প্রাণিজগতের নিম্নস্তরের প্রাণীদের চেয়ে উন্নততর অবস্থায়, যেখানে

BanglaBook.org

তারা ছিল একজন চিন্তা করার শক্তি সম্ভব স্বতন্ত্র সত্তা। তাদের ক্ষমতা ছিল অসীম বুদ্ধিমত্তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

লক্ষ করে দেখো, মানবজাতি এক লাফে এতো উচ্চস্তরে পৌঁছায়নি। সে ধাপে ধাপে উঁচুতে উঠেছে এবং সম্ভবত পূর্ণ জন্মের পথ পেরিয়েছে।

এই বিষয়টা মনে রাখবে, এবং তখন তুমি বুঝতে পারবে, কেন তুমি যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করতে পারো না যে, প্রাকৃতিক নিয়মগুলো অসীম বুদ্ধিমত্তার ফলে এড়িয়ে গিয়ে মানুষকে সমস্ত জ্ঞান ও শক্তির ভাণ্ডার নিয়ে যেতে পারে। যতক্ষণ না তারা এই জ্ঞান ও শক্তিকে সসীম বুদ্ধিমত্তার চেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে না শিখে।

একজন লোক হঠাৎ করে শক্তি নিয়ন্ত্রণ স্থানে আসলে কি হতে পারে, সেটার একটা সুন্দর উদাহরণ জানতে চাইলে এমন এক ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করো, যিনি হঠাৎ করে স্বতন্ত্র ধনী হয়েছে, অথবা উত্তর ভিখারিসূত্রে ভাগ্যবান হয়েছেন।

জন-ডি-রকফেলারের খাঁটি অর্থ শক্তি শুধুমাত্র নিরাপত্তায় নয়, বরং এটা এমন এক ব্যক্তির কাছে আছে, যার সেবা পৃথিবীব্যাপী অর্থ মানুষই পেয়ে থাকে এবং যার দরুন সমস্ত অজ্ঞতা সংক্রামক রোগের বিস্তার পি লক হয়ে যাচ্ছে, এবং আরো হাজারো রকম সেবামূলক কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে, যা গড়পড়তা সাধারণ মানুষ আর কিছুই জানে না।

কিন্তু তুমি জন-ডি-রকফেলার সম্পর্কে কতোগুলো অল্পবয়সী বালক-এর কাছে দিয়ে দেখো।

যারা এখনো হাইস্কুল-এর গণ্ডি পার হয়নি। তুমি আরো কিছু কাহিনীর দেখা পাবে, যার বিস্তারিত বিষয় তোমার নিজের ধারণা এবং মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তোমার নিজের জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে পারবে। এই বিষয়ে চতুর্দশ পাঠ্যক্রম-এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে আরও কিছু জানাবো।

তুমি যদি কখনো কোনো চাষাবাদের কাজ বহর থাক তারপরও তুমি বুঝতে পারবে? যে ভূমি থেকে শস্য উৎপাদনের পূর্বে তোমাকে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হবে? তুমি বুঝতে পারবে যে, শস্য শুধুমাত্র বুনে উৎপাদন হয় না। শস্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় সূর্যের আলো রোদ এবং বৃষ্টি।

একইভাবে তুমি জানো যে, কৃষকের জমি কর্ষণ পড়তে হয় এবং যথাযথভাবে জমিতে বীজ বুনতে হয়। এ সকল কাজ শেষ করার পর সে প্রকৃতির করণীয় কাজের অপেক্ষা করে এবং প্রকৃতি কারো সাহায্য ছাড়াই নিজেকে এটা করে থাকে।

BanglaBook.org

এটা একটা নির্ভুল উপমা, যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি। একজন লোক কি উপায়ে তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। প্রথমে বিয়ের জন্য জমি প্রস্তুত করতে হবে, যার জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস, অসীম বুদ্ধিমত্তা এবং আত্ম নির্দেশনা ও অবচেতন মনের মূল কথা, যার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এর বীজ বপন করা যায়।

এরপর আগে অপেক্ষা করার সময় এবং উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়িত করার কাজ। এই সময়টাতে গভীর বিশ্বাস ধরে রাখতে হবে এবং বৃষ্টির মতো কাজ করবে। জানা থাকলে বীজগুলো বিপন্ন হয়ে মৃত্যু হয়ে যাবে। এরপর আসবে বাস্তব ফল লাভ অর্থাৎ তোলার কাজ। এবং একটি চমৎকার শস্য আহরণ প্রক্রিয়া এখন তোমাদের সামনে। আমি একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত আছি যে, আমি যেসব বিষয়ে লিখছি, সেগুলো বেশিরভাগই প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা প্রথমে বুঝতে পারবে না। কারণ প্রথমে আমার মনে এই অভিজ্ঞতা জমা আছে। যাই হোক, যখনই বিবর্তন প্রক্রিয়া এসব কাজের সাথে যুক্ত হবে (এবং এটা হবেই তাও কোনো ভুল নেই) তখন এই পাঠ্যক্রম এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রমের নিয়ম-নীতিগুলো তোমাদের কাছে পরিচিত হবে, যেমনটি দুর্নীতিতে তোমরা পারদর্শী হয়েছো। এরচেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো যে, দুর্নীতির ফলে তোমরা যে নিশ্চয়তা পেয়েছ, এই নিয়মগুলো তার সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করবে।

পাঠক্রমে প্রতিটি অংশই তোমাদেরকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পালন করতে সাহায্য করবে। নির্দেশগুলো যথাসম্ভব সরলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে যেকোনো লোকই সেগুলো বুঝতে পারে।

নির্দেশগুলো সঠিক মানে অনুসরণ করা ছাড়া শিক্ষার্থীদের আমরা আর কিছু বলার বাকি নেই। এ পাঠক্রমে তোমরা চারটি প্রধান বিষয়ে কাজ করতে যাচ্ছো, যেগুলো সম্পর্কে আমি আবার তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, তোমরা সে বিষয়গুলোর সাথে পরিপূর্ণভাবে অবগত ও পরিচিত হও।

সেগুলো হচ্ছে আত্মনির্দেশনা, সৃজনশীল চিন্তাধারা এবং অসীম বুদ্ধিমত্তা। জ্ঞানের অন্বেষণে অগ্রসর হবার জন্য এবং উন্নত পথে যাত্রা করার জন্য এগুলোই হলো চারটি দিকনির্দেশনা।

লক্ষ্য করে দেখো, তোমরা এসবের তিনটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো। আরো এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, এ প্রক্রিয়া নির্ভর করবে কোনো উপায়ে তুমি এই তিনটি পথ পরিক্রমা অতিক্রম করছো, যার মাধ্যমে তুমি খুঁজে পাবে সে সময় এবং স্থান, যেখানে চতুর্থ বিষয় অর্থাৎ অসীম বুদ্ধিমত্তার বিষয়টিও এক বিন্দুতে মিলিত হবে।

BanglaBook.org

তুমি বুঝতে পারো আত্মনির্দেশনা এবং অবচেতন মন এই দুটো শব্দের অর্থ কি? আমরা এটাও আশা করছি সৃজনশীল চিন্তাধারা কী বুঝায় তোমরা তাও বুঝতে পারো। এটার অর্থ হচ্ছে এমন চিন্তাধারা, যা ইতিবাচক, ধ্বংসাত্মক নয়, এবং সৃজনশীল প্রকৃতির আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর বর্ণিত বিষয়ে অষ্টম পাঠ্যক্রমে বলা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হলো, সৃজনশীল চিন্তাধারার নিয়মাবলি তুমি কিভাবে প্রয়োগ করবে তার জন্য তোমাকে প্রস্তুত করা।

তুমি যদি সে পাঠ্যক্রম সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত না হও, তাহলে এখনো তুমি তোমার সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সৃজনশীল চিন্তাধারা প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুতি নাও। আমি একটি কথা বলে আরও একটি উপমা দেখাতে চাই যে, তোমার অবচেতন মন হলো জমি বা মাটি, যার মধ্যে তুমি তোমার সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্যের বীজ বপন করো। আর সেজন্য সেই চিন্তাধারা হলো সেই প্রস্তুতি, যার দ্বারা তুমি যে মাটি উর্বর করে তোলো এবং সে বীজকে জন্মানো পরিপূর্ণ আকারে পরিণত করতে প্রস্তুত করো।

তুমি যদি তোমার মনে ঘৃণা, শত্রুতা, হিংসা, স্বার্থপরতা এবং এইসব ধারণ করো, তাহলে তোমার অবচেতন মনে থাকার সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্যে বীজ অঙ্কুরিত হবে না, অসীম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করবে না। এই সকল নেতিবাচক এবং ধ্বংসাত্মক চিন্তা হচ্ছে আগাছা, তোমার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বীজগুলো অঙ্কুরে মেরে ফেলবে। মনে রাখবে, তোমরা প্রকৃত সম্পদ পরিমাপ করা যায় তুমি কেমন ব্যক্তি, তোমার কি আছে সেটা দিয়ে নয়।

সৃজনশীল চিন্তাধারা বাস্তবায়নের পূর্ব অবস্থা হচ্ছে যে তোমাকে তোমার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য পূর্ণ আশাবাদী হতে হবে। এবং সঠিক পদ্ধতিতে এটা অর্জনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে।

যদি এ পাঠ্যক্রম-এর বিষয়বস্তু যে জন্য বর্ণনা করা হয়েছে তা সফলতা আনে, তাহলে আত্মবিশ্বাস নামক তৃতীয় পাঠক্রমের একটি বিষয় সম্পর্কে তোমার একটি গভীর ও পরিপূর্ণ ধারণা লাভ হবে।

তুমি যখন শিখবে তোমার অহংকার বীজ কিভাবে তোমার অবচেতন মনের উর্বর ভূমিতে বপন করবে, এবং কিভাবে ফলনশীল করে তাকে জীবনে মুকুলিত কাজে নিয়োজিত করবে, তখনি তুমি প্রকৃতপক্ষে তোমার নিজেকে বিশ্বাস করতে পারবে। বিবর্তনের প্রক্রিয়া তুমি যখন এ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে, তখন তোমার এ ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হবে, কোন উৎস থেকে তুমি তোমার শক্তি অর্জন করছো।

BanglaBook.org

এখন তুমি এটাও জানতে পারবে, আগে আত্মবিশ্বাস-এর জন্য তুমি যে সকল সুফল লাভ করেছো তার পূর্ণ প্রশংসা অসীম বুদ্ধিমত্তায় প্রাপ্ত।

*　　*　　*

গঠনমূলকভাবে ব্যবহার করতে পারলে আর তো নির্দেশনা এমন একটি শক্তিমান ব্যবস্থা, যার দ্বারা মানুষ বিরক্ত অর্জনের শিখরে উঠতে পারে। আবার নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করলে এটা সমস্ত সফলতার সম্ভাবনকে করে দেয় এবং প্রতিনিয়ত এভাবে পড়লে এটা স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেয়।

স্বনামধন্য চিকিৎসাবিদ এবং মনোবিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতাকে সফলতার সাথে তুলনা করলে একটা চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায় যে, আনুমানিক শতকরা ৭৫ ভাগ রোগী হাইপোকনড্রিয়া [অহেতুক মানসিক অবসাদ] নামক রোগে ভোগেন যার ফলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনর্থক উদ্বোগের সৃষ্টি হয়।

সোজা কথায় বলতে গেলে, হাইপোকনড্রিয়ায় আক্রান্ত একজন ব্যক্তি সব সময় একটা কাল্পনিক রোগ নিয়ে ভাবে এবং সকল দুর্ভাগ্যজনক ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে, যত রোগের নাম তারা জানে প্রত্যেকটি রোগীই তাদের মধ্যে আছে।

হাইপোকনড্রিয়াসিয়াল অবস্থার কারণ হচ্ছে মানুষের শরীরে অন্তনালীর মাধ্যমে যে বর্জ্য নিষ্কাসন হয়, তা বাধাপ্রাপ্ত হলে যে বিষক্রিয়া হয় তার ফল। যে ব্যক্তি এই ধরনের বিষক্রিয়ায় ভোগে, সে শুধু নিখুঁতভাবে চিন্তা করতে পারে না, শুধু তাই নয় বরং সব রকমের বিতর্কিত ধ্বংসাত্মক এবং অলিক ধরনের চিন্তায় মগ্ন থাকে। অনেক মানুষের টনসিল ফেলে দেওয়া হয়। দাঁত ফেলে দেওয়া হয়, অথবা পেটের ভেতরের বৃহত্তর বাড়তি অংশ কেটে ফেলা হয়, তখন তাদের এইসব যন্ত্রণা দূর করার উপায় হচ্ছে, একটি পরিপূর্ণ স্নান এবং এক বোতল সাইট্রেট অব ম্যাগনেসিয়াম সেবন করা, (ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার বন্ধুবর্গ চিকিৎসকদের কাছে যাদের মধ্যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি আমাকে এই উপদেশ বা তথ্য দিয়েছেন) বহু উন্মাদ রোগীর প্রাথমিক অবস্থা হচ্ছে, হাইপোকনড্রিয়া।

আত্মনির্দেশনার শক্তি বোঝাতে পরবর্তী উদাহরণটির জন্য ডা. হেনরী আর রোজ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বঃ যদি আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয় আমি বিশ্বাস করবো না যে ঈশ্বর একজন আছেন। এ কথাটি তিনি বলেছিলেন তার স্ত্রী নিউমোনিয়া রোগে ভুগছেন এবং আমি তার বাড়িতে ঢোকার সময় প্রথমে আমাকে এভাবে বলেছিলেন। তার স্ত্রী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কারণ তার চিকিৎসক বলেছেন, তিনি আর

BanglaBook.org

বাঁচবে না। [বেশিরভাগ চিকিৎসক সাধারণ রোগের উপস্থিতিতে এ ধরনের মন্তব্য করেন না]।

তিনি (রোগীর ভদ্রমহিলা) তার দুই ছেলে ও স্বামীকে তার শয্যাপাশে ডেকে নিয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এরপর তিনি আমাকে তার স্বামীর সেবাদানকারীকে কাছে ডেকে পাঠালেন। আমি সামনে গিয়ে দেখলাম, মহিলার স্বামী ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন এবং তাদের পুত্র তাদের মাকে চাঙ্গা করে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল। যখন আমি রোগীর ঘরে ঢুকলাম, দেখলাম তিনি অনেক কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছে এবং তার প্রতি সেবিকা বললো, তার অবস্থা খুবই খারাপ।

আমি দেখলাম, মহিলা তার শেষ বিদায়ের পরে তার ছেলে দুটোকে দেখাশোনা করতে অনুরোধ করলেন, তখন আমি তাকে বললাম, আপনি বাঁচার আশা ছাড়বেন না। আপনি মরতে যাচ্ছেন না। আপনি সবসময়ই একজন শক্ত সমর্থ স্বাস্থ্যবতী মহিলা এবং আমি বিশ্বাস করি না যে, ঈশ্বর আপনার মৃত্যু ঘটাবেন, আপনার পুত্রদের দায়িত্ব আমাকে বা অন্য কাউকে দেবেন।

আমি এইভাবে তার সাথে কথা বললাম এবং এরপর ধর্মগ্রন্থের ১০৩টি অধ্যায়টি তাকে পড়ে শুনিয়ে প্রার্থনা করলাম, এবং তাকে প্রস্তুত করলাম সুস্থ বোধ করতে এবং চিরতরে চলে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিতে বললাম। আমি তাকে ঈশ্বরে বিশ্বাস আনতে এবং তার মন ও ইচ্ছাশক্তিকে মৃত্যু চিন্তা থেকে দূরে রাখতে উপদেশ দিলাম। এরপর আমি তার কাছ থেকে চলে এলাম এবং বললাম, আমি আগামীকাল চার্চের আনুষ্ঠানিক কাজ শেষ করে আবার আসবো এবং নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক সুস্থ দেখতে পাবো।

দিনটি ছিল রোববার সকাল। আমি সেদিন বিকেলে আবার গেলাম। তার স্বামী একটি সুন্দর হাসি দিয়ে আমার সাথে দেখা করলেন। তিনি বললেন, যে মুহূর্তে আমি চলে এলাম, তার স্ত্রী তাকে এবং তার দুই পুত্রকে ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, ডাক্তার রোজ বলেছেন,' আমি মরতে যাচ্ছি না, আমি সুস্থ হয়ে যাচ্ছি এবং আমি সত্যিই সুস্থ'। মহিলা সুস্থ হয়ে গেলেন। কিন্তু এটা কিভাবে হলো?

তাকে আমি যে নির্দেশ দিয়েছি, তার প্রভাবে আত্মনির্দেশনার, ফল, এবং তার ভেতরে আমি যে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পেরেছি তার ফলে, ঠিক সময় মতো তার কাছে যাবার কারণে আমার উপর তার বিশ্বাস এতোই প্রবল হয়েছিলো যে, আমি তার আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলাম। বিশ্বাসই একমাত্র বস্তু ছিল, যা বৃদ্ধি পেয়ে তিনি নিউমোনিয়া রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেন।

BanglaBook.org

নিউমোনিয়া রোগ থেকে উপশম পাবার কোনো ঔষধ নেই। চিকিৎসকরাও এটা স্বীকার করেন যে, নিউমোনিয়া আক্রান্ত এমন রোগীও আছেন, যে কোনো কিছুতেই তারা রোগ মুক্ত হন না। দুঃখ পেলেও আমরা সে কথাটা স্বীকার করছি। কিন্তু বর্তমান ঘটনাটির মতো এমন কিছু সময় আছে, যখন মনকে সঠিক পথে চালিত করতে পারলে স্রোতের বিপরীতে ফল লাভ হয়। যেখানে জীবন আছে, যেখানে প্রত্যাশাও আছে। কিন্তু প্রত্যাশা হতে হবে দৃঢ় এবং সবচেয়ে বড় বিষয়, যাতে সে প্রত্যাশার কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যায়।

এখানে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বর্ণনা করছি, যেখানে দেখানো হয়েছে গঠনমূলকভাবে ব্যবহার করলে মানুষের মনের শক্তি কতোটুকু প্রভাবশালী হয়। একজন চিকিৎসক আমাকে মিসেস এইচ নামক একজন মহিলা রোগীকে দেখতে অনুরোধ করলেন। সে মহিলার দেহযন্ত্র সর্ম্পকৃত কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু শুধু কিছু খেতে চাইতেন না। তিন তখন মনে করেছিলেন, তিনি কোনো খাদ্য দ্রব্যই তার পাকস্থলীতে ধরে রাখতে পারেন না। তাই তিনি খাবার গ্রহণ করা ছেড়ে দিলেন এবং উপবাস থেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমি তাকে দেখতে গিয়ে প্রথমে লক্ষ্য করলাম, তার মাঝে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস নেই। তিনি ঈশ্বরের উপর তার বিশ্বাস বা আস্থা হারিয়েছেন। আমি বুঝতে পারলাম, নিজের উপর তার এমন কোনো আস্থা নেই, যে তিনি খাবার খেতে পারবেন। আমার প্রথম চেষ্টা ছিল ঈশ্বরের উপর তার বিশ্বাস স্থাপনে পরামর্শ দেওয়া এবং তাকে এটা বিশ্বাস করানো যে, ঈশ্বর সর্বদাই তার সাথে আছেন এবং তাকে শক্তি যোগাবেন। তখন আমি তাকে বললাম, তিনি যা ইচ্ছে করেন খেতে পারেন। এটা সত্য যে আমার উপর তার গভীর আস্থা ছিল এবং আমার কথাগুলো তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেদিন থেকে তিনি খাদ্য গ্রহণ শুরু করলেন। এক সপ্তাহ বিছানায় থাকার পর তিন দিনের মাঝে তিনি ভালো হয়ে উঠলেন।

বর্তমানে তিনি একজন স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যবতী এবং সুখী মহিলা। এটা কিভাবে হলো? এটা হচ্ছে একই রকম শক্তির প্রভাব, যা পূর্ববর্তী ঘটনায় বলা হয়েছিল এবং তা ছিল বাইরের উপদেশাবলি, (যা আত্মনির্দেশনার মাধ্যমে বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রয়োগ করেছিলেন) এবং তার সাথে মনের ভেতরের আস্থা। কখনো

BanglaBook.org

এমন সময় আসে, যখন মন রোগাক্রান্ত হয়, তার সাথে সাথে দেহ রোগাক্রান্ত হয়। এ সময়টাতেও প্রয়োজন হয় একটি কঠিন মনোবল, যার দ্বারা নির্দেশের মাধ্যমে রোগটির উপশম হয় এবং মনে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

এটাকেই কি বলা হয়ে থাকে নির্দেশনা? এটা দ্বারা তোমার আস্থা এবং শক্তি অন্যের মাঝে প্রেরণ করা যায়। এটার এমন শক্তি আছে, তুমি অপরকে বিশ্বাস করাতে পারবে যে, তোমার ইচ্ছাটা তার উপর প্রতিফলিত করতে পারবে। এ কাজের জন্য সম্মোহন শক্তির প্রয়োজন হয় না। রোগীর জাগ্রত এবং স্বাভাবিক অবস্থাতেই এটার ফল খুবই চমকপ্রদ হয়। রোগীটিকে অবশ্যই তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে এবং তোমাকেও নিশ্চিতভাবে মানুষের মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া বুঝতে হবে, যাতে তুমি রোগীর যুক্তি এবং কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দিতে পারো।

আমাদের প্রত্যেকেই এ ধরনের একজন উপশমকারী হতে পারি এবং আমাদের সহাবস্থানের মানুষদের সাহায্য করতে পারি। প্রতিটি মানুষেরই উচিত মানুষের মনের শক্তির উপর লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ বইগুলোর কিছু কিছু পাঠ করি, যাতে আমরা শিখতে পারি যে, মানুষকে সুস্থ এবং সুখী রাখতে মনের কী আশ্চর্যজনক শক্তি আছে।

আমরা দেখতে পাই যে, ভুল চিন্তাধারা মানুষের কি পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে। এমনকি এর ফলে আরো চরম অবস্থা যেমন উন্মাদও হয়ে যেতে পারে। এখনই উৎকৃষ্ট সময় আমাদের চিন্তা করা যে, সুচিন্তা মানুষের কতো উপকার করতে পারে। এটা শুধু মানুষের মনের বৈকল্য দূর করে না; বরং শারীরিক সমস্যাও দূর করতে পারে। এ বিষয়ে তোমাদের আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা উচিত।

আমি এ কথা বলছি না যে, মন সবকিছু নিরাময় করতে পারে। এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য উদাহরণ নেই যে, কোনো কোনো ক্যানসার রোগ চিন্তাশক্তি, বিশ্বাস অথবা কোনো মানসিক বা ধর্মীয় প্রক্রিয়া দ্বারা নিরাময় লাভ করেছে। ক্যান্সার রোগ থেকে নিরাময় পেতে হলে তোমাকে রোগটির প্রাথমিক অবস্থায় এর চিকিৎসা শুরু করতে হবে এবং সেটা করতে হবে শল্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই এবং এরকম বলাটাও অপরাধ। কিন্তু আমাদের আরও বিশ্বাস এবং নির্ভর করতে হবে যে, মনের শক্তি দ্বারা আরও অনেক অসুস্থতা এবং রোগ নিরাময় হওয়া সম্ভব।

BanglaBook.org

মিশরে অভিযানের সময় নেপোলিয়ান তার সেনাদলের সাথে সাক্ষাতের সময় শত শত সৈন্যকে দেখতে পান ব্ল্যাক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছিল। তিনি একজন সৈন্যের হাত এক সেকেন্ডের জন্য ছুঁয়ে দেখলেন এবং এর দ্বারা অন্য সৈন্যদের ভীত না হওয়ার জন্য উদ্দীপনা দিলেন, কারণ এই ভয়াবহ রোগটি অন্যদের অলিক কল্পনায় আরও বিস্তার লাভ করতে পারতো। গোয়েন্স আমাদের জানিয়েছিলেন যে, ম্যালিগন্যান্ট জ্বরে আক্রান্ত এলাকায় তিনি নিজে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো এ রোগে আক্রান্ত হয়নি। কারণ তিনি তার ইচ্ছাশক্তিকে প্রবলভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। মানবকুলের এমন বিখ্যাত ব্যক্তিগণ কিছু কিছু জানতেন, যা আমরা ধীরে ধীরে অনুসন্ধান করতে যাচ্ছি।

সেটা হচ্ছে, আত্মনির্দেশনার শক্তি। আমাদের আকাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনার ধ্বংসের উপর থেকে আমরা স্বর্গ রচনা করি এবং তখন বুঝতে পারি, আমাদের অসফলতার কারণ হচ্ছে, বন্ধুসুলভ পথনির্দেশনার অভাব, যা আমাদের সাফল্যের উচ্চপথে নিয়ে যেতে পারতো।

এটার অর্থ হচ্ছে যে, বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আমরা রোগ অনুভব বা রোগী হতে পারি না, আমাদের উপর সেটার প্রভাবের ফল। স্বয়ংক্রিয় অথবা অবচেতন মনের পরিচালনের বিষয়ে এমন কিছু রয়েছে, যার জন্য এর ফলস্বরূপ রোগ জীবাণু থেকে আমাদের প্রতিরোধ করে থাকে। যখন আমরা ভাবি যে, আমরা রোগের চিন্তায় ভীত নই, অথবা যখন আমরা রোগীদের পাশে থাকি, এমন কি সংক্রামক জাতীয় রোগ হলেও। এবং সেসব নিয়ে আমরা চিন্তা করি না।

প্রাচীন একটি প্রবাদ আছে যে, কল্পনা শক্তি একটি বিড়াল মারতে পারে। তবে নিশ্চয়ই কল্পনাশক্তির বলে মানুষও মারা যায়। অপরদিকে এটা মানুষকে আশ্চর্যজনক অর্জনের উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পারে, যদি এটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে গঠিত হয়। ঘটনার ইতিহাসে এমন যথার্থ উদাহরণ আছে যে, মানুষ সত্যিকারভাবে মারা গেছে। কারণ তারা কল্পনা করতো তাদের ঘাড়ের শিরায় ছুরি চালানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ছিল, এক টুকরো বরফ থেকে জল ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়েছিল, এবং তারা সেটা শুনতে পেয়ে কল্পনা করছিল যে, তাদের শরীরের রক্ত বের হয়ে যাচ্ছিল। পরীক্ষাটি শুরু করার আগে তাদের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

তুমি কতোটুকু সুস্থ আছো তা কোনো বিষয় নয়, তবে যখন তুমি প্রতিদিন সকালে হাঁটতে বের হও, তখন তোমার যার সাথেই দেখা হয় প্রত্যেকে যদি প্রশ্ন

BanglaBook.org

করে, তোমাকে কতো রোগা দেখাচ্ছে, তোমার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত, তাহলে শীঘ্রই তুমি অনুভব করবে তুমি অসুস্থ হয়ে গেছো, এবং যদি কয়েক ঘণ্টা এভাবে যায়, তুমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ি ফিরে তখনই চিকিৎসকের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হবে। কল্পনা অথবা আত্মনির্দেশনার এতোই শক্তি। মানব মনের কল্পনাশক্তি হচ্ছে মানসিক কার্যকলাপের একটি চমৎকার উপকরণ। কিন্তু এটা আমাদের মনের সাথে একটি অসুস্থ আচরণ করে, যদি আমরা প্রতিনিয়ত এটাকে পাহারা দিয়ে নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারি।

যদি তুমি কল্পনায় নিকৃষ্ট কিছু আশা করো, অবশ্যই এটা তোমার ক্ষতির কারণ হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের তরুণ শিক্ষার্থীরা কদাচিৎ ভীত হয় এবং তারা বিশ্বাস করে প্রত্যেকটি রোগীই চিকিৎসা বিষয়ক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে, যেভাবে তাদের পাঠ্যশ্রেণির বক্তৃতা এবং বিভিন্ন রোগের উপর আলোচনা হয়ে থাকে।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, হাইপোকোনড্রিয়া (মনোব্যাধি) বিষাক্ত জিনিস এর প্রভাবে বেড়ে যেতে পারে, এবং শরীরের বর্জ্য পদার্থ সঠিকভাবে বের না হবার জন্যই ঘটে থাকে। অসঙ্গত কল্পনার ফলে যে ভ্রান্ত সতর্কবাণীর অনুভব করা যায়, তার ফলেও এটা হতে পারে। প্রকৃত শারীরিক অবস্থার কারণে ও হাইপোকোনড্রিয়াল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। কল্পনাকে নেতিবাচক পথে চালনা করাটাও এটার একমাত্র কারণ হতে পারে। চিকিৎসকগণ এই বিষয়টিতে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন। ড. শকফিল্ড একজন মহিলার ঘটনা বর্ণনা করলেন, যার একটি টিউমার ছিল। তারা তাকে অপারেশন টেবিলে শায়িত করে তার দেহের অনুভূতি বিলোপের ঔষধ প্রয়োগ করলেন। কিন্তু আশ্চর্য যে তারা লক্ষ করলেন, মহিলার দেহে কোনো টিউমারই ছিল না এবং কোনো অপারেশনের প্রয়োজন হলো না। কিন্তু মহিলার জ্ঞান ফিরে এলে আবার টিউমারটি আছে বলে আশঙ্কা করলেন।

চিকিৎসক এর পর জানতে পারলেন যে, মহিলাটি যার সাথে থাকতেন তার প্রকৃতই একটি টিউমার ছিল। এই মহিলাটির কল্পনা এতোই ভীতিপ্রদ ছিল যে, তিনি সর্বদাই মনে করতেন তার সাথে মহিলাটির টিউমারটি তারই ছিল। আবার মহিলাকে অপারেশন টেবিলে নেওয়া হলো। তার দেহ অচেতন করার ঔষধ প্রয়োগ করা হলো এবং এবার তার দেহের মধ্যভাগে শক্তভাবে ফিতা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হলো। যাতে টিউমারটি কৃত্রিমভাবেও ফিরে না আসতে পারে। যখন মহিলার জ্ঞান ফিরে সচেতন হলেন তখন তাকে বলা হলো, তার অপারেশন সফল হয়েছে এবং তার ক্ষতস্থানের

BanglaBook.org

ব্যান্ডজটি বেশ কিছুদিন ধরে থাকতে হবে। তিনি চিকিৎসকের কথায় বিশ্বাস করলেন এবং যখন ব্যান্ডেজটি চূড়ান্তভাবে খুলে ফেলা হলো, দেখা গেল টিউমারটি আর নেই। আসলে কোনো অপারেশনই হয়নি। তিনি শুধুমাত্র তার অবচেতন মন থেকেই চিন্তা দূর করলেন যে, তার টিউমার আছে। আসলে তিনি কখনো অসুস্থ ছিলেন না এবং তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিলেন।

আত্মনির্দেশনার দ্বারা মনের কাল্পনিক ব্যাধি দূর করা যায়, যেভাবে সে রোগগুলোর উৎপত্তি মানসিকভাবেই হয়েছিল। ত্রুটিপূর্ণ কল্পনাগুলোর উপর পর্যালোচনা করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় রাতের বেলায় তোমার ঘুমাতে যাবার আগে। কারণ সে সময় তোমার অবচেতন মন সঠিক মতো পরিচালিত হয় এবং তোমার দিনের বেলা চেতন মনের চিন্তাধারাগুলো দূর হয়ে রাতের এ সময় সঠিকভাবে তোমাকে নির্দেশনা দেয়।

এটা খুবই অসম্ভব মনে হতে পারে। কিন্তু তুমি পরবর্তী উদাহরণটি অনুসরণ করে এটার পদ্ধতিটি পরীক্ষা করে দেখতে পারো। আগামীকাল সকাল সাতটায় ঘুম থেকে জাগার ইচ্ছা প্রকাশ করো। অথবা এমন সময় নির্ধারণ করো যা তোমার নিয়মিত ঘুম ভাঙার সময় থেকে অন্য সময় হয়। ঘুমাতে যাবার প্রস্তুতির আগে তোমার নিজেকে নির্দেশ দাও, আগামীকাল সকাল সাতটায় আমাকে অবশ্যই ঘুম থেকে জাগতে হবে'। এ কথাটি বারবার উচ্চারণ করো এবং তোমার মনকে দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দাও যে, সত্যিকারভাবে তোমাকে সকাল বেলা সুনির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে উঠতে হবে।

এবার তোমার অবচেতন মনে এ চিন্তা বা নির্দেশটি অত্যন্ত দৃঢ় ও সম্পূর্ণ আস্থার সাথে ধারণ করো যে, তুমি সকাল সাতটার সময় জেগে উঠবে। দেখবে যখন সে সময়টি কাছে আসবে, তোমার অবচেতন মন তোমাকে জাগিয়ে তুলবে। এ পরীক্ষাটি সাফল্যের সাথে শতবার করা হয়েছিল।

তোমার অবচেতন মন তোমাকে তোমার ইচ্ছামতো যে কোনো সময় জাগাতে পারে। এটা এমন মনে হয় যে, কেউ তোমার বিছানার কাছে নির্দিষ্ট সময়ে এসে তোমার কাঁধ ছুঁয়েছে। তোমার নির্দেশনাটা যেন কোনোভাবেই অনির্দিষ্ট না হয়।

তদরূপ, যেভাবে তোমাকে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে তোমার অবচেতন মন ঘুম থেকে জাগিয়েছে, তুমি তাকে অন্য যেকোনো নির্দেশনা দিলেও খুব শীঘ্রই তা পালন করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিদিন ঘুমাতে যাবার আগে তোমার অবচেতন

BanglaBook.org

মনকে নির্দেশনা দাও, তোমার আত্মবিশ্বাস, সাহস, উদ্দীপনা এবং অন্য সকল গুণাবলির উন্নতির জন্য, এবং দেখবে এসব নির্দেশ যথাযথভাবে মান্য করা হবে।

যদি মানুষের কল্পনা শক্তির প্রভাবে মানুষ কাল্পনিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে বিছানায় যেতে পারে, তাহলে কল্পনা শক্তির দ্বারা সে রোগগুলোতে আক্রান্ত হওয়ার কারণও দূর করতে পারবে।

*　　*　　*

মানুষ হচ্ছে রাসায়নিক সমমূল্যের মিশ্রণ, যার মূল্য প্রায় ছাব্বিশ ডলার। অবশ্য এর মধ্যে ব্যতিক্রম আছে, যাকে বলা হয় প্রচণ্ড শক্তি পূর্ণ মনোজগৎ। গড়পড়তাভাবে মনকে বলা হয় একটি জটিল যন্ত্র। কিন্তু বাস্তবে মনকে কিভাবে এবং কোন বিষয়ে ব্যবহার করা যাবে, তার প্রেক্ষিতে মনকে বলা যায় অত্যন্ত গতিময় একটি বস্তু। যখন ঘুমে থাকি, তখন মন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। কিন্তু যখন আমরা জেগে থাকি তখন মন পরিচালিত হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে, তৎসঙ্গে ইচ্ছা ও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে। এ পাঠ্যক্রমে মানুষের মনকে যথাসম্ভব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। কারণ মন হচ্ছে এমন একটা শক্তি, যার দ্বারা অসৎ চিন্তাপ্রবাহ পরিচালিত হয়।

'কীভাবে সুক্ষ্মভাবে চিন্তা করা যায়, যা বর্তমান পাঠ্যক্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেটা শিখতে হলে বিশদভাবে বুঝতে হবে।

প্রথমত　মনকে নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশনা দেওয়া যায় এবং মনকে সৃজনশীল এবং গঠনমূলক কাজের লক্ষ্যে পরিচালনা করা যায়।

দ্বিতীয়ত　যদি মনকে পরিকল্পনা ও সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করে গঠনমূলকভাবে পরিচালনা না করা হয়, তাহলে স্বেচ্ছায় মন ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।

তৃতীয়ত : মনের এমন শক্তি আছে, যার দেহে প্রতিটি কোষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মন প্রতিটি কোষকে এমনভাবে নির্দেশ দিতে পারে যে, তার নির্দেশিত প্রতিটি কাজ সুচারুরূপে করতে পারে। আবার অবহেলা বা ভুল নির্দেশ–এর ফলে এমনও হতে পারে যে, কোষগুলো তাদের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বা তাদের কার্যক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়।

BanglaBook.org

চতুর্থ মানুষের সমস্ত অর্জন বা কৃতিত্ব মানুষের মনেরই ফল। মানুষের দেহের ভূমিকা হচ্ছে গৌণ বা দ্বিতীয় মাধ্যম। এবং বহু ক্ষেত্রেই দেহের কোনো গুরুত্ব নাই, বরং দেহটাকে মনের আঁধার (রাখার স্থান) হিসেবেই মনে করা হয়।

পঞ্চম সাহিত্য, শিল্পকলা, অর্থায়ন, শিল্পজগৎ, বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্ম, রাজনীতি অথবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সমগ্র বৃহত্তর অর্জনই সাধারণতঃ একজন লোকের মস্তিষ্কের ধারণা থেকে আসে, কিন্তু সে ধারণা বা চিন্তাগুলোর বাস্তবায়ন হয় তাদের মন এবং দেহের যুক্ত ব্যবহার ও প্রয়াসের ফলে।

কথাগুলোর অর্থ হচ্ছে, কোনো একটি ধারণা মনের মধ্যে সৃষ্টি করা, সেগুলো বিভিন্নভাবে বাস্তবায়নের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তুলনামূলকভাবে খুব কমসংখ্যক মানুষই প্রয়োজনীয় ধারণা পোষণ করতে পারে। অপরদিকে কয়েক শত মিলিয়ন লোক আছে, যারা সে ধারণাগুলোকে উন্নততর করে সেগুলোকে ধারণ করার পর বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়।

ষষ্ঠ : মানুষের মনের ধারণার বৃহৎ অংশই নির্ভুল হয় না। কারণ এগুলো প্রায়ই বিভিন্ন মতের এবং হঠাৎ বিচার যুক্ত ধারণা। মহামতি আলেকজান্ডার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন যখন তিনি দেখলেন, পৃথিবীতে তার জয় করে নেওয়ার আর কোনো স্থান নেই। তার মনের অবস্থা ছিল বর্তমান যুগের আলেকজান্ডারদের মতো, যারা বিজ্ঞান, শিল্প জগৎ, আবিষ্কার নিয়ে গবেষণা করছেন। যাদের নির্ভুল চিন্তাধারার ফলে আকাশ ও সমুদ্র বিজয় হয়েছে, যারা বাস্তবভাবে ছোট এ পৃথিবীর প্রতিটি বর্গমাইল অনুসন্ধান করছেন যার মাঝে আমরা বাস করি। তারা প্রকৃতির মাঝ থেকে হাজার হাজার গোপন তথ্য খুঁজে এনেছেন। অল্প কিছু প্রজন্মের আগেও এই সব কিছুকে মনে করা হতো অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অজ্ঞেয় জাদুর মতো।

যখন একজন ব্যক্তি সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠে, তখন তিনি একা নন। কারণ অন্যকে সাথে না নিয়ে কোনো শক্তি সাধনা সাফল্যে পৌঁছাতে পারে না। এ সকল আবিষ্কার এবং পার্থিব বস্তুর ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভের বিষয়ে চিন্তা করলে এটা কি আশ্চর্য মনে হয় না যে, আমরা সকল শক্তির চমৎকার বস্তুটি অর্থাৎ মানব মনের বিষয়টির প্রতি অবহেলা করছি।

সকল বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ যারা মানব মনের উপর গবেষণা করছেন, তারা অবশ্যই এই ব্যাপারে একমত হবেন যে, মানুষের মনের ভেতর যে সুপ্ত শক্তি লুকিয়ে আছে, সেটা নিয়ে গভীরভাবে ভাবনা চিন্তার বিশদ ব্যাখ্যা এখনো হয়নি। এটা ঠিক

BanglaBook.org

যেমন করে ওক বীজের উপর ওক গাছগুলো ঘুমিয়ে থাকে, কখন তারা পূর্ণবিকশিত হয়ে মানব জাতির কাজে লাগবে।

যারা এই বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন তারা বলেন যে, আগামী দিনের আবিষ্কারের বৃহত্তর চক্র মানুষের মনোজগতে নিহিত আছে। এ পাঠ্যক্রমে প্রতিটি বিভাগে এবং পরবর্তী নীতিটি পাঠ্যক্রমে আগামীদিনের সম্ভাব্য আবিষ্কারের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচিত দর্শনবাদের শিক্ষাবিদদের কাছে যদি এমন মনে হয় যে, বর্তমান নির্দেশনাগুলো তাদের বোধগম্য নয় অর্থাৎ আরো গভীর স্তরে, তাহলে আমি পরামর্শ দেবো তারা বর্তমান পাঠ্যক্রমের যে কোনো স্তরে বিরতি দিয়ে অপেক্ষা করবে যতদিন চিন্তাধারা, এবং আরো পড়াশোনার মাধ্যমে সে স্তরে বুঝবার ক্ষমতা অর্জন করে। এ পাঠ্যক্রমের প্রণেতা বিষয়টিকে আরও অগ্রগতির স্তরে নিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করো, যাতে শিক্ষার্থীরা মানুষের চিন্তার জগৎ-এর সাধারণ গড়পড়তা জ্ঞানের চাইতে আরো দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে। অবশ্য এটা আশা করা যায় না যে, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের কেউই প্রথমে বর্তমান দর্শনবাদের সমস্ত বিষয়গুলোই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে, সেগুলো ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হবে।

কিন্তু যদি এমন হয় যে, এ পাঠ্যক্রমে শিক্ষার ফলাফল শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের মনে গঠনমূলক চিন্তার বীজ বপন করা হয়েছে, তাহলে এ বিষয়ে লেখকের আর অগ্রসর হবার প্রয়োজন নেই। আগত সময় এবং জ্ঞানের জন্য শিক্ষার্থীদের নিজস্ব আগ্রহ ও ইচ্ছাই বাকি কাজ সমাধান করবে।

এই কথাটা খোলাখুলিভাবে এখনই বলার সময় যে, এ পাঠ্যক্রমটি অনেকগুলো নির্দেশনাই যদি আক্ষরিক অর্থে অনুসরণ করা হতো, তাহলে যাকে ব্যবসায়ী দর্শনবাদ বলা হয়ে থাকে, শিক্ষার্থীরা এই বিষয়টির ধারণার সীমারেখা এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির বিষয়ে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারতো।

বর্তমান বিষয়টির দর্শনবাদ ভিত্তি করে ব্যবসায়িক এবং আর্থিক সফলতা লাভ করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, বিষয়টি মানব মনের বিভিন্ন কার্যকারণের প্রতিক্রিয়া আমাদের আরো গভীরভাবে বুঝতে পারে।

যাই হোক, এখন মনে করা যেতে পারে যে, এ পাঠ্যক্রমের অনেক শিক্ষার্থী শুধুমাত্র বৈষয়িক অর্জন নয়, বরং মনের শক্তির বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে আগ্রহী। এবং লেখক পাঠ্যক্রমটি সংগঠন এবং রচনা করার সময় এ সকল শিক্ষার্থীর কথা মনে রেখেছিলেন।

BanglaBook.org

নির্ভুল চিন্তাধারার সাম্প্রতিক নীতিগুলোর সার সংক্ষেপ

আমরা আবিষ্কার করেছি যে, মানুষের দেহ একটি বস্তু নয়। শরীর লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিযুক্ত জীবিত কোষ দ্বারা গঠিত। যেগুলো সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত এবং নির্মানশৈলির মাধ্যমে মানব দেহের উন্নয়ন সাধন করে।

আমরা এও আবিষ্কার করেছি যে, এ কোষগুলি নিজ অবচেতন মন অথবা সক্রিয়ভাবে তাদের নিজ নিজ কার্যক্রম পরিচালনা করে। মনের অবচেতন অংশটুকু নিজের বিবেক ও সচেতন অংশ দ্বারা অনেক জোরালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমরা আরো জেনেছি যে, মনের যে কোনো ধারণা বা চিন্তাধারা বারবার প্রয়োগ করলে মানুষের দেহকে সে চিন্তাগুলোর বাস্তব রূপায়ণের সাহায্য করতে পারে। দেখা যায় যে, যথাযথভাবে মনের অবচেতন অংশে কোনো নির্দেশ দিতে পারলে (আত্মনির্দেশনার নিয়ম অনুযায়ী) তা পালন করা যায়, যদি না এ নির্দেশ কোনোভাবে অপর কোনো শক্তিশালী নির্দেশের প্রভাবে ব্যবহৃত হয়।

লক্ষ্য করা গেছে যে, অবচেতন মন প্রশ্ন করবে না, কোন উৎস থেকে এসকল নির্দেশ আসলো, বা নির্দেশগুলোর যথার্থতা নিয়েও প্রশ্ন করবে না, বরং এ নির্দেশগুলো পালন করতে শরীরের পেশিগুলোকে পরিচালিত করবে।

আমরা কোন পরিবেশের মধ্য থেকে এ সকল নির্দেশ লাভ করি, সেটা নিবিড়ভাবে লক্ষ করতে হবে। এবং এটাও লক্ষ করতে হবে, আমরা মাঝে মাঝে খুব সুক্ষ্মভাবে এবং নীরবে কিভাবে প্রভাবিত হই। আমাদের দেখতে হবে, কিভাবে চেতন মন এর মাধ্যমে আমরা এগুলো সঠিকভাবে অবগত হই না।

আমরা দেখেছি যে, মানব দেহের প্রতিটি গতিময়তা মনের চেতন অথবা অবচেতন মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং এটা সত্য যে, মনের এই দুটো ভাগের যে কোনোটির প্রেরিত সংকেত বা নির্দেশ ছাড়া দেহের কোনো পেশিরই নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই।

এই নিয়মটি পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারলে আমরা এটাও অবগত হই যে, কল্পনা শক্তির দ্বারা আমরা যে ধারণাগুলো বা চিন্তাধারায় প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়ে সেগুলো অবচেতন মনে ধারণ করে রাখি, যতক্ষণ পর্যন্ত মনের অবচেতন অংশ সেগুলো গ্রহণ করে ধারণাগুলো বাস্তবে রূপায়িত করতে না পারে।

BanglaBook.org

আমরা এই নীতিমালাগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি, যার মাধ্যমে বুঝতে পারি, যে কোনো ধারণা প্রথমে সচেতন মনে স্থান লাভ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অবচেতন মন সেগুলো যথাযথ মনে করে গ্রহণ না, করে ততক্ষণ সেভাবেই থাকে। 'পূর্ণ-মনোযোগ' নীতিমালার ব্যবহারিক কার্যপ্রণালি সম্পর্কে আমাদের জানা আছে, যা এর পরের পাঠ্যক্রমে আলোচিত হবে। (এবং এটাও উপনীত হবে যে, কি কারণেই 'পূর্ণ-মনোযোগ' বিধিমালাগুলো এ দর্শনবাদের প্রয়োজনীয় অংশ)

যখন আমরা মনের বিভিন্ন অংশ যেমন কল্পনা, চেতনা মন, অবচেতন মনের কার্যকারণ সম্পর্কের বিষয়ে জানতে পারি, তখন লক্ষ করি যে, কোনো সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য অর্জনের প্রথম কাজই হলো, আমরা যা চাই তার একটি সুনির্দিষ্ট চিত্র মনে ধারণ করি। এই চিত্রটি তখনও পূর্ণ-মনোযোগ নীতিমালার বিধি অনুযায়ী অবচেতন মনে ধারণ করা হয় এবং অবস্থান করে, (পরবর্তী পাঠক্রমের নির্দেশ অনুযায়ী) যতক্ষণ না মনের অবচেতন অংশ এটাকে গ্রহণ করে চূড়ান্ত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিণত করতে পারে। এখন অবশ্য এই পদ্ধতিটি পরিষ্কারভাবে বলা হলো। কথাগুলো বারবার বলা হলো এ জন্য নয় যে, শুধু বর্ণনার জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য এ কারণে, যাতে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে কিভাবে বিষয়টা মানবজাতির সর্বপ্রকার অর্জনের পথে বিশেষ ভূমিকা রাখে?

প্রধান লক্ষ্য অর্জন প্রক্রিয়ার মূল্য

নির্ভুল ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কিত এই পাঠক্রমটি শুধুমাত্র একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়নি, বরং এখানে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে এ ধরনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে পরিণত করা যায়।

প্রথমে আমরা মনের কাল্পনিক অবস্থার মাধ্যমে আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমাদের উদ্দেশ্যগুলোকে চিহ্নিত করতে। এরপর উদ্দেশ্যগুলোর একটা পরিসীমা নির্ধারণ করে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করার প্রক্রিয়া জানাতে চাই। এবং সেটা হবে লিখিতভাবে। এ লিখিত বিবরণী থেকে পাওয়া ধারণা অথবা লক্ষ্যবস্তুগুলো চেতন মনের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তারপর অবচেতন মনে ধারণ করার পর পর্যায়ক্রমে দেহের শক্তিকে নির্দেশ দেবে ইচ্ছাগুলোকে বাস্তবরূপে পরিণত করতে।

BanglaBook.org

আকাঙ্ক্ষা

দিল এবং গভীর প্রোথিত আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাগুলো হচ্ছে সমস্ত অর্জন সমূহের প্রাথমিক যাত্রাস্থল। বিজ্ঞানীদের কাছে যেমন ইলেকট্রন হচ্ছে বোধগম্য সর্বশেষ একক বস্তু, তেমনি আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, সমস্ত অর্জনসমূহের বীজ এবং প্রথম যাত্রার স্থান, যার পেছনে আর কিছু নেই, এবং অন্তত এর পেছনে কি আছে আমাদের জ্ঞানের বাইরে।

একটি সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য, যার আরেক নাম হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা। এর কোনো অর্থ নেই, যদি একটি প্রধান লক্ষ্য অর্জনের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ না করা হয়। অনেকে অনেক কিছুই ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু ইচ্ছাগুলো একটি দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা সমতুল্য নয়। কাজেই ইচ্ছাগুলোর মূল্য খুবই কম, অথবা এগুলোর কোনো মূল্যই নেই, যতক্ষণ না ইচ্ছাগুলো একটি সুনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষার বস্তুতে পরিণত হচ্ছে।

এ বিষয় নিয়ে যে সকল লোক বহু বছর ধরে গবেষণা করে আসছে তারা বিশ্বাস করে, পৃথিবীর সকল শক্তি এবং বস্তুসমূহই আকর্ষণ শক্তির নিয়মের নিয়ন্ত্রক এবং সে নিয়মকে মেনে চলে। আকর্ষণ শক্তির নীতি হচ্ছে, একই রকম পদার্থ ও শক্তিকে কিছু আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে টেনে নিয়ে যায়।

বিশ্বজনীন আকর্ষণ শক্তির একই রকম প্রভাবের ফলে, স্থির, নিশ্চিত এবং গভীর ও দৃঢ় আকাঙ্ক্ষাগুলো মানুষের দৈহিক ইচ্ছাসমূহকে আকর্ষিত করে এবং এগুলোকে রক্ষা করতে সহায়তা দেয়। তাহলে আমরা শিক্ষা লাভ করেছি যে, এ সকল যুক্তি তর্ক ও ব্যাখ্যাসমূহ যদি নির্ভুল হয়, তাহলে বলা যেতে পারে মানুষের সকল অর্জন-বস্তুর চক্র অনেকটা এরকম প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়ে থাকে।

চুয়িংগামের শ্রেষ্ঠ প্যাকেট উৎপাদন ও পরিবেশন করে ডব্লিউ এম-বিগলে-জুনিয়র তার ভাগ্যকে খ্যাতির চূড়ায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কারণ তার সমস্ত মনোযোগকে তিনি এ কাজে নিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি আর একবার প্রমাণ করলেন যে, মানুষের সাফল্যের বীজ তার জীবনের ছোট ছোট বস্তুর মোড়কে আবৃত থাকে।

প্রথমে আমরা একটি সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্যের সাথে দিয়ে (একটি দৃঢ় আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে) আমাদের চেতন মনকে কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তিত করবো। এরপর আমাদের চেতন মনের উপর সকল উদ্দেশ্য বা বিষয়গুলোর প্রতিফলন করবো। এগুলো নিয়ে প্রতিনিয়ত চিন্তাভাবনা করার এবং এগুলো অর্জন

BanglaBook.org

করার উপর আস্থা রাখবো। এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে, যতক্ষণ মনের অবচেতন অংশটি এসব চিত্র ধারণ করবে এবং এসব উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলিকে প্রণোদিত করবে।

নির্দেশনা এবং আত্মনির্দেশনা

এই পাঠ্যক্রম এবং সাফল্যের নিয়মাবলি বই-এর অন্যান্য পাঠ্যক্রম থেকে শিক্ষার্থীরা শিখতে পেরেছে যে, পরিবেশ থেকে পাওয়া বোধশক্তি অথবা অন্য লোকের বিবরণ বা কার্যক্রম থেকে পাওয়া বিষয়টিকেই বলা হয় নির্দেশনা। অন্যদিকে আমাদের বোধশক্তির ছাপ যা আমাদের নিজের মনে থাকে, সেটাই আত্মনির্দেশনা বা স্বয়ংক্রিয় নির্দেশনার সাহায্যে স্থাপন করা হয়।

আত্মনির্দেশনার নিয়ম অনুসারে অপর লোকের কাছ থেকে অথবা পরিবেশগতভাবে পাওয়া নির্দেশনাসমূহ আমাদেরকে তখনই প্রভাবিত করে, যখন আমরা সেগুলো গ্রহণ করে আমাদের অবচেতন মনের দুয়ারে পাঠিয়ে দেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নির্দেশনা আসবে এবং আসতেই থাকবে এবং এটা যে গ্রহণ করে, তাকে প্রভাবিত করলেই স্বয়ংক্রিয় নির্দেশনায় পরিণত হবে।

অন্যভাবে বলতে গেলে এভাবে বলা যায় যে, যাকে প্রভাবিত করতে হবে, তার মতামত ছাড়া কোনোভাবেই কেউ অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে না। কারণ প্রভাবিত ব্যক্তির নিজের স্বয়ংক্রিয় নির্দেশনা শক্তির মাধ্যমেই তার উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়।

মানুষ যখন জেগে থাকে, তখন তার চেতন-মন অবচেতন মনকে প্রহরির মতো পাহারা দেয়, এবং বাইরে থেকে আসা সব রকম নির্দেশনাকে দূরে সরিয়ে রাখে। এ প্রক্রিয়া চলমান থাকে, যতক্ষণ সে নির্দেশনাগুলো চেতন-মনের দ্বারা পরীক্ষিত করে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এটাই মানব জাতিকে অনধিকার প্রবেশকারী কোনো বিষয় থেকে রক্ষা করার প্রাকৃতিক উপায়। না হলে তাদের মনকে এবং মনের ইচ্ছাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলা হতো। এটা একটা বিচক্ষণ ব্যবস্থা।

তোমার সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্যবস্তুর বিষয়টি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার প্রেক্ষিতে আত্মনির্দেশনার মূল্য, আত্মনির্দেশনার শক্তিকে ব্যবহার করার সবচেয়ে বড় উপায় হলো এটাকে কাজে লাগিয়ে একজন মানুষের জীবনের সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে স্থির করা।

BanglaBook.org

এটাকে কীভাবে সুচারুভাবে আয়ত্ত করা যায়, সে পদ্ধতিটি খুবই সরল। সত্যিকারের পদ্ধতিটি দ্বিতীয় পাঠ্যক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অন্যান্য অনেক পাঠ্যক্রমেই সে সকল সূত্রের উল্লেখ রয়েছে। তবে যে মূলনীতির উপর ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত, সে সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করা যাক।

যথা : প্রথমে একটি পরিষ্কার, সংক্ষিপ্ত বিবরণী লেখ; আগামী পাঁচ বছর সময়ের জন্য, যাতে লেখা থাকবে তোমার সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য হিসেবে কোন বিষয়কে তুমি উদ্দেশ্য হিসেবে নিতে চাও?

তোমার বিবরণীটি অন্তত দুটো প্রতিলিপি করে একটি তোমার কর্মস্থলে রেখে দাও, যাতে প্রতিদিন কয়েকবার পড়তে পারো; আরেকটি রাখো তুমি যে ঘরে ঘুমাও সেখানে। প্রতিদিন বিছানায় ঘুমাতে যাবার আগে এবং পরের দিন সকালে ঘুম থেকে জাগার পরে তুমি সেটা কয়েকবার পড়বে।

এ প্রক্রিয়ায় নির্দেশিত বিষয়টি (হয়তো এটা অবাস্তব হতে পারে) তোমার অবচেতন মনের উপর তোমার সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে একটা সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলবে। তোমার মনে হবে যেন কোনো এক জাদুর কাঠির স্পর্শে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, যা তোমাকে তোমার কাঙ্ক্ষিত অর্জনের একান্ত কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। যেদিন থেকে তুমি তোমার মনে একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং তোমার জীবনের সূক্ষ্ম বিষয় এবং অবস্থিতি সম্পর্কে ভাবনা স্থির করবে, আর গভীরভাবে তোমার আকাঙ্ক্ষাগুলোকে কামনা করবে, তখন লক্ষ করবে তুমি যে সকল উল্লেখযোগ্য খবর, বইপত্র এবং সাময়িকী পড়ো, সেগুলোতে তোমার সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কিত বিষয়টির উপর তোমার আকর্ষণ বেড়ে যাবে। তুমি আরও লক্ষ করবে, তোমার কাছে যে সকল সুযোগ আসবে, সেগুলো যদি আগ্রহ ভরে গ্রহণ করো, তাহলে তোমাকে তোমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের অতি নিকটে নিয়ে যেতে পারবে। এ পাঠ্যক্রমের প্রণেতার চেয়ে একথা কেউ বেশি জানে না যে, যে ব্যক্তি মনোজগতের পরিচালন সম্পর্কে কিছুই জানে না তার কাছে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো কতোটুকু অসম্ভব ও অবাস্তব।

যাই হোক, বর্তমান যুগটি সন্দেহবাতিক এবং সংশয়বাদী মানুষের জন্য নয়। যে কোনো লোকের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ হবে এই নীতিগুলো বা পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা বা যাচাই করা, যতক্ষণ না এগুলোর বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

BanglaBook.org

বর্তমান প্রজন্মের কাছে মনে হতে পারে পৃথিবীর কোথাও আর যান্ত্রিক আবিষ্কারের কোনো বিজয়ের পথ খোলা নেই, কিন্তু প্রতিটি চিন্তাকারী ব্যক্তি (এমনকি যারা নির্ভুল চিন্তাকারী নয়) স্বীকার করবে যে, আমরা এখন মানুষের মনের ক্ষমতা নিয়ে চিন্তা করার বিষয়ে একটি বিবর্তন, পরীক্ষণ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার যুগে এগিয়ে যাচ্ছি।

অসম্ভব শব্দটি বর্তমানে মানব ইতিহাসের আগের দিনের তুলনায় খুবই সামান্য অর্থ বহন করে। এমন লোক রয়েছে, যারা সত্যি সত্যিই শব্দটিকে তাদের শব্দভাণ্ডার থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। তারা মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, মানুষ যা কল্পনা করে তাই করতে পারে এবং বিশ্বাস করে এটা তারা পারবে।

আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে, বিশ্ব দুটো জিনিস দিয়ে গঠিত পদার্থ এবং শক্তি। অনেক শ্রমসাধ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করেছি এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে বলতে পারি যে, যে কোনো পদার্থকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে ইলেকট্রন বা পদার্থের পরমাণু কণা। এর পরিণতি হচ্ছে শক্তি। সমস্ত পদার্থই বিভিন্ন নির্দেশ পালন করে। জানামতে শক্তির সর্বোচ্চরূপই হচ্ছে মানুষের মন। অতএব, মানব মন হচ্ছে, মানুষ যা সৃষ্টি করে সেটার জন্য একমাত্র পরিচালনা শক্তি। এ শক্তি বলে মানুষ কি কি করতে পারে? ভবিষ্যতে এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারে, যা অতীতের চেয়ে শক্তিশালী এবং অতীতের সৃষ্টিকে তখন মনে হবে খুবই ক্ষুদ্র এবং সাধারণ প্রকৃতির।

মানব মনের শক্তি প্রমাণের জন্য আমাদের আর ভবিষ্যৎকালের আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না যে, মন হচ্ছে মানবজাতির সবচেয়ে বড় শক্তি। আমরা এখন জানি যে, মনের ভেতরে যে কোনো ধারণা, লক্ষ্য, এবং উদ্দেশ্য স্থাপন করা আছে, সেগুলোর বাস্তব অর্জনের জন্যই এগুলো গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং যা হবে বাধাহীন।

বাকসটন বলেছিলেন যত দীর্ঘকাল আমি বাঁচি, তত নিশ্চিতভাবে আমি বলতে পারি, মানুষে-মানুষে, ক্ষীণকায় এবং শক্তিমান, বৃহৎ এবং গুরুত্বহীন এসব কিছুর বড় পার্থক্য হচ্ছে শক্তি। এমন শক্তি যা হবে অপরাজেয় সিদ্ধান্ত, যা একবার নির্দিষ্ট করার পর হয় মৃত্যু অথবা জয়লাভ। এ বিশেষ গুণই এ পৃথিবীতে সব কিছু করার সহায়ক। এটা ছাড়া কোনো মেধা, পরিবেশ বা সুযোগ কোনো কিছুই দ্বিপদ প্রাণীকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করতে পারবে না।

BanglaBook.org

ডোনাল্ড-জি মিচেল যথার্থই বলেছেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্থ মানুষের স্পষ্টতা প্রতীয়মান হওয়া। সেটা যেন দুর্বলভাবে না হয়, সেটা যেন ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত না হয় এবং সেটা যেন বিপথগামী উদ্দেশ্য না হয়। বরং সেটা হবে দৃঢ় এবং ক্লান্তিহীন ইচ্ছাশক্তি যা সংকট এবং বিপদকে দূরে সরিয়ে দেবে। ঠিক যেভাবে একটি বালক শীতের কুয়াশাঘন জমিতে কুয়াশা সরিয়ে পথ চলে। তখন মনে হয় তার চোখ এবং মস্তিষ্ক না পাওয়া বস্তুকে পাওয়ার গর্বের আনন্দে জ্বলে উঠে।

ইচ্ছা শক্তি মানুষকে প্রতিভাধর ও ক্ষমতাবান করে গড়ে তোলে।

মহান ডিজরেইলি বলেছেন, দীর্ঘদিন ধ্যান চর্চা করে আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, একজন মানুষ কোনো স্থির উদ্দেশ্য গ্রহণ করলে সেটা পরিপূর্ণভাবে রূপায়ণ করা উচিত এবং কোনো কিছুই একটি ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারে না, এমনকি সে ইচ্ছাটা পূর্ণ হবার পর তার অস্তিত্ব ঝুঁকিপূর্ণ হলেও।

স্যার জন সিম্পসন বলেছেন, একটা দৃঢ় ইচ্ছা এবং অক্লান্ত মনের বল অসম্ভবকে সম্ভাবনাময় করতে পারে, যা প্রথমে মনে হবে শীতল, ভিরু এবং ক্ষীণ প্রকৃতির। জন ফসটার পরীক্ষা করে বলেছেন, এটা খুবই আশ্চর্যজনক, কিভাবে মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও আত্মার কাছে নতি স্বীকার করে, অথচ মানুষের কাছে নত হয় না। এবং এই আত্মার এমন শক্তি আছে যে, এমন পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে, যা মানুষ প্রথমে ইচ্ছা পূরণের সময় হতাশায় ভোগে। যখন একটি দৃঢ় সিদ্ধান্তমূলক আত্মার পরিচিতি পাওয়া যায়, তখন এটা খুবই কৌতুহলজনক বিষয় যে, কিভাবে একটি শক্তিশালী আত্মা মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থানকে মুক্ত করে তাকে স্বাধীনতার জগতে নিয়ে যায়। আব্রাহাম লিংকন জেনারেল গ্র্যান্ট সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন–জেনারেল গ্র্যান্টের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শান্ত ও দৃঢ় অবস্থান। তিনি সহজে উত্তেজিত হন না।

তার প্রচেষ্টা ছিল ভয়ঙ্কর কুকুরের মতো। তিনি যে কাজ তার কঠিন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে করতে চাইতেন, কোনো কিছুই তাকে টলাতে পারতো না।

এখানে এ কথাটা বলা আবশ্যক যে, একটা দৃঢ় ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে যতক্ষণ এটা অবচেতন মনে গ্রহণযোগ্য না হয়, ততক্ষণ চেষ্টায় অটল থাকতে হবে। একটি সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য অর্জনের জন্য শুধু কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিনের জন্য সেই ইচ্ছাটাকে গভীরভাবে পোষণ করে পরবর্তীতে এটা ভুলে গেলে কোনো কাজ

BanglaBook.org

হবে না। সবচেয়ে সফল চিকিৎসক তারাই, যারা ঔষধ নির্বাচনের সাথে রোগীকে আশা ও বিশ্বাস-এর বাণী শুনান।

ইচ্ছাটা মনের ভেতর অটলভাবে ধরে রাখতে হবে, যাতে এটা বিফলে না যায় এবং যতক্ষণ না ইচ্ছাটাকে স্বয়ংক্রিয় বা অবচেতন মন গ্রহণ না করে। এ অবস্থা পর্যন্ত ইচ্ছাটাকে তোমাকে ধরে রাখতে হবে এবং এর পরের স্তরের ইচ্ছাটা তোমাকে লক্ষ্য অর্জনের পথে নিয়ে যাবে।

অনড় অবস্থান বিষয়টা তুলনা করা যায় যেভাবে উপরের থেকে নিচের দিকে যাওয়া জলের ফোঁটা পাথরকে পর্যন্ত ধীরে ধীরে ক্ষয় করে ফেলে। যখন তোমার জীবনের শেষ অধ্যায় শেষ হয়ে আসবে, তখন দেখবে অটলভাবে লেগে থাকার বিষয়টি তোমার জীবনের সাফল্য অথবা পরাজয়ের জন্য অনেকখানি দায়ী।

এই পুস্তক রচয়িতা শিকাগোতে অনুষ্ঠিত টানে-ডেম্পসি মল্লযুদ্ধ দেখেছেন। দুই মল্লবীরের আগের পর্বের মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশও তিনি লক্ষ করেছিলেন।

দুবারই, দুটো বিষয় টানেকে সাহায্য করেছিল ডেম্পসিকে পরাজিত করতে। যদিও এটা সত্যি যে, দুজনের মধ্যে ডেম্পসি ছিল অধিকতর শক্তিশালী এবং অনেকের বিশ্বাস মতে পারদর্শী মল্লবীর। দুটো জিনিসই ডেম্পসিকে পরাজিত করেছে। প্রথমত ঃ তার নিজের উপর আত্মবিশ্বাসের অভাব, সে ভেবেছিল টানে তাকে পরাজিত করবে এবং দ্বিতীয়ত টানের সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতা এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, সে ডেম্পসিকে পরাজিত করবে।

টানে তার চিবুক উঁচু করে খেলার বলয়ের মধ্যে প্রবেশ করলো। তার প্রতিটি গতিশীলতায় ছিল আত্ম-নিশ্চয়তার বহিঃপ্রকাশ। অপরদিকে ডেম্পসি অনেকটা অনিশ্চিত পদক্ষেপে হেঁটে এলেন এবং এমনভাবে টানের দিকে তাকালেন, যার ভাষা ছিল, তুমি আমার এমন কি করতে পারবে?'

খেলার বলয়ে প্রবেশ করার আগেই ডেম্পসি নিজের মনের কাছে পরাজিত ছিল। সংবাদকর্মী এবং প্রচারকর্মীরা একটা চতুর খেলা খেলেছিল। টানেকে ধন্যবাদ যে, সে তার বিপক্ষীয় প্রতিযোগীর ক্ষমতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেছিল। এভাবেই মল্লযুদ্ধে পুরস্কার পাওয়ার গল্পটি আমরা দেখেছি। একজন লোক কিভাবে তার চিন্তাশক্তিকে ব্যবহার করে, তার উপরই নির্ভর করবে তার সাফল্য অর্জনের বিষয়।

BanglaBook.org

এই পাঠ্যক্রমে পরিবেশ এবং অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে মনে উদ্দীপনা শক্তির সঞ্চার হয় এবং যা মানুষের মনকে পরিচালনা করে। তারাই ভাগ্যবান ব্যক্তি, যারা জানে কীভাবে তাদের মনকে উদ্দীপক এবং জাগ্রত করে তাদের মনের শক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে যাবে, যার ফলে যে কোনো সুদৃঢ় এবং গভীরভাবে নিবদ্ধ ইচ্ছাগুলো বাস্তবে পরিণত হবে।

নির্ভুল চিন্তাধারা এমন এক ধরনের চিন্তা, যা মানুষের মনের সমস্ত শক্তিকে বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করা যায়। ভাবনাগুলোকে শুধুমাত্র পরীক্ষণ, শ্রেণিবিন্যাস করার মাধ্যমে থামানো যায় না। নির্ভুল চিন্তাধারার মাধ্যমে একটা নতুন ভাবনার সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে এ ভাবনাগুলোকে সর্বোচ্চ লাভজনক এবং গঠনমূলকরূপে পরিণত করা যায়। মনে হয় শিক্ষার্থীরা কোনোরূপ সন্দিগ্ধতা এবং সন্দেহ ব্যতীত এ পাঠ্যক্রমের নিয়ম নীতিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখবে যে, এ সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং যুক্তিগুলো শুধুমাত্র রচয়িতার নিজস্ব মতামতের বিষয় নয়। মানসিক বিষয়ের কিছু বিশিষ্ট তদন্তকারীদের কাছ থেকে আমি অনেক সহযোগিতা পাবার সুযোগ পেয়েছি। এবং এটা সত্য যে, এ সমস্ত পাঠ্যক্রমের উপসংহার বিভিন্ন রকম মানুষের মনেরই প্রতিফলন।

*　　*　　*

পূর্ণ মনঃসংযোগের পাঠ্যক্রমে তোমাদেরকে আত্মনির্দেশনার নিয়মাবলি সম্পর্কে আরও ভালোভাবে অবহিত করা হবে।

প্রকৃতপক্ষে পাঠ্যক্রমটির পূর্ণ বিবরণকালে যতটুকু সম্ভব বিবর্তনের নিয়মগুলির সাথে বিষয়বস্তু পর্যায়ক্রমে বিবরণ করার নীতিগুলোও সমান্তরালভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম পাঠক্রমটি দ্বিতীয় পাঠক্রমের মূল সূত্র এবং দ্বিতীয়টি এর পরের অর্থাৎ তৃতীয়টির মূল সূত্র এবং এভাবেই পরপর লেখা হয়েছে।

আমি এ পাঠক্রমটি রচনাকালে এমন পথে অগ্রসর হয়েছি, যেমন করে মানবজাতি প্রকৃতি থেকে শিক্ষা লাভ করে। অনেকগুলো স্তরের মধ্য দিয়ে আমি এগিয়েছি, যাতে প্রত্যেকটি স্তর পার হয়ে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী উচ্চতর স্তরে পৌঁছতে পারে এবং পরিশেষে পাঠ্যক্রমটির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার সক্ষমতা অর্জন করে। যেভাবে পাঠ্যক্রমটি প্রস্তুত করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ঠিক শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায়

BanglaBook.org

না। কিন্তু উদ্দেশ্যটি তোমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট এবং পরিষ্কার মনে হবে, যখন তোমরা পাঠ্যক্রমটির বিষয়বস্তু পূর্ণভাবে আয়ত্ত করবে। কারণ এ পাঠক্রমটির সমগ্র বিষয়টি তোমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার উন্মুক্ত করবে, যা নাকি একজন লোক আর একজন লোককে দিতে পারে না। কিন্তু অর্জন করা যায় একমাত্র নিজের মনের ভেতরের ভাবনাগুলো বের করে সেটার প্রসারতা লাভ করে।

এ শিক্ষা বা জ্ঞান একজন ব্যক্তির পক্ষে আর একজন ব্যক্তিকে দেওয়া সম্ভব নয়, যেমন একজন ব্যক্তির পক্ষে আর একজন অন্ধ ব্যক্তিকে কোনো রং-এর বিবরণ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

যে জ্ঞানের সম্পর্কে আমি লিখে আসছি, সেগুলো আমার কাছে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছে, যখন আমি পরিশ্রম ও আস্থার সাথে নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করছি, এবং সেটা করছি তোমাদের পথনির্দেশ দেওয়া ও তোমাদের আলোকিত করার জন্য। সুতরাং আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলতে চাচ্ছি, এই জ্ঞান ও শিক্ষাকে কোনো উদাহরণ, উপমা বা শব্দ প্রয়োগ করে ভালো করে বর্ণনা করা যায় না। এটা এমন একটা বিষয়, যা শুধু নিজের অন্তর থেকে গ্রহণ করা যায়।

যারা আন্তরিকভাবে ও বুদ্ধিমত্তার সাথে জ্ঞানের পথটির লুকানো দিকটা জেনে পুরস্কৃত হবার একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতের আশা করছে, আমি তাদেরকে বলছি, এখন আমরা সে নির্ভুল চিন্তাধারার পর্বটি নিয়ে আলোচনায় যাবো। এ বিষয়টা জানলে তোমরা শুধুমাত্র সে গোপন পথটি অনুসরণ ব্যতীত অন্য কিছুই তোমাদেরকে অনেক উচ্চ অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবে না, যার কিছুটা আমি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছি। মানুষের চিন্তাভাবনাই হচ্ছে মূল বিষয়।

অনেকেই এটা বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি পূর্ণ ভাবনাই মানুষের মনে একটা কম্পন সৃষ্টি করে, যার ফলে পরবর্তী সময়ে এটা নিয়ে একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তে হয় যে, মানুষের অসীম বুদ্ধিমত্তার ফলেই চিন্তাগুলোর বাস্তব প্রতিফলন ঘটে।

আমাদের অন্তরের বাইবেলের (সেন্ট-জন-আই-তের) একটি দৃঢ় ধারণা হচ্ছে, দেখো মহান প্রভুর মহিমা। এবং এটাই সত্যের রূপ। সমগ্র বাইবেল গ্রন্থের মধ্যে মানব জাতির জন্য একমাত্র পুরস্কারের বার্তা হচ্ছে যে, গঠনমূলক চিন্তাধারা ছাড়া কোনো কিছু অর্জন করা যায় না। এটা একটি চমকপ্রদ বিবৃতি। কিন্তু যদি তুমি একজন প্রাথমিক শিক্ষার্থী অথবা পঠিত বাইবেলের ব্যাখ্যাকারীও হও, তাহলেও তুমি বুঝতে পারবে, এটা একটা সত্যিকারের বিবৃতি।

BanglaBook.org

অন্য কোনো বিষয় বাদ দিয়ে একটি বিষয়ে বাইবেলের প্রকৃত সত্য হচ্ছে, বাস্তব ধরনের সব কিছুরই শুরু হয় চিন্তা দিয়ে। এ পাঠক্রমে প্রতিটি অংশের শুরুতেই তুমি এ কথাটির উপস্থাপনা লক্ষ করবে। তুমি যদি বিশ্বাস করো তুমি পারবে, তাহলে অবশ্যই তুমি এটা পারবে। এ বিবৃতিটি একটি মহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেটা সমগ্র বাইবেলের শিক্ষার একটি প্রতিজ্ঞাস্বরূপ। 'বিশ্বাস' শব্দটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি লক্ষ করো।

বিশ্বাস শব্দটির পেছনে এমন একটি শক্তি রয়েছে, যার মাধ্যমে তুমি কর্মসূচি পরিকল্পনার নিয়ম পালন এবং আত্মনির্দেশনার নীতি অনুসরণ করে নির্দেশনাগুলোকে প্রাণবন্তভাবে সতেজ করে তোমার অবচেতন মনে পাঠাতে পারো। এই বিষয়টিকে অবহেলা করো না। কারণ এটাই হচ্ছে তোমার সমস্ত শক্তির প্রথম, মধ্যবর্তী এবং শেষ। সমস্ত চিন্তাধারাই সৃজনশীল, কিন্তু সব চিন্তাই গঠনমূলক এবং ইতিবাচক নয়।

যদি তুমি কার্পণ্য ও দরিদ্রতার কথা চিন্তা করো এবং লক্ষ করো, এগুলো থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনো উপায় নেই, তাহলে এ চিন্তার ফল তোমাকে সে অবস্থায় নিয়ে যাবে এবং তোমার সফলতা আনবে না। কিন্তু বিপরীতমুখী চিন্তায় সেগুলোকে ইতিবাচক হিসেবে দেখো, আশাবাদী মনে করো. তখন দেখবে তোমার চিন্তাগুলো তোমাকে সেরকম অবস্থানে নিয়ে যাবে।

চিন্তাশক্তি তোমার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে আকর্ষিত করে এবং তোমার চিন্তাধারার সাথে তোমার বার্হিক্য এবং বাস্তব অবস্থার সামাঞ্জস্য রেখে চলে। এ কথাটা এই পাঠ্যক্রমের পূর্ববর্তী প্রতিটি অধ্যায়ে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, তবুও এটা আবার বলা হলো এবং আগামী পাঠ্যক্রমের মাঝেও বহুবার বলা হবে। এই বিষয়টার বারবার পুনরাবৃত্তির কারণ হলো, মন পরিচালনা বিষয়টির প্রায় প্রতিটি শিক্ষার্থীরই এ প্রাথমিক এবং চিরসত্যটির গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ দেয় না।

যখন তুমি তোমার অবচেতন মনে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের বীজ বপন করবে, তোমাকে অবশ্যই এটা এমন পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে উর্বর করতে হবে, যেন অসীম বুদ্ধিমত্তা তোমাকে সাহায্য করে, তোমার ইচ্ছাগুলোকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ধরন অনুযায়ী বাস্তবায়নের পথে নিয়ে যায়। এই বিশ্বাস-এর মধ্যে কোনো কিছু কমতি থাকলে তুমি সাফল্যে নিরাশ হবে। তোমার অবচেতন মনে যখন তুমি তোমার কোনো সুনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য স্থির করবে, তখন তোমার মনে এমন আস্থা এবং বিশ্বাস রাখতে হবে, যাতে উদ্দেশ্যে এর

BanglaBook.org

চূড়ান্ত সফলতার জন্য তখন থেকেই তোমাকে সে কাঙ্ক্ষিত সফল ব্যক্তির কথা চিন্তা করতে হবে।

প্রথমে ধৈর্য এবং অধ্যবসায় অর্জন করো। এরপর স্থির করো তুমি আর কি চাও? তখন তুমি নিশ্চিতভাবেই এটা অর্জন করবে।

তোমার অবচেতন মনকে নির্দেশনা দেবার পর মুহূর্ত থেকেই তুমি তোমার নিজেকে এমন আচরণে অভ্যস্ত করো, যেন তোমার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের স্থানে তুমি ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছো।

আত্মনির্দেশনার নিয়মগুলো কার্যকর হলে কোনো প্রশ্ন করো না এবং অবাক হয়ো না। কোনো সন্দেহ প্রকাশ করো না, শুধু বিশ্বাস রেখো। তোমার মনকে এটার গুরুত্ব বোঝার জন্য এই বিষয়টাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

তোমার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের পথে ইতিবাচক চিন্তাধারাই হলো প্রথম বীজ, যার সাহায্যে তুমি তোমার চিন্তার বীজকে ঊর্বর করে তুলবে, এবং যদি তুমি এই চিন্তার বীজ গিয়ে ঊর্বর করে তুলতে না পারো, তাহলে তোমার সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য অর্জনের পরিবর্তে আকাঙ্ক্ষিত সুফল পাবে না। যেমন করে একটি মুরগির বাচ্চার পরিবর্তে তুমি একটি অনুর্বর ডিম পাবার আশা করতে পারো।

কবি বলেন—
আপনি কখনও এটা বলতে পারবেন না যে,
একটি চিন্তা কি করে ফেলবে,
তা কি আপনার প্রতি ঘৃণা বয়ে আনবে,
না কি ভালোবাসা বয়ে আনবে?
কারণ চিন্তাগুলো এমন এক বস্তু,
আর তাদের বায়বীয় পাকাগুলো কবুতরের পাকা অপেক্ষাও দ্রুতগতি সম্পর্ণ।
তারা বিশ্বব্রহ্মান্ডের বিধান অনুসরণ করে চলে,
প্রতিটি চিন্তা–এর স্বরূপ কিছু সৃষ্টি করে,
এবং তারা রেখার উপর দিয়ে দ্রুত ছুটে চলে
আপনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য,
অথ্যাৎ আপনার মন থেকে যা কিছু হারিয়ে গিয়েছিলো,
তা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য।

BanglaBook.org

চিন্তাই হচ্ছে মূল বিষয়। যখন তুমি বুঝতে পারবে এটা একটা বৃহৎ সত্যি, যার মধ্য দিয়ে তুমি জনগণের গোপন কক্ষে পৌঁছাতে পারবে, যা আগেও বলা হয়েছে। তার ফলে অন্য লোককে তুমি তোমার নিকটে নিয়ে আসতে পারবে।

যখন তুমি এই মৌলিক সূত্রটি আয়ত্ত করতে পারবে। তুমি যেভাবে চিন্তা করতে ইচ্ছা করো, সেভাবে চিন্তা করার শক্তিই থাকবে তোমার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। পূর্ববর্তী বাক্যগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এগুলোর অর্থ আয়ত্ত করো। যদি তোমার চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি থাকে, তাহলে তোমার কর্তব্য হবে এটা স্থির করা যে, তোমার চিন্তাগুলোর ফলাফল ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক ধরনের হবে কিনা। এর সম্পর্কে মনের কোণে ভেসে আসে, পৃথিবীর একটি বিখ্যাত কবিতার রচয়িতা ছিলেন হেনলে।

রাতারাতি তা আমাকে আচ্ছাদিত করে ফেলে
অতলস্পর্শী অন্ধকারে একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়।
আমার অজেয় আত্মার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
তা তিনি যেমনই হোক না কেন।
পরিস্থিতিকে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরতে ব্যর্থ্য হওয়ায়
আমি ছটফট করিনি, কিম্বা জোরে চিৎকার করে উঠিনি।
লগুড় দ্বারা বার বার আঘাত করার ফলে
যদিও আমার মস্তক রক্তাক্ত হয়েছে, কিন্তু আমি মস্তক অবনত করিনি।
ভীষণ ক্রোধের এবং অশ্রুপাতের এই জায়গা ছাড়িয়ে
ভীতিপ্রদ অবস্থা এবং ভয়ানক আতংকের ছায়া আমাকে গ্রাস করেছে।
আর বছরের পর বছর যে ভীতি আমাকে প্রদর্শন করেছে
তা এখনও আমাকে ভীতিহীন অবস্থায় দেখবে।
এটা তেমন ব্যাপার নয় যে, বের হবার দ্বারটি কতো কষ্টকর,
সেই নিঘন্টের কীভাবে দন্ডারোপ করা হয়েছে,
আমিই আমার নিয়তির প্রভু,
আমিই আমার আত্মার অধিনায়ক।

—হেনলে, কবি ও সাহিত্যিক।

BanglaBook.org

আমি যে গোপন পথের সন্ধান পাবার বিষয়ে উল্লেখ করেছি, কবি ও হেনরির সে পথ আবিষ্কারের পূর্বে এ কবিতাটা রচনা করেননি।

তুমি নিজেই তোমার ভাগ্য এবং নিয়তির পরিচালক। এটা এ কারণে যে, তুমি তোমার নিজের চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করো এবং তোমার চিন্তাধারা প্রয়োগ করে তুমি তোমার যেকোনো সম্পর্ককে বাস্তবে রূপ দিতে পারো।

*　　*　　*

বর্তমান পাঠ্যক্রমটি শেষ করার আগে আমরা মৃত্যুর পর ও পরপারের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। চেয়ে দেখো পৃথিবীতে শারীরিক অস্তিত্ব ছাড়াই অনেক লোক বিচরণ করে। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো, সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য তুমি তোমার মন-মতো গড়া সে মানুষগুলোকে দেখতে পাচ্ছ, যাদের মৃত্যুর আগে ঠিক তুমি তাদের যে ভাবনার মতো করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলে।

সেখানে তোমার নিজের অন্তরের সন্তানরা রয়েছে, যাদেরকে তুমি তোমার নিজের চিন্তাধারা অনুযায়ী গড়ে তুলেছিলে। যারা তোমার নিজেদের লোকদের প্রতি ঘৃণা, শত্রুতা, হিংসা, স্বার্থপরতা এবং অন্যায়বোধ নিয়ে জন্মেছে তারা তোমার নিকট কাঙ্ক্ষিত প্রতিবেশী নয়, কিন্তু তাদের সাথেও তোমারে কিভাবে বসবাস করতে হবে, কারণ তারাও তোমার সন্তান এবং তাদের তুমি দূরে সরিয়ে দিতে পারো না। এটা তোমার জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্য, যদি সে সন্তানদের মাঝে ভালোবাসা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা এবং অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন এসব গুণাবলি না থাকে।

এসকল রূপক-বর্ণনামূলক নির্দেশের আলোকে নির্ভুল চিন্তাভাবনার বিষয়টি একটি নতুন এবং আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে। এটা কি মনে হয় না?

যদি এমন সম্ভাবনা থাকে যে, এ জীবনে তুমি যে সকল ভাবনাচিন্তা করছো, সেগুলো তোমার মৃত্যুর পরেও জীবন রূপে ধরা দিয়ে তোমাকে অভিনন্দিত করবে, তাহলে তুমি তোমার শরীরের জন্য খাদ্য গ্রহণ বিষয়ে যতটুকু সতর্ক থাকো, তোমার ভাবনা চিন্তাগুলো নিয়ে তারচেয়ে অধিক সতর্ক হবার প্রয়োজন নেই। এর সকল নির্দেশনাকে আমিই রূপক বর্ণনা মনে করি, কেননা আমি এর আগে জ্ঞান লাভের গোপন পথের সন্ধান পাওয়ার জন্য তোমাদের যে পথ দেখিয়েছি, সে পথের তোমরা বিষয়টা ভালো করে বুঝতে পারবে। তোমরা সে পথে অগ্রসর হবার আগে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি কিভাবে এসব বিষয় জানতে পারলাম, সেটা হবে

BanglaBook.org

অর্থহীন। কারণ এটা হবে এমন ঘটনা, যখন একজন তার চোখ দিয়ে কোনো কিছু দেখতে সক্ষম নয়, অথচ আমাকে প্রশ্ন করে, লাল রং দেখতে কেমন? আমি তোমাদের এমন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে চাপ দিচ্ছি না।

এমনকি আমি বিষয়টির পূর্ণতা সম্পর্কে তর্ক করছি না। আমি এ সকল নির্দেশনা দিয়ে শুধুমাত্র তোমার কর্তব্য ও দায়িত্ব শেষ করছি। তুমি তোমার নিজের নির্বাচনের শক্তি দিয়ে তোমার মতো করে এগুলো একটা নির্দিষ্ট স্তরে পর্যন্ত গ্রহণ অথবা বাতিল করতে পারো।

পাঠক্রমের নির্ভর চিন্তাভাবনার ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, সে সকল চিন্তাভাবনা যা তোমার নিজস্ব সৃষ্টি। অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া নির্দেশনা বা সরাসরি বিবরণলব্ধ চিন্তাসমূহকে পাঠক্রম এর অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্ভুল চিন্তা মনে করা যায় না, যদিও মনে করা যেতে পারে যে, সেগুলোর ভিত্তি কোনো ঘটনা। এখন আমি তোমাদেরকে এ পাঠক্রমের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে এসেছি, যা হলো নির্ভুল চিন্তা এবং এর বেশি কিছু আমি তোমাদের বুঝাতে পারবো না।

যাই হোক, তোমরা এখন পর্যন্ত সমগ্র বিষয় সামগ্রীতে পৌঁছাওনি, তোমরা মাত্র সবে শুরু করেছো। এখন থেকে তোমাদেরকে নিজেই নিজের প্রদর্শক হতে হবে। কিন্তু যদি যে মহা সত্যের উপর এই পাঠ্যক্রমটি প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ ভুলে যাও, তাহলে তোমাদের নিজস্ব পথ চলা খুঁজে পেতে কোনো সমস্যা হবে না।

তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি, যদি পাঠ্যক্রমের মৌলিক সত্যটা প্রথম পাঠের সময় তোমাদের বোধগম্য না হয়, তাহলে উৎসাহ হারাবে না। এমনটি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে তোমাদের কয়েকসপ্তাহ, এমনকি কয়েকমাস সময় ধরে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। কিন্তু এ কাজটি সত্যিই প্রয়োজনীয়। এ পাঠ্যক্রমের প্রথমে বর্ণিত নিয়মাবলি তোমরা সহজে বুঝবে এবং গ্রহণ করতে পারবে, কারণ সেগুলো নিতান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের। যাই হোক, তোমরা যখন একটি শেষ করার জন্য চিন্তা ভাবনা করছো, হয়তো তোমাদের মনে হবে গভীর জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, যার তল খুঁজে পাওয়া কঠিন। হয়তো আমি এই বিষয়টির ওপর চূড়ান্ত আলোকপাত করে বলতে পারি যে, যখন তোমরা এ বাক্যগুলো গড়ছো, তখন প্রতিটি কণ্ঠস্বর, প্রতিটি সংগীতের সুর এবং অন্য সকল প্রকার ধ্বনি ইথারে ভেসে বেড়ায়। এ সকল শব্দ শোনার জন্য তোমাদের একটি আধুনিক বেতার যন্ত্রের প্রয়োজন। এ সাহায্যকারী যন্ত্রটি ছাড়া তোমাদের নিজস্ব শ্রবণ-বোধ সে সকল ইথারে ভেসে বেড়ানোর শব্দ শোনার কোনো ক্ষমতাই ধারণ করে না।

BanglaBook.org

যদি এই কথাটি ২০ বছর আগে প্রচার হতো, তাহলে যে লোক এসকল কথা বলতো, তাকে পাগল বা অতি নির্বোধ ভাবা হতো। কিন্তু এখন তোমরা বিনা প্রশ্নে এসব কথা গ্রহণ করতে পারছো, কারণ তোমরা জানো, কাজগুলো অত্যন্ত সত্যি।

চিন্তাধারা হচ্ছে শব্দ অপেক্ষা অনেক উচ্চ শহর এবং নিখুঁতভাবে সুগঠিত। এটা যথার্থই অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রতিটি চিন্তাধারা যেগুলো নিয়ে বর্তমানে আলোচনা হচ্ছে বা অতীতে হয়েছিল, সবগুলোই ইথারে ভেসে বেড়ায় এবং যাদের কাছে এ সকল বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার বৈজ্ঞানিক ভাবনা ও যন্ত্রপাতি আছে, তারাই ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়।

তার জন্য কি ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়? তোমরা প্রশ্ন করতে পারো। জনগণের পথে অগ্রসর হবার গোপন পথের সন্ধান পেলে তোমাদেরকে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। এর আগে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। তোমাদের নিজের চিন্তাধারার মধ্যেই তোমরা সে যাত্রাপথে পৌঁছাতে পারবে। এটাই একটা কারণ, কোনো অতীতের বিখ্যাত দার্শনিক, এরা মানুষকে নিজেদের জানার জন্য সতর্ক করেছিলেন।

নিজেকে জানো–কথাটা বর্তমান এবং বহু যুগের দাবি। যীশু খ্রীষ্টের জীবন ছিল প্রতিনিয়ত আশা-আকাঙ্ক্ষার এবং সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষাটা সবাই আবিষ্কার করতে পারে নিজেদের ভেতরের বোধটুকু অনুসন্ধান করে।

ঈশ্বরের কর্মপন্থার সবচেয়ে পছন্দনীয় রহস্য হচ্ছে, এসকল আবিষ্কার হচ্ছে, আত্ম আবিষ্কার। যে সত্যটি মানুষ চিরকাল ধরে খুঁজে বেড়ায়, সেটা তার নিজের অস্তিত্বের মাঝেই জড়ানো থাকে।

সুতরাং জীবনের অন্য কোথাও বা অপরের জীবন থেকে এটা পাবার আশা করা সম্পূর্ণ বৃথা। এটা করতে গেলে তুমি যা খুঁজে বেড়াও, তার থেকে অনেক দূরে যেতে হবে এবং তুমি শুধু জানবে এবং বুঝতে পারবে, এই পাঠক্রমটি শেষ করার পর তুমি জ্ঞানের পথে পৌঁছাবার পথটির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছো, এবং এমন কাছে যাবার সুযোগ তুমি অতীতে কখনও পাওনি। পাঠক্রমটির শিক্ষা, পূর্ণ দায়িত্ব করতে পারলে তোমরা প্রাথমিক পাঠ-এর 'পরিচালনকারী' বিষয়টির উপর সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করবে।

নিশ্চয়ই এখন তুমি বুঝতে পারছো, কেন দুজন বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে সহযোগিতামূলক মৈত্রীবন্ধন রক্ষা করতে হয়? এই মৈত্রীবন্ধনটি যারা এতে অংশগ্রহণ

BanglaBook.org

করে, তাদের মনকে উন্নত করে। এর ফলে তারা তাদের চিন্তাশক্তিকে অসীম বুদ্ধিমত্তার সাথে যোগসূত্র ঘটাতে পারে। এ সকল বিবরণ-এর ফলে সমগ্র প্রাথমিক পাঠ্যক্রমগুলো তোমাদের কাছে একটি নতুন অর্থ নিয়ে আসবে।

এই পাঠক্রমটি দ্বারা তোমরা বিস্তারিত জেনেছো, কোনো বিশেষ কারণে তোমরা প্রধান-পরিচালনাকারী'-বিষয়টি নিয়মাবলি মেনে চলবে এবং এই বিষয়টি মেনে চলার ফলে ব্যবহারকারীরা কতোটুকু উন্নতি করতে পারবে।

এতোক্ষণে তোমরা বুঝতে পেরেছো, কিছু লোক ক্ষমতা এবং ভাগ্যের শিখরে উঠে গেছে, অথচ তাদের পাশের লোকেরা দারিদ্র্য এবং অভাবের মধ্যেই বাস করে। যদি তোমরা এতোক্ষণ এগুলোর কারণ বুঝতে না পারো, তাহলে তোমরাই পাঠক্রমের বাকি অংশগুলো পড়ে ভালোভাবে আয়ত্ত করো। পাঠক্রমটি প্রথম পড়ার পর নিয়মাবলি তুমি যদি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে না পারো, তাহলে হতাশ হবে না।
সমস্ত পাঠ্যক্রমটির এটাই একটি অংশ, যা কোনো প্রাথমিক স্তরের পাঠক প্রথমবার পড়ে আয়ত্ত করতে পারে না। এটা পড়ার পর জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায়, যদি তার সাথে চিন্তাধারা তার প্রতিফলন এবং গভীর ভাবনার সংমিশ্রণ থাকে।

এ কারণেই তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, প্রতি স্তরের ব্যবধানে অন্তত চারবার পাঠ্যক্রমটি পড়বে। তুমি প্রাথমিক পাঠক্রমটি পুনরায় পড়বে 'মূল পরিচালনাকারী'-অধ্যায়টির নিয়মাবলি আয়ত্ত সুক্ষ্মভাবে বুঝতে পারো। তাহলে তুমি 'নির্ভুল-চিন্তা বিষয়ক'ভাবনা এবং বর্তমান বিষয়টি পারস্পরিক সম্পর্কটুকুও বুঝতে পারবে। 'মূল পরিকল্পনাকারী' বিষয়টি একটি নীতিমালা, যার মাধ্যমে তুমি একজন নির্ভুল চিন্তাবিদ হতে পারো। এই বিষয়টি খুবই সহজ এবং অর্থবোধক নয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ব্যর্থতা

পাঠ্যক্রম শেষে গ্রন্থ ও রচয়িতার সাথে পরিচয়, বৃহত্তর সাফল্যের পাঠ্যসমূহ যে কোনো বিপরীত ক্রমানুসারে শেখা যায়, মানবজাতির কর্মধারাকে একটি জ্ঞানলব্ধ দূরদর্শিতার মাধ্যমে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষকে কোনো কারণবশত যে কোনোভাবেই একটি ব্যর্থতার বাধা অতিক্রম করে আসতে হবে। উপরের চিত্রে তুমি লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে যে, সবচেয়ে নিষ্ঠুর বাধা হচ্ছে দারিদ্র্য।

মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় তিনটি জিনিস হচ্ছে, ঘুমানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট ও নিরাপদ স্থান, খাদ্যদ্রব্য এবং পরিধানের বস্ত্র। পৃথিবীতে বসবাসরত লক্ষ লক্ষ মানুষ এই তিনটি বাধাকে অতিক্রম করার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছে।
দারিদ্র্যের বাধা অতিক্রম করা কোনো সহজ বিষয় নয়। কিন্তু এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে, বিখ্যাত সফল নারী ও পুরুষদেরকে এই সাফল্যের দ্বারে পৌঁছাতে এসব বাধা পেরিয়ে আসতে হয়েছে।

ব্যর্থতাকে সাধারণত অভিশাপ মনে করা হয়। কিছুসংখ্যক লোক সবসময় মনে করতেন, দারিদ্র্যকে এভাবে অভিশাপ মনে করলে, এটা এই সত্যটি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, দারিদ্র্য কদাচিৎ স্থায়ী হয়। তুমি তোমার নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার কথা মনে করে দেখো যে, তোমার ব্যর্থতাগুলো সাফল্যের ছদ্মবেশে তোমার কাছে ফিরে এসেছে। ব্যর্থতা মানুষকে এমন কিছু শিক্ষা দেয়, যা তারা অন্য কিছু থেকে লাভ করতে পারে না। উপরেও এটা এমনভাবে শেখায় যা বিশ্বব্যাপী প্রচলিত। ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে বিনিময় বা–

'একজন মানুষের লড়াইটাই তার পরীক্ষাস্বরূপ,
প্রতিদিন সে যে সাহসের দৃঢ়তা দেখায়;
যেভাবে সে তার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকে,
এবং তার ভাগ্যের উপর বিভিন্নরকম ধাক্কা এবং সুষ্ঠামাত বরণ করে নেয়,
একজন কাপুরুষ তখন হাসতে পারে,

BanglaBook.org

যখন ভয় পাবার কিছু নাও থাকতে পারে,
তখন তার উন্নতি করারও কিছু থাকে না,
কিন্তু একজন মানুষ যখন উঠে দাঁড়ায় এবং উল্লাসিত হয়,
ঠিক তখন আর একজন হয়তো তারকায় পরিণত হয়।
মোটের উপর এটাই কি জয় নয়, কিন্তু যে লড়াই কোনো ভাই সংগঠিত করে,
যে লোকটি প্রাচীরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়,
যে এখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
এবং মাথা উঁচু করে নিয়তিকে আঘাত করেঃ
তিনি রক্তাক্ত হন, তার শরীর থেতলে যায় এবং বিবর্ণ হয়ে যায়,
তিনিই তো সেই লোক, যিনি একটু একটু করে জয় লাভ করে,
কারণ তিনি তো পরাজয়ে ভীত নন।
এই আঘাত আপনি পান, এই ধাক্কা আপনি সহ্য করেন,
আর যত ক্ষতের মোকাবিলা আপনার সাহস করে থাকে,
দুঃখের সময়গুলো আর বৃথা অনুশোচনা,
এসব যদি জয় করতে না পারেন,
তাহলে জয়ের পুরস্কার হাতছাড়া হয়ে যায়।
তেজস্ক্রিয়তার এসব পরীক্ষা এবং আপনার মূল্যায়নের প্রমাণ,
এগুলো আপনার আঘাত করা বোঝায় না,
পা নিয়ে আপনি কাজ করেন, কিন্তু উত্তম পুরনো এই পৃথিবীকে
যে আঘাত আপনি করেন, সেটাই প্রমাণ করে দেখিয়ে দেয় যে,
আপনি যা করছেন তাই আপনার সার বস্তু।

কোনো মানুষই মহৎ হয়ে উঠে না, যদি তার মাঝে নম্রতা না থাকে। মহাকাশের নক্ষত্র এবং প্রকৃতি তার মতো করে তার কাজ করে যায়।

প্রতিটি ধনী ব্যক্তির পুত্র এ মানবতার পক্ষে প্রয়োজনীয় ও গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত হন, অপরদিকে বাকি ৯৯ জনই প্রয়োজনীয় সেবায় নিয়োজিত থাকেন, যারা দারিদ্র্য ও কার্পণ্যের পরিবেশ থেকে উঠে এসেছেন।

এ ব্যাপারটা একটা কাকতালীয় বিষয় নয় কি?

BanglaBook.org

বেশিরভাগ লোকই যারা নিজেদেরকে ব্যর্থ মনে করে, আসলে তারা মোটেই ব্যর্থ নয়। যেসকল অবস্থাকে যারা অসফল মনে করে, সেটা একটা সাময়িক পরাজয়। যদি তুমি নিজেকে অসফল মনে করে দুঃখ পাও, তাহলে চিন্তা করে দেখো যে, চাঁদের অসফলতার জন্য প্রকৃতির কোনো কারণ ছিল, তাদের সাথে তোমার অবস্থান কতোদূর। সিগাকে শহরে একজন সুন্দরী যুবতী বাস করতেন। তার চোখের রঙ ছিল হালকা নীল বর্ণের। তার গায়ের রঙ ছিল অতি ফর্সা। তার কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত সুরেলা। তিনি ছিলেন শিক্ষিত ও সাংস্কৃতিবান। পূর্ব কোনো একটি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার তিন দিন পর আবিষ্কার করলেন যে, তার ধমনীতে নিগ্রোদের রক্ত ছিল।

যে ভদ্রলোকের সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছিলো, তিনি হঠাৎ মহিলাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলেন। নিগ্রোরা তাকে চাইলেন না এবং শ্বেতকায়রা তার সাথে মিশতে চাইলেন না। আর বাকি জীবনে তিনি নিজেকে স্থায়ী ও সফল মানুষ হিসেবে মনে করতেন। মনে রেখো, এটাকে কি বলা হয় স্থায়ী পরাজয় বা অসফলতা!

এই রচনাটি লেখার সময় একটা ঘটনার খবর এলো যে, একজন কুমারী মেয়ের গর্ভে একটি অতি সুন্দর কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং শিশুটিকে একটি এতিমখানায় লালনপালনের জন্য রাখা হয়েছে। সেখানে শিশুটিকে অনেকটা যান্ত্রিকভাবে লালন পালন করা হয়েছে। কিন্তু শিশুটি কোনোদিনই বুঝতে পারেনি যে, মাতৃস্নেহের অভাব কি!

সারাটি জীবন শিশুটিকে অন্যের ভুলের মাশুল গুণতে হচ্ছিলো এবং যার সংশোধন কোনোদিনই সম্ভব ছিল না। তোমরা কতোটা ভাগ্যবান চিন্তা করে দেখো যে, তোমাদের কোনো কাল্পনিক অসফলতা থাকলেও তোমাদের ভাগ্য কিন্তু সেই শিশুটির মতো নয়।

তোমাদের যদি একটি শক্ত দেহ এবং সুস্থ মন থাকে, সেটাকে অনেক বড় কিছু মনে করতে হবে। এবং এটার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ জানাতে হবে, কারণ তোমাদের চারপাশের লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্যে এ আশীর্বাদটুকু নেই।

*　　*　　*

একশত জন পুরুষ ও নারী যারা পৃথিবীতে বিখ্যাত বলে পরিচিত ছিলেন, তাদের নিয়ে খুব যত্ন ও সতর্কতার সাথে কথাটি বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। তাতে দেখা

BanglaBook.org

যায়, তারা সবাই কঠিন অবস্থা, সাময়িক পরাজয় এবং অসফলতার শিকার হয়েছিলেন, যা হয়তো তোমরা কোনোদিনই জানতে না এবং কখনো জানবে না।

উডরো উইলসন নামক ব্যক্তি পৃথিবীতে শিক্ষা অপবাদ এবং হতাশ আক্রান্ত হয়ে খুবই কম বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, তিনি অসফল এবং পরাজিত। সময়, জানো কি একটু অলৌকিক জাদুতে সমস্ত ভুলকে শুদ্ধ করে দিতে পারে এবং পরাজয়কে সাফল্যের পরিণত করতে পারে। এবং সকল কারণে উডরো উইলসনের নাম সমস্ত মহান লোকদের নামের তালিকায় চূড়ান্ত অবস্থানে থাকবে। এখন যারা বেঁচে আছেন, তাদের কেউ কেউ মনে করেন, উইলসনের পরাজয় তত্ত্বের আলোকে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে শান্তি আনয়নের জন্য এমন শক্তিশালী সৃষ্টি হবে যে, সমুদ্র হওয়াটা অসম্ভব হয়ে পড়বে। লিঙ্গ নিয়ে কথা না জেনে মৃত্যুবরণ করেছেন যে, তার পরাজয় তার দেশকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জাতিতে পরিণত করার জন্য সুষ্ঠু ভিত্তি রচনা করেছেন। কলম্বাস শৃঙ্খলিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু কখনোই জানতেন না যে, তার পরাজয় এর অর্থ হচ্ছে একটি বিশাল জাতিসত্তার আবিষ্কার, এবং লিনকনও উইলসন এটা রক্ষা করতে সহায়তা করেছিলেন, এবং সেটার কারণও তাদের পরাজয়।

পরাজয় বা অসফলতা শব্দটিকে সার্থকতার স্বার্থে ব্যবহার করবে না। মনে রাখবে, শারীরিকভাবে কোনো বাধা পরাজয় নয়। তোমার মাঝে যদি প্রকৃত কোনো সাফল্যের বীজ থাকে, তাহলে ছোট কোনো বিপরীত অবস্থা বা সাময়িক পরাজয় বরং তোমার সাফল্যের বীজকে আরও বর্ধিত করে পরিশেষে তোমার সাফল্যকে পূর্ণরূপ দেবে।

যখন দৈব-জ্ঞান আশা করে কোনো বৃহত্তম মনের পুরুষ বা নারী পৃথিবীর কোনো পরাজয় ভূমিকা রাখবে, তখন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে কোনো পরাজয় বা সফলতার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। তখন যদি তুমি যে অবস্থায় আছো, তাকে পরাজয় মনে করো, তাহলে ধৈর্য ধরো, মনে করো তুমি তোমার পরীক্ষণ-এর সময় এর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছো। নির্বাহী সহকারী বা গৃহযোগী ব্যক্তি নির্বাচনে পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন যে, ব্যক্তিটা কতোটা বিশ্বাসভাজন, অনুগত, অধ্যবসায়ী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণের অধিকারী।

BanglaBook.org

দায়িত্ববোধ এবং অন্যান্য গুণাবলি যে গুণের সাথে সম্পর্ক, সেগুলোর দিকে ওই সকল ব্যক্তিই আকর্ষণবোধ করে, যারা সাময়িক পরাজয়কে স্থায়ী অসফলতা মনে করে না।

কবির কবিতায় ফুটে ওঠে–

'প্রকৃতি যখন কোনো মানুষকে গড়ে তুলতে চায়
এবং একজন মানুষকে নাড়া দেয়,
আর একজন মানুষকে জাগিয়ে তোলে
যখন প্রকৃতি একজন মানুষকে গড়ে তুলতে চায়
ভবিষ্যতে তার ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করে
এবং তার সমস্ত আত্মা দিয়ে চেষ্টা করে,
যাতে তাকে বিরাট এবং সম্পূর্ণ করে তোলা যায়...
কি চাতুর্যের সাথে সে তাকে প্রস্তুত করে তোলে।
কীভাবে সে তাকে উত্তেজিত করে তোলে
এবং কখনও তাকে ছেড়ে দেয় না।
কীভাবে সে তাকে শাণিত করে তোলে
আর কীভাবে সে তাকে আন্দোলিত করে
এবং দারিদ্রের সময় তাকে সাহায্য করে...
কীভাবে সে তাকে প্রায়ই নিরাশ করে,
কীভাবে সে তাকে প্রায়ই তেল মেখে পবিত্র করে,
কোনো জ্ঞান বলে সে তাকে আড়াল করে রাখবে,
কখনও এটা মনে করে না। তা প্রতি কী ঘটবে
যদিও তার মেধা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁদবে
এবং তাঁর গরিমা হয়তো কখনও ভোলা যাবে না।
তবু এখনও তাকে কঠিন সংগ্রাম করতে আদেশ করে।
তাকে একাকীত্বে নিয়ে আসে, শুধুমাত্র তাতেই ঈশ্বরের বৃহৎ বার্তা
তার কাছে এসে পৌঁছাবে,
যাতে সে নিশ্চয়ই তাকে শিক্ষা দিতে পারে
কী পুরোহিতান্ত্রিক পরিকল্পনা করা হয়েছে
যদিও সে হয়তো নাও বুঝে থাকতে পারে,

BanglaBook.org

নির্দেশ দেবার জন্য সে তাকে যন্ত্রণা দিতে পারে।
কেমন অনুশোচনাহীনভাবে সে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়।
অত্যন্ত ভীতিকর উদ্দীপনার সাথে তাকে উত্তেজিত করে:
যখন সে তাকে তীব্রভাবে পছন্দ করে।
দেখো, এ কেমন সংকট! দেখো,
ছাদের টালি পর্যন্ত চিৎকার করে ওঠে,
অবশ্যই তা তাদের নেতাকে ডাকে,
জনতার যখন মুক্তির প্রয়োজন পড়ে,
তখন তিনি জাতিকে নেতৃত্ব দিতে আসে...
আর প্রকৃতি তখন তার পরিকল্পনা দেখায়,
জগত যখন খুঁজে পেয়েছে একজন মানুষকে!'

(ব্যর্থতা বলতে কিছু নেই। বাইরে থেকে দেখে যাকে ব্যর্থতা বলে মনে হয়, তা স্বাভাবিকভাবে কিছুই নয় কিন্তু অস্থায়ীভাবে তা হলো পরাজয়। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হোন যে, আপনি এটাকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করতে রাজি নন।)

সাফল্যের বিষয়টা অনেক সময় মানুষকে এমন অবস্থায় ফেলে, যেখানে অনেক চেষ্টার প্রয়োজন হয়।

বহু পরাজয় থেকে বিজয় খুঁজে পেয়েছেন, যা অনেক কষ্টসাধ্য বটে। তাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। যেখান থেকে তারা ফিরে আসতে পারেনি। নবাব সিরাজের প্রবল ইচ্ছা ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জয় করতে। তিনি তার সৈন্যদলকে নীরবে জাহাজ ভর্তি করে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। এরপর তার সৈন্যদল এবং রসদপত্র জাহাজ থেকে নামালেন এবং সমস্ত জাহাজগুলো পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। তার সৈন্যদলকে আহ্বান করে তিনি বললেন, এখন হয় বিজয় লাভ করো, অথবা ধ্বংস হয়ে যাও। এছাড়া আর আমাদের কোনো বিকল্প নেই। তারা বিজয় লাভ করেছিল।

মানুষ সাধারণত ইচ্ছা করলে বিজয় লাভ করতে পারে। তোমার পেছনের সেতুগুলো পুড়িয়ে দাও, এবং তখন লক্ষ্য করো, যখন তুমি জানবে তোমার পেছনে যাবার কোনো উপায় নেই, তখন তুমি কতো ভালোভাবে কাজ করতে পারো।

রাস্তায় যেসব গাড়ি চলাচল করে সেগুলোর একজন পরিচালক বা পথপ্রদর্শক একবার একদিনের জন্য ছুটি নিয়ে একটি বড় বাণিজ্যিক সংস্থায় চাকুরির জন্য চেষ্টা

BanglaBook.org

করেছিলেন। এরপর সে তার বন্ধুর কাছে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'যদি আমার নতুন কর্মস্থলে সফল না হতে পারি, আমি সবসময়ই আমার পুরনো চাকুরিতে ফিরে যেতে পারি'। একমাস পর সে নিজের স্থানে ফিরে এলো এবং একমাত্র পথ প্রদর্শক-এর চাকুরি ছাড়া অন্য কোনো উচ্চকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে সরে এলো। যদি একদিনের ছুটি না নিয়ে তার পুরনো চাকরি থেকে পদত্যাগ করতো, তাহলে নতুন চাকরিতে সে ভালো করতে পারতো?

*　　*　　*

'১৩ নম্বর সমিতি' আন্দোলন, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে, তা সমিতির প্রতিষ্ঠাতার একটি হৃদয় বিদারক ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকেই জন্মেছিল। সে ঘটনার আঘাতগুলো মনকে প্রশমিত করার সুযোগ সৃষ্টি করেছিল, এবং যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী আরও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছিল। এবং এই আবিষ্কারটি বর্তমান প্রজন্মের জন্য একটি অতি বিশিষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল।

এই যে ১৫টি সাফল্যের নীতিমালা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত, সেটা তৈরি করতে ২০ বছর সাফল্যের প্রতিকূলতা, দারিদ্র এবং অসফলতার পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছিল এবং এসব নেতিবাচক বিষয়গুলো একজন মানুষের সারা জীবনে খুব কমই দেখা যায়।

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা প্রথম থেকেই পাঠ্যক্রমগুলো অনুসরণ করেছো, তারা প্রতিটি বাক্য পড়তে অনুধাবন করেছো, এর পেছনে কতো সংগ্রামের কাহিনী জড়িয়ে আছে। তাতে তোমরা বুঝতে পারবে, এরকম কষ্টকর বাধা ছাড়া আত্মশৃঙ্খলা এবং আত্ম-আবিষ্কার তোমরা কখনো জানতে পারতে না।

এ রচনাটির প্রারম্ভের ছবিটির মাঝে জীবনের পথ চলা সম্পর্কে অবগত হও, এবং লক্ষ করে দেখো, প্রতিটি মানুষের সে পথে এগিয়ে যেতে থাকলে একটি বাধা অতিক্রম করতে হয়। তোমার নিজের বোঝাগুলোর হিসেব করতে গিয়ে মনে রাখবে, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ গানগুলো তারাই করে, যারা অসফলতা, পরাজয়, কোনো পিছিয়ে পড়ার ইচ্ছা, বা অনুযোগ ছাড়া গ্রহণ করতে পারে।

প্রকৃতির মতিগতি সহজে বুঝা যায় না। যদি তাই হতো, তাহলে সাফল্যের বিষয়ে দায়িত্ব নিয়ে কাউকে পরীক্ষা করা সম্ভব হতো না। পরাজয় বলে কোনো কিছু নেই। যাকে পরাজয় বা অসাফল্য মনে করা হয়, তা শুধু সাময়িক পরাজয়। নিশ্চয়ই তুমি এটাকে স্থায়ী হিসেবে গ্রহণ করবে না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ॥ ৪

সাফল্যের বিধিমালা

৪র্থ পাঠ

মনঃসংযোগ

'তুমি এটা করতে পারবে, যদি তুমি বিশ্বাস করো তুমি পারবে।' পাঠক্রমটি বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ যে দার্শনিক নিয়মগুলির উপর ভিত্তি করে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে, সে বর্তমান পাঠ্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে অতি আবশ্যকীয়। এসো আমরা মনঃসংযোগ শব্দটি কীভাবে এখানে বিশ্লেষণ বা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তা বিস্তারিত বলছি।

'মনঃসংযোগ হচ্ছে এমন একটি ক্রিয়া, যার দ্বারা মনকে একটা কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা পূরণের প্রতি আলোকপাত করা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত ইচ্ছা বাস্তবায়নের সমস্ত পদ এবং উপায় স্থির করার পর সাফল্যের সাথে ইচ্ছাটি বাস্তবায়ন করা যায়। মনঃসযোগ বিষয়টি একটা নির্দিষ্ট ইচ্ছা পূরণের কাজে ব্যবহার করতে হলে, দুটো উল্লেখযোগ্য নিয়ম মানতে হবে। এর একটা হচ্ছে, আত্ম-নির্দেশনা, অপরটি হচ্ছে, অভ্যাসের নিয়ম।

সমালোচনা এড়িয়ে চলার একটা নিশ্চিত উপায় আছে। তুমি কোনো কিছু হবার চেষ্টা করো এবং কিছুই করবে না। রাস্তা ঝাড়ু দেওয়ার একটা কাজে লেগে যাও। এবং উচ্চাশাকে ত্যাগ করো। এভাবে করলে দেখবে এর প্রতিক্রিয়া বিফলে যাবে না। আগের বিষয়টি অর্থাৎ আত্ম নির্দেশনা সম্পর্কে এ পাঠ্যক্রমের পূর্ববর্তী অংশে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা এখন অভ্যাসের নিয়ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

অভ্যাস সৃষ্টি হয় প্রধানত কয়েকটি কার্যক্রম থেকে। যেমন, পরিবেশগত কারণে, একই কাজ একই নিয়মে বারবার করলে, কোনো কাজ পুনরাবৃত্তি করলে, এই চিন্তাভাবনা বার বার করলে-এবং এভাবে করতে থাকলে, এটা নরম মাটিতে সিমেন্টের টুকরার মতো শক্ত রূপ ধারণ করে, যা পরে আর ভাঙা সম্ভব নয়।

BanglaBook.org

সমস্ত স্মৃতি চর্চার মূল ভিত্তি হলো অভ্যাস। তুমি একটি বিষয় পরীক্ষা করে দেখতে পারো, তোমার সাথে সদ্য পরিচিত একজন মানুষের নাম মনে রাখতে হলে তুমি সে মানুষটার নাম বারবার উচ্চারণ করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামটা তোমার মনে স্থায়ীভাবে থেকে যাবে।

'শিক্ষার শক্তি এতো প্রচণ্ড যে, আমরা তরুণদের মন এবং আচরণকে আমাদের ইচ্ছা মতো গড়ে তুলতে পারি। এবং এমন সব অভ্যাসের চাপ সৃষ্টি করতে পারি, যা ভবিষ্যতেও এমনি থাকবে।'

কিছু অল্পসংখ্যক ঘটনা ছাড়া যখন মন পরিবেশের সীমানা ছাড়িয়ে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে একটা ভাবনা সৃষ্টি করে। তখন অভ্যাসই এসব চিন্তাধারাকে একটা স্থায়ীরূপে ঘনীভূত করে। এরপর চিন্তা তার অবচেতন মনে সংরক্ষণ করে, যেগুলো আমাদের ব্যক্তিত্বের একটা শক্তিশালী অংশে পরিণত হয়ে নীরবে কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে, সংস্কার এবং পক্ষপাতিত্বকে গঠন করে এবং সর্বোপরি আমাদের মতামতকে নিয়ন্ত্রণ করে।

একজন বিখ্যাত দার্শনিকের মনে অভ্যাসের শক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল। তিনি বলেছেন,' কিভাবে অপরাধকে প্রশ্রয় দেয় সেটার পরিপেক্ষিতে বলতে হয়,' আমরা প্রথমে কষ্ট করে সহ্য করবো, এরপর অনুকরণ করবো এবং শেষ পর্যায়ে গ্রহণ করুন।' অভ্যাসকে তুলনা করা যায় একটি রেকর্ড বাজাবার যন্ত্রের খুঁজের সাথে, অপরদিকে মনকে তুলনা করা যায়, সে যন্ত্রটির সুই-এর মাথার মতো যা খাঁজে ঠিক মতো বসে না।

যখন কোনো অভ্যাস সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে, (কোনো চিন্তা বা কাজ বারবার করার ফলে) তখন মন এটার সাথে যুক্ত হয় এবং অভ্যাসকে এমনভাবে অনুসরণ করে, যেভাবে রেকর্ড ব্যবহার যন্ত্রের সূঁচটি মোমের রেকর্ডটির খোঁজকে অনুসরণ করে থাকে। অভ্যাসের ধরন নিয়ে যাই হোক না কেন, তাহলে এখন আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমাদের পরিবেশ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাববো। পরিবেশ হচ্ছে আমাদের মানসিক খাদ্যের আঁধার, যেখান থেকে আমাদের মনের যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তা টেনে বের করা হয়। পরিবেশ থেকে আমরা খাদ্য এবং অন্যান্য জিনিস পেয়ে থাকি এবং সেগুলো থেকে আমরা চিন্তাভাবনা সৃষ্টি করি। এরপর অভ্যাস এগুলোকে ঘনীভূত করে। তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো যে, পরিবেশ অনেকগুলো

BanglaBook.org

উৎসের সমষ্টি, যার মাধ্যমে আমরা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণশক্তি, সাধু অনুভূতিবোধ শক্তির প্রভাব যুক্ত হয়।

অভ্যাস একটি শক্তি, যার সম্পর্কে সাধারণত মানুষের পরিচয় থাকে। কিন্তু এটা ইতিবাচক দিক ছাড়া সাধারণভাবে এটার বিপরীত বা নেতিবাচক দিকগুলো বিবেচনা করা হয়। একটা কথা ভালোভাবে প্রচলিত আছে যে, সকল মানুষই অভ্যাস নামক বস্তুর সৃষ্টি। এবং অভ্যাস হচ্ছে, একটি তাজা সুতা আমরা প্রতিদিনই থাকি এবং এটা তত শক্ত হয় যে, আমরা এটাকে ভাঙতে পারি না।

যদি এই কথা সত্যি হয় যে, অভ্যাস জিনিসটা একটা নিসংশ, নিষ্ঠুর, ক্ষমতা আর উপকারী বস্তু হয়, যা মানুষকে তার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং ঝোঁকের বিপরীতে যেতে বাধ্য করে, তাহলে এটা অনেক ক্ষেত্রেই সত্যি। তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নটি চিন্তাবিদদের মনে এসে যায়, এই শক্তিশালী বস্তুটিকে মানুষের সেবা কাজের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য শক্তি সম্পর্কে এ কথা খাটে না। যদি এর ফল সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়, তাহলে মানুষ অভ্যাসের উপর দখল আনতে পারবে এবং মানুষ অভ্যাসের দাস না হয়ে এটাকে নিয়ে অভিযোগ সত্ত্বেও বিশ্বস্তভাবে কাজে লাগাতে পারবে। এডমিন মনোবিজ্ঞানীগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মত প্রকাশ করেন যে, অভ্যাসকে অবশ্যই আয়ত্তে আনা যায়। গতিশীল করা যায় এমন একজন মানুষের এ কার্যক্রম এবং চরিত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার না করে, মানুষের কাজে লাগানো যায়। হাজার হাজার মানুষ এ নতুন জ্ঞানধারাকে কাজে লাগিয়ে অভ্যাসের শক্তিকে নতুন পথে ঘুরিয়ে দিতে পেরেছে। বাতিলকৃত পথে অগ্রসর না হয়ে তাঁদের কার্যপদ্ধতির নির্দিষ্ট পথে চালিত করতে বাধ্য করেছে। অথবা এমনও হয়েছে যে, মানুষ যেসব স্থাপনা অত্যন্ত যত্নে অর্থ ব্যয় করে নির্মাণ করেছে, সেগুলোকে অপসারণ করতে উৎসাহিত করেছে, অথবা ইতিবাচক মানুষই পরিবেশকে ধ্বংস করেছে। অভ্যাস হচ্ছে একটি মানসিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রমের দীর্ঘ পথ চলা। প্রত্যেকটি পথ চলার পথকে একটু গভীর এবং বিস্তৃত করে দেয়। যদি তোমাকে একটি মাঠ অথবা একটি বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হয়, তখন তোমার পক্ষে এটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে, তুমি এলোমেলো রাস্তা থেকে সহজ পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বেশি পছন্দ করবে। এবং অবশ্যই তুমি তখন মাঠের মধ্য দিয়ে অথবা বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকবে। এবং মনের গতিবিধির ধারণাটা ঠিক এইরকমই। ব্যাপারটা হচ্ছে, এলোমেলো পথের এর চেয়ে ফ্রম বাধাযুক্ত পথ বেছে নিয়ে পথ

BanglaBook.org

চলা। অভ্যাস হচ্ছে, কোনো ক্রিয়া বার বার করা এবং প্রাকৃতিক কারণে অভ্যাস গড়ে ওঠে।

অভ্যাস জিনিসটা প্রয়োজনের মাঝে সব সময়ই দেখা যায়। এবং আরও বিস্ময়কর যে, এটা জড় বস্তুর মধ্যেও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ দেখো, একটি কাগজের টুকরাকে একটা বিশেষ ধরনের ভাঁজ করলে, এরপর যতবারই ভাঁজ করা যায় ভাবছি ঠিক একই রকম থাকবে, আবার লক্ষ করো, সেলাই মেশিন এবং অপর সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীগণ জানেন যে, কোনো মেশিন বা যন্ত্রপাতি একবার ভেঙে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলেও পুনরায় চালু হবার প্রবণতা থাকে। এই নীতি লক্ষ্য করা যায় বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে। পোশাক-পরিচ্ছদ এবং দস্তানার কাজ তাদের ব্যবহারকারীর পছন্দ মতোই হয় এবং এরপর বারবার এগুলো ইস্ত্রি করার পরও তার ভাঁজগুলো একই রকম থেকে যায়। নদী এবং নদীর স্রোত ভূমির উপর দিয়ে তার গতি পথ দিয়ে চলে এবং এরপর তার অভ্যাস মতো নিজের গতিপথ ঠিক করে। এই নদীটি সর্বত্রই প্রচলিত।

উদাহরণগুলো অভ্যাস বস্তুটি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা দিতে সাহায্য করবে। এবং এর ফলে তোমরা মানসিকভাবে পথ চলার উপায় খুঁজে পাবে। এবং মনে করবে, এটাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া যাতে তোমরা পুরনো অভ্যাস থেকে বিরত থেকে নতুন নতুন অভ্যাস চর্চা করে অনাকাঙ্ক্ষিত অভ্যাসগুলোর পরিবর্তন আনবে। নতুন করে মানসিক পথ চলা গঠন করবে, যার পথ ধরে এগিয়ে চলবে, তখন দেখবে পুরনো অভ্যাসগুলো আস্তে আস্তে কি হয়ে গেছে এবং কোনো একদিন এসব অভ্যাস চর্চা না করার ফলে দূরে সরে যাবে। যতবারই তুমি তোমার মানসিক আকাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা ও অভ্যাসের পথ ধরে চলবে, ততোবারই তোমার চলার পথ মসৃণ ও বিস্তৃত হবে, এবং ধীরে ধীরে এ পথটি তোমার কাছে সহজতর মনে হবে। এই মানসিক পথ চলার বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যে পথে চলতে ইচ্ছা পোষণ করো, সে পথে চলার পথ তৈরি করতে তোমাকে পদক্ষেপ নিতে হবে। অনবরত চর্চা করে একজন উত্তম পথ নির্মাতা হও।

নিচে তোমার আকাঙ্ক্ষিত অভ্যাসগুলো গঠন করার নিয়মগুলো দেওয়া হলো।

প্রথম : নতুন অভ্যাস গঠন করার প্রথমে তোমার প্রকাশ ভঙ্গিকে গতিময় এবং উৎসাহপূর্ণ করো। তোমার চিন্তা কি, অনুভব করো? মনে রাখবেন, নতুন মানসিক পথ নির্মাণের এটা তোমার প্রথম পদক্ষেপ। এটাকে পরিবর্তিত অবস্থা থেকে কঠিন

BanglaBook.org

মনে হবে। যতোটুকু অভ্যাস প্রথম এর পর তাকে স্বচ্ছ ও গভীরভাবে তৈরি করো। যাতে তুমি এটাকে যেভাবে চাও সেভাবে অনুসরণ করতে পারো।

দ্বিতীয় প্রতিদিন তোমার মনোযোগকে নতুন পথ নির্মাণের চেষ্টায় নিবেদন করো। এবং পুরনো পথের দিক থেকে তোমার মনের গতিকে সরিয়ে নাও, যাতে সেগুলোর দিকে তোমার মনোনিবেশ না থাকে। পুরনো পথের সবকিছু ভুলে যাও এবং শুধু নতুন পথের দিকে মনোযোগ দাও, যে পথ তুমি নির্মাণ করতে যাচ্ছো।

তৃতীয় যতবার সম্ভব তোমার নতুন নির্মিত পথ অনুযায়ী অগ্রসর হও। ভাগ্য এবং সুযোগ-এর মধ্য দিয়ে পাওয়ার অপেক্ষা না করে সে অনুযায়ী চলতে পারার সুযোগ সৃষ্টি করো। যত বেশি বার তুমি নতুন পথে চলতে চেষ্টা করবে, ততই সে পথ মসৃণ ও চলার যোগ্য হবে। শুরুতে এর সকল নতুন অভ্যাস চর্চা করার পরিবেশ ও পরিকল্পনা সৃষ্টি করতে হবে। এটা একটা চমৎকার মিলকরণধর্মী কথা যে, 'আমেরিকানরা সর্বশেষে এ কথাটা বলে, আমি পারবো'।

চতুর্থ তুমি অতীতের যে সকল সহজ পথ অনুসরণ করে এসেছো, সেগুলোর প্রতি প্রলুব্ধ হবার ইচ্ছাকে প্রতিহত করো। যতবার তুমি এসব লোভকে প্রতিহত করবে, ততই তুমি আরো শক্তিমান হবে, এবং ততই তোমার ভবিষ্যতে এভাবে অগ্রসর হবার পথ আরো সহজ হবে। কিন্তু যতবারই তুমি এই প্রবৃত্তির প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে, তখন সহজ পথগুলো তোমার আবার প্রলুব্ধ করবে এবং এরপরে সেগুলোর আকর্ষণ প্রতিহত করা তোমার জন্য অনেক কঠিন হবে। এই চর্চাটি শুরু করার সময় তোমাকে একটি মানসিক যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে এবং এটা একটা সম্পূর্ণ সময়। প্রথমে তোমার দৃঢ়-সংকল্প, অধ্যবসায় এবং ইচ্ছাশক্তির পরিচয় বা প্রমাণ দাও।

পঞ্চম নিশ্চিত হও যে, তুমি সঠিক পথের মানচিত্র আঁকতে পেরেছো অর্থাৎ সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছো, যার মাধ্যমে তুমি তোমার নির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। এবং এতে কোনো ভয় বা সন্দেহ মনে না রেখে এগিয়ে যাও। তোমার লক্ষ্যে হাত দাও, এবং পিছন ফিরে আসবে না। তোমার লক্ষ্য স্থির করো এবং এরপর সুষ্ঠু গভীর এবং বিস্তৃত মানসিক পথ গঠন করে সোজা সরল পথে অগ্রসর হও।

BanglaBook.org

তোমরা লক্ষ করেছো যে, অভ্যাস এবং আত্ম নির্দেশনার মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অভ্যাসের মধ্য দিয়ে একটি কাজ কিভাবে বার বার করা হয় এবং এভাবে এটা স্থায়ীরূপে পরিবর্তন হয়, এবং ফলে আমরা সক্রিয় বা ইচ্ছা ছাড়া এ কাজটি করে ফেলি। যেমন করে একজন শিল্পী একটি জনপ্রিয় সংগীতের সুর কোনো বিশেষ মনোযোগ ছাড়াই তুলে ফেলে, অথচ দেখা গেছে, তার চেতন মন অন্য কিছুর উপর নিবদ্ধ।

আত্মনির্দেশনা হচ্ছে একটি যন্ত্র, যার সাহায্যে আমরা একটি মানসিক পথ খনন করি।

মনঃসযোগ হচ্ছে একটি হাট, যারা যন্ত্রটি ধরে থাকে। এবং অভ্যাস হচ্ছে সেই পথ-পরিক্রমা যা সে মানসিক পথকে অনুসরণ করে চলে। কোনো ধারণা বা ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে তাকে চেতনা ধারণ করতে হবে, অবশ্য খুব বিশ্বাস এবং অনড় অবস্থানের সাথে যতক্ষণ না অভ্যাসটা স্থায়ীরূপে গঠিত হয়।

এখন আমরা পরিবেশ বিষয়ের উপর আমাদের দৃষ্টি ফেরাচ্ছি।

আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে, আমরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে আমাদের ভাবনা চিন্তার উপকরণ গ্রহণ করি। পরিবেশ শব্দটার একটা ব্যাপক অর্থ আছে। পরিবেশ এর আওতায় অনেক কিছুই পড়ে। যেমন, আমরা কি ধরনের বই পড়ি, কাদের সাথে আমরা মেলামেশা করি, কোন সন্তানদের মানুষের সাথে আমরা বাস করি, আমাদের কাজের ধরন কি, কোন দেশে এবং কোন জাতিতে আমরা অন্তর্ভুক্ত, আমরা কোনো ধরনের পোশাক পরি, আমরা কোন ধরনের গান গাই এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১৪ বছর বয়সের পূর্বে আমরা কোন ধর্মীয় এবং বুদ্ধিমত্তার পরিবেশে শিক্ষা লাভ করেছি। পরিবেশ বিষয়টি এতো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন এর সাথে এটা প্রত্যক্ষ সম্পর্কটুকুও বুঝিয়ে দেওয়া। আরো প্রয়োজন হচ্ছে যাতে এর প্রভাবে আমরা এমন সব উপকরণ খুঁজে পেতে পারি, যেগুলোর সাহায্যে আমরা আমাদের জীবনের সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হই।

পরিবেশের মাধ্যমে আমরা মনের খাদ্যের যোগান দেই, অনেক সময় বল প্রয়োগ করে। সুতরাং যথাসম্ভব আমাদেরকে এমন পরিবেশ নির্মাণ করতে হবে, যার ফলে আমাদের মনের খাদ্য হবে, উপযুক্ত ধরনের যার উদ্দেশ্য হবে, আমাদের

BanglaBook.org

সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য অর্জন করা। যদি তোমার পরিবেশ তোমার মনের মতো না হয়, তাহলে পরিবর্তন করো। তোমার প্রথম কাজ হবে তোমার মনের মাঝে একটি স্বচ্ছ, সুগঠিত, সুপরিকল্পিত পরিবেশের চিত্র আঁকতে হবে, যাতে তোমার বিশ্বাস স্থাপন হবে, তুমি তোমার সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য অবশ্যই অর্জন করবে। এরপর তুমি এই কল্পিত চিত্রের উপর মনোনিবেশ ও অনুসরণ করো, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এটা বাস্তবে রূপায়িত করতে না পারো।

এ পাঠ্যক্রমের দ্বিতীয় অংশে তোমরা জেনেছো যে, কোনো আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে প্রথম কাজ হবে, তুমি সত্যিকারে কি করতে চাও, সে আলোকে তোমার মনের মধ্যে একটি পরিষ্কার সঠিক মাপের একটি চিত্র গড়ে তুলবে। সাফল্য অর্জনের জন্য এটাই তোমার পরিকল্পনার প্রথম নিয়ম। যদি তুমি এতে অসফল হও অথবা পালন করতে অবহেলা করো, তাহলে দেখো ঘটনা ছাড়া তুমি সফল হতে পারবে না, তুমি যাদের সাথে দৈনন্দিন মেলামেশা অর্থাৎ তোমাদের সহযোগীগণ তোমাদের পরিবেশের উপর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের প্রকৃতি এবং ধরন অনুযায়ী তারা তোমাদের উন্নতি অথবা অধঃপতন ডেকে আনতে পারে। যতটুকু সম্ভব তুমি তোমার দৈনন্দিন সহযোগীদের মধ্য থেকে এমন কিছু ঘনিষ্ঠজনকে বেছে নেবে, যারা তোমার লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে সম-ধারণা পোষণ করে। বিশেষ করে তাদেরকে নির্বাচন করবে, যারা তোমার সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্যের সাথে একমত এবং যাদের মানসিক অবস্থা তোমাকে প্রেরণা, আত্মবিশ্বাস, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এবং উচ্চাশার দিকে অনুপ্রেরণা দেখাবে।

মনে রাখবে, সূর্য যেভাবে পূর্বদিকে উদিত হয়, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, ঠিক একইভাবে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তুমি যে সকল শব্দ শ্রবণ করো, যে সকল দৃশ্য দেখো, বাজে কোনো জ্ঞান তুমি গ্রহণ করো, সবকিছুই তোমার চিন্তা জগৎকে প্রভাবিত করে।

এটা যদি সত্য হয়, যে পরিবেশে বাস করো এবং কাজ করো যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করো না? যে সকল বই প্রত্যক্ষভাবে তোমার সুনির্দিষ্ট প্রধান বিষয় সম্পর্কিত সেগুলো পড়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুমি কি দেখো না? তুমি কি প্রয়োজনবোধ করো না, এমন লোকদের সাথে কথা বলতে যারা তোমার লক্ষ্যের সাথে সহমর্মিতা বোধ করে, এবং যারা এ সকল বিষয় অর্জন করার জন্য তোমাকে উৎসাহ এবং তাড়না দেবে?

BanglaBook.org

আমরা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার বাস করি। পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আমাদের সভ্যতা পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রকৃতির লক্ষ লক্ষ বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে। চিন্তা করে দেখো, তথাকথিত ভারতীয়রা কত শত শত শতাব্দী যাবৎ উত্তর আমেরিক মহাদেশে বসবাস করে আসছে। আধুনিক সভ্যতার প্রতি তাদের কোনো প্রশংসাসূচক অগ্রগতির ছিল না। এবং আমরা বুঝতে পারি, এটা ধারণা করার কোনো উপায় নেই। তাদের পরিবেশ ছিল বন্য, এবং তারা সেগুলো পরিবর্তন বা উন্নয়ন করার কোনো চেষ্টা করেনি। শুধু থেকে নতুন পদ্ধতির আসার পরেই পরিবর্তন হয়েছে এবং পূর্বের জনগোষ্ঠীর উপর বল প্রয়োগ করে উন্নতশীল সভ্যতার পরিবেশ আনতে সক্ষম হয়েছে, যার মধ্যে বর্তমানে আমরা বসবাস করছি।

লক্ষ্য করে দেখো, ইন শতাব্দী একটা ছোট সময়ের ব্যবধানে কি হয়েছে! শিকার করার মৃগয়া ভূমি বড় বড় শহরে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয়রা শ্বেতাঙ্গদের সমপরিমাণ শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নত হয়েছে। (পাঠ্যক্রমের ১৫ শাখায় আমরা বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে এবং সামাজিক উত্তরাধিকার বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করবো এবং সেটা হচ্ছে, যুব সমাজের মনে পরিবেশে প্রভাব আরোপণ করার সবচেয়ে বড় উৎসাহ।

তুমি যে পোশাক পরো, সেটা তোমাকে প্রভাবিত করে। অতএব তোমার পোশাক তোমার পরিবেশের একটা অংশ। কাদামাখা জিনু পোশাক তোমাকে কেমন করে এবং তোমার আত্ম-বিশ্বাসকে নিচুতর করে। অথচ সুন্দর এবংযথাযথ ধরনের পরিষ্কার পোশাকের প্রভাব ঠিক তার বিপরীত।

এটা একটি প্রমাণিত সত্য যে, একজন মনোযোগী ব্যক্তি, অন্য একজন লোকের কাজের স্থান, অফিসের কাজের স্থান অথবা অন্য কোনো কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করে তাকে বিশ্লেষণ করতে পারে। একটি সুবিন্যস্ত অফিস টেবিল অর্থ একটি সুসংগঠিত মেধা সম্পন্ন মানুষ।

একজন ব্যবসায়ীর মালামাল এর ভান্ডার আমাকে দেখালে আমি বলে দিতে পারব তার মেধা কি সংগঠিত ও অসংগঠিত, কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক অবস্থা এবং তার বাস্তব পরিবেশের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

যারা কারখানা, মাল-ভান্ডার এবং অফিসে কাজ করে, পরিবেশের প্রভাব তাদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, তাদের চাকু রিদাতারাও ধীরে ধীরে বুঝতে পারে কর্মচারীদের কর্মে উৎসাহ যোগাতে উপযুক্ত পরিবেশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

BanglaBook.org

একটি মনমুগ্ধকর জলের প্রয়োজনীয়তা অনেক বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কয়েক যুগ আগে শিকাগো শহরে একটি ধোপাখানার মালিক কাজের উৎসাহ বুদ্ধির জন্য তার দোকানে একটি পিয়ানো বাজানোর যন্ত্র স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে শীর্ষ পিয়ানো বাজানোর যন্ত্রগুলোর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এবং এগুলো দেখা যায় বিভিন্ন অফিসে এবং কারখানায়। এর সুফল পাওয়া যায় কর্মচারীদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অধিক লাভের মধ্য দিয়ে।

সুন্দর পারিপার্শ্বিকতা একটি চমৎকার আরামদায়ক পরিবেশ সহায়ক। এমনকি এর ফলে উৎপাদন কর্মীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে তাদের কোনো মনোবিজ্ঞানী বা অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না।

এখন আমি তোমাদের এমন একটি প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেবো, যার মধ্যমে তোমরা মনোঃসযোগ বিষয়ের নিয়ম-নীতিগুলো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করতে পারো।

চলো আমরা এ পদ্ধতির নাম দেই 'সাফল্যের জাদুর চাবি'!

জাদুর চাবির সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হয়, এটা আমার নিজস্ব কোনো উদ্ভাবন বা আবিষ্কার–এর বিষয় নয়। এটা এমন একটি চাবি, যা বিভিনভাবে নতুন চিন্তা-ধারা 'অনুসারীরা ব্যবহার করে এসেছেন' এবং অন্যরাও ব্যবহার করেছেন, যারা আশাবাদ দর্শনের ইতিবাচক ধারণা বিশ্বাস রাখেন।

এটি একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি যা সবাই ব্যবহার করতে পারে। এটা ধনী হবার দ্বারা খুলে দেবে। এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা শরীর সুস্বাস্থ্যের দ্বার খুলে দেবে। এটা শিক্ষার দুয়ার খুলে দেবে এবং তোমাকে সব ঐন্দ্রজালিক সক্ষমতার ভাণ্ডারে পৌঁছে দেবে।

তুমি জীবনে যে অবস্থানের জন্য উপযুক্ত, এটা তোমাকে সেখানে পৌঁছানোর জন্য চাবিস্বরূপ। এ জাদুর চাবির মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর বৃহত্তম উদ্ভাবনের গোপন দরজা খুলতে সক্ষম হয়েছি।

এ জাদুর শক্তি বলে আমাদের অতীতের সমস্ত মেধা সত্তার উন্নতি হয়েছে। মনে করো তুমি একজন নিম্নস্তরের শ্রমিক। তুমি তোমার জীবনে একটি আরো উন্নত অবস্থা চাও। জাদুর চাবিটি তোমাকে এটা অর্জন করতে সাহায্য করবে। এটার

BanglaBook.org

সাহায্যে কার্নেগি, রকফেলার, হিল, হ্যানিম্যান, মর্গান এবং তাদের শ্রেণির আরো অনেক প্রার্থী সম্পদের বিশাল অংশ জমা করেছিলেন।

এটা কয়েদখানার দুয়ার খুলে দেবে এবং পরিত্যক্ত মানব সন্তানকে প্রয়োজনীয়, বিশ্বাসী মানুষ পরিণত করে দেবে। এটা পরাজয়কে সফলতা এবং তার পণ্যকে সুখে পরিণত করবে। তুমি প্রশ্ন করতে পারো-এ জাদুর চাবির বস্তুটি কি জিনিস? 'আমি এটার উত্তর এক শব্দে বলবো, মনঃসংযোগ'।

এখন আমি বিস্তারিত বলছি, এখানে' মনঃসংযোগ' কি অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। প্রথমে আমি আশা করি তোমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছো যে, আমি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা সম্পর্কে বলছি না, যদিও আমি স্বীকার করছি যে, পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানী মনঃসংযোগ-এর মাধ্যমে সমস্ত বিস্ময়কর বস্তুর আবির্ভাব-এর কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যে ব্যক্তি তার বেতনের স্বামীর সেবা বিনিময়ের প্রাপ্য মজুরি ছাড়া কোনো অর্থই পায় না, তার বেতনের অংক যত বেশি হোক না কেন, তবুও বলা হবে তার মজুরি অপর্যাপ্ত।

এখানে মনঃসংযোগ বলতে বোঝানো হচ্ছে, নির্দিষ্ট অভ্যাস বা চর্চার মাধ্যমে তোমার মনকে একটা বিশেষ বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করার সক্ষমতা, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সে বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা অর্জন করতে না পারো। এ কথার অর্থ হচ্ছে, কোনো একটি সমস্যার প্রতি তোমার মনোযোগ নিক্ষেপ করা নিয়ন্ত্রণ, যতক্ষণ না তুমি এতে সফল হও। এটার অর্থ, তুমি যেসব অভ্যাসের দাস সেগুলো পরিহার করা এবং নতুন অভ্যাস সৃষ্টি করা, যেগুলো তোমার জন্য বেশি গ্রহণযোগ্য। এ কথার একটা অর্থ আত্মনিয়ন্ত্রণ।

এভাবে বলতে গেলে মনঃসংযোগ হচ্ছে এমন একটি সক্ষমতা, যেমন তুমি যা ইচ্ছা করো সেভাবে ভাবতে পারো, এবং সেটাকে একটা সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারো, এবং তোমার জ্ঞানের পরিধিকে এমনভাবে সংগঠিত করতে পারো, যাতে তোমার কর্ম পরিকল্পনা ফলপ্রসূ এবং কর্মোপযোগী হয়।

তুমি সহজেই লক্ষ করতে পার যে, তোমার সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্যের প্রতি মনঃসংযোগ -এর সময় তোমাকে প্রধান বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য কাছাকাছি সম্পর্কের

BanglaBook.org

বিষয় নিয়েও ভাবতে হবে, যেগুলো একটা অন্যটার সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমার কাঙ্ক্ষিত প্রধান বিষয়টির উপর মনঃসংযোগ করতে সহায়তা করবে।

উচ্চাশা এবং আকাঙ্ক্ষা–সফলভাবে মনঃসংযোগ করার জন্য বিশেষ জরুরি বিষয়। এই দুটো জিনিস ছাড়া জাদুর চাবির কোনো কার্যকারিতা নেই। কেন খুব কমসংখ্যক মানুষ এই বিশেষ চাবিটি ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয় না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, বেশিরভাগ মানুষেরই উচ্চাশা নেই, এবং তারা বিশেষভাবে কোনো কিছু পেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না।

তুমি যেটা ইচ্ছা করো, তোমার আকাঙ্ক্ষা যদি যথোচিত হয়, এবং সেটা যথেষ্ট শক্তিশালী ও দীর্ঘ হয়, মনঃসংযোগ-এর জাদুর চাবি তোমাকে সেটা অর্জন করতে অবশ্যই সাহায্য করবে।

বিজ্ঞান জগতের অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন, যারা বিশ্বাস করতেন যে, প্রার্থনা করার আশ্চর্যজনক শক্তি হচ্ছে মনঃসংযোগ–যার মাধ্যমে অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছাই সফল হতে পারে।

মানবজাতির কোনো কিছুই সৃষ্টি হয়নি, যা নাকি প্রথমে তার প্রতিক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে। প্রথম একটা আকাঙ্ক্ষার রূপে ছিল এবং পরবর্তীকালে সংযোগের মাধ্যমে এটা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।

এখন আমরা জাদুর চাবি নিয়ে একটা পরীক্ষণ কাজ করবো যা একটি নির্দিষ্ট সূত্র অনুযায়ী করা হবে। প্রথমেই তোমাকে সন্দেহ দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। কোনো অবিশ্বাসী ব্যক্তি এ জাদুর চাবির থেকে কোনোভাবে উপকৃত হতে পারেনি। পরীক্ষা চলাকালে তোমাকে অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তুমি সফল হবে। আমরা ধারণা করতে পারি তুমি চিন্তা করছো যে, তুমি একজন কৃতি লেখক অথবা একজন শক্তিশালী জনসম্মুখে বক্তৃতাদানকারী, অথবা একজন প্রখ্যাত অর্থযোগানদাতা হবে।

আমরা প্রথমেই জনসম্মুখে বক্তৃতার বিষয়টি এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে বেছে নেবো। কিন্তু মনে রেখো, তোমাকে প্রতিটি নির্দেশই অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। এক টুকরা পত্র লেখার মাপে কাগজ নাও এবং সেখানে নিচের কথাগুলো লেখো। আমি একজন শক্তিশালী জনসম্মুখে বক্তৃতা দানকারী হতে যাচ্ছি। কারণ এটা আমাকে পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় সেবা দিতে সক্ষম করবে, যা প্রয়োজনীয় এবং

BanglaBook.org

এটার ফলে আমি একটি অর্থনৈতিক লাভজনক অবস্থায় অবস্থান করবো, যা আমাকে জীবনের প্রয়োজনীয় পার্থিব বস্তু অর্জন করতে সাহায্য করবে।

এ আকাঙ্ক্ষার উপর আমি প্রতিদিন ১০ মিনিট মনঃসংযোগ করবো। এ অভ্যাস আমি পালন করবো রাতে শোবার আগে এবং সকালে ঘুম থেকে জাগার পর। এর মধ্য দিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নেবো কিভাবে আমি আমার মনের ইচ্ছাগুলো বাস্তবে রূপায়িত করবো। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি যে, আমি একজন শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় বক্তৃতাদানকারী হতে পারবো। আমি চাইবো না যে, কোনো কিছুই আমার এই সংকল্পের বাধা সৃষ্টি করতে পারে।'

-স্বাক্ষরিত-

অঙ্গীকারনামাটি স্বাক্ষর করো এবং তোমার অঙ্গীকারগুলো সঠিকভাবে পালন করার জন্য অগ্রসর হও। তোমার কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ না হওয়া পর্যন্ত এভাবে অভ্যাসগুলো চলমান রাখবে।

এখন তুমি তোমার মনঃসংযোগ করার জন্য কিভাবে এগিয়ে যাবে। আগামী ১, ৩, ৫ এমনকি ১০ বছর নিয়ে চিন্তা কর। এবং তোমাকে তখনকার একজন শক্তিশালী বক্তার আসনে কল্পনা কর। তুমি কল্পনা করে দেখো তোমার প্রচুর আয় হয়েছে। তোমার বাড়িতে তোমার আয় লব্ধ অর্থ দিয়ে তুমি অনেক কিছু ক্রয় করতে পেরেছো, যা তুমি একজন বক্তৃতাদান কারীর আয় থেকে অর্জন করেছো। তোমাকে কল্পনা করো একজন বড় অংকের ব্যাংক হিসাবকারী রূপে, যা তুমি তোমার বৃদ্ধ বয়সে সঞ্চয় হিসেবে রেখেছো। তোমাকে কল্পনা করো একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে, যেহেতু তুমি একজন প্রখ্যাত বক্তৃতাকারী। তুমি চিন্তা করো যে, তুমি তোমার অবস্থান হারালেও কোনোদিন হতাশ হবে না, বা ভয় পাবে না।

তোমার কল্পনা শক্তি দিয়ে তুমি এসকল চিত্র আঁকো এবং দেখো, শীঘ্রই এ সকল কল্পনা একটা গভীর এবং একান্ত আকাঙ্ক্ষার রূপ নেবে। এসকল আকাঙ্ক্ষাকে তোমার মন ও সংযোগের প্রধান উদ্দেশ্যরূপে ব্যবহার করো এবং লক্ষ্য করো, কি হতে যাচ্ছো।

এখন তোমার কাছে রয়েছে জাদুর চাবির গোপন রহস্য! জাদুর চাবির শক্তিকে অবমূল্যায়ন করো না। কারণ এটা তোমার কাছে রহস্যে আবৃত হয়ে আসেনি এবং এটা এমনভাবে গৃহীত হয়েছে যে, সবাই বুঝতে সক্ষম হবে। প্রতিটি সত্যি চূড়ান্ত

BanglaBook.org

বিশ্লেষণে সহজ-সরল হয়ে থাকে এবং এসব সত্য সহজে বোধগম্য হয়, যদি না হয় তাহলে সেগুলো কোনো বৃহত্তর নয়।

জাদুর চাবি বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করো, যাতে মূল্যবান বস্তু অর্জন করতে পারো, এবং এটা তোমাকে এভাবে সূক্ষ্ম এবং সাফল্য এনে দেবে। তুমি যেসব ভুল করছো এবং যে সকল বিষয়ে তুমি সার্থক হতে পারোনি, সেগুলো ভুলে যাও। অতীতকে স্মরণ রেখো না, কারণ তুমি কি জানো না যে, গতকাল কখনো ফিরে আসে না? যদি তোমার অতীতের চেষ্টা সফল না হয়ে থাকে, তাহলে নতুন করে সব শুরু করো অথবা সেগুলো উচ্চ আকাঙ্ক্ষার মনে করে অগ্রসর হও। তোমার নিজের নামকে বিখ্যাত করো এবং উচ্চাশা, আকাঙ্ক্ষা এবং মনঃসংযোগসুলভ চেষ্টার মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের সেবা করো।

যদি তুমি বিশ্বাস করো তুমি পারবে, তাহলে তুমি সেটা করতে পারবে! এভাবেই জাদুর চাবির কাহিনী শেষ!

তোমার চেতনার মাঝে যে কোনো ভাবনাচিন্তার ফলে তোমার মনে এক ধরনের সহযোগী অনুভব শক্তির সৃষ্টি হয়, এবং সেটা তোমাকে যথাযথভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। মনঃসংযোগ নীতিমালার মাধ্যমে তোমার চেতনায় একটা গভীর ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা ধরে রাখো। যদি তুমি এসব করতে গিয়ে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য তোমার পূর্ণ বিশ্বাস ধরে রাখো তাহলে তোমার কার্যাবলি তোমার ভেতরের সহায়ক শক্তিকে আকর্ষণ করবে। তবে পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞান জগৎ-এর কার্যক্রমের কারণ খুঁজে পায়নি অথবা এর কোনো যুক্তি বের করতে পারেনি।

যখন তুমি মনোযোগের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে, কেনই বা স্থায়ী সাফল্য অর্জনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্যকে তুমি বেছে নিয়েছো।

একটি গভীর প্রত্যাশার বস্তু লাভ করার জন্য তোমার পূর্ণ মনোযোগ স্থাপন করো, দেখবে তুমি শীঘ্রই একটি চুম্বক শক্তি অর্জন করবে, যে শক্তির সাহায্যে সবকিছুকে আকর্ষণ করতে পারে। এবং কোনো মানুষ এটার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারেনি। সে গভীর প্রত্যাশার উপকরণগুলো কি ক্যারে গঠন করা হবে, সেটাই বর্তমান পাঠক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এবং পাঠ্যক্রম কি গুরুত্বপূর্ণ অংশ?

BanglaBook.org

যে ব্যক্তি তোমাকে মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি সাধন করে, তার সম্পর্কে তোমার একটা প্রচণ্ড সুবিধা পাওয়ার পথ রয়েছে। কারণ তাকে ক্ষমা করে দেবার শক্তি তোমার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

যখন দুজনে বা ততোধিক ব্যক্তি সম্পূর্ণ মিলের মাধ্যমে একটি মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং যদি এটা একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, এবং যদি এটার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের বিশ্বাস যুক্তভাবে গঠিত হয়, তাহলে সে মৈত্রী বন্ধনে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এমন শক্তি দেখা যাবে, যা মনে হবে অতিমানবী এবং প্রকৃতভাবে অপ্রতিরোধ্য।

পূর্ববর্তী বিবৃতি একটা নিয়ম বা বিধি যার প্রকৃতি ও ধরন এখনো বিজ্ঞান শাস্ত্র নিরূপণ করতে সক্ষম হয়নি। এটা সেই নিয়ম, আমি 'সংগঠিত চেষ্টার' বিন্দুতে বারবার উল্লেখ করছি, এবং এটা তোমরা এ পাঠ্যক্রম এবং সে লক্ষ্য করতে পারবে।

রসায়ন শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানি যে, দুটো বা ততোধিক উপাদানকে একসাথে যোগ করলে এমন একটি বস্তু পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এবং সে বস্তু গুলির কোনোটিরই মতো নয়। উদাহরণস্বরূপ সাধারণ জল, যাকে রাসায়নিক ভাষায় এইচ-২-ও বলা হয়ে থাকে, হাইড্রোজেন গ্যাসের দুটো পরমাণু এবং অক্সিজেন গ্যাসের একটি পরমাণু দিয়ে গঠিত একটি মিশ্রিত উপকরণ। কিন্তু জলে হাইড্রোজেনও নয়, অক্সিজেনও নয়। এভাবে দুটো আলাদা উপাদানের মিলিত মিশ্রণে একটি সম্পূর্ণ অন্য উপাদানের সৃষ্টি হয়, যার গুণাগুণ মিশ্রিত দ্রব্যের কোনোটারই মতো নয়।

এভাবে যে দুটো উপাদান মিলে একটি ভিন্ন প্রকৃতির বস্তু সৃষ্টি হয়, একই নিয়মে দু'জন বা ততোধিক মানুষের মৈত্রীর ফলে একটা অতিমানবিক শক্তির উদ্ভব হয় এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার জন্য নির্ভুল এবং উপনদীর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। এই পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের সমস্ত বস্তু ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত, [ইলেকট্রন হচ্ছে জানামতে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম বস্তুর একক, প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যুৎ নেয় অথবা একটি শক্তি]।

অপরদিকে 'চিন্তা-ভাবনা 'যাকে আমরা মন বলি সেটাও একরকম শক্তি। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে, শক্তির সর্ববৃহৎ গঠন। অন্যভাবে বলতে গেলে চিন্তা হচ্ছে এক প্রকার সংগঠিত শক্তি এবং একথাটা সম্ভাবনা রোহিত নয় যে, চিন্তা ঠিক একই

BanglaBook.org

রকমভাবে সেরকম শক্তি, যা আমরা একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপাদক যন্ত্র থেকে পাই। অবশ্য সেটা আরো সুগঠিত উপায়। এখন দেখো, যদি চূড়ান্ত বিশ্লেষণের সময়, সকল বস্তু বিভিন্ন রকম ইলেকট্রন-এর সমন্বয়ে গঠিত হয়, জানা কি কোনো শক্তির চেয়ে বেশি কিছু নয়, তাকে আমরা বলি, বিদ্যুৎ। এবং যদি মন একটি সুগঠিত বিদ্যুতের চেয়ে বেশি কিছু না হয়, তাহলে তুমি কি দেখো না, যে আইন দ্বারা বস্তুসমূহ পরিচালিত হয়, এটা দ্বারা মনও শাসিত হতে পারে, এটা কি করে সম্ভব?

যদি দুই বা ততোধিক বস্তুর উপাদান উপযুক্ত অনুপাতে এবং সঠিক অবস্থায় মিলালে একটি বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, জানো কি সেই প্রকৃত উপাদান গুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির (যেমন এইচ-২-ও), তাহলে তুমি কি বুঝতে পারো না যে, দুই বা ততোধিক মনের শক্তি একত্র করে এমন একটি যৌগিক মনের গঠন করা, যায় যার ফল পূর্ববর্তী প্রতিটি লোকের মন থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম, এবং এটা কিভাবে সম্ভব?

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে, অন্যান্য লোকের সম্মুখে বা উপস্থিতিতে তাদের আচরণে তোমরা কিভাবে প্রভাবিত হও।

কিছু লোক তোমাদেরকে আশাবাদী এবং উৎসাহিত হতে প্রেরণা যোগায়। তাদের উপস্থিতি তোমাদের বৃহত্তর কর্ম সম্পাদনের জন্য উপস্থিত করে। এবং এই ব্যাপারটা সত্য মনে হয় না,বরং এটাই প্রকৃত সত্য। তোমরা লক্ষ্য করেছো যে, অন্যদের উপস্থিতি তোমাদের প্রাণচাঞ্চল্যকে দুর্বল করে এবং তোমাদের জন্য করে তোলে এবং আমি নিশ্চিত করে বলছি এই প্রবণতাটা সঠিক।

আমরা যখন অন্য ধরনের কিছু লোকের সংস্পর্শে আসি, তখন আমাদের যেসব পরিবর্তন দেখা যায়, তার কারণ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? এ পরিবর্তন কখনো হয় না যদি তাদের মনের অবস্থা, যে আইন সম্পর্কে আমরা খুব কম জানি, তার মাধ্যমে আমাদের মানসিক অবস্থার সাথে মিলিত হয়ে যায়। কিন্তু সে একটা নিয়মের মতোই যাতে বলা হয় হাইড্রোজেন-এর দুটো পরমাণু আর অক্সিজেনের একটি পরমাণু মিলিত হয়ে জলের সৃষ্টি হয়।

এ ব্যাপারে আমার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কিন্তু আমি এই বিষয়টি নিয়ে বহু বছর যাবৎ গভীর চিন্তা করেছি এবং উপনীত হলাম যে, আমার এই ধারণাটির

BanglaBook.org

অন্তত একটি সুষ্ঠ ধারণার যদিও এখন পর্যন্ত আমার কোনো সম্ভাব্য উপায় নেই যে, আমার ব্যাখ্যাটিকে প্রমাণ করা যায়।

এটা প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন নেই যে, কিছু লোকের উপস্থিতি তোমাদের অনুপ্রাণিত করে এবং অপর কিছু লোকের উপস্থিতি তোমাদের বিষণ্ন করে তোলে। কারণ তোমরা জানো যে, এটাই বাস্তব। কাজে যুক্ত সঙ্গতভাবেই বলা যায়, যেসব লোক তোমাদের উৎসাহিত করে এবং তোমাদের মনে উদ্দীপনা যোগায়, তাদের কারণে তোমরা বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার শক্তি অর্জন করতে পারো।

অপরদিকে যে সকল লোকের দ্বারা তোমরা বিবাদগ্রস্ত হও, যারা তোমাদের প্রাণচাঞ্চল্যকে কমিয়ে দেয় এবং তোমাদের এইসব কর্মপ্রেরণাকে অর্থহীন অসংবৃত মনে করার পরিস্থিতি ঘটায়, তাদের এমন কাজ তোমাদের জন্য ঠিক বিপরীত প্রভাব এনে দেয়। এসকল কথা তোমরা কোনো ব্যাখ্যা অথবা প্রমাণ ছাড়া খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো, কারণ তোমরা এসব বিষয়ে বার বার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

এখন আমরা মূল আলোচনায় আসি।

যখন দুজন বা ততোধিক ব্যক্তি সম্পূর্ণ মিলের মাধ্যমে একটি মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং যদি এটা একটা সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, এবং যুদ্ধটি এটার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের বিশ্বাসযোগ্যভাবে গঠিত হয়, তাহলে সে মৈত্রী বন্ধনে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ঠ দেখা যাবে, যা মনে হবে অতিমানবিক এবং প্রকৃতিগতভাবে অপ্রতিরোধ্য।

উপরের অংশটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ো। কারণ যেখানে যে মানুষটি দেওয়া হয়েছে যদি ঠিকভাবে অনুসরণ না করতে পারো, তাহলে সম্পূর্ণ বিষয়টি ফলপ্রসূ হবে না।

হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু এবং অক্সিজেনের একটি পরমাণু মিলে কোনো দল সৃষ্টি করতে পারবে না। শুধুমাত্র নামে মিল হলে হয় না। কারণ এখানে নির্ভুলভাবে মিল হচ্ছে না, যার ফলে এমন শক্তি উৎপন্ন হয় না, যা অতি মানবিক এবং অপ্রতিরোধ্য।

আমার মনে পড়ে, একটি পর্বত-বাসী পরিবার যারা ৬ প্রজন্মের বেশি সময় ধরে কেন্টকি রাজ্যের একটি পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে আসছিল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এসব পরিবারের মধ্যে কোনো রকম মানসিক উন্নতি বা প্রগতি দেখা যায়নি।

BanglaBook.org

তাদের প্রত্যেক প্রজন্মই পূর্ব প্রজন্মের পথ ধরে চলছিল। তারা তাদের নিজের জমি বা ভূমি থেকে বসবাসের উপকরণ জোগাড় করতো।

তারা বিশ্বাস করতো, পৃথিবীটা 'তাদের লেচার কাউন্টি' নামক আবাসস্থলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নিজেদের সম্প্রদায় এবং শুধু নিজেদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন, এই নিয়মটি তারা কঠোরভাবে পালন করতো।

কালক্রমে এসব পরিবারের একজন ব্যক্তি তাদের গোষ্ঠী থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো, এবং পার্শ্ববর্তী ডাজেনিয়া রাজ্যের একজন সুশিক্ষিত এবং অত্যন্ত সংস্কৃতিবান মহিলাকে বিয়ে করলেন। এই মহিলাটি এমন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন, লেচার কাউন্টির সীমানার বাইরে ও পৃথিবীর অস্তিত্ব রয়েছে এবং তা অন্তত সমগ্র দক্ষিণের রাজ্যগুলো পর্যন্ত বিস্তৃতশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, বিষয়সমূহ যেমন, রসায়ন শাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, শরীর বিদ্যা, মনোবিদ্যা এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ের সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন। যখন তার সন্তানদের সবকিছু বুঝবার মতো বয়স হলো, তিনি তাদের এই সকল বিষয় সম্পর্কে সন্তানদের আলোচনা করলেন। এবং তারাও পর্যায়ক্রমে এইসব বিষয়ের প্রতি উৎসাহ দেখতে শুরু করলো।

তার একটি সন্তান বর্তমানে একটি বৃহত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। যেখানে এসব বেশিরভাগ বিষয়ে এবং অন্যসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়ানো হয়। তার আরেক সন্তান একজন বিখ্যাত আইনবিদ এবং আরেকজন সফল চিকিৎসাবিদ। তার স্বামী একজন নামিদামি দন্ত চিকিৎসক, (মনের প্রভাব বিস্তার ক্ষমতাকে ধন্যবাদ জানাই)। ৬ প্রজন্মের মধ্যে প্রথম তিনি পারিবারিক ঐতিহ্য ভেঙে বেরিয়ে এলেন। মহিলার মনের ভাব মিশ্রণের ফলে তার স্বামীর উদ্দীপনা ছিলো, যার ফলে তিনি তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, এবং মহিলার প্রভাব ছাড়া তিনি কখনো তা অর্জন করতেন না।

অনেক বছর থেকে আমি তাদের জীবন সম্পর্কে জেনে আসছি, যারা পৃথিবীতে বিখ্যাত বলে পরিচিত ছিলেন। আমার কাছে এটা একটি আকতালীয় ব্যাপার থেকেও বেশি মনে হয় যে, প্রত্যেকটি ঘটনায় দেখা গেছে যে, এসব সাফল্যের পেছনে সবসময়ই সেসব ব্যক্তিরই ভূমিকা ছিল। কিন্তু যারা বীর পূজা করতো, সে সকল সাধারণ লোক এসব জানতেন না। একজন সাধারণ বধুর কি লুক্কায়িত শক্তি ছিল যে,

BanglaBook.org

তিনি তার স্বামীকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে বিরক্ত অর্জন লাভ করতে সচেষ্ট ছিলেন, আমি যে ঘটনাটি বর্ণনা করেছি, ঠিক সেটার মতো ছিল।

হেনরি ফোর্ড বর্তমান যুগের এক বিরাট বিস্ময়। আমার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস যে, এ দেশে বা অন্য কোনো দেশে তার মতো এমন মেধাবী শিল্পপতির জন্ম হয়নি। সবাই এই সত্য কথাটা জানে যে, মিস্টার ফোর্ডের সকল অর্জন এর মূল ভূমিকায় তার স্ত্রীর অবদান ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী।

আমরা ফোর্ডের লক্ষ্য অর্জন অগণিত সম্পদের কথা জানি, এবং তার অতুলনীয় কর্মদক্ষতার কথা অনুমান করতে পারি। আমরা এটাও জানি যে, তার বিশাল কর্মক্ষমতা এ পর্যায়ে যদি তার স্ত্রী তার সংগ্রামী জীবনে প্রচুরভাবে প্রভাবিত না করতেন, যার ফলে সঙ্গতিপূর্ণ মতৈক্য ও সহযোগিতা নিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। আমার আরও একজন লোকের কথা মনে পড়ে, যিনি ছিলেন প্রচণ্ড মেধাবী এবং সমগ্র সভ্য জগতে অত্যন্ত পরিচিত। তিনি হলেন টমাস-এ-এডিসন। তার উদ্ভাবনগুলো এমনই বিশিষ্ট প্রকৃতির, যে এসব বস্তুর নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। প্রতিবারই তুমি যখন একটা বোতাম টিপে উজ্জ্বল আলো দেখতে পাও, অথবা একটি রেকর্ড ব্যবহার যন্ত্র বাজাতে দেখতে পাও, তখনি তোমার এডিসন-এর কথা মনে পড়বে।

কারণ তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি উজ্জ্বল বাতি এবং গ্রামোফোন যন্ত্র নির্ভুলভাবে উদ্ভাবন করেছিলেন। যতবারই তুমি একটি চলন্ত ছবি দেখো, তোমার এডিসন-এর নাম মনে পড়বে। অন্য বহু মানুষ থেকে তার মেধা ছিল অনেক উন্নত মানের এবং তিনি এর সাহসী উদ্যোগ নিতে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু হেনরি ফোর্ডের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল, ঠিক এরকমভাবেই মিস্টার এডিসনের কার্যাবলীর পেছনেও ছিল আমেরিকার একজন বিখ্যাত মহিলা, তারই স্ত্রী। এডিসন এর নিজ পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য কেউ এবং তার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ছাড়া কেউই জানতো না যে, তার স্ত্রীর তীব্র প্রভাব ও সহযোগিতার ফলেই এডিশনের সকল কৃতিত্ব অর্জন সফল হয়েছিল।

মিসেস এডিসন একবার আমাকে বলেছিলেন যে, মিস্টার এডিসনের ছিল অপরিসীম গুণাগুণ, যা ছিল অন্য সবার চেয়ে বেশি, এবং এর মাঝে তার ছোট সম্পদ ছিল 'মনঃসংযোগ' যখনই মিস্টার এডিসন কোনো একটি পরীক্ষণ, গবেষণা বা অনুসন্ধানে নিয়োজিত হতেন, তখন তিনি যতক্ষণ সে নির্ধারিত কাজটিতে সফল

BanglaBook.org

হতে না, অথবা সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ক্লান্ত হয়ে না পড়তেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজটি ফেলে চলে যেতেন না।

এডিসন এর পেছনে দুটোই শক্তি ছিল, একটি হলো' মনঃসংযোগ' আর একটি হলো, তার স্ত্রী মিসেস এডিসন।

এমন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মিস্টার এডিসন রাতের পর রাত পরিশ্রম করে যেতেন, তার ঘুমানোর প্রয়োজন ছিল, মাত্র তিন থেকে চার ঘণ্টা মাত্র। (এ পাঠক্রমের সম্পূর্ণ অংশ লক্ষ্য করো প্রবল উৎসাহের প্রভাব কতোটা টেকসই হয়) উপযুক্ত মাটিতে একটা ছোট আপেলের বীজ বপন করবা। সময় হতে হবে বছরের সঠিক সময়। ধীরে ধীরে একটা ছোট পাতাসহ ডাল গজাবে। এবং পর্যায়ক্রমে এটা বেড়ে উঠে একটি আপেল গাছে পরিণত হবে।

গাছটি মাটি হতে বের হয়নি, এবং বাতাস থেকেও এর নিয়োগ হয়নি, কিন্তু জন্ম হয়েছে দুটোর সংমিশ্রণ। এখন পর্যন্ত এমন মানুষ পাওয়া যায়নি, যিনি এই রহস্য বা সত্যতা উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন যে, কিভাবে বাতাস এবং মাটি থেকে মিলিত কোষটির সৃষ্টি হয়, যা আপেল গাছটির মধ্যে রয়েছে। ছোট আপেলের বীজ থেকে গাছ বের হয়নি, কিন্তু সে ছিল গাছের জন্মের শুরু।

ঠিক মাথা ব্যবহার আগ মুহূর্তের মতো পরাজয় আমাদের সাবধান করে দেয় যে, কোথাও ভুল হয়েছে। যদি আমরা বুদ্ধিমান হই, তবে আমরা কারণ খোঁজার চেষ্টা করবো এবং অভিজ্ঞতার আলোকে লাভবান হবো।

যখন এক বা ততোধিক ব্যক্তি নির্ভুল মতৈক্য সহকারে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়, তখন সে লক্ষ্যবস্তুর পেছনের আকাঙ্ক্ষিত আপেলের বীজটির মতো। আবার দুই বা ততোধিক মনে ঐক্যমতের শক্তি হচ্ছে, বাতাস এবং মাটির মিলিত ঐক্যমত কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জন সফল হয়। এর সকল মনের শক্তির আকর্ষণ এবং যোগফল এর পেছনের শক্তি এমন ভালো করে ব্যাখ্যা করা যায় না, যেভাবে একটি আপেল গাছ জন্মানোর যেসব উপকরণ সংযোজন করা হয়েছে, তার পেছনে শক্তি যেভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, একটি আপেল গাছ যথাযথভাবে রোপিত একটি বীজ থেকে জন্ম লাভ করে, এবং সুনির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যবস্তু স্থির করে দুই বা ততোধিক মানুষের পদ্ধতিগত মনের ঐক্য গঠন করে অগ্রসর হলে, বৃহত্তর অর্জনের পথে সাফল্য আসে।

BanglaBook.org

ত্রয়োদশ পাঠক্রমে তোমরা দেখতে পারবে মিলিত প্রচেষ্টার নিয়মগুলো, যেগুলো আনুপাতিক হারে প্রয়োগ করা হয়েছে। যারা সুসংগঠিত চিন্তাধারার আলোকে এখনো প্রশিক্ষিত হয়নি, তাদের কাছে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো এলোমেলো বা বিশৃঙ্খলা মনে হতে পারে। এই পাঠক্রম কি আমরা সংগঠিত প্রচেষ্টা' বুঝতে গিয়ে যে নীতিমালাগুলো উল্লেখ করেছি, তার একটা সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্ট উদাহরণ। কিন্তু তোমরা লক্ষ করবে যে, এই নীতিমালা পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে সমগ্র পাঠ্যক্রমেরই ষোলটি পাঠক্রমই প্রয়োজন হয়। যদি তুমি এই ১৬ টি পাঠ্যক্রম থেকে একটিও বাদ দাও, তাহলে শিক্ষাক্রম-র পুরোটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যেমনটা একটা বন্ধন খুলে ফেললে একটা সম্পূর্ণ শিকলই অকেজো হয়ে যায়।

আমি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি এবং আবারও জোর দিয়ে বলছি যে, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যা রয়েছে যে, যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সংযোগ করে এবং বিষয়টি এমন ধরনের হয় যে, তা সে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, তাহলে প্রতিটি কল্পনাসাধ্য উৎস থেকে তার মনঃসংযোগ সেদিকে আকর্ষিত হবে।

তথ্যটি হচ্ছে এমন, একটি গভীরভাবে গঠিত আকাঙ্ক্ষা যখন একবার উপযুক্ত মানসিক জমিতে জন্ম দেওয়া হয়, তখন সেটা আকর্ষণের কেন্দ্র বা চুম্বকরূপে কাজ করে এবং সে আকাঙ্ক্ষাগুলোর সাথে মিল খুঁজে পাওয়া সব কিছুকে আকর্ষণ করে। ডা. এলমার গেইটস যিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে বাস করতেন, তিনি হয়তো পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। মনোবিজ্ঞান এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত বিজ্ঞান বিষয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী বিশেষভাবে স্বীকৃত। বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে তার স্থাপন সর্বোচ্চ, এসো আমরা তার কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে একটু আলোচনা করি।

ডা. গেইটস যতোটুকু সম্ভব প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালিয়ে তার ইচ্ছে অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তার গৃহীত ফলাফলগুলি লিপিবদ্ধ করলেন। এরপর তিনি একটি পেন্সিল এবং একটি লিপির ফলক নিয়ে আরো অনুসন্ধান করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি তার মনকে যে বিষয়ের উপর গভীরভাবে নিবদ্ধ করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তার চিন্তার বিষয় সম্পর্কিত ভাবনাগুলো তার মনের মাঝে ভেসে ওঠে। তিনি তার মনে ভেসে আসা ভাবনাগুলো লিখে ফেললেন, (এগুলো কোথা থেকে আসছিল তিনি জানতেন না)। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর বিখ্যাত অনেকগুলো আবিষ্কার এই পদ্ধতিতেই সফল হয়েছিল। ২০ বছরের

BanglaBook.org

বেশি সময় পার হয়ে গেল যে, আমি ডা. গেইটস-এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করছি। এ সময় থেকে বেতার যন্ত্র আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আমরা একটি সমর্থনযোগ্য সত্যযুক্তির মধ্য দিয়ে এসেছি, যার মাধ্যমে আমরা এ সকল অধিবেশনের ফলাফল বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যেমন–

আধুনিক বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করেছি যে, উদ্ধার হচ্ছে সার্বক্ষণিক একটা আলোড়িত বস্তু। শব্দতরঙ্গ ইথার এর মধ্য দিয়ে ভেসে বেড়ায়। কিন্তু এসব তরঙ্গের একটা ক্ষুদ্র দূরত্বের পর তার উৎস থেকে চিহ্নিত করা যায় না। এটা সম্ভব একমাত্র উপযুক্তভাবে সুর মেলানো যন্ত্রপাতির সাহায্যে।

তাহলে এখন যথাযথভাবে বলা যেতে পারে, চিন্তাধারা হচ্ছে জানামতে সবচেয়ে সুসংগঠিত শক্তির রূপ, যা অনবরতভাবে ইথার-এর মাধ্যমে তরঙ্গ পাঠায়, কিন্তু শব্দতরঙ্গগুলো শুধুমাত্র সুর মেলানো মনের দ্বারা নিরূপণ ও শনাক্ত করা এবং নির্ভুলভাবে এগুলোর ব্যাখ্যা স্পষ্ট করা সম্ভব।

এ কথাতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যখন ডা. গেইটস একটা পক্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট মনে এবং শান্তভাবে বসলেন, তখন তার মনের বিশেষ ভাবনাগুলো একটা চুম্বকের শক্তি রূপ নিলো এবং তার কাছ দিয়ে ভেসে যাওয়া ইথার থেকে অন্যদের মনে জমে থাকা চিন্তাগুলো যেগুলো তার মনের চিন্তার অনুরূপ বা তার কাছাকাছি সম্পর্কে, সেগুলোকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো।

এই যুক্তিকে আয়ত্ত একটু এগিয়ে গিয়ে আধুনিক বেতার পদ্ধতি আবিষ্কারের সময় থেকে আমরা কাছে বহুবার প্রতীয়মান হয়েছে যে, যতক্ষণই কোনো চিন্তাধারা কোনো মানুষের মন থেকে একটি সংগঠিত উপায় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো এখন পর্যন্ত তরঙ্গের রূপে ইথারে ভেসে বেড়ায়, এবং এইগুলো প্রতিনিয়ত একটি অন্তরের মাঝে আশেপাশেই বিরাজমান থাকে। আরো লক্ষ করা যায় যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর একজন লোকের মনসংযোগ প্রক্রিয়া, যদি তার প্রখরতা থাকে, তাহলে এগুলো চিন্তার তরঙ্গে পাঠাতে থাকে। পরে এসব চিন্তার তরঙ্গ একই ধরনের বা ১ উইক সর্ম্পকিত চিন্তার সাথে মিলিত হয়। এর ফলে যে মনঃসংযোগ করে, তার চিন্তা এবং একই ধরনের চিন্তা ভাবনার মাঝে একটা যোগাযোগের পথ তৈরি হয়। আরো একটু অগ্রবর্তী চিন্তা করলে এটা কি সম্ভব নয় যে, একজন ব্যক্তি তার মনের ভাবনাগুলোকে ঠিক সুরে বাঁধবে এবং তার চিন্তার তরঙ্গ ঘাড়ের তরঙ্গের সাত ঐক্যতান করে মিলিয়ে দেবে, যাতে সুসংগঠিত চিন্তার ফলে অতীতের যেসব জ্ঞান

BanglaBook.org

বৃদ্ধি সঞ্চয় করা হয়েছে, সেগুলো ফিরে পাওয়া যাবে? এ যুক্তিটির উপর ভিত্তি করে এ পাঠ্যক্রমের দ্বিতীয় অংশটি অনুধাবন করো। ভালো করে পড়ে দেখো, কারেনজি লিখিত 'প্রধান পরিকল্পনাকারী' বিষয়টি, যার মাধ্যমে তিনি তার বিশাল ভাগ্যলিপি একত্রে লাভ করেছিলেন।

যখন কারেনজি অনেকগুলো নির্বাচিত মনের মানুষের মাঝে মৈত্রী স্থাপন করলেন, এখন দেখা গেল, সে সকল মনের শক্তি যোগফল-এর প্রভাবে তিনি পৃথিবীর একটি অন্যতম বৃহৎ শিল্প শক্তির সৃষ্টি করেছিলেন, যা কখনো ছিল না, অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সে লোকগুলোই ১১জন প্রধান পরিকল্পনাকারী হতে পেরেছিলেন এবং কারেনজির এসব চিন্তার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

এবং সে প্রধান পরিকল্পনাটি (অনেকগুলো মনের মিল অনুযায়ী) একটি একক উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধ প্রত্যেকের জানা ছিল। তারা সকলেই মিস্টার কারেনজিকে সকলেই ইস্পাতের ব্যবসায় মি. কারেনজির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

তোমরা যদি হেনরি ফোর্ডের অতীত ইতিহাস লক্ষ করো, তাহলে নিশ্চয়ই জেনেছো যে, একই কেন্দ্রীভূত চেষ্টা তার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। প্রায় তিরিশ বছর আগে তিনি সাধারণ মোটরগাড়ি উৎপাদনের পদ্ধতি পরিবর্তন করার নীতিকে মানসম্পন্ন করেন এবং বিপরীতহীনভাবে তিনি এই নীতি চালু রাখেন। ১৯২৭ জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে তিনি এই পদ্ধতি পরিবর্তন করে।

এটা কোনো অবাক বিষয় নয় বুমেরাং' শব্দটি বহু বছর যাবৎ অভিধানে সাধারণভাবে একটি অর্থ প্রকাশ করে আসছিল এবং সেটা হলো, 'বুমেরাং' এমন একটি বিষয়, যেমন যে হাত দিয়ে তুমি কোনো কিছু শুনবে, সে হাতেই তুমি ফিরে আঘাত পাবে।

কয়েক বছর আগে আমার সাথে ফোর্ডের কারখানার একজন প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলীর সাথে দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে মিস ফোর্ডের প্রথম জীবনের একটি দুর্ঘটনার কথা জানালেন। তিনি পরিষ্কারভাবে আমাকে বুঝালেন যে, মিস্টার ফোর্ডের অর্থনৈতিক দর্শনের প্রধান ভিত্তি ছিল কেন্দ্রীয়ভূত চেষ্টা।

এ ঘটনায় ফোর্ডের কারখানার সমস্ত প্রকৌশলীগণ কারখানার কৌশল অফিসে একত্রিত হয়ে আলোচনায় মিলিত হলেন, কিভাবে ফোর্ড মোটর গাড়ির পেছনের এক্সেলের নকশা পরিবর্তন করা যায়। মিস্টার ফোর্ড এতোক্ষণ পাশেই বসেছিলেন

BanglaBook.org

এবং সবার আলোচনা শুনছিলেন। যতক্ষণ না প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের নিজস্ব মতামত দিয়ে আসছিলেন। এরপর তিনি উঠে টেবিলের কাছে এসে প্রস্তাবিত এক্সেলের নকশাটি হাতে নিয়ে বললেন, দেখো, আমরা যে এক্সেলটা ব্যবহার করে আসছি সেটা যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, সেভাবেই কাজ করছে। এবং ভালোভাবে কাজ করছে। সুতরাং এক্সেলটির কোনো নকশা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

তিনি সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। এবং সেদিন থেকে এখন পর্যন্ত ফোর্ড মোটর গাড়ির পেছনের এক্সেলের গঠন মোটামুটিভাবে একই রকম আছে। এটাই সত্য যে, মিস্টার ফোর্ডের মোটরগাড়ি প্রস্তুত এবং পরে সাফল্য আমরা দেখতে পাই তার প্রধান কারণ হচ্ছে, তার একটি নীতি যে, সঙ্গতভাবে একটি একক পরিকল্পনার নীতিতে মনোযোগ নিবদ্ধ করা এবং একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সেই সময়টা এককভাবে ব্যয় করা।

কয়েক বছর আগে আমি এডওয়ার্ড-এর লেখা 'দি ম্যান ফ্রম মেইন' বইটি পড়েছিলাম। এটা ছিল তার শত্রু মিস্টার সাইরাস-এইচ,কে-কাটরিসের একটি জীবন চরিত্র। মিস্টার কাটরিস ছিলেন, সাটারডে ইভিনিং পোস্ট পত্রিকা, 'লেডিস হোম জার্নাল' এবং অন্যান্য বহু প্রকাশনার মালিক। সমস্ত বইটি পড়ে আমার ধারণ হলো মিস্টার কাটরিসের দর্শন চিন্তার অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য বিষয়টি ছিল, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সমস্ত চেষ্টা বিষয়ে প্রতিফলনে মনোযোগ নিবদ্ধ করা।

সাটারডে ইভিনিং পোস্টের প্রাথমিক প্রকাশের সময় তিনি একটি ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পে কয়েক শত হাজার ডলার বিনিয়োগ করেছিলেন। এরপর সাহসের সাথে একটি কেন্দ্রীয়ভূত চেষ্টার ফলে তিনি সে লোকসানের বোঝা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। কিন্তু খুব কম লোকই এগুণ ধারণ করতে সক্ষম হয়।

'দি ম্যান ফ্রম মেইন' বইটি পড়ে দেখো। 'মনঃসংযোগ'-এর উপর বইটি একটা চমৎকার শিক্ষামূলক বিষয়। এবং এই বিষয়টির মৌলিক আলোচনাগুলো বইটিতে সুন্দর ও সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে। বর্তমানে 'স্যাটারডে ইভনিং পোস্ট' পত্রিকাটি পৃথিবীর একটি অন্যতম লাভজনক সাময়িকী। কিন্তু মানুষ এটার নাম অনেক আগেই ভুলে যেত, যদি তিনি পত্রিকাটিকে বিখ্যাত করার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে তার সমস্ত মনোযোগ-এর দিকে নিবদ্ধ না করতেন। আমরা দেখেছি, মনঃসংযোগ বিবরণ সম্পর্কে পরিবেশ এবং অভ্যাসের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আমরা এখন সংক্ষেপে একটা

BanglaBook.org

প্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা মনঃসংযোগ বিবির সাথে কর্ম সম্পর্ক যুক্ত নয়, এবং সেটা হচ্ছে স্মৃতিশক্তি।

যে নিয়মের ফলে একটি অবিচলিত ইউনিভার্সিটিকে ধারণ করা যায় সেগুলো হলো, নিম্নবর্ণিত। সেগুলো তুলনামূলকভাবে খুবই সহজ। যেমন

১। ধারণ করা : এ্যাক্টিভা ৫ টি বোধশক্তির যে কোনো একটির মাধ্যমে মনের ছাপ গ্রহণ করা এবং এসকল মনের চিত্র ক্রমাগতভাবে মনে সংরক্ষণ করা। এ কাজটা তুলনা করা যায় যেভাবে, একটি ক্যামেরা স্পর্শকাতর প্লেটে ছবিসমূহ আবদ্ধ করে রাখা হয়।

২। স্মরণ করা যেসব ছবি মনের ছাপ মনের অবচেতন অংশে জমা আছে, সেগুলোকে চেতন মনে সংরক্ষণ করা। এই কাজটি ঠিক এমন, যেভাবে কতগুলি সূচিপত্রের কার্ডসমূহ থেকে নির্দিষ্ট একটি কার্ড বের করে আনা হয়, যেটাতে আগে থেকেই তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৩। শনাক্তকরণ : চেতন মনের মাঝে টেনে আনা কোনো ইন্ডিয়া—গ্রাহককে চেনার ক্ষমতা এবং এ মনের ছাপাকে বুঝার মতো করে শনাক্ত করা, এবং প্রথমে যে মূল উৎস থেকে এগুলোর উৎপত্তি সংরক্ষিত হয়েছিল তার সাথে সংযুক্ত হওয়া। এ প্রক্রিয়াটা আমাদের 'স্মৃতি' এবং কল্পনা এই দুটো শব্দের পার্থক্য বোঝাতে সহায়ক। এটি হলো স্মরণ করার সহজ উপায়। এসো আমরা এখন এই নিয়মগুলো প্রয়োগ করে দেখি। কিভাবে এগুলো হল প্রভাব এর ব্যবহার করা যায়?

প্রথম যখন তুমি কোনো একটি ইন্দ্রিয় ছাপের স্মরণ করার বিষয়ে তোমার ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইবে, যেমন কোনো একটি নাম, তারিখ বা স্থান, তখন তোমার মন সংযোগের সাহায্যে সে মনের ছাপ স্পষ্ট করার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে, এবং শুকনোভাবে এর বিস্তারিত মনে করতে চেষ্টা করবে। এ কাজটি করার সবচেয়ে ফলদায়ক উপায় হচ্ছে, তোমাকে বারবার মনে করতে হবে, কোন জিনিসটি তুমি স্মরণে আনতে চাও। যেমন একজন লোক চিত্রগ্রাহক ক্যামেরার স্পর্শকাতর প্লেটে ছবি উঠাবার সময় আলোক সম্পাতের জন্য সময় দিয়ে থাকেন। সুতরাং আমাদেরকেও আমাদের অবচেতন মনকে সময় এবং সুযোগ প্রদান করতে হবে, যাতে আমাদের মনের যে কোনো ছাপকে, যা আমরা স্মরণ করতে চাই সেগুলো যেন যথাযথভাবে স্পষ্টভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় : তুমি অন্য যেসব বিষয় যেমন নাম, স্থান অথবা তারিখ সম্পর্কে আগে থেকেই ভালো করে পরিচিত, এবং ইচ্ছে করলে সেগুলো তুমি সহজভাবেই স্মরণ করতে পারো যেমন (তোমার জন্ম শহরে) তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তোমার নিজের জন্ম তারিখ। এ সবকিছুকে তুমি একটি নতুন বিষয়কে স্মরণ করার সাথে যুক্ত করতে হবে। কারণ তাহলে তুমি সেসব বিষয় সহজেই মনে করতে পারো, সেগুলো মনে করার সময়ই তোমার কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো তোমার স্মরণে চলে আসবে। কারণ যখন তোমার চেতন মনে যেগুলো স্মরণে আসে, তার সাথে সাথে অন্য বিষয়গুলো এসে যায়।

তৃতীয় যে বিষয়টি তুমি স্মরণ করতে চাও, সে বিষয়টিকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বারবার উচ্চারণ করো। যেমন তুমি সকালবেলা একটা নির্দিষ্ট সময় ঘুম থেকে উঠার ইচ্ছা পোষণ করলে তোমাকে ইচ্ছা মতো উঠার নিশ্চয়তা দেবে। অন্য লোকদের নাম মনে না রাখতে পারার সবচেয়ে সাধারণ কারণ হচ্ছে, আমরা প্রথম সাক্ষাতের সময় কারুর নাম মনে রাখতে চেষ্টা করি না। যখন তুমি একজন লোকের সাথে পরিচিত হও, যার নাম তুমি যখন ইচ্ছা মনে করতে চাও। তাহলে প্রথমে তার নামটি চার-পাঁচবার উচ্চারণ করবে এবং নিশ্চিত হবে তুমি যেন তার নামের অর্থটি বা উচ্চারণ কি নির্ভুলভাবে করতে পারো। যদি নামটি এমন হয় যে, সেটা তোমার পূর্ব পরিচিত কোনো লোকের নামের মতো, তাহলে দুটো নামই একসাথে মনে রেখো এবং যখন তুমি তাদের যে কোনো একজন লোকের নাম মনে করতে চাও, তখন তাদের দুজনের কথাই মনে রাখবে।

যদি কেউ তোমাকে একটি চিঠি ডাকবাক্সে ফেলতে দেয়, তাহলে চিঠিটির দিকে তাকাও এবং তোমার কল্পনায় চিঠি দিয়ে পরিমাপ বাড়াতে থাকো, দেখবে চিঠিটি একটি ডাক বক্স-এর উপর ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। এবার একটা দরজার পরিমাপের একটি চিঠি কল্পনা করো। এটাকে একটি ডাকবাক্সের সাথে মিলিয়ে দেখো। তুমি লক্ষ্য করবে, তুমি রাস্তায় যে প্রথম দেখেছিলে, সেটার মাধ্যমে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে সেই বড় মাপের চিঠি চিঠিটি, যা তোমার পকেটে রয়েছে।

BanglaBook.org

মনে করো তোমার সাথে একজন ভদ্রমহিলার পরিচয় হয়েছে, যার নাম ছিল এলিজাবেথ শেয়ারার এবং তুমি তোমার ইচ্ছা মতো তার নাম মনে করতে চাও। যখন তুমি তার নাম বারবার বলবে, তখন তুমি এক জোড়া ১০ ফুট প্রস্থের কাঁচির কথা মনে করবে, সাথে সাথে রানির নাম।

এবং তখন লক্ষ করে দেখবে যে, বৃহৎ কাঁচি জোড়া অথবা কুইন এলিজাবেথের নাম মনে করলেই তুমি সহজেই এলিজাবেথ শিয়ারার-এর নাম মনে করতে পারবে। যদি তুমি লয়েড কিজের নাম মনে রাখতে চাও, তাহলে নামটি কয়েকবার উচ্চারণ করো, এবং এর সাথে লয়েড জর্জ এবং কিথ থিয়েটারের নামটিও যোগ করো। তখন তুমি তোমার ইচ্ছামতো দুজনের যেকোনো জনের নামটি স্মরণ করতে পারবে।

সুস্পষ্টভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য সম্পৃক্ততার বিধিমালা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এটা খুবই সহজ বিধি। এটা চর্চা করতে হলে প্রথমে তুমি যা মনে করতে চাও, সেগুলো নথিভুক্ত করতে হবে, তার সাথে তোমার যেগুলো আগের থেকেই মনে আছে, সেগুলো কেউ ধারণ করতে হবে। এরপর তুমি তার মাঝে একটিকে মনে করতে চাইলে সহজেই মনে পড়বে।

প্রায় ১০ বছর আগে আমার একজন বন্ধু মিলাওয়াকি, উইসকনসিনের তার বাড়ির টেলিফোন নাম্বার আমাকে দিয়েছিলেন। তখন আমি সেটা লিখে রাখিনি, তবুও এটা আমার আজও মনে আছে, যেদিন তিনি আমাকে দিয়েছিলেন সেদিনেরই মতো। এভাবে আমি নাম্বারটি সংরক্ষণ করেছি।

সে নম্বর ও কেন্দ্রটি (একচেঞ্জ) ছিল ২৬৫১

তিনি যখন আমাকে নম্বরটি দিয়েছিলেন, তখন আমরা লেক মিশিগান-এর পাশের রেল স্টেশনে দাঁড়িয়েছিলাম। সুতরাং টেলিফোন এক্সচেইঞ্জটির নাম মনে রাখার জন্য আমি লোকটিকে সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে মনে রেখেছি। ব্যাপারটা এমন ছিল যে, টেলিফোন নাম্বারটির সাথে আমার ভাই এবং পিতার বয়সের সামঞ্জস্য ছিল। কারণ তখন আমার ভাইয়ের বয়স ছিল ২৬ এবং পিতার বয়স ছিল ৫১। আজ এই নাম্বারটি মনে রাখার নিশ্চয়ই তার জন্য আমি নাম্বার দুটো সাথে তাদের নাম দুটোর সংশ্লিষ্টতা রক্ষা করছি। অতএব, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও নাম্বারটি মনে করার জন্য একটি সহজ উপায় হলো, আমাকে মনে করা-লেক মিশিগান, আমার ভাই এবং

BanglaBook.org

আমার পিতা। আমার একজন পরিচিত ব্যক্তির একটা সমস্যা ছিল যে, তিনি সব সময় নিজেকে ভুলো-মনের লোক মনে করতেন। এতে করে তিনি ধীরে ধীরে কোনো কিছু মনে না রাখার মতো অবস্থায় চলে গেলেন। তার নিজ মুখে বলা কাহিনীটি শুনো, কিভাবে তিনি এ সমস্যা অতিক্রম করেছিলেন।'

আমার বর্তমান বয়স ৫০ বছর। গত এক যুগ ধরে আমি একটি বিভাগের ব্যবস্থাপকের পদে নিয়োজিত ছিলাম। প্রথমে আমার অফিসের কাজকর্ম ছিল খুবই সহজ ধরনের। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের পরিধি বেড়ে গেল। যার ফলে আমার উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হলো। আমার বিভাগের অনেক কর্মচারী এর কর্মদক্ষতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেল। এবং তাদের একজন আমার কাজকর্মের উপর নজর রাখতে শুরু করলো। আমি জীবনের এমন একটা বয়সে পৌঁছেছি, যখন মানুষ অনেকটা আরাম আয়েসে থাকতে পছন্দ করে। সেই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন কাজ করার পর আমার মনে হলো, এবার আমি নিশ্চিন্তে একটি সংস্থানের কাজ করতে পারবো। মনের এই অবস্থাটি আমার অবস্থানের জন্য খুবই কাছাকাছিভাবে দুর্ভাগ্যজনক ছিল।

প্রায় দু'বছর আগে আমি লক্ষ করলাম যে, আমার মনোযোগ দেবার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং আমার উপর কাজের দায়িত্বটা বিরক্তিকর মনে হতে লাগলো। আমি আমার যোগাযোগকে কোনো গুরুত্ব দিলাম না এবং এক সময় আমি আতঙ্কিত হয়ে দেখলাম, আমার কাছে নানা ধরনের চিঠির স্তূপ জমা হয়ে গেছে। অনেকগুলো প্রতিবেদন জমা হলো এবং অধঃস্তন কর্মচারীরা দেরির জন্য অসুবিধা বোধ করতে লাগলো। আমি আমার নিজের দপ্তরে বসে আমার মনের ভাবনাগুলোকে এদিক ওদিক নিয়ে গেলাম।

অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা বুঝা গেল যে, কাজে আমার কোনো মনোযোগ নেই। কোম্পানির কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত একটি জরুরি সভায় উপস্থিত হতে আমি ভুলে গেলাম। একজন কারণিক আমার একটি ভুল ধরলো। ভুলটি ছিল এক গাড়ি মালপত্রের মূল্যের প্রাক্কলন সম্পর্কিত। ব্যবস্থাপক এই ঘটনাটি জেনে গেলেন।

এ অবস্থার জন্য আমাকে কঠোরভাবে সাবধান করা হলো। ব্যাপারটি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার জন্য আমাকে এক সপ্তাহের ছুটিতে যাবার জন্য বলা হলো। আমি

BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত নিলাম, হয় চাকরি থেকে পদত্যাগ করবো, অথবা সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করবো। কয়েকদিন ধরে একটি পার্বত্য স্বাস্থ্য নিবাসে আমি নিজেকে নিয়ে গভীরভাবে তিনটা অনুসন্ধান করে দেখলাম, আসলে আমার সমস্যা কি ছিল? আমার মন কিঞ্চিত অন্যমনস্ক হওয়া। কোনো কিছুতে মনোযোগ দেওয়াতে আমার দুর্বলতা ছিল। কর্মস্থলে আমার শারীরিকও মানসিক কর্মপদ্ধতি ছিল খুবই অসংলগ্ন এবং উদ্দেশ্যহীন। আমি ছিলাম অসতর্ক, এবং কাজের প্রতি অমনোযোগী, সবকিছুর পারোনি ছিল, কাজের প্রতি আমার কোনো মনোযোগ ছিল না। যখন আমি আমার এসব দুর্বলতার কারণ খুঁজে পেলাম, তখনই আমি এগুলোর প্রতিবিধানও খুঁজে পেলাম। আমার কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল কিছু নতুন অভ্যাস এবং আমি এগুলো আয়ত্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

কাগজকলম নিয়ে আমার কার্যদিবসের সব কর্মসূচি আমি ঠিক করলাম। প্রথমে সকালের ডাকে আসা চিঠিপত্র, এরপর নির্দেশগুলি পূরণ করা, শ্রুতিলিখন, অধস্তনদের সাথে আলোচনা সভা এবং পরে অন্যান্য কাজকর্ম। এভাবে আমি আমার অফিস থেকে যাবার আগে যাতে সমস্ত দায়িত্ব শেষ হয়। আমি আমার নিজেকে মনে মনে প্রশ্ন করলাম, কিভাবে অভ্যাসরে চর্চা করতে হয়?' আমার মন উত্তর দিল,' বারবার চর্চা করে।' কিন্তু আমি এসব কাজ হাজার বার করে আসছি। আমার মনের সেই ব্যক্তি প্রতিবাদ করলো, 'এটা সত্য-' কিন্তু মনঃসংযোগের ক্রমানুসারে হয়নি'।

আমি অফিসে ফিরে গেলাম, আমার মন ছিল সংযত এবং অস্থির। এবার আমি আমার কর্ম পরিকল্পনা সঠিকভাবে পালন করতে মনস্থির করলাম। আমি একই কাজ প্রবল উৎসাহ নিয়ে যতটুকু সম্ভব, একই সময়ের মধ্যে প্রতিদিন শেষ করতে লাগলাম। এর মাঝে যখনই আমার মন কাছ থেকে কোনো কারণে দূরে সরে যেত, আমি খুব শীঘ্রই আমার মনকে কাজের মধ্যে ফিরিয়ে আনতাম।

আমার ইচ্ছা শক্তির জোরে মনে যে কর্ম প্রেরণা উদ্দীপনা পেলাম, তার ফলে আমি অভ্যাস গড়ায় অনেক অগ্রসর হলাম। দিনের পর দিন আমি চিন্তার একনিষ্ঠতা অভ্যাস করলাম। যখন আমি দেখলাম, কোনো জিনিস বারবার করা আনন্দদায়ক, তখন আমি বুঝতে পারলাম, আমি জয় লাভ করেছি।

তোমার স্মৃতিশক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া অথবা কোনো কাঙ্ক্ষিত অভ্যাসের উন্নতি সাধন করা, এসব সক্ষমতা হচ্ছে, এমন একটি বিষয় যার ফলে তোমার যোগ্যতা হবে, মনের স্পর্শকাতর অবস্থানে তোমার কাঙ্ক্ষিত বিষয়টির ছাপটি যেন

BanglaBook.org

যথাযথভাবে অবস্থান করে মনঃসংযোগ বিষয়টির অর্থ হচ্ছে, গভীর মনোযোগ প্রদর্শন করা। লক্ষ করে দেখবে তুমি পরিচিত নও এবং যা তুমি কখনো দেখনি, এমন একটি মুদ্রিত লাইন পড়ো এবং তখন তোমার চোখ বন্ধ করলে তুমি সে লাইনটি তুমি প্রথমে চোখ খুলে যেভাবে দেখেছিলে, ঠিক একইভাবে দেখতে পাবে। বাস্তব সত্য হচ্ছে তুমি লেখাটির দিকে তাকাচ্ছ, কিন্তু সেটা মুদ্রিত লাইনটি নয়, সেটা হচ্ছে তোমার নিজের স্পর্শ করার মনের স্থিতি। তুমি যদি এ পরীক্ষাটি করে প্রথমে কোনো ফল না পাও তাহলে এর কারণ হচ্ছে, তুমি সেলাই এর উপর নিবিড়ভাবে তোমার মনকে নিবন্ধ করনি। এ পরীক্ষাটি বারবার করে দেখো এবং অবশেষে দেখবে তুমি সফল হবে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি তুমি একটা কবিতা মুখস্ত করতে চাও, তাহলে এটা তুমি অত্যন্ত দ্রুত করতে পারবে, যদি তুমি অভ্যাস এবং এমন চেষ্টা করো। যখন কবিতার লাইনগুলোতে মনোযোগ সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়, তখন তুমি চোখ বন্ধ করলে দীর্ঘ লাইনগুলো পরিষ্কারভাবে দেখবে, যেমনটি তুমি চোখ খোলা অবস্থায় প্রথমে দেখেছিলে। মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমি তোমাদের জোর দিয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমরা বিষয়টাকে হালকাভাবে নিও না। এ পাঠ্যক্রম এর চূড়ান্ত বিবরণ পর্যন্ত আমি এই বিষয়টির উপর আরো আলোচনা করবো, কারণ আমি এখন পর্যন্ত মনে করি আলোচ্য বিষয়টি এ পাঠক্রমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। 'ক্রিস্টাল গেইজিং' বা স্ফটিক বলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ভবিষ্যৎ জানার একটি বিদ্যা আছে। যারা এই বিদ্যা চর্চা করে অভূতপূর্ব ফল লাভ করে, কারণ তাদের একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে তারা বিরতিহীনভাবে একাগ্রভাবে সে বিষয়টির উপর মনোযোগ দিতে পারে।

ক্রিস্টাল গেইজিং কেন্দ্রীয়ভূত এবং একাগ্র মনোযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি তোমাদেরকে আভাস দিচ্ছি আমি কি বিশ্বাস করি। যেমন, একটা মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব যে, কেন্দ্রীয় মনোযোগ দিয়ে তার মনকে ইথারের তরঙ্গের সাথে মিলিয়ে দেওয়া, যেখানে পৃথিবীর সমস্ত গোপন বার্তা মনের গভীরের স্তরের করে আনা যায়। এবং সেটা তখন একটা বইয়ের ভাষার মতো খোলাখুলি পড়তে পারা যায়।। চিন্তাধারাটি কেমন, সেটা নিয়ে ভাবা যাক। যথেষ্ট প্রমানসহ আমার একটা মতামত হচ্ছে, একটা লোকের পক্ষে তার মনোযোগ স্থির করার ক্ষমতা এমনভাবে উন্নত করা

BanglaBook.org

সম্ভব যে, কোনো লোকের মনে কি আছে, সেটা ঐক্যতান করে বুঝে নেওয়া যায়। কিন্তু আমি বহু বছরের সতর্ক গবেষণার পর যে সত্যে উপনীত হয়েছি, এই বিষয়টা তার উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। এতে সম্ভব যে, একজন লোক আরো সহজভাবে অগ্রসর হয়ে বিশ্বব্যাপী মন সমুদ্রে বিচরণ করে তার মাঝ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। তবে যারা এ শিক্ষা বা প্রক্রিয়ায় পারদর্শী তাদের পক্ষেই এটা সহজ হবে।

অত্যন্ত রক্ষণশীল মনের মানুষদের কাছে এসকল বিবৃতি অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে হতে পারে, কিন্তু যে সকল শিক্ষার্থী (পৃথিবীতে অনেক লোক রয়েছে, যারা শুধু ছাত্র বা শিক্ষার্থীর চেয়েও অনেক বেশি) এই বিষয়টি আরো বাস্তবভাবে পড়াশোনা করেছে, তাদের কাছে এ সত্যটি শুধু সম্ভব নয়, সম্পূর্ণভাবে সম্ভব।

যখনই সত্যটি তুমি নিজের মতো করে পরীক্ষা করো–

যে বিষয়টিকে তুমি জীবনে সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছো, তার চেয়ে ভালো কোনো বিষয় নিয়ে তুমি এ পরীক্ষাটি করতে পারো না। লিখিত কাগজের পৃষ্ঠা দিকে না চেয়ে, তুমি তোমার সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্যটি বারবার স্মরণ করো। এরপর সে লক্ষ্য বস্তুটির প্রতি তোমার মনোযোগ নিবদ্ধ করার অভ্যাসটি চর্চা করবে। নিচের নির্দেশ অনুযায়ী এটা করবে :

একটা নীরব স্থানে যাও, যেখানে কেউ তোমার মনোযোগ বিনষ্ট করবে না। তোমার মন এবং দেহকে সম্পূর্ণ শিথিল করে বসে পড়ো। এখন তোমার চোখ দুটি বন্ধ করে তোমার কান দুটিতে অঙ্গুল রাখো, যেন কোনো সাধারণ শব্দ এবং আলোক তরঙ্গ তোমার কাছে না পৌঁছে। সে অবস্থায় তুমি তোমার জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে বারবার উচ্চারণ করো এবং কল্পনার চোখে স্মরণ করো ঠিক কোন্ বিষয়টি নিয়ে তোমার লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত। যদি তোমার লক্ষ্যবস্তুর একটি অংশ হয় প্রচুর অর্থ, যা নিঃসন্দেহভাবে হবার কথা, তাহলে তুমি তোমাকে সেই অর্থের মালিক হিসাবে কল্পনা করো। যদি তোমার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর একটা অংশ হয় একটি গাড়ির মালিকানা, তাহলে তোমার মানস চোখে যে রকম গাড়ি পেতে ইচ্ছে করো, সেরকমই একটি গাড়ির ছবি মনে মনে আঁকো। যদি তোমার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হয় একজন প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী জনসম্মুখে বক্তৃতাদানকারী, তাহলে কল্পনার চোখে দেখো তুমি একটি জনবহুল শ্রোতার সামনে দাঁড়িয়ে আবেগঘন বক্তৃতা

BanglaBook.org

দিচ্ছো, যেভাবে একজন বিখ্যাত বেহালাবাদক তার বেহালার তারগুলো নিয়ে সুরের খেলা দেখায়। এ পাঠক্রমটির শেষ প্রান্তে এসে তোমাকে দুটো কাজ করতে হবে।

প্রথমত এখন তোমাকে তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর মনোযোগ নির্ধারণ করার সক্ষমতা অনুশীলন করতে হবে। তখন তোমাকে ভাবতে হবে, তোমার এই সক্ষমতার সম্পূর্ণ উন্নতি হলে তুমি তোমার সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে। অথবা,

দ্বিতীয়ত তুমি শুনো গর্ভে তোমার নাক সিঁটকাবে এবং একটা হতাশজনক মলিন হাসি দিয়ে নিজেকে বলবে, 'যাচ্ছেতাই', এবং এভাবে তোমাকে নির্বোধ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করবে। এখন কোনটা করবে সেটা তোমার পছন্দ!

এ পাঠক্রমটি একটা যুক্তি বা একটা বিতর্কের বিষয় মনে করে লেখা হয়নি। তোমার একান্ত ইচ্ছা মতো তুমি এটাকে আংশিক বা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারো। অথবা বাতিল ও করতে পারো।

কিন্তু এখানে আমি বলতে পারি যে, বর্তমান যুগটি নৈরাশ্যবাদ সন্দেহের যুগ নয়। এটা এমন একটি যুগ যা ০ কে জয় করেছে, আমাদের সমুদ্র কেউ জয় করেছে। এবং এসব অর্জন এর ফলে ০ মন্ডলকে কাজে লাগিয়ে এটাকে বার্তা বহনকারী রূপে ব্যবহার করা যায়, যা আমাদের কণ্ঠস্বরকে এক সেকেন্ডের কয়েক শতাংশ সময়ের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে। বর্তমান যুগ এমন নয়, যা 'সন্দেহ' এবং 'বিশ্বাস করি না' শব্দ দুটোকে উৎসাহিত করবে।

মানব সমাজ প্রস্তর যুগ', 'লৌহ যুগ' এবং 'ইস্পাত যুগ' পার হয়ে এসেছে। আমি যদি সময়ের গতিধারা সম্পর্কে ভুল না বলি, তাহলে বলবো বর্তমান যুগটি 'মনের শক্তির যুগ, যা পেছনের সমস্ত যুগের ধরনকে বিস্ময়কর-এর মধ্যে ঢেকে দেবে।

কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তোমার মনোযোগ নিবদ্ধ করার উপায়টি শিখতে চেষ্টা করো। তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা এটা করতে পারো এবং অচিরেই তুমি শক্তি এবং প্রাচুর্য অর্জনের গোপন পথের সন্ধান পাবে। এটা হচ্ছে মনঃসংযোগ। এপার থেকে তুমি এই শিক্ষাটি অবিহত হবে যে, দুই বা ততোধিক লোকের মাঝে মৈত্রী নিবন্ধন এর উদ্দেশ্য এবং তার ফলে একটি প্রধান পরিকল্পনাকারী স্থির করার কাজ বা প্রক্রিয়াটি হচ্ছে, কেন্দ্রীয় ভূত মনোযোগ বিষয়ক বিধিমালা সুচারুরূপে প্রয়োগ করতে পারা। এ নিয়মটি শুধু একক একজন লোকের চেষ্টার চেয়ে বহুগুণে ফলপ্রসূ।

BanglaBook.org

প্রধান পরিকল্পনাকারী বিষয়ক নীতিগুলো হচ্ছে সম্মিলিতভাবে মনের শক্তিকে কেন্দ্রীভূতকরণ, যা কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের প্রতিনিয়ত নিবদ্ধ থাকবে। সম্মিলিত সংযোগের মাধ্যমে এই বৃহত্তর শক্তি অর্জন করা যায়, কারণ একটি মনের সাথে অন্য প্রতিক্রিয়ার ফলে এ ব্যাপারটা ঘটে থাকে।

প্ররোচনা বনাম শক্তি

সাফল্য সম্পর্কে এই পাঠ্যক্রমে বহুবার বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, অন্যের সাথে নিপুন ঐক্যমত বিষয়ের আদান প্রদান। যে ব্যক্তি বুঝতে পারে কিভাবে অন্যের কাছ থেকে কাজ আদায় করা যায়, তিনি জানেন, যে কোনো আহ্বানেই সাফল্য এসে ধরা দেয়। মনঃসংযোগ নীতিমালার উপরেই পাঠক্রমের চূড়ান্ত বিষয় সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করবো কি কি প্রকারের মানুষ প্রভাবিত হয়? শক্তি প্রয়োগ কখনো কখনো সাফল্য আনতে পারে কিন্তু শক্তি একাই কোনো দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য আনতে পারেনি এবং পারবেও না। পৃথিবীর ইতিহাসে মানব মনকে প্রভাবিত করার জন্য যেসব ঘটনায় শক্তি প্রয়োগ প্রমাণিত হয়েছে, বিশ্বযুদ্ধ আমাদের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু করেছে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এবং পুনরায় উদাহরণ না দিয়ে আমরা সবাই জানি, গত ৪০ বছর যাবৎ জার্মানবাদ এ বৃদ্ধির উপর স্থাপিত হয়েছে যে, শক্তি মূল বিষয়। শক্তি দ্বারা অধিকার অর্জন হয়, এই মতবাদটি পৃথিবীব্যাপী পরীক্ষা করা হয়েছিল, এবং শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। মানবদেহ শক্তি প্রয়োগ করে কারাবন্দি অথবা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কিন্তু মানব মনের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া কাজে আসে না। পৃথিবীর কোনো মানুষই একজন স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যদি সে ব্যক্তি তার নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার উপর ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগ করে। বেশিরভাগ মানুষই এই অধিকারটি প্রয়োগ করে না। তারা পৃথিবীর সবখানে গিয়ে দুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধন্যবাদ জানায়, কিন্তু তারা খুঁজে দেখেন তাদের মনের মাঝে কি শক্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে। মাঝে মাঝে এমন কিছু ঘটে, তার বেশিরভাগই দুর্ঘটনার মতো, যেমন অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করে কোথায় তার প্রকৃত শক্তির অবস্থান এবং কিভাবে এই শক্তিকে কোনো শিল্প উন্নয়ন অথবা অন্য কোনোও পেশায় ব্যবহার করা যায়?

ফল : একটি প্রতিবাদ জন্ম।

BanglaBook.org

একটা নির্দিষ্ট সময় আছে যখন কোনো কিছুর প্রভাব ছাড়া মানুষের মনে দৈনন্দিন কাজকর্মের চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু উদয় হয় না। কোনো কোনো মানুষের মনে এ স্থানটি খুব নিচুতে থাকে আবার কোনো ক্ষেত্রে এটা খুব উচ্চস্তরের। এবং উঠানামাটিও মাঝে মাঝে পরিবর্তন হয়। যে মানুষটি তার মনকে উদ্দীপিত করার জন্য কোনো ক্রিম পথ খুঁজে বের করতে পারে, তার মন তখন প্রায়ই তারচেয়ে বেশি বার নতুন ভাবনাচিন্তা নিয়ে কাজ করতে পারে। তার চেষ্টাগুলো যদি গঠনমূলক প্রকৃতির হয়, তাহলে অবশ্যই তার খ্যাতি ও ভাগ্যের উন্নতি হবে।

এ প্রশিক্ষণ কোনো মনকে উদ্বৃত করার পথ আবিষ্কার করেন, এবং কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়া মনটিকে তারপরও তার গতিহীনতার উপর নিয়ে যেতে পারেন, তিনি মানব জাতির জন্য একটি আশীর্বাদ নিয়ে আসতে পারবেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয়। এ ব্যাপারে অবশ্য আমরা শারীরিক উদ্দীপনা বা মাদকদ্রব্যের বিষয় উল্লেখ করছি না। কারণ এসকল দ্রব্য শুধু কিছু সময়ের জন্য মনকে উজ্জীবিত করবে। কিন্তু কালক্রমে এটা মনকে ধ্বংস করে দেয়। আমরা শুধুমাত্র মনের উদ্দীপনার প্রসঙ্গে বলছি। যা গঠন হয় প্রবল উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা, কর্ম প্রেরণা এবং ভালোবাসার মাধ্যমে। এবং এর প্রভাবে একজন প্রধান পরিকল্পনাকারীর ভাবমূর্তি প্রস্তুত হয়। যে ব্যক্তি এরকমটি আবিষ্কার করবেন, তিনি অপরাধ-সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক কিছু করতে পারবেন। তুমি যদি একজন ব্যক্তির মনকে প্রভাবিত করার উপায় জানো, তাহলে তুমি তার সাথে প্রায় সব কাজই করতে পারবে। মানুষের মন হচ্ছে একটি বড় মাঠের মতো। এটা একটি অত্যন্ত উর্বর জমি। এখানে তুমি যে প্রকারের বীজ বপন করবে, ঠিক সেরকম ফসলই পাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কিভাবে তুমি সঠিক নির্বাচন করবে এবং কিভাবে সে বীজ রোপন করে সময়ের মধ্যে অংকুর পাবে এবং দ্রুত জন্মাবে বা বড় হবে? আমরা প্রতি সেকেন্ডে, প্রতি ঘণ্টা এবং প্রতিদিন আমাদের মনে বীজ বপন করি। কিন্তু আমরা এ কাজটি করি ভেদ-বিচার ছাড়া এবং অনেকটা অবচেতনভাবে। একটি সুন্দর নকশার উপর ভিত্তি করে এবং একটা সতর্কতা ও যত্ন সহকারে পরিকল্পনা তৈরি করার পর আমাদের এইসব কাজ করতে শেখা উচিত। মানব মনের ভেতর এলোমেলোভাবে বপন করা বীজ-এলোমেলো শস্যেরই উৎপাদন দেবে। এবং এই ফলাফল পাবার থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায় নেই। ইতিহাসে এমন সব বিখ্যাত লোকের কাহিনী

BanglaBook.org

পাওয়া যায়, যারা ছিলেন আইন মেনে চলা, শক্তি ও গঠনমূলক মানসিকতার নাগরিক।তারাই পরবর্তীকালে পরিবর্তন হলে ঘুরে বেড়ানো পাপী অপরাধী রূপে।

আমরা এমন হাজার হাজার লোকের কথা জানি যারা ছিলেন নিম্ন শ্রেনির, পাপী অপরাধী, তারাও এক সময়ে পরিণত হলেন গঠনমূলক, আইন মেনে চলা নাগরিক রূপে। এ সকল ঘটনার প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের মনের পরিবর্তন বা রূপান্তর মানুষের মনে হয়েছিল। ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেছিলেন, সে অনুযায়ী যে কোনো কারণে একটি চিত্র এঁকেছিলেন এবং এরপর চিত্রটাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, যদি মানব মনের মধ্যে কোনো পরিবেশ, অবস্থা বা বস্তুর চিত্র আঁকা যায়, এবং যদি সে মনটিকে ধরে এবং যথেষ্ট সময় ধরে চিত্রটির প্রতি গভীর মনোযোগ সহকারে প্রতিফলন করা যায়, এবং তার সাথে সাথে চিত্রিত বস্তুটির প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা যায়, তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে চিত্রটি দৈহিক বা মানসিকভাবে বাস্তবে রূপ দেবে।

বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানুষের মন নিয়ে চমকপ্রদ প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এবং মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের মন নিয়ে যেসব গবেষণার কাজ করেছিলেন, যা সত্য বলে সমর্থন করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে নিম্নে দেওয়া একজন উগ্র, অমার্জিত, বিশৃংখল প্রকৃতির তরুণ প্রর্বতারোহির কাহিনীটি একটি প্রকৃত উদাহরণ।

ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে এমন বিখ্যাত যুদ্ধজয়ী নায়ক।
টেনিসির অশিক্ষিত কাঠবিড়ালি শিকারি।

–জজ ডব্লিউ ডিকন

কিভাবে এলভিন কালন ইয়র্ক নামে একজন টেনিসির অশিক্ষিত কাঠবিড়ালি শিকারি পরবর্তীকালে ফ্রান্সে আমেরিকান অভিযাত্রী সৈন্যদলের অগ্রগামী নায়কে পরিণত হয়েছিলেন, এই গল্পটি পৃথিবীর মহাযুদ্ধের একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী।

ইয়র্ক ছিলেন ফেনট্রেস জেলা বা অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি টেনিসি বনাঞ্চলে জন্মেছিলেন এবং সেখানকার কঠিন পরিশ্রমী পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন।

ফেনট্রেস অঞ্চলে এমন কি কোনো রেল লাইন ছিল না। তার বাল্য জীবনে তিনি একজন দুর্ধর্ষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বন্দুকধারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রিভলবার চালানোতে তার দক্ষতা ছিল নিভুল। পেনিসের পাহাড়ি জনগণের কাছে তার রাইফেল চালনার প্রতি পারদর্শিতার ব্যাপক প্রচার ছিল।

BanglaBook.org

যে অঞ্চলে ইয়র্ক ও তার পরিবার বসবাস করতো, একদিন একটি ধর্মীয় প্রতিবর্তন সেখানে একটি তাঁবু স্থাপন করলো। তারা ছিল একটি অপরিচিত সম্প্রদায়ের লোক। তারা পার্বত্য অঞ্চলের লোকদের ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে এসেছিল। কি সে সুগযাচার মতবাদীদের প্রার্থনার প্রথা ছিল আগুন এবং অত্যন্ত আবেগকেন্দ্রিক। তারা পাপী, জঘন্য চরিত্রের লোক এবং যে লোক তার প্রতিবেশীর স্বার্থ দেখে না, এমন সবাইকে অবাক দিল। তারা তাদের নিমন্ত্রণকারী ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে সবাইকে সেটা অনুসরণ করতে নির্দেশ দিল।

এলভিন ধর্ম-কর্মে নগ্ন হলেন রাত্রে এলভিন কালন ইয়র্ক চিৎকার করে তার প্রতিবেশীদের ডেকে নিয়ে একটি শোকের দেবীতে বসলো। বৃদ্ধ লোকেরা তাদের আসনে স্তব্ধ হয়ে বসলো এবং স্ত্রী লোকেরা তাদের ঘাড় নিচু করে রাখলো। টেনেসী পর্বতের ছায়ায় বসে ইয়র্ক তার অশুভ পাপ কাজ কর্ম সম্পর্কে যুদ্ধ করতে লাগলো।

খ্রীস্টের ১২ জন শিষ্যের একজনের মত ইয়র্ক নতুন ধর্মের একজন অতি উৎসাহী ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলেন। সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতিনীতি সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে উপদেশ দিতে লাগলেন এবং ধীরে ধীরে তাদের নেতা হয়ে গেলেন। যদিও তার গুলি ছুড়ার দক্ষতা অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ ছিল, তথাপি ন্যায়-নিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে তা কি কেউ ভয় করে চলতো না।

যখন টেনিসির প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুদ্ধের খবর পৌঁছলো এবং পাহাড়িদের যুদ্ধে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদানের নির্দেশ এলো, ইয়র্ক বিষয়টি নিয়ে মনে মনে হলেন এবং এ ব্যাপারে রাজি হলেন না। তিনি এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও মানুষকে হত্যা করার নীতিতে অবিশ্বাসী ছিলেন। পবিত্র বাইবেল থেকে তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন, 'তুমি কাউকে হত্যা করো না'। তার মনে এটাই ছিল বাণীটির আক্ষরিক অর্থ। তার পরিচয় ছিল' একজন বিবেকবান প্রতিবাদী'।

এতে সেনাবাহিনীর বাছাই কর্মকর্তারা সমস্যার সম্ভাবন অনুমান করলেন। তারা বুঝতে পারলেন যে, ইয়র্কের মনস্থির হয়ে গেছে। তাদেরকে অন্য কোনো উপায়ে তার কাছে যেতে হবে, কিন্তু ভয় দেখিয়ে নয়।

পবিত্র উদ্দেশ্যের নাম যুদ্ধ

তারা ইয়র্কের কাছে গিয়ে পবিত্র বাইবেল দেখিয়ে একটি বাণী উল্লেখ করলো যে, যুদ্ধ একটি পবিত্র উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় এবং সেটা হচ্ছে, স্বাধীনতা এবং মানবিক স্বাধীনতা। তারা তাকে বুঝলো যে, তার মতো লোককে উচ্চক্ষমতাধারীরা

BanglaBook.org

যেসব কাজের জন্য আহ্বান করে, সেগুলো হচ্ছে পৃথিবীকে মুক্ত করা, নিরপরাধ শিশু ও স্ত্রীলোকের মর্যাদাহানি রোধ করা, দরিদ্র ও অত্যাচারীদের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করা, পবিত্র বাইবেল বর্ণিত পুত্র শিশুকে প্রতিরোধ করা, এবং খ্রিস্টীয় আদর্শ ও মানব মানবীর আশাবাদকে উন্নত করার জন্য পৃথিবীকে মুক্ত করা। ন্যায়নীতির পথে বিশ্বাসী এবং শয়তানের দলের মধ্যে এটা একটা যুদ্ধ ছিল। শয়তান তার পছন্দের ব্যক্তি কাইজার এবং অন্যান্য জেনারেলদের মাধ্যমে পৃথিবীটা জয় করতে চেয়েছিল।

ইয়র্কের চোখ হিংস্র আলোকে জ্বলে উঠলো। তার দুটো হাত শক্ত চোয়াল বিশিষ্ট যন্ত্রের মতো একত্রিত হলো। তার শক্ত মুখমণ্ডল আরো শক্ত হলো। এর দাঁত কিড়মিড় করে উচ্চারণ করলো, কাইজার সে স্ত্রীজাতি এবং শিশুদের ধ্বংসকারী ব্যক্তিটি। যদি আমি কোনোদিন তাকে আমার বন্দুকের গুলির আওতায় পেতাম, তাহলে দেখিয়ে দিতাম তার পরিণতি কি হয়। সে তার বন্দুকের গায়ে আদর ছোঁয়ালো, তার মাকে চুম্বন দিয়ে বিদায় নিল এবং মাকে বললো, সে আবার তার সাথে দেখা করবে, যখন সে কাইজারকে শেষ করে দেবে।

অসাফল্যের বিরাট যুক্তিপূর্ণ কারণ রয়েছে, প্রথমটি হলো একটি অঙ্গীকার প্রীত ইচ্ছা যার কারণে একজন ব্যক্তি তার কাজের জন্য যতটুকু সম্মানী প্রাপ্য তার চেয়ে একটু বেশি কাজ করে না। এবং সেই লোক এমন একটি অঙ্গীকার করে, সে একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাকি ১১ টি কারণ খুঁজে পেতে পারে।

ইয়র্ক তখন সৈনিকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গেল এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সতর্কভাবে আদেশের প্রতি পূর্ণ বাধ্যবাধকতাসহ কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করলো। লক্ষ্য বস্তুর প্রতি তার গুলিবর্ষণের দক্ষতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তার সহযোদ্ধারা তার উৎস ক্ষমতায় অবাক হলো। তারা এটা জেনে বিস্মিত হলো যে একজন বনভূমিতে থাকা কাঠবিড়ালি শিকারি যুদ্ধের ট্রেঞ্চে দূর থেকে গুলি দেওয়ায় পারদর্শী একজন যোদ্ধা হতে পারে।

ইয়র্কের যুদ্ধে অংশগ্রহণ তখন একটা ইতিহাস। জেনারেল পারশিং তাকে সর্বাধিক অগ্রগামী একজন যুদ্ধ নায়ক ঘোষণা করলেন। তিনি প্রতিটি পদক, এমনকি কংগ্রেস পদকটিও জিতে নিলেন, যার নাম ছিল 'ক্রয়েক্স ডি-গোয়ের,' এবং এটা হলো ফরাসি দেশের সামরিক ও বেসামরিক সম্মানসূচক খেতাব। তিনি মৃত্যু ভয় না

BanglaBook.org

করে জার্মানির মুখোমুখি হলেন। তিনি তাঁর ধর্মের ন্যায্যতা ও যথার্থতা রক্ষার জন্য, দেশের প্রকৃত মান রক্ষার জন্য, স্ত্রী জাতি এবং দরিদ্র ও অত্যাচারিতদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন।

ভয় বস্তুটি তার আচরণ বা ব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্যে ছিল না। তার শান্ত এবং সাহসী চরিত্র লক্ষ কোটি মানুষের সত্তাকে বিদ্যুতের মতো উজ্জীবিত করেছে, এবং পৃথিবীর সবাই এ আশ্চর্য এবং টেনেসির পার্বত্য অঞ্চলের অশিক্ষিত বীরের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে লাগলো।

এখানে একজন তরুণ পার্বত্য অধিবাসীর গল্প খুঁজে পাচ্ছি। অন্য কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে আহ্বান জানালে, অবশ্যই তিনি বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে যোগ দেবার বিষয়টি প্রতিরোধ করতেন। তিনি তার দেশের প্রতি এমন তিক্ত ধারণা পোষণ করতেন, একজন আইন অমান্যকারী বিবেচিত হয়ে প্রথমেই তার প্রতি আহ্বান এর কোনো সাড়া দিতেন না।

যারা তার কাছে গিয়েছিলেন, তারা অল্প হলেও জানতেন, কিভাবে মানুষের মনোজগৎ কাজ করে। তারা এটাও জানতেন, কিভাবে প্রথমেই ইয়র্কের যে মানসিক অবস্থা ছিল, সেগুলোর বাধাকে অতিক্রম করা যায়। এটা একটি বিশেষ ধারণা, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ অসঙ্গত এবং অনুপযোগী উপলব্ধি প্রভাবে এবং সালিশ নিষ্পত্তির আলোকে অপরাধী এবং ভয়ঙ্কর শ্রেণির মানুষের শ্রেণিভুক্ত হয়েছিলেন। নির্দেশনার মাধ্যমে এ সমস্ত লোকগুলোকে সুন্দরভাবে চালিত করা যেত, যেভাবে তরুণ ইয়র্ক পরিচালনা করা হয়েছিল এবং তার শিক্ষা ও মেধাকে প্রয়োজনীয় মানবিক কাজে উন্নীত করা হয়েছিল। তোমার নিজের মনকে বুঝার জন্য এবং মনের ইচ্ছাগুলোকে কাজে লাগাবার পথ খুঁজতে তুমি বারবার চেষ্টা করবে এমন কিছু সৃষ্টি করতে, যা তুমি তোমার জীবনে আকাঙ্ক্ষা করো। তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, সামান্য দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া যেসব জিনিস তোমার বিরক্তি উৎপাদন করে এবং তোমার মধ্যে ক্রোধ, ঘৃণা, অপছন্দ অথবা নৈরাশ্য সৃষ্টি করে, সেগুলো তোমার জন্য খুবই ঋনাত্মক এবং নেতিবাচক। তোমার মনকে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রোধ এবং ভয়ের মিশ্রিত উদ্দীপনা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না শেখো, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার মন থেকে সর্বোচ্চ বা সাধারণ গড়পড়তা কোনো গঠনমূলক কাজ পেতে আশা করতে পারো না।

BanglaBook.org

এ দুটো নেতিবাচক গুণ ক্রোধ এবং ভয় সুনির্দিষ্টভাবে তোমার মনকে ধ্বংস করে দেবে, এবং যতদিন তুমি তোমার মনের মধ্যে এই দুটো জিনিস ধারণ করবে, ততদিন নিশ্চিত থাকতে পারো, তোমার কর্মের ফল হবে অসন্তোষজনক এবং তোমার যোগ্যতার চেয়ে নিচু স্তরের। পরিবেশ এবং অভ্যাস বিষয়ে আলোচনার সময় আমরা জেনেছি যে, মানুষের একক মন পরিবেশের যুক্তি মেনে চলে, যেমন ব্যাখ্যা করা যায় একটা জনতার মাঝের প্রত্যেকটি লোকের মনের সাথে একে অন্যের মনের ভাবের মিশ্রণ বা একাত্মবোধ সৃষ্টি হয়, তখন তার বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি বিশেষের নির্দেশনাগুলো গ্রহণ করা সম্ভব হয়। মিস্টার জে-এ-ফিস্ক আমাদের এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেখানে ধর্মোৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত একটি সভায় মানসিক নির্দেশনার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। এখন দেখা গেছে জনতার সম্মিলিত মনের ভাব একক অনুভূতিতে রূপ লাভ করে। যেমন–

ধর্মোৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত সভায় মানসিক নির্দেশনা আধুনিক মনোবিজ্ঞান এ সত্যটি নির্ধারণ করতে পেরেছে যে, ধর্মীয় পুনঃপ্রচলন বিষয়টির প্রধান অংশটি হচ্ছে আত্মিক এবং সেটা অবশ্যই আধ্যাত্মিক প্রকৃতির নয়। এবং সেটা অস্বাভাবিকভাবেই মানসিক। এই সম্পর্ককে বিখ্যাত ব্যক্তিগণ স্বীকার করেন যে, ধর্মোৎসাহ বিক্রির লক্ষ্যে সভা আয়োজনকারীদের আবেগপূর্ণ আহ্বানকে যে মানসিক উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করে রাখে, সেগুলোকে অবশ্যই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সাথে একত্রিত না করে সম্মোহনী নির্দেশনাবলির সাথে শ্রেণিবদ্ধ করতে হবে। যারা এ বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তারা বিশ্বাস করেন যে, এই সকল উত্তেজনা মনকে উত্তম করা এবং মানুষের পরমানন্দের পরিবর্তে এবং এটা মনকে দুর্বল ও নিচু স্তরে নিয়ে যায়। আত্মাকে কলুষিত করে। এর ফলে স্বাভাবিক মানসিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং অধিকতর আবেগ সঞ্চার হয়। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ের সাথে বিশেষভাবে অনেকের মতে ধর্মীয় উৎসাহ বৃদ্ধি সম্পর্কিত সভাগুলোকে সাধারণ জনগণের সম্মানমূলক আনন্দের সাথে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এবং এইগুলো হচ্ছে মানসিক উন্মত্ততা এবং স্নায়ুবৈকল্য বৃদ্ধির উদাহরণ।

লিলেও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপাচার্য মিস্টার ডেভিড স্টার জর্ডান বলেন,' হইস্কি, কোকেন এবং মাদক মিশ্রিত পানীয় অস্থায়ী উন্মত্ততা আনে। এটা নাকি ধর্মোৎসাহ পুনর্জাগরণ সম্পর্কিত সভায় হয়ে থাকে। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী মিস্টার উইলিয়াম জেমস

BanglaBook.org

বলেছেন, ধর্মীয় পুনর্জাগরণে বিষয়টা সমাজ জীবনের জন্য মদ্য আসক্ততার চেয়েও বেশি বিপদজনক।'

এই পাঠক্রমের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে' ধর্মীয় পুনজাগরণ' বিষয়টা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটা একটা বিশেষ রকমের ধর্মীয় আবেগ ও উত্তেজনা এবং এটা প্রাচীন ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রাচীন মতবাদ ও অভিজ্ঞতার উপর অতীতের ধর্মবেত্তা পুরুষ যেমন পিউরিটানস, লুথেরানস প্রমুখদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

'ধর্মীয় পুনর্জাগরণ' বিষয়টির একটি আদর্শ বিশ্লেষণ এভাবে করা যায়। পুনর্জাগরণ সকল ধর্মেই ঘটে। অনেক সংখ্যক লোক যারা তুলনামূলকভাবে আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ, অথবা উদাসীন এবং খুব অল্প সময়ে তাদের প্রাধান্য সম্পর্কে সচেতন হয়, তারা অত্যধিক এবং নৈতিক মতবাদে ফিরিয়ে আনতে প্রবল উৎসাহ নিয়ে কাজ করে। মুসলিম ধর্মীয় পুনর্জাগরণ–এর ফলে তারা পবিত্র কোরআনের কঠোর বাণীর নির্দেশে আবদ্ধ হয়েছিল। এবং এই সকল বাণীকে বিস্তার করতে তলোয়ার ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

খৃষ্টান সংখ্যালঘুরা পূর্ণসংখ্যার বাদীদের দ্বারা গণহত্যার আশঙ্কায় ছিল। ইহুদিদের নবান্ন উৎসবের উচ্ছ্বাস-এর ফলে ছোট ছোট উপাসনালয়গুলো, মাঝে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ গড়ে উঠেছিল এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে অনেক পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। যদিও' ধর্মীয় গণজাগরণ' নামে নয়, তথাপি খৃস্টের দ্বাদশ শিষ্যের কাল থেকে পূর্ণ সংস্কারকাল পর্যন্ত কিছু সময়ের ব্যবধানে এ ব্যাপারটা ঘটে এসেছিল। এই ধর্মোৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভার আয়োজনকারীরা এতোটা অসহযোগিতামূলক আচরণ দেখিয়েছিলেন যে, তারা গির্জা ত্যাগ করে নতুন সম্প্রদায় গঠন করেছিল এবং অন্যরা, বিশেষ করে আশ্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠাতারা গির্জা থেকে গেলেন এবং তাদের মতো করেই চলতে লাগলেন।

কোনো কিছুই প্রবল উৎসাহ বস্তুটার চেয়ে সংক্রামক নয়। প্রাচীন গ্রীক কবি অরকিয়াসের গল্পের এটা একটি সত্যিকারের রূপকধর্মীয় বর্ণনা। এটা পাথরকে সরাতে পারে, নির্বোধদেরকে মুগ্ধ করতে পারে উৎসাহ-উদ্দীপনা হচ্ছে আন্তরিকতা এবং সত্যনিষ্ঠার সৃজনীশক্তি এবং এটা ছাড়া কোনো জয় নিশ্চিত নয়।

-বুলার।

BanglaBook.org

আধ্যাত্মিক প্রেরণার ফলে যে সংস্কার কাজ করা হয়েছিল এবং যে সকল শত্রুভাবাপন্ন লোকদের দ্বারা সৃষ্ট সমাজের উত্থান হয়েছিল, এগুলো দুটোই ছিল ধর্মোৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা।

আয়োজনের কাজ যাই হোক, এটাকে মনে করা যায় প্রতিষ্ঠান গির্জার কর্মকাণ্ডের মধ্যে হঠাৎ আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের বৃদ্ধি। কিন্তু এখানে পুনর্জাগরণের বিষয়টি অবরুদ্ধ ছিল। এদেশে ওয়েজলেজ এবং কিন্তু নামক দুটো প্রতিষ্ঠান, যারা ইংল্যান্ডেও, তারা ১৭৩৮ সাল থেকে আগাগোড়াই ধর্মীয় সংস্কারবাদী ছিল।

এখান থেকেই মাঝে মাঝেই অনেক ধর্মীয় সংস্কারমূলক কাজ হয়েছিল। এ সকল কাজের পদ্ধতি ছিল, আত্মার জন্য প্রার্থনা, ছোট পর্যায়ের ধর্মীয় সংস্কারবাদীদের দ্বারা সভায় বক্তৃতা দেওয়া, এবং সবশেষে এর মধ্যে যারা প্রভাবিত হয়েছিল তাদের নিয়ে সভা করা। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, যারা স্পষ্টত অন্যমতে পরিবর্তিত হয়েছে, তাদের মধ্যে দৃঢ়তা এসেছে। অন্যরা পিছু হঁটে গেছে। কিন্তু আগের উত্তেজনা সাময়িকভাবে বিরাজমান ছিল। অনেক সময় দেখা গেছে ধর্মীয় সংস্কারমূলক জনসভায় উত্তেজিত লোকেরা কখনও তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠতো, আবার কখনো আবেগে মাটিতে ধরাশায়ী হতো।

'বর্তমানে এই ধরনের অসুস্থ প্রকাশভঙ্গিকে নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে। এবং এই প্রক্রিয়ার ফলাফল কদাচিৎ দেখা যায়।' ধর্মীয় সংস্কারমূলক যে সভায় মানসিক নির্দেশনা পরিচালনা করার নীতিমালা বুঝতে হলে, আমাদের জানতে হবে জনতার মনের অবস্থা কি?

মনোবিজ্ঞানীরা অবগত আছেন যে, জনসভায় জনতার মনের অবস্থা সার্বিকভাবে সেখানে উপস্থিতি অন্যান্য লোকের মানসিক অবস্থার সাথে বাস্তব পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মনে করো একটি একক মনোভাবাপন্ন জনতা, এবং আরেকটি মিশ্র মনোভাবাপন্ন জনতা, যাদের মধ্যে আবেগ সম্পর্কিত মনের উৎপাদনগুলো মিশে আছে এবং পরস্পর জোড়া লেগে আছে।

আন্তরিক মনঃসংযোগ গভীর আবেগপূর্ণ আবেদন, অথবা একই ধরনের উৎসাহ থেকেই প্রথমে বর্ণিত জনতার এবং জনতার পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যখন এরকম পরিবর্তন দেখা যায়, তখন জনতার মধ্যে একটা মিশ্র অনুভূতি দেখা যায়, যেমন, তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং আবেগ মিশ্রণ-এর মাত্রা তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল লোকদের চাইতে

BanglaBook.org

বেশি মাত্রায় থাকে। এই চমৎকার ব্যাপারটি যে গড়পড়তা পাঠকদের মধ্যে দেখা যায় যে, তথ্যটি সবারই জানা আছে এবং এখনকার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানীরাও এটা সমর্থন করেন। এ বিষয়ে অনেক বিখ্যাত নিবন্ধণ এবং বই লেখা হয়েছে। জনতার এই ধরনের 'যৌগিক মানসিকতা' কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন, চূড়ান্ত পরামর্শ, আবেগের প্রতি সাড়া দেওয়া, তীব্র কল্পনাশক্তি এবং অনুকরণ-এর প্রতি আকর্ষণ। এ সকলই হচ্ছে মানসিক চিহ্নরেখা, যেগুলো সেকেলে মানুষেরা বিশ্বজনীন এবং অনুসরণ করে এভাবে পুনর্জাগরণের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে এসেছে, মনোবিজ্ঞানী ডায়াল তার 'একটি শ্রোতা মণ্ডলীর গড়পড়তা, মানসিক অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন যে, 'যখন কোনো জনসমাবেশে উপস্থিত ব্যক্তিরা একজন শক্তিশালী বক্তার বক্তৃতা শুনে তখন তারা এক ধরনের কৌতুহলোদ্দিপক' মিশ্র প্রতিক্রিয়ায়' অবশিষ্ট হয়। এর ফলে তাদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি আপাতত তাদের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি হারিয়ে ফেলে, সেটা পরিমাণে বেশি বা কম হতে পারে। তাদের নিজেদের মনে হবে, প্রত্যেকেই একজন মননশীল ব্যক্তি। এবং তাদের বৈশিষ্ট্য হবে একজন ২০ বছর বয়সের আবেগতাড়িত যুবকের মতো, যারা সাধারণভাবে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় কিন্তু তাদের কোনো কিছু যুক্তিযুক্তভাবে প্রকাশ করার শক্তি এবং ইচ্ছার ঘাটতি থাকে। অধ্যাপক জোসেফ তার 'ফ্যাক্ট এন্ড কেবল ইন-সাইকোলজি' বইতে লিখেছেন, এই ধরনের মনের অবস্থা সৃষ্টিতে একটি বিষয় এখন বলা হয়নি, সেটার একটা প্রধান ভূমিকা রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে, মানসিকভাবে সংক্রমণের শক্তি। জনতার মাঝে একটি সত্য ও নিষ্ঠার সাথে ভুল ধারণাও বেড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে একটি সহানুভূতি গড়ে ওঠে।

কোনো সংক্রমণ ঐ প্রথম অবস্থায় এতোটা ক্ষতিকর নয়, এর অগ্রগতি রোধ করাটা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়, এবং এটা এতোই নিশ্চিত যে, যেকোনো সময় জীবাণু ছড়িয়ে তার ক্ষতিকর শক্তিগুলো প্রকাশ করতে পারে। এবং এই শক্তিগুলো হচ্ছে, মানুষই-সংক্রমণ, যেমন ভয়, উৎকণ্ঠা, অলীক কল্পনা, আইন অমান্যের প্রবণতা, কুসংস্কার, ভুল ভ্রান্তি প্রভৃতি।

একটা জনতা যে সকল ক্ষেত্রে উৎসাহিত হয়ে পরে সেগুলো হচ্ছে, প্রতারণা, সুখ পর্যবেক্ষণ, শক্তি এবং যৌক্তিকতা উপলব্ধি করার মানের নিম্ন গতি ইত্যাদি। একজন যুদ্ধকর একটা বিশাল দর্শকদের সামনে তার পণ্য প্রদর্শন করাকে সহজ মনে

BanglaBook.org

করে। অন্যসব কিছুর সাথে এটার কারণ হচ্ছে, তেমন ক্ষেত্রে শ্রোতা বা দর্শকদের প্রশংসা এবং সহানুভূতি যোগাযোগ সহজ হয়। শ্রোতারা সহজে নিজেদের স্বাভাবিক অস্তিত্ব ভুলে একটা আশ্চর্য ভুবনে নিজেদেরকে ডুবিয়ে ফেলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটা জন সমাধানের সবচেয়ে সমালোচনামূলক শব্দটির উৎপত্তি তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিটি।

অধ্যাপক লী-বন তার 'দি ক্রাউড' বইতে লিখেছেন–

একটা সমাবেশে আগত সব লোকের আবেগ এবং ধারণাসমূহ মিলিতভাবে এক হয়ে যায় এবং একই দিকে ধাবিত হয়। তখন তাদের নিজস্ব বিবেক ও ব্যক্তিত্ব থাকে না। তখন স্বল্পকাল স্থায়ী একটি মিলিত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং তাদের মাঝে স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ের জন্য সামরিকটির কি অবস্থা হয় আমি বোঝাচ্ছি।

আমি একটা সংঘটিত জনতা, আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে একটা মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা গঠিত জনতাকে আহ্বান করবো। তারা সবাই মিলে একটা একক অস্তিত্বের স্বাদ পাবে এবং এটাই জনতার মানসিক একাত্মবোধ ও মিশ্রণের নিয়ম। একটা মনস্তাত্ত্বিক শ্রেণির জনতার সবচেয়ে চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ সমাবেশের একজন ব্যক্তির পরিচয় যাই হোক না কেন, তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি ধরন, তাদের পেশা চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তা একই রকম বিভিন্ন ধরনের হোক, তবু এটাই সত্যি এবং বাস্তব যে, তারা সম্মিলিতভাবে একটা জনতায় পরিণত হয়েছে এবং তাদের মনের একটা যৌথ অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। এবং এর ফলে তারা যৌথভাবে অনুভব ও চিন্তা করবে, এমনভাবে কাজ করবে, যা তারা যখন এককভাবে ভাবনাচিন্তা ও কাজ করতো তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। এমন কিছু ধারণা এবং অনুভূতি রয়েছে, সেখানে উপস্থিত থেকে সম্মিলিত জনতার রুট না নিলে বাস্তবে রূপায়িত হয় না। সম্মিলিত এবং যৌথ মনে এক মনের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতারণা কমে যায় এবং সেইসাথে ব্যক্তিসত্তার এককত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে।

অনেক সতর্ক পর্যবেক্ষণের পর লক্ষ করা গেছে যে, একজন ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে একটি জনতার সাথে মিশে থাকে এবং কাজে মগ্ন হলে, খুব শীঘ্রই তার কাছে মনে হবে, সে একটি বিশেষ অবস্থায় বা পরিবেশে আছে, তাকে তুলনা করা যায় একটা সম্মোহনকৃত অবস্থার মতো, যা লোকটি খুবই আশা করেছিল। তখন তার

BanglaBook.org

বিবেক বোধ, ব্যক্তিত্ব সবই অদৃশ্য হয়ে যাবে। ইচ্ছাশক্তি এমন কোনো কিছু উপলব্ধি করার আগ্রহ থাকবে না। তার সমস্ত অনুভব এবং চিন্তাশক্তি সম্মোহনকারীর নির্দেশিত পথে ধাবিত হবে। কোনো একটি নির্দেশের প্রভাবে সে এমন কাজ করতে আগ্রহী হবে যা অপ্রতিরোধ্য হঠকারিতা। এই হঠকারিতা জনতার ক্ষেত্রে অধিক অপ্রতিরোধ্য, কারণ জনতার সমস্ত লোক একই নির্দেশ পাওয়ার ফলে এটা গ্রহণ করার শক্তি অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করেছে। উপরন্তু, সে ব্যক্তিটি একটি সংগঠিত জনতার অংশ, তাই সে সভ্যতার সিঁড়ি থেকে কয়েক ধাপ নিচে নেমে আসে। যখন সে একা থাকে তখন একটি সংস্কৃতিবান ব্যক্তি, কিন্তু জনতার মধ্যে সে একজন বর্বর ব্যক্তি, অর্থাৎ তখন সে তার সহজাত প্রবৃত্তির অনুযায়ী কাজ করে। তার মাঝে তখন স্বতঃস্ফূর্ততা, হিংস্রতা এবং আদিমকালের উদ্দীপনা এবং বীরত্ব কাজ করে। সে পুরনো লোকদের অনুসরণ করার লক্ষ্যে তার স্বাভাবিক উৎসাহের বস্তু এবং চর্চিত, অভ্যাসগুলোর বিপরীত আচরণ করতে থাকে।

জনতার মধ্যে একজন ব্যক্তি অন্যান্য বালিকণার মাঝে মাটির কণার মতো, যাকে বাতাস ইচ্ছে মতো উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। অধ্যাপক ডেভেন পোট তার 'প্রিমিটিভ ট্রিইটস ইন-রিলিজিয়াস রিভাইবালস' বইতে বলেছেন, 'জনতার লোকদের মন আদিম কালের লোকদের মনের মতো, এবং যা খুবই আশ্চর্যজনক। তবে এদের বেশিরভাগ'ই আবেগ, চিন্তা, চরিত্র সম্পর্কে প্রাচীনপন্থিদের থেকে অনেক দূরে। কিন্তু এর ফলাফল একই রকম। উদ্দীপনা প্রদান করার সাথে সাথেই কাজ শুরু হয়। কারণটা কিন্তু স্পষ্ট নয়।

শান্তশিষ্ট এবং যুক্তি উপস্থাপনায় দক্ষ বক্তা একজন আবেগপ্রবণ নিপুন বক্তার কাছে নিষ্প্রভ। জনতা বক্তার ভাবমূর্তি নিয়ে ভাবে এবং ভাষণ এমন হওয়া উচিত, যেন তার সবার কাছে বোধগম্য হয়। ভাবমূর্তি কিন্তু প্রাকৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ নয়। তারা জাদুকরের জাদুর বক্সের কাচ-খণ্ডের মতো একে অন্যের রঙ গ্রহণ করে। কল্পনা শক্তির প্রভাব সর্বোচ্চ এই কথাটা তাদের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য।

জনতা এক জোট। এবং যুক্তির চাইতে আবেগ দ্বারা বেশি নিয়ন্ত্রিত। আবেগ একটি স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বন্ধন। কারণ মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির চাইতে এই ক্ষেত্রে কম ব্যবধান রক্ষা করে। এ কথাটা সত্যি যে, হাজার মানুষের একটি জনতার মাঝে যে পরিমাণ আবেগ সৃষ্টি হয় এবং বিদ্যমান থাকে, সেটা প্রত্যেকটি মানুষের আবেগকে

BanglaBook.org

পৃথকভাবে যোগ করলে যতটুকু হতো তার চেয়ে অনেক বেশি। এ কথাটার ব্যাখ্যা হলো, জনতার আকর্ষণ সব সময়ই হয়ে থাকে ঘটনাটির অবস্থার পরিপেক্ষিতে। অথবা বক্তার কোনো একটি সাধারণ ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। যেমন ধর্মীয় জনসভা পাপ মুক্তির বিষয়ের উপর আলোচনা। এ সমাবেশে প্রতিটি ব্যক্তি হয় আবেগতাড়িত। এ শুধু এ কারণে নয় যে, আলোচিত ধারণা এবং গোত্রের পরিচয় সূচক আকর্ষণীয় শব্দগুলো তাকে আলোড়িত করে। বড় কারণ হচ্ছে, সে সচেতনভাবে মনে করে সভার প্রতিটি লোকই তাদের শ্রুত ধারণা বা গোত্রের পরিচয়সূচক আকর্ষণীয় শব্দগুলোর আলোচনায় বিশ্বাস করে, এবং এগুলো তাকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করে তোলে। এসকল বিষয়ে তার নিজস্ব অনেক গুণ বৃদ্ধি করে এবং শেষ পর্যন্ত পুরো জনতার আবেগের পরিমাণকেও অনেক বৃদ্ধি করে। আদিম মানুষের মনের মতো কল্পনা শক্তি, এপ্রিকের প্রবাহকে খুলে দিয়েছে, যার ফলে এ আবেগ বন্য প্রকৃতির, অসুবিক অথবা প্রবল উত্তেজক হতে পারে।

কিছু লোকের সাফল্য আসে তাদের পেছনে অন্য লোকের সাহায্য সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণার ফলে। আবার কিছু লোক নরকের যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও সফল হয়। এখন তুমি বেছে নাও কোন পথে যাবে!

এই নির্দেশনায় জড়িত শিক্ষার্থীরা লক্ষ করবে যে, ধর্মীয় সংস্কারমূলক সভার শ্রোতাদের মধ্যে আবেগপ্রবণ লোকেরাই শুধুমাত্র 'জনতার মানসিকতার' প্রভাবের 'জটিল-মনোভাবপন্ন' হয় না এবং এর ফলে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু তারা আর দুটো শক্তিশালী মানসিক নির্দেশনার প্রভাবের আওতায় আসে।

ধর্মোৎসাহ বৃদ্ধির পরিকল্পনাকারীদের নির্দেশিত শক্তিশালী নির্দেশনাগুলো অত্যন্ত জোরালোভাবে ঠিক পেশাদার সম্মোহনকারীদের মতো, তাদের উপর আরোপ করা হয়। এটা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর একটা অনুকরণ করার নির্দেশ, বা জনতার বাকি অংশের একটা সম্মিলিত শক্তি।

মি. ডারখেম তার কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধানে লক্ষ করেছেন যে, গড়পড়তাভাবে প্রত্যেকটি মানুষকেই জনতার উপস্থিত লোকদের দ্বারা ভয় দেখানো হয় এবং অভিজ্ঞতায় প্রমাণ হয়েছে যে, তা নিজের সত্তার বিপরীতে বহু লোক তার উপর অদ্ভুত সব মনোবিজ্ঞানিক প্রভাব বিস্তার করে। এই নির্দেশ প্রাপ্ত লোকেরা শুধুমাত্র কর্তৃত্ববান লোকদের প্রচারক, তার সাহায্যকারীদের সনির্বন্ধ অনুরোধগুলো

BanglaBook.org

সমর্থন করে না, বরং তারা সব দিক থেকে পাওয়া অনুকরণীয় নির্দেশগুলো গ্রহণ করে। নির্দেশকারীরা আবেগপূর্ণ কার্যাবলীতে অভ্যস্ত এবং তারা দৃশ্যমান হবে সেগুলো প্রকাশ করে। একজন মেষের চালকের কণ্ঠস্বর শুধু ভেড়ার পালকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া না, বরং গলায় ঘণ্টা বাঁধা যে ভেড়াটি দলের পুরো ভাগে থাকে, তার ঘণ্টার টুং টাং শুনা যায়। এর ফলে একটা ভেড়ার লোক দিয়ে সামনে যায়, কারণ তার অগ্রগতি ভেড়াটিও সে রকম করে (এবং এভাবেই চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত পালের শেষ ভেড়াটিও লাফ দেয়)। উদাহরণটি দেওয়া হলো এটা বুঝাবার জন্য যে, একজন নেতাকে তার পুরো দলকে এগিয়ে নেবার জন্য কি ধরনের শক্তি প্রয়োজন হয়। এটা কোনো বাড়াবাড়ি কথা নয় যে, মানুষ আতঙ্ক, ভয় বা যে কোনো আবেগের কারণে মেষদলের অনুকরণীয় কাজকে গ্রহণ করতে চায় এবং গরু এবং ঘোড়ার 'হঠাৎ উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়কে অনুসরণ করে। মনোবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাগারে পরীক্ষণমূলক কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, ধর্মীয় পুনর্জাগরণ চিন্তা এবং সম্মোহনকৃত নির্দেশনাবলির বোধের মধ্যে একটা গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। দুটো বিষয়ে মনোযোগ এবং উৎসাহকে অপ্রচলিত ধারায় আকর্ষিত করা হয়েছে। তাদেরকে কথা এবং কাজে প্ররোচিত করা হয়েছিল। ও শক্তিগুলো চিত্তাকর্ষক এবং কর্তৃত্ববাদী স্বরে পাওয়া একঘেয়ে কথাবার্তায় পরিশ্রান্ত হয়ে উপদেশমূলকভাবে সম্মোহনকৃত নির্দেশাবলীর' শিক্ষার্থীদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, যাদের সকলেই এগুলোর সাথে ভালোভাবে অবহিত ছিল।

দুটো ক্ষেত্রেই বিষয়গুলো চূড়ান্ত নির্দেশনা এবং আদেশের জন্য প্রস্তুত করা হয়। এগুলো পূর্বের দেওয়া ক্ষুদ্র ধরনের নির্দেশনার মতোই মনে হবে। যেমন (সম্মোহনকারীদের) জন্য' দাঁড়াও', অথবা 'এভাবে তাকাও', ইত্যাদি এবং ধর্মীয় সংস্কারবাদীদের জন্য 'যারা এরকম চিন্তা করো, দাঁড়াও এবং 'যারা আরও ভালো হতে চাও, দাঁড়াও, ইত্যাদি। এভাবে সহজে প্রভাবিত হয়, এমন বিষয়গুলো সরলভাবে মেনে চলার অভ্যাস তৈরি হয়। এবং চূড়ান্তভাবে আদেশমূলক নির্দেশনাগুলো যেমন 'ডান দিকে এসো, এদিকে, ডান দিকে, এসো, আমি বলছি এসো, ইত্যাদি আদেশগুলো প্রভাবিত ব্যক্তিটিকে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। এই আদেশগুলো অনেকটা একই ধরনের, যা সম্মোহন বিদ্যার পরীক্ষণ এবং মৃত আত্মার সঙ্গে বৈধকে কাজে লাগে। অপরদিকে এগুলোই স্পর্শকাতর ধর্মীয়

BanglaBook.org

সংস্কারবাদীদের কাজেও ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি সঠিক ধর্মীয় সংস্কারবাদী একজন উত্তম সম্মোহনবিদ হতে পারে, আবার প্রতিটি সফল সম্মোহনবিদ একজন শুদ্ধ ধর্মীয় সংস্কারবাদী হতে পারে। অবশ্য যদি তার মন সেদিকে বা সে লক্ষ্যে ধাবিত হয়।

ধর্মীয় সংস্কারবাদীদের কাজে যিনি নির্দেশ দেবেন, তার একটি ইতিবাচক সুবিধা হলো, তিনি উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দের মনের স্পর্শকাতরতা এবং আবেগ জাগিয়ে তাদের বাধাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হন। এছাড়া ও মাইয়ের প্রভাব নিয়ে বর্ণনা, 'পৃথিবী এবং স্বর্গ,' টেল মাদার, আই উইল বি দেয়ার 'এ ধরনের গান, এবং কারো জীবনের অতীত এবং প্রথম বেলার শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের সাহচর্যের গল্প উপস্থাপন, ইত্যাদি এসব কিছু একজন মানুষকে তার আবেগ জাগরণে সহায়তা করে। এবং তাকে দৃঢ় বারবার দেওয়া নির্দেশের প্রতি সংবেদনশীল হতে প্ররোচিত করে।

যারা তরুণ বয়সের মানুষ এবং স্ত্রীলোকেরা বিশেষভাবে এ ধরনের আবেগস্পর্শী নির্দেশের প্রতি আসক্ত হয়। ধর্ম প্রচার, গান এবং ধর্ম সংস্কারবাদীদের সহযোগীদের ব্যক্তিগত আহ্বান তাদের অনুভূতিতে নাড়া দেয় এবং তাদের ইচ্ছা শক্তিকে প্রভাবিত করে।

অত্যন্ত পবিত্র আবেগঘন স্মৃতিগুলো হঠাৎ করে কিছুক্ষণের জন্য মনে উদয় হয়, তখন মনের পুরনো দিনের অবস্থা ফিরে আসে।' আমার ঘুরে বেড়ানো ছেলেটি কোথায়?' এমন পুরনো কথা মনে হলে অনেকের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠে, যাদের কাছে মায়ের স্মৃতি অতি পবিত্র। প্রচারক যখন বলে তার মা আকাশের উপরে আশীর্বাদ নিয়ে বেঁচে আছেন, যেখান থেকে তিনি তার ধর্মান্তরিত না হওয়া ছেলের সাথে যোগাযোগ রাখবেন না। যতক্ষণ ছেলে ধর্মের উপর বিশ্বাস আনবে না, এসব কথা অনেকের উপর সাময়িকভাবে হলেও ফল দান করে।

ভয়ের ব্যাপারটিও এখন ধর্ম সংস্কারবাদীদের মনে উদয় হয়। তবে এটা সত্য আগের মতো নয়। তবে এখনো বেশ ভালোভাবেই এবং খুব সূক্ষ্মভাবে ধর্মান্তরিত হবার আগে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করার বিষয়টি শ্রোতাবৃন্দের মাঝে উত্থাপন করে প্রশ্ন রাখা হয়,' এখনই কেন নয়? আজ রাতেই কেন নয়? অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে ধর্মান্তরিত হবার আহ্বান জানানো হয়। তার সাথে ধর্মীয় ইঙ্গিতের মাধ্যমে গীত হয়,' ওহে, তোমরা কেন অপেক্ষা করছো? প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ? 'মি. ডেভেন পোর্ট বলেছেন, এটা সবাই জানে যে, প্রতীকী ভাবমূর্তি শ্রোতার আবেগকে ভীষণভাবে বৃদ্ধি করে।

BanglaBook.org

ধর্ম সংস্কারবাদীদের দখলে প্রচুর শব্দ ভাণ্ডার থাকে। যেমন রাজকীয় পদক, রাজশক্তি বা মুকুট, দেবদূত, নরক, স্বর্গ ইত্যাদি।

এখন প্রাণবন্ত কল্পনাশক্তি এবং দৃঢ় অনুভূতি ও বিশ্বাসসম্পন্ন মনই নির্দেশনার জন্য এবং কাউকে উজ্জীবিত করার জন্য সহায়ক। এটাও সত্য যে, নির্দেশিত ধারণার সাথে সহানুভূতিশীল জনতার প্রভাব পাপীদের কাছে সম্পূর্ণভাবে দমনমূলক ভীতিকর। এমন অনেক ঘোষণাকৃত ধর্মান্তরিতকরণের উদাহরণ আছে, যে কোনো প্রথমে অনেকটা সামাজিক চাপ থেকে সৃষ্টি হয় এবং এগুলো কখনো এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হয় না। শেষ পর্যন্ত সমস্ত বহিরাগত ধারণার প্রতি অনীহা বৃদ্ধি পায় এবং এর সকল ঘটনা বা প্রতিক্রিয়া ঘটে ধর্মান্তরবাদীদের সমাগমে, তাদের প্রার্থনা এবং বক্তৃতা দ্বারা। সুতরাং নির্দেশনা একটি অতি স্পর্শকাতর বিষয়। যখন এ সকল নেতিবাচক চেতনাসমূহ শ্রোতাদের উপর প্রভাব ফেলে, তখন সেই সভাস্থলের একজন পরিচালক থাকেন, যার একটি উচ্চস্তরের সম্মোহনী শক্তি থাকে। যেমন মি. ওয়েজলে, অথবা মি. ফিনি, অথবা যিনি একজন প্ররোচনা দানে সক্ষম আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। যেমন মি. হোয়াইট ফিল্ড। জনতার কিছুসংখ্যক লোকের উপর খুব সহজে প্রভাব বিস্তার করা যায় এবং তাদের সহজেই ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া যায় না, যারা অস্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণভাবে সম্মোহনযোগ্য। যখন এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয় না, তখনও কিছু সূক্ষ্ম অবস্থার সৃষ্টি হয় যদিও সাধারণ নির্দেশনাবলি হাতে গণনা করা যায়।

তোমার সে ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করতে কোনো ভয়ের কারণ নেই, যিনি বলবেন,' আমি এটা করবো না, কারণ আমাকে এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না, 'তিনি কখনও চাকুরি ক্ষেত্রে তোমার বিপদজনক প্রতিযোগী নন। কিন্তু তুমি সে লোকের প্রতি লক্ষ রাখো, যিনি কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার কাজ ছেড়ে যায় না এবং তার কাছে যতটুকু তার আশা করা যায়, তারচেয়ে বেশি কাজ করেন। কারণ তিনি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এবং তোমাকে অতিক্রম করে যেতে পারবেন।

যে ব্যক্তিদের মধ্যে প্রভাবিত হবার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়, ধর্মান্তরবাদ অথবা তার সহকর্মীদের তারা তাদের কি দিয়ে পরিশ্রম করানো হয়? তাদেরকে নিজ নিজ নিম্ন ইচ্ছা ত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাদেরকে বলতে হয়,' সবকিছু ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দাও 'তাদেরকে বলা হয়,' তোমাকে ঈশ্বরের উপর সমর্পণ করো এখনই,

BanglaBook.org

এই মুহূর্তে'। অথবা তাদেরকে বলতে বলা হয়,' এখনই বিশ্বাস স্থাপন করো. তাহলে তুমি রক্ষা পাবে।' অথবা,' তুমি কি যীশুর উপর বিশ্বাস রাখবে না?

তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয় এবং তাদের দিয়ে প্রার্থনা করা হয়। তাদের কাজের উপর অস্ত্র রাখা হয় এবং পাপীদের পাপ কাজ ত্যাগ করার জন্য আবেগময় উদ্দীপক নির্দেশনাবলি প্রয়োগের সব রকম কলাকৌশল ব্যবহার করা হয়। স্টার বাফ তার সাইকোলজি অব রিলিজিয়ন বইতে ধর্মান্তরবাদী জনসভায় উপস্থিত ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। তাদের একজন এরকম লিখেছিলেন–

'আমার নিজস্ব ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে অপরের করুণার উপর ন্যস্ত হয়েছিলো, সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, তিনি ছিলেন ধর্মান্তরবাদী একটা বিশুদ্ধ অনুভব মাত্র। এরপর কিছু সময় ছিল আধ্যত্মিক পরমানন্দ লাভের অনুভূতি। আমি শুভ কাজের জন্য মাথা নত করলাম এবং অন্যের কাছে আকর্ষণীয় হবার জন্য আমার বাকপটুতা দেখালাম। আমার নৈতিক উন্নয়ন বা পরমানন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। এরপর আমি গোঁড়া ধর্মীয় আমরা পুরান থেকে সম্পূর্ণ বের হতে পারলাম।'

'একটি ধর্মান্তরবাদীদের সমাবেশে ধর্মান্তরিতদের প্রভাবিত করার নতুন পদ্ধতিটি এখন বিলুপ্ত এবং তার সাথে অতীতের ত্রুটিপূর্ণ ধর্মতত্ত্বের এখন আর প্রচলন নেই 'এই রকম দাবির উত্তরে মি. ডেভেন পোর্ট বলেছেন,

'আমি এ ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, কারণ, ধর্মান্তরবাদীদের তার থেকে অযৌক্তিক ভীতি পাবার বিষয়টি অনেকখানি শেষ হবার পথে, কিন্তু সম্মোহন বিষয়ক প্রক্রিয়াটি এখনো শেষ হয়ে যায়নি। বরং এ বিষয়টির পুনপ্রাদুর্ভাব দেখা যায় এবং এটাকে সচেতনভাবে শক্তিমান করা হয়েছে, কারণ পুরনো সেই আতঙ্কের খুঁটিটি আর নেই। এখন একথা খুব জোর দিয়ে বলা যায় না যে, খুব উঁচু এবং পরিষ্কার বোধশক্তিতে এরকম শক্তি একটি আধ্যাত্মিক শক্তি নয়। এটা অনেকটা বিদঘুটে, ফাঁকি এবং অস্পষ্ট।

এই বিষয়টি থেকে কোনো আধ্যাত্মিক সুফল পেতে হলে এটাকে আরো ভালোভাবে পরিশোধন করতে হবে। এটা সম্পূর্ণভাবে আদিম যুগের, প্রাণিজগতের সাথে সম্পর্কিত এবং মুগ্ধতা এবং আকর্ষণ করার একটি সহজ উপায়। এভাবে পালকহীন, ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় বিড়াল জাতীয় প্রাণী অসহায় পাখির উপর এটা প্রয়োগ করে। ভারতীয় ঔষধ প্রস্তুতকারীরা এটা ভূতের নাচের পূজারীর উপর প্রয়োগ করে।

BanglaBook.org

যখন এটা ছোট শিশুদের উপর ব্যবহার করা হয়েছিল, যারা স্বাভাবিকভাবে নির্দেশ মেনে চলে, তখন দেখা গেছে, এটাতে কোনো যোগী কথার নেই, যৌক্তিকতা নেই এবং এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে মানসিক এবং নৈতিকভাবে ক্ষতিকর। আমি দেখতে পাই না, কতো তীব্র আবেগময় যন্ত্রণা এবং ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় নির্দেশনার ব্যবহার বা প্রয়োগ শক্ত-হৃদয় পাপীদের কাজে লাগানো যায়। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বড় আকারের জনসংখ্যার মাঝে এ প্রক্রিয়াটির প্রয়োগ একটি মনস্তাত্ত্বিকমূলক কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। শরীর সম্পর্কিত ধাত্রীবিদ্যায় হাতুড়ি চিকিৎসার প্রচলনকে আমরা বুদ্ধিমত্তা প্রসূত যত্ন সহকারে পাহারা দেই। এটা ভালো হতো যদি একটি কঠিন প্রশিক্ষণ এবং নিষেধাজ্ঞার বেড়ায় আধ্যাত্মিকপন্থি ধাত্রীবিদ্যাবিশারদদের আবদ্ধ করে রাখা হতো। তাদের কাজ হচ্ছে, নতুন জন্ম পদ্ধতির জন্য আরও সুক্ষ্ম, সতর্ক ও যত্নশীল উপায়–এর নির্দেশনা দেওয়া। যারা ধর্মোৎসাহ বৃদ্ধির কাজের পদ্ধতিকে সমর্থন করে এবং স্বীকার করে যে, মানসিক নির্দেশনা এ বিষয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তারা মনে করে, একই ধরনের পূর্বের আপত্তিগুলো ধর্মোৎসাহ বৃদ্ধির পরিচালনার জন্য কার্যকর নয়, মানসিক নির্দেশনা জনগণের উন্নতি-কল্যাণের জন্য বিপরীতভাবে কাজে লাগানো যায়। অর্থাৎ এটা ভালো ও মন্দ দু'উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়।

এই কথা স্বীকার করার পর ভালো লোকগুলো মন্তব্য করে যে, মানসিক নির্দেশনা বলে, ধর্মোৎসাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়া এবং এটা অসুরদের শক্তির উপর আক্রমণ করার একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু পরীক্ষা করার পর দেখা গেল, যুক্তিটি এর ফলাফল সম্পর্কে বিচার করলে ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়।

প্রথমেই মনে হবে যে, এটা ধর্মান্তরবাদীদের কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত আবেগপূর্ণ, স্নায়ুবিক এবং প্রায় বিকারগ্রস্ত মনের অবস্থা চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ও নৈতিকতার পুনর্জাগরণ করতে পারবে। যা প্রকৃতি ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সহায়ক নকল বস্তুর সাথে আসল বস্তুও মেশাতে হয়। যেমন, আত্মিক চাঁদের তীব্র ও অশুভ আলোকরশ্মির সাথে দলবদ্ধ এবং প্রাণবন্ত আধ্যাত্মিক সূর্যের আলো। মানুষের সম্মোহনী মনোভাবের স্তরকে আধ্যাত্মিক মনোভাবের উপরের স্তরে রাখতে হবে। যারা এই দু'রকম অবস্থার সাথে পরিচিত, তারা জানে যে, এ দুটো উপলব্ধির ব্যবধান অনেক ব্যাপক, ঠিক যেন দু'মেরুর দূরত্বের মতো।

BanglaBook.org

আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ ধনী ও চিন্তাধারার বাতাস কোন দিকে বইছে, তা জানার জন্য আমরা বোস্টন-এর নিউ ওল্ড সাউথ চার্জের অবসরপ্রাপ্ত যাজক রেড-ডা. জড়ু -এ- গডনের রচিত 'রিলিজিয়ন এন্ড মিরাকেল' নামক গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি দিলাম।' এসব কারণে পেশাভিত্তিক ধর্মান্তরবাদ, সাথে তার সাথে জড়িত সংস্থা, এদের কর্মী ও সংবাদকর্মী যারা ভালো মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে মিল রেখেছেন, বিজ্ঞাপণ বিপ্লেরন পদ্ধতি এবং সব রকম সমালোচনামূলক মন্তব্যের অন্তর্ভুক্তিকরণ, অথবা বর্জন, আবেগের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা, প্রকাশের পদ্ধতি, যার সাথে শোভনীয়ভাবে কোনো দৃশ্যমান সংযোগ নেই, গৌরবের পথে অগ্রসর হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই - এসব কিছুই অপর্যাপ্ত।

পৃথিবী ভবিষ্যৎ বক্তার দূরদৃষ্টি, অনুরাগ, সরলতা এবং কঠিন সত্যনিষ্ঠার অপেক্ষা আছে।

অপেক্ষা করছে জাতির কাছে খ্রিস্টীয় মহাগুরু রাজকীয় বিস্তৃত উদারনীতি এবং নৈতিক শক্তির। পৃথিবী অপেক্ষা করছে খ্রিস্টের মতো একজন দীক্ষাগুরুর, যিনি তাঁর ধর্মতত্ত্বের শিক্ষাকে বিশাল হৃদয় ও চরিত্র নিয়ে এগিয়ে আসবেন।

সন্দেহাতীতভাবে এমন উদাহরণসমূহ আছে যে, কিছু মানুষ প্রথম ধর্মান্তর বাদীদের আবেগজনিত উত্তেজনার প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে এবং পরবর্তীকালে উচ্চতর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ধর্মীয় জীবনযাপন করছে। কিন্তু তবুও অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যার উপর ধর্মবাদীরা কিছু অস্থায়ী প্রভাব চাপিয়ে দিয়েছিলেন, অবশ্য তাদের মঙ্গলের জন্য, যেটা তাদের উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে। যখন এ ধরনের চাপ কমে গেল, তখন তাদের মধ্যে দেখা গেল সত্যিকার ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি অমনোযোগ এবং বিমুখতা। প্রতিক্রিয়াটি প্রিয় কর্মটির সমান।

'পুনঃপাপাচারে 'মগ্ন হওয়ার বিষয়টি সকল গীর্জায় খুবই পরিচিত একটি বিষয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে আবেগময় উত্তেজনার প্রতি একটি সহনশীলতার সৃষ্টি হয়, যার ফলে ভুক্তভোগী ব্যক্তিটি প্রতিটি ধর্মীয় পুনর্জাগরণের পর বারবার ধর্মান্তরের স্তরে পতিত হয়, এবং শেষকালে জনসংখ্যার প্রভাব দূর হবার পর পুনরায় পাপাচারের পথে নিমগ্ন হয়।

মনোবিজ্ঞানীদের কাছে এটা একটি সত্যিকারের বিষয় যে, যেসব লোকেরা আবেগতাড়িত হয় এবং একটা বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্মান্তরবাদে অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে তারা

BanglaBook.org

পরবর্তীতে অনেক বেশি মনে হয় ইঙ্গিতপূর্ণ হয়, এবং কোনো একটি বৈশিষ্ট্য মতবাদ, খেয়ালিপনা, ও অসার শ্রেণির ধর্মের প্রতি আগের চেয়ে বেশি ঝুঁকে পড়ে। যে সকল লোক কপট বা মেকী ধর্মতত্ত্ব বিশ্বাস এবং ছদ্ম তাপসদেরকে সমর্থন করে, দেখা গেছে তারা সেই সকল ব্যক্তি যারা আগে ধর্মান্তরবাদীদের দ্বারা ধর্ম সবচেয়ে উৎসাহী এবং উত্তেজক ব্যক্তি। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এ দেশে এবং ইংল্যান্ডের যে সকল পদের 'মেসিরা,' 'এলিজাহ 'এবং প্রফেট অব দি ডন'-এর অনেক আগমণ হয়েছিল, তাদের নিযুক্ত হয়েছিল বিশেষভাবে তাদের মধ্য থেকে যাদের ঘোড়া চার্চের মধ্যে থেকে ধর্মান্তরবাদের শক্তিমত্তার অভিজ্ঞতা ছিল। এটা সম্মোহন বিষয়ক প্রশিক্ষণের একটি পুরনো কাহিনী। কম বয়সের পুরুষ এবং মহিলাদের মাঝে এ ধরনের মত্ততা বিশেষভাবে ক্ষতিকর। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বয়ঃসন্ধি এমন একটা সময়, যখন একজন মানুষের মনের প্রস্তুতি বা ধরনের অনেক পরিবর্তন হয়। এসময় যৌন অনুভূতি এবং ধর্মের প্রতি অনুভূতিরও পরিবর্তন ঘটে। এটা একটি আশ্চর্যরকম শরবত, যখন আবেগের প্রকৃতিও পরিবর্তন হয়। এই সময়ের অবস্থা এমন হয় যে, ব্যক্তির মধ্যে চরিত্র নষ্ট, আধ্যাত্মিক গবেষণায় এবং সম্মোহিত ভাব প্রদর্শন, ইত্যাদি প্রকাশ ঘটে, যা বিশেষভাবে ক্ষতিকর। জীবনের এই সময়ে অত্যধিক আবেগ নয় উত্তেজনা, এর সাথে কিছুটা রহস্য, ভয়, এবং উদ্বেগ পরবর্তী জীবনে বিষণ্নতা, মুর্চ্ছা রোগ, অন্ধকার ভীতি এবং সন্দেহ প্রবণতা দেখা যায়।

অস্বাভাবিক ধর্মীয় উত্তেজনা এবং অযাচিত যৌন সম্পর্কীয় বিষয়ের মধ্যে আরও অনেক কিছু ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে। এটা এ বিষয়ে সব শিক্ষার্থীর জানা আছে। কিন্তু সবকিছু এখানে বলা যায় না। তবু একটা সূত্র হিসেবে মি. দেভেনপোট কি বলেছেন, তাতে বিষয়টা কিছুটা বোঝা যাবে। 'বয়ঃসন্ধিকালে একটা দৈহিক প্রক্রিয়ার সূচনা হয়, যার ফলে একই সময়ে তারা যৌন এবং আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডে তাড়িত হয়।

প্রথম বিষয়টির কারণে দ্বিতীয় বিষয়টি ঘটে কিনা, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এটাই সত্য মনে হয় যে, দৈহিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে দুটো বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তবে বিষয়টির দুটো ভিন্ন গতিপথ আছে, তবে একটা সম্পূর্ণ অবস্থায় এর যে কোনো একটির মৌলিক উত্তেজনার ফলে অপরকে প্রভাবিত করে। বিবৃতিটির সতর্ক অনুসন্ধানে অনেক কিছুই ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, যা অতীতে

BanglaBook.org

অনেক ভালো মানুষকে শোচনীয়ভাবে হতবুদ্ধি করেছে। এগুলো ঘটেছে কোনো শহর, বা জনসভার ধর্মান্তরবাদীদের উত্তেজনা নিয়ে। শয়তানদের এ আপাত-প্রবাহ আমাদের পূর্ব পুরুষদের ভীষণভাবে শংকিত করেছিল, যা এখন মনে হচ্ছে, প্রাকৃতিক নিয়মে মনস্তাত্ত্বিক এবং শরীর সম্বন্ধীয় কর্মকাণ্ড মাত্র। এটা বুঝাতে হলে তোমার হাতের কাছেই প্রতিষেধক।'

যতক্ষণ পর্যন্ত যারা তোমার সাথে একমত পোষণ করে না, তাদের প্রতি সহনশীল হতে শিখবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জাতি এক্ষুনি প্রশংসা করো না, তাদের তুমি একটু দয়া-মায়ার সাথে কথা বলার অভ্যাস আরো করতে না পারো, আয়ত্ত করতে না পারো। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি অন্যের মাঝে মন্দ বিষয়টি না হলে ভালো বিষয়টি লক্ষ্য করতে না পারো, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি সফল হবে না, জীবন মূখী ও হবে না ।

কিন্তু ভবিষ্যতের ধর্মান্তরবাদী, নতুন যুগের ধর্মান্তরবাদী এবং প্রকৃতি সম্পর্কে ধর্মান্তরবাদীদের সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কি বললো, অধ্যাপক ডেভেনপোর্ট, যিনি এই কাজে অভ্যস্ত, তিনি সমালোচনাকারীদের কি বলেন শোনা যাক।

'আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তিকে অগ্রাহ্য করা এবং যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতাকে বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে ধর্মান্তরবাদীদের সভাগুলোকে স্থূল ও দমনমূলক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করার কাজটা খুবই কমিয়ে আনতে হবে। জনসাধারণের আয়োজিত ধর্মীয় সভাগুলোর প্রভাব আরও প্রত্যক্ষ ও আরও বাধাহীন হবে। সম্মোহন করা এবং শক্তি প্রয়োগে কিছু পছন্দ করার বিষয়টা আত্মাকে দুর্বল করে একথা গ্রহণযোগ্য হবে, উত্তেজনা, সংক্রমণ এবং নির্দেশনার প্রভাবে কোনো সিদ্ধান্তকে বৃহৎ আকারের চাপের মধ্যে রাখার কোনো চেষ্টা করা যাবে না। ধর্মান্তরকারীদের সংখ্যা খুবই কম।

আবার এটার সংখ্যা বেশিও হতে পারে। তাদেরকে প্রশাসনিকভাবে সম্মোহিত করার জন্য প্রচারকের ক্ষমতা অনুযায়ী পরিমাপ করা হবে না। প্রতিটি খ্রিস্টান নারী ও পুরুষের স্বার্থহীন বন্ধুত্ব দিয়ে পরিমাপ করা হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস যে, আমরা নিশ্চিত, ধর্মীয়ভাবে উৎপন্ন হওয়া এবং আবেগপূর্ণ শৃঙ্খলতার দিন শেষ হয়ে গেছে।

বুদ্ধিদীপ্ত আবেগ প্রকাশে অভ্যস্ত এবং নিজেকে উৎসর্গ করার মতো ধর্মানুরাগের দিন নিকটে এসে গেছে। ন্যায্যভাবে কোনো কিছু করা, ক্ষমা এবং

BanglaBook.org

করুণাকে ভালোবাসা, ঈশ্বরের প্রতি বিনম্র থাকা, এসবই থাকবে মানুষের মাঝে দেবসুলভ প্রধান রুচি। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এখন বিবর্তন-এর মধ্যে রয়েছে। আমরা এখন প্রারম্ভিক ও আদিম অবস্থা থেকে সরে এসে যুক্তিপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করছি। বিশ্বাস করুন, আত্মার ফল শুধু অচেতনমূলক গতি নয়, প্রবৃত্তি দ্বারা সোনার অতি সংকোচ প্রদর্শন নয়, এগুলো হচ্ছে যৌক্তিক ভালোবাসা, আনন্দ, শান্ত দীর্ঘ ভোগান্তি, দয়া, ভালোত্ব, বিশ্বাসযোগ্যতা, নম্রতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ।

মনঃসংযোগের বিধিমালাসমূহ একটি প্রধান নীতিমূলক শিক্ষা, যা এই পাঠ্যক্রমের প্রধান পরিকল্পনাকারী অংশে বিধৃত হয়েছে, যারা সফলতার সাথে এ নীতিমালাগুলো পরীক্ষা করতে চায়। তাদের বিষয়টি ভালো করে বুঝতে হবে, বুদ্ধিদীপ্তভাবে প্রয়োগ করতে হবে। পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের পূর্ব লিখিত মন্তব্যগুলো মনঃসংযোগ বিষয়টির উপর তোমাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারবে। কারণ এ পদ্ধতিটি প্রায়ই আমাদের অনেকের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, যারা একটি জনতার সমস্ত মানুষের মনকে মিশ্রণ করে, আবার জোড়া লাগানোর কাজটি করে, যাতে সকলের মনের ভাবটি একসূত্রে গেঁথে যায়।

এখন তোমাদের সহযোগিতা শীর্ষক পাঠ্যক্রমটি পড়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এ পাঠ্যক্রমটি তোমাদের শেখাবে মনোবিজ্ঞান বিষয়ক নিয়মগুলো, যার উপর ভিত্তি করে সাফল্যের দর্শনতত্ত্ব রচিত হয়েছিল।

–সমাপ্ত–

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org